সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল

যুদ্ধের স্মৃতিকথা

ভ. চুইকোভ

তৃতীয় রাইখের অবসান

সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল

ভ. চুইকোভ

তৃতীয় রাইখের অবসান

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

www.pathagar.com

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: বিজয় পাল

Маршал Советского Союза

В. И. ЧУЙКОВ

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

на языке бенгали

Marshal of the Soviet Union

V. CHUIKOV

THE END OF THE THIRD REICH

In Bengali

© Издательство «Советская Россия», 1973
© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৬

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Ч $\frac{0505030202—352}{014(01)—86}$ 296—86

www.pathagar.com

সূচি

প্রধান আক্রমণাভিযানে ৫
নতুন কর্তব্য . . ৩২
ভিস্টুলা ৫৫
চাপ দেওয়া স্প্রিং সোজা হচ্ছে ৮৮
নিশ্চিত নিপাত ১৩০
আসন্ন অবসান ১৯৩
অগ্রভাগে — রক্ষী পতাকা ২০২
মৃত্যু যন্ত্রণা ২১৮
ঝঞ্ঝাক্রমণ ২৩১
টির্গার্টেন ২৪৭
ক্রেব্‌সের আগমন ২৭০
বার্লিনের মে দিবস ২৯২
সৈনিকের সুখ ৩১২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান আক্রমণাভিযানে

১

আমার পরিচালনাধীন অষ্টম রক্ষী (গার্ডস) বাহিনীর সৈন্যদের ১৯৪৪ সালের ৫ই জনুন নিস্টার নদী তীরস্থ আক্রমণের পাদভূমি থেকে প্রত্যাহার ক'রে তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের মজনুত বাহিনীতে নিয়ে আসা হয়।

আমার রক্ষী বাহিনীকে তখনও বিশেষ কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নি, তা নতুন সৈন্যে দ্রনুত পরিপনূর্ণ হয়ে উঠছিল, অস্ত্রসজ্জায় লিপ্ত ছিল এবং পনুনর্মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আমি কোনকিছনু একটা অননুমান করতে পেরেছিলাম, তবে অননুমানের উপর পনুরোপনুরিভাবে ভরসা করতে সাহস পাই নি। প্রথমে এরনূপ গনুজব শোনা গেল যে আমাদের নাকি উত্তর দিকে পাঠানো হচ্ছে, আর পরে আমায় সরকারীভাবে জানানো হল যে অষ্টম রক্ষী বাহিনী চলে যাচ্ছে প্রথম বেলোরনুশ ফ্রন্টের অধীনে এবং আমাদের সৈন্যদের প্রধান আক্রমণাভিযানে অংশগ্রহণ করবে।

সে ছিল উচ্চ সম্মান। তবে বাহিনীতে খনুব কম লোকই তা জানত, এবং এ সিদ্ধান্তটি রাষ্ট্র করার কোন অধিকার আমাদের ছিল না। তা ছিল অতি গনুরনুত্বপনূর্ণ সামরিক রহস্য। গোটা একটি বাহিনীর পনুনর্মোতায়েন সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল শত্রনুর অলক্ষ্যে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে।

বাহিনীর সদর-দপ্তরের উপর বিপনুল এক দায়িত্ব অর্পিত হয় — এই পনুনর্মোতায়েনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে ও সে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে, সৈন্যদের যাত্রাপথ ও সমাবেশের স্থানগনুলো ঠিক করতে হবে, যানবাহন বণ্টন করতে হবে, নতুন জায়গায় ইউনিটগনুলোর অবস্থান, গোলা-বারনুদের গনুদাম আর খাদ্যদ্রব্যের গনুদামগনুলোর অবস্থান নির্ধারিত করতে হবে।

ওই সময় আমাদের সদর-দপ্তরে কিছনু পরিবর্তন ঘটে। জেনারেল ভ. ভ্লাদিমিরোভের পদটিতে নিযনুক্ত হল ভিতালি বেলিয়াভস্কি। এর আগে তিনি ছিলেন বাহিনীর সদর-দপ্তরের রণনৈতিক বিভাগের অধিনায়ক।

www.pathagar.com

বেলিয়াভস্কি ছিলেন আমাদের বাহিনীর সর্বকনিষ্ঠ জেনারেল। তখন তাঁর চল্লিশ বছরও পূর্ণ হয় নি। ঠাট্টা ক'রে সবাই তাঁকে 'জোয়ান জেনারেল' বলে ডাকত। তাঁর ছিল অফুরন্ত শক্তি, কাজকর্মে অধ্যবসায় আর পুঙ্খানুপুঙ্খতার অভাব ছিল না। সমস্তকিছুই তিনি করতেন দ্রুত, সঠিকভাবে ও সময় মতো।

১০ই জুন বেলিয়াভস্কিকে বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য সহ মস্কোয় ডেকে পাঠানো হল। সে দিনই রেলপথে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে কেন্দ্রস্থলে বাহিনীর পুনর্মোতায়েনের আদেশ পাওয়া গেল। সৈন্য স্থানান্তরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে লাগল।

সৈন্য বোঝাইকরণের দিন ও সময় ঠিক হল — ১২ই জুন সকাল ৬টা। পুনর্মোতায়েনের কাজ পরিচালনার জন্য আমার সহকারী লেফটেনেন্ট-জেনারেল ম. দুখানোভের নেতৃত্বে বিশেষ একটি রণনৈতিক গ্রুপ গঠন করা হয়।

ট্রেনে সৈন্য বোঝাই ও প্রেরণের কাজ যে পরিকল্পনা মতোই এগুচ্ছে তাতে নিশ্চিত হয়ে আমরা — সামরিক পরিষদের সদস্য মেজর-জেনারেল আলেক্সেই প্রনিন, গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেনেন্ট-জেনারেল নিকোলাই পজারস্কি ও আমি — গাড়িতে ক'রে প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্টের সদর-দপ্তরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের যাত্রার দিন নির্ধারিত হয় — ১৪ই জুন।

এই ভাবে আমরা নিস্টার ত্যাগ করলাম...

অষ্টম রক্ষী বাহিনীর সংগ্রামী ইতিহাসে অতিক্রান্ত হল আরও একটি ধাপ — ইউক্রেনের মাটিতে সামরিক ক্রিয়াকলাপের একটি বছর, যা আমাদের স্মৃতিতে অনপনেয় ছাপ রেখে যায়।

ইউক্রেনের মাটিতে কঠোর ও রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে। ওখানে অষ্টম রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা আক্রমণাত্মক লড়াই চালানোর কাজটি কেবল শিখতে শুরু করেছিল। ওখানে তারা স্তালিনগ্রাদে অর্জিত প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে ঝঞ্ঝাক্রমণ, অগ্রগমন, দ্রুত মহড়া আর প্রবল আক্রমণের অভিজ্ঞতা দিয়ে সমৃদ্ধ করছিল।

জাপরোঝিয়ের নৈশ ঝঞ্ঝাক্রমণের কথা ভালো মনে আছে। সে ছিল এক দুঃসাহসিক অভিযান, তবে একমাত্র এই দুঃসাহসিকতার দরুনই তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয় এবং তাতে রক্তপাত হয় কম। অভিযানের অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধ বয়সে স্মরণ করবে অবিরাম গোলাবর্ষণের নৈশ অগ্নি-

www.pathagar.com

ঝলকের কথা, সেই সমস্ত অগ্নিকাণ্ডের কথা যার কম্পমান লাল আলো ঝঞ্ঝাক্রমণে লিপ্ত গ্রুপ, কোম্পানি ও ডিভিশনগুলোর পথ আলোকিত করে তুলছিল। শহরের উপর কুয়াশাচ্ছন্ন বিষণ্ণ ঊষার উন্মেষ ঘটল। বাতাসে কয়লার গ্যাসের গন্ধ ছড়াচ্ছিল। চারিদিকে সমস্তকিছু জ্বলছিল, ধোঁয়া উঠছিল, ঘরবাড়ি ধসে পড়ছিল। রাস্তাগুলোতে এত দ্রুত গতিতে লড়াই সম্পন্ন হয় যে ফ্যাসিস্টরা শহর ও নিপার নদীর বাঁধটি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগই পায় নি। সামনের দিকে একটা হাত-বোমা, তারপর সাবমেশিনগান থেকে কোণগুলোতে, চারিপাশে এক সারি গুলি, এরপর আরও একটা হাত-বোমা, এবং আমাদের সৈনিক পিল-বক্সে, গর্তে অথবা দুর্গে পরিণত হওয়া বাড়িতে ঢুকে পড়ছিল। ধোঁয়া এবং কুয়াশায় সে প্রায় অভেদ্য। আর সম্মুখে ও দু'পাশে ক্যাটারপিলারের বিকট শব্দের মধ্যে আমাদের ট্যাংকগুলো ইতিমধ্যে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। কামান আর মর্টার কামানগুলো ঠেলতে ঠেলতে ক্রমশই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পূর্ণ ও নির্ভুল মিতষ্ক্রিয়া বিস্ময়কর ফল দিচ্ছিল। আর পরে... পরে এল কঠিন সময়... শুরু হল তেতাল্লিশ — চুয়াল্লিশ সালের শীতকাল। আমরা জানতাম যে ওই শীতে শত্রুর উপর অধিকতর মারাত্মক আঘাত হানার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা হচ্ছিল, আমাদের শিল্প রণাঙ্গনকে হাজার হাজার ট্যাঙ্ক আর বিমানের জোগান দিচ্ছিল, আমরা আমাদের আক্রমণের দ্বারা চূড়ান্ত সংগ্রামের পাদভূমিটি (ব্রিজ-হেড) দূরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম হিটলারের জোট ভাঙ্গনের জন্য, তার তাঁবেদারদের যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য পূর্বশর্ত গড়ছিলাম। আমাদের কাছে যে-সমস্ত যুদ্ধোপকরণ ছিল আমরা সততার সঙ্গে তা দিয়েই লড়ছিলাম। সময় সময় এই সমস্ত উপকরণ ছিল একটু কম, কখনও কখনও একটু বেশি, তবে সর্বদাই যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে কম। দনবাসের কাছে কঠোর লড়াই দিয়ে আমরা শুরু করি, তবে পথের শেষে রাষ্ট্রীয় সীমানায় গিয়ে পেঁছার কর্তব্য উপস্থিত হয়। লোকে এক অধীর হয়ে যা কামনা করছিল, যার জন্য আমাদের লক্ষ লক্ষ সাথী প্রাণ দিয়েছে আর লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী অতিক্রম করেছে দুর্গম এক পথ তা অবশেষে অর্জিত হল। সোভিয়েত মাটি হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত হতে লাগল।

অষ্টম রক্ষী বাহিনী যখন প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্টের অধীনে যাওয়ার আদেশ পেল, তখন সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে অবস্থা কীরূপ ছিল?

ফ্রন্ট লাইনের মোট দৈর্ঘ্য হ্রাস পেল। এবার আক্রমণের সময় আমাদের

পক্ষের আগের চেয়ে বেশি শক্তি সমাবেশের সুযোগ দেখা দিল, তবে প্রতিরক্ষাকারীরাও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তুলছিল, যুদ্ধোপকরণ ও জনবল দিয়ে তা পরিপূর্ণ করছিল। আক্রমণ ক্রমশই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠছিল, আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশই ঘন হয়ে উঠছিল। এর দরুন আক্রমণকারীদের প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামে চাহিদা বৃদ্ধি পেল, প্রতিরক্ষাকারীরা ঘন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কিছুটা যুদ্ধ-কৌশলগত শ্রেষ্ঠতা লাভ করল।

এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি নতুন আক্রমণ আমাদের কাছ থেকে চটপট সৈন্য স্থানান্তরণ, কোন একটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির দ্রুত ও অলক্ষিত সমাবেশ দাবি করত, — এত দ্রুত, যাতে শত্রু পাল্টা সামরিক চাল চালানোর সুযোগ না পায়। তখন গুপ্তচর-বিভাগ ও প্রতিগুপ্তচর-বিভাগের ভূমিকাও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মাতৃভূমির যাকিছু ছিল তা-ই সে রণাঙ্গনকে দিচ্ছিল। সে রণাঙ্গনে পাঠাচ্ছিল লোকশক্তি আর প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জাম। দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ চলছিল পূর্ণ শক্তিতে। মুক্তিপ্রাপ্ত এলাকায় কলকারখানা পুনর্স্থাপিত হয়। ব্যবহৃত হতে থাকে দনেৎস্কের কয়লা, ক্রিভোয় রোগের আকরিক, নিকোপলের ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য অনেককিছু।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম-হেমন্তকালীন অভিযানের প্রাক্কালে ফ্রণ্ট লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল ৪,৪৫০ কিলোমিটার, তখনও তা বারেনৎস সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর অবধি বিস্তৃত ছিল (১ নং নক্‌শা)। এই লাইনে পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল বহু লক্ষ সৈন্যবিশিষ্ট অনেকগুলো বাহিনী। তাদের কাছে বিপুল পরিমাণ প্রযুক্তিগত সাজসজ্জা ছিল। আগের লড়াইগুলোতে এমনটা দেখা যায় নি।

সংগ্রামরত লাল ফৌজে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৬ লক্ষ। তার গোলাবর্ষণ ক্ষমতা বিভীষিকাময় শক্তি অর্জন করে। আক্রমণের জন্য পথ পরিষ্করণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল ৯৮,১০০ কামান আর মর্টার কামান।

যুদ্ধের আগে কিয়েভ ও বেলারুশ সামরিক অঞ্চলে যে-সমস্ত সামরিক মহড়া হত তার কথা আমার মনে আছে। আমি জোর গলায় বলতে পারি, তখন কেউ ভাবতেও পারে নি যে এত বিপুল সংখ্যক গোলন্দাজ বাহিনী যুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে।

লাল ফৌজের ছিল প্রায় ৭,১০০টি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান, ১২,৯০০টি বিমান।

www.pathagar.com

ফ্যাসিস্ট হানাদারেরা কিছুকালের জন্য আমাদের বিশাল ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল। হিটলারের জন্য কাজ করছিল বস্তুত সমগ্র ইউরোপীয় শিল্প। আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। কিন্তু এ সমস্তকিছু সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণী বিজয়ের হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং জার্মান-ফ্যাসিস্ট জোটের সৈন্য বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে লাল ফৌজের প্রযুক্তিগত সাজসজ্জার ক্ষেত্রে ভারাধিক্য গড়ে তুলেছিল। শত্রুর সুদৃঢ় কেল্লাগুলোতে আমরা হানা দিতে যাই সর্ব প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে।

আজ বহু পশ্চিমী সামরিক ইতিহাসবিদ এবং মার-খাওয়া হিটলারী জেনারেল জোর দিয়ে বলে যে ১৯৪৪ সালের সোভিয়েত আক্রমণ চলে প্রযুক্তি ও জনশক্তিতে সোভিয়েত পক্ষের বিপুল শ্রেষ্ঠতার পরিবেশে...

বিপুল শ্রেষ্ঠতা ছিল না, কেবল কিছুটা শ্রেষ্ঠতা ছিল, এবং লাল ফৌজ শত্রুর উপর আঘাত হানছিল সংখ্যা নয় দক্ষতা দিয়ে। আমার প্রাক্তন শত্রুদের — যারা বর্তমানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের কিছু তথ্য বিকৃত করতে প্রয়াস পাচ্ছে — কয়েকটি ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

১৯৪১ সালে সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়ম ও নীতি পদদলিত ক'রে নাৎসিরা অপ্রত্যাশিতভাবে যে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণ চালায় তখন কি লাল ফৌজের তুলনায় ফ্যাসিস্ট বাহিনীর শক্তি বহু গুণ বেশি ছিল না?

১৯৪১ সালে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী নিজেদের সৈন্যদের প্রধান প্রধান আঘাতের দিকগুলোতে কামান, ট্যাঙ্ক আর বিমানে বহু গুণ শ্রেষ্ঠতার অধিকারী ছিল। হিটলারী বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনার দু'বছরের অভিজ্ঞতা ছিল।

পশ্চিমের সামরিক ইতিহাসবিদ আর হিটলারী জেনারেলরা এ সত্যটি কিন্তু স্বীকার করে না যে জার্মান সৈন্যরা লড়ছিল বিপুল শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। ভেরমাখ্‌টের সাময়িক সাফল্যের কারণটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বলে যে তা সম্ভব হয়েছিল জার্মান যুদ্ধ কৌশলের কল্যাণে, সৈন্য স্থানান্তরিত করা এবং আক্রমণের শক্তি ও উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার দক্ষতার কল্যাণে।

গেবেল্‌স বহু বার ঘোষণা করেছিল যে লাল ফৌজকে একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, জার্মান পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত সোভিয়েত বাহিনীগুলোর সংখ্যা ও তালিকা, মস্কোর রেড স্কোয়ারে নাৎসি সৈন্যদের প্যারেডের তোড়জোড় চলছিল, স্তালিনগ্রাদের অগ্নিকাণ্ডগুলোকে

www.pathagar.com

জার্মান ইতিহাসে এক নতুন ঊষার রক্তিমাভা বলে বর্ণনা করা হত। কিন্তু সবই ভেস্তে গেল! তাহলে আমাদের শ্রেষ্ঠতা কীভাবে গড়ে উঠে? আমাদের শ্রেষ্ঠতা গড়ে উঠে অবিশ্বাস্য রকমের কঠোর পরিস্থিতিতে, সমগ্র জনগণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির অবিশ্বাস্য রকমের বীরত্বপূর্ণ প্রয়াসের ফলে। ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার পতন সম্পর্কে কে যে কেবল ভবিষ্যদ্বাণী করে নি। কিন্তু সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা সমস্ত অগ্নিপরীক্ষাই সয়েছে, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর মতো তা ভেঙে পড়ে নি। এখানেই আমরা দেখতে পাই সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার দৃঢ়তা, সোভিয়েত রণনীতি ও সোভিয়েত পলিসির শ্রেষ্ঠতা।

১৯৪৪ সালে ৬৬ লক্ষ সোভিয়েত সৈন্যের বিরুদ্ধে হিটলারী জোটের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩ লক্ষ। বাকি শক্তিগুলো সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে লড়াইয়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ইউরোপে সমস্তকিছু যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়। তবে সমস্ত শিল্পোকরণের নিয়োজন হিটলারী সেনাপতিমণ্ডলীকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে কেবল ৫৯ হাজার কামান আর মর্টার কামান, ৭ হাজার ৮ শতাধিক ট্যাঙ্ক ও আক্রমণী কামান, ৩,২০০টি জঙ্গী বিমান সমাবেশ করার সুযোগ দিয়েছিল।

বলাই বাহুল্য, এরূপ শক্তি নিয়ে নাৎসি বাহিনী কোন গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ চালাতে সক্ষম ছিল না। ইতিহাস নির্দয়ভাবে তাকে প্রতিরক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থায় ফেলে রাখে। তবে এরূপ শক্তি দিয়ে তখনও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কার্য অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিল।

এখানে স্রেফ পেশাগত দিক থেকে জার্মান সৈনিক সম্পর্কে এবং হিটলারী বাহিনীর জুনিয়র অফিসারদের সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আক্রমণে আমি ওদের বেশিকাল দেখার সুযোগ পাই নি, শুধু দেখেছি স্তালিনগ্রাদে, আর স্তালিনগ্রাদের লড়াইগুলোর ছিল বিশিষ্ট চরিত্র। প্রতিরক্ষায় আমি ওদের সদ্‌গুণগুলো মূল্যায়ন করার সুযোগ পেয়েছি। ওরা ছিল শক্তিশালী, সুদক্ষ ও অটল শত্রু। জার্মান সৈন্য বাহিনীতে হিটলার এবং ফ্যাসিস্ট পার্টির মান-মর্যাদা খুব কমে যায়। তবে শপথের প্রতি আনুগত্য বজায় থাকে। তারা উপলব্ধি করতে পারে যে এবার তাদের দেশের উপরও মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। ১৯৪৪ সালে জার্মান বাহিনীতে কেউ হিটলারের প্রতিভা এবং তার দ্বারা প্রতিশ্রুত অলৌকিক ঘটনায় খুব একটা বিশ্বাস করত বলে আমার মনে হয় না। তবে জার্মান সৈনিকদের 'অনুপ্রাণিত' করার জন্য গেবেল্‌স-এর প্রচারমূলক চালের প্রয়োজন ছিল না। জার্মান সৈনিক জানত যে সোভিয়েত

www.pathagar.com

মাটিতে সে কী করেছে এবং প্রতিশোধের ভয়ে অটলতার সঙ্গে লড়ছিল। তাছাড়া প্রতিরক্ষায় লড়া যায় কম সংখ্যায়, কেবল দক্ষমতা থাকলেই হল। তাই প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠতা কাজে লাগানোর জন্য আমাদের বিপুল সামরিক প্রয়াস নিয়োগ করতে হয়েছিল।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম-হেমন্তকালীন অভিযানের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী দপ্তর যে-সমস্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিল ওগুলোর সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত। তখন ওগুলোর অস্তিত্বের কথা আমরা কেবল অনুমানই করতে পারতাম।

সর্বাগ্রে ফ্রণ্ট লাইন প্রসঙ্গে। সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর দপ্তর গৃহীত পরিকল্পনাগুলোতে যে-প্রধান লক্ষ্যটি নির্ধারিত হয়েছিল তা হল ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে ও হেমন্তে আমাদের মাটিকে হানাদারদের কবল থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত করা এবং শত্রুর ভূখণ্ডে গিয়ে হানা দেওয়া।

ওই সময় ফ্রণ্ট লাইন আমাদের দিকে প্রিপিয়াৎ নদীর উত্তরে একটি উদ্‌গতাংশ গড়ছিল। প্রিপিয়াৎ নদীর দক্ষিণে আমরা শত্রুর অবস্থানের গভীরে প্রবেশ করি। উত্তরের উদ্‌গতাংশকে জার্মানরা 'বেলোরুশ ব্যালকনি' বলে অভিহিত করত। তা ওয়ারশের পথ এবং বার্লিনে যাওয়ার সোজা পথ রোধ করে রেখেছিল।

এই 'ব্যালকনিতে' জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী পূর্ব প্রাশিয়া অভিমুখী সোভিয়েত সৈন্যদের উপর আঘাত হানার জন্য শক্তি জমা করতে পারত। ল্‌ভোভ শহর এবং হাঙ্গেরির দিকে আক্রমণ অভিযান শুরু হলে এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে আমাদের সৈন্যদের পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করা সম্ভব হত। এখানে এমনকিছু বিমান বন্দর অবস্থিত ছিল যেখান থেকে হিটলারী বোমারুগুলো মস্কোর উপর আক্রমণ চালাতে পারত। এগুলো ছিল একাজের জন্য উপযুক্ত শেষ বিমান বন্দর।

সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে ১৭ই এপ্রিল তারিখে আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ ক'রে প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত হয়: প্রথম বেলোরুশ ও প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্ট; ১৮ই এপ্রিল — দ্বিতীয় বল্টিক ফ্রণ্ট; ১৯শে এপ্রিল — লেনিনগ্রাদ ফ্রণ্ট, তৃতীয় বল্টিক ফ্রণ্ট, তৃতীয় ও দ্বিতীয় বেলোরুশ ফ্রণ্ট, আর ৬ই মে তারিখে প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্ট। নিস্টারের পশ্চিম তীরে পুগাচেনি-শের্পেনি নামক আক্রমণের পাদভূমিটি অধিকারের জন্য অষ্টম রক্ষী বাহিনী যে-লড়াই চালায়, বস্তুত পক্ষে তা ছিল বারেনৎস সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগরের

www.pathagar.com

তীরে নিস্টারের মোহানা অবধি বিস্তৃত ৪ সহস্রাধিক কিলোমিটার দীর্ঘ সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে আরব্ধ বিরতির প্রাক্কালে শেষ লড়াই।

এক বছর আগে, কুর্স্কের উপকণ্ঠে রণনীতিমূলক উদ্যোগের জন্য লড়ার সুযোগ ছিল ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর হাতে, কিন্তু এবার তারা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে এবং কুর্স্কের নিকটে বিজয় লাভের ফলে লাল ফৌজ যুদ্ধের গতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৪৩ সালের হেমন্ত ও শীতে এবং ১৯৪৪ সালের শীত ও বসন্তে সোভিয়েত সৈন্যরা যে আক্রমণ অভিযান শুরু করে তা শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার কর্তব্য উপস্থিত করে। যুদ্ধ তার যুক্তিসঙ্গত সমাপ্তির দিকে মোড় নেয়।

আজ বহু দলিলপত্র দেখে জানা গেছে যে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী ১৯৪৪ সালে সামরিক উপায়ে পরাজয় এড়ানোর আশা ছেড়ে দিয়েছিল। হিটলার ও তার চারিপাশের লোকেরা এই আশা করছিল যে আরও দীর্ঘ কাল যুদ্ধ চালানো এবং রাজনৈতিক উপায়ে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে। ১৯৪৫ সালের ১৭ই জুন নুরেমবার্গে একদল সোভিয়েত সামরিক কর্মচারি জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল ভ. কেইটেলকে জেরা ক'রে কৌতূহলজনক কয়েকটি জবাব পান।

জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল ভ. কেইটেল ভেরমাখ্‌টে সর্বোচ্চ একটি পদে আসীন ছিল, সে ছিল সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা।

প্রশ্ন। সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা হিশেবে কবে আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় সুনিশ্চিত?

উত্তর। পরিস্থিতিটি মোটামুটিভাবে বিচার ক'রে আমি বলতে পারি যে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ এ ব্যাপারটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল...

তারপর ভ. কেইটেল যোগ করে: '১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে আমি বুঝলাম যে সেনাপতিরা তাদের যা করার তা করে ফেলেছে এবং কোন নির্ধারক প্রভাব ফেলতে পারে না — এবার সমস্ত সমস্যা সমাধান করবে রাজনীতি...'

সোজা কথায় বললে ব্যাপারটি এরূপ দাঁড়ায়: হিটলারের সেনাপতিমণ্ডলী এই আশা পোষণ করছিল যে ফ্যাসিস্টবিরোধী জোটের অভ্যন্তরে সংঘর্ষ দেখা দেবে এবং হয়তো বা কোনরূপ অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির প্রভাবে তাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে।

www.pathagar.com

একদল জার্মান জেনারেল এমনকি হিটলারকে সরানোর চেষ্টাও করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল — আমাদের মিত্র শক্তিবর্গের সরকারসমূহের নির্দিষ্ট কিছু মহলকে পৃথক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় বসতে অনুপ্রাণিত করা। ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ মেলে যুদ্ধের পরে, তবে হিটলারের প্রাণনাশের প্রচেষ্টার সংবাদ আমরা পেয়েছিলাম তার বাঙ্কারে বোমা বিস্ফোরণের পর-পরই। তখন আমাদের কেউ-ই ভাবত না যে হিটলার গদিচ্যুত হলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব। আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল নিজের শক্তি। এই শক্তির উপর ভরসা রেখেই আমরা ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম ও হেমন্তকালীন অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করি।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের ১লা মে তারিখের আদেশে এই অভিযানের সাধারণ লক্ষ্যগুলো যথেষ্ট পরিপূর্ণরূপে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছিল: 'ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে আমাদের সমস্ত মাটি মুক্ত ক'রে কৃষ্ণ সাগর থেকে বারেনৎস সাগর অবধি সমগ্র লাইনে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্র সীমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে... জার্মান দাসত্ব থেকে আমাদের পোলিশ ও চেকোস্লোভাক ভাইদের এবং হিটলারী জার্মানির পদতলে অবস্থিত পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য মিত্র জাতিদের মুক্তি দিতে হবে।'

সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তর আক্রমণাভিযানগুলোর পরিকল্পনা প্রণয়ন করল। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম-হেমন্তকালীন অভিযানের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্যটি ছিল 'বেলোরুশ ব্যালকনিতে' ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের বৃহত্তম দলটি এবং 'কেন্দ্র' আর 'উত্তর ইউক্রেন' বাহিনীর গ্রুপগুলোকে বিধ্বস্ত করা।

বেলোরুশিয়ার জন্য সংগ্রামের সমস্ত ধাপের বর্ণনা দেওয়া আমার কাজ নয়। আমি আমাদের নতুন ও ব্যাপক অভিযানের একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে চাই। একসঙ্গে কয়েকটি রণাঙ্গনে আঘাত হানা হচ্ছিল। এর দ্বারা আমাদের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী নাৎসিদের তাদের মজুত সৈন্য এবং প্রতিরক্ষায় অবস্থিত সৈন্যদের স্থানান্তরিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলেন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে আঘাতের আধিক্য হেতু এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল যাতে হিটলারী সেনাপতিমণ্ডলী সঙ্গে সঙ্গে বুঝে উঠে পারল না কোথায় লাল ফৌজ প্রধান আঘাতটি হানছে।

এপ্রিলের শেষে এবং মে মাসের গোড়াতে যে-বিরতি শুরু হল আমাদের সেনাপতিমণ্ডলী আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতির জন্য তা সক্রিয়ভাবে কাজে লাগালেন।

www.pathagar.com

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালের বিপুল লড়াই আরম্ভ হয় ১০ই জুন — লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের সৈন্যদের আক্রমণ দিয়ে। ২১শে জুন আক্রমণ শুরু করে কারেলীয় ফ্রন্ট, আর ২৩শে জুন বেলোরুশিয়ার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হয়। প্রতি ঘণ্টায় লড়াইয়ে নিয়ে আসা হয় অধিকতর বৃহৎ শক্তি। শত্রু তার রক্ষাব্যূহ সুদৃঢ় করার জন্য খুব চেষ্টা চালায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যরা সর্বত্র সে ব্যূহ ভেদ করতে থাকে।

জেনারেল ই. বাগ্রামিয়ানের সেনাপতিত্বে আক্রমণ আরম্ভ করে প্রথম বল্টিক ফ্রন্ট। একই সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকে জেনারেল ই. চের্নিয়াখোভস্কির তৃতীয় বেলোরুশ ফ্রন্ট এবং জেনারেল গ. জাখারভের দ্বিতীয় বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা। তিন ফ্রন্টের স্থল-বাহিনীর ক্রিয়াকলাপে সমর্থন জোগায় জেনারেল ন. প্যাপিভিন, জেনারেল ত. খ্রুকিন ও জেনারেল ক. ভেশিনিনের তিন বিমান বাহিনী। ব্যাপক ও নির্মম বায়ু-যুদ্ধে আমাদের বৈমানিকরা অন্তরীক্ষে আধিপত্য অর্জন করে নেয়।

২৪শে জুন জেনারেল ক. রকোসভ্স্কির পরিচালনাধীন প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্ট আক্রমণে নামে। ২৯শে জুন ক. রকোসভ্স্কি সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল উপাধিতে ভূষিত হন।

ভিতেব্স্ক, ওর্শা ও বব্রুইস্ক-এর কাছে এবং বেরেজিনা নদীর পারঘাটগুলোতে নির্মম লড়াই শুরু হয়। চারটি ফ্রন্টের সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। তাদের আক্রমণে সমর্থন জোগাচ্ছিল কয়েকটি বিমান বাহিনী। কেবল বব্রুইস্ক-এর কাছে বেরেজিনার পারঘাটের লড়াইয়েই ষোড়শ বিমান বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল স. রুদেঙ্কো আকাশে ৪০০টি বোমারু তুলেন এবং ওগুলোকে রক্ষা করে ১২৬টি ফাইটার প্লেন। নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পূর্ণ ও নিশ্চিত বিজয়ের দিনটি ঘনিয়ে আসছিল...

সমস্তকিছু কীভাবে বদলে গেল!.. ১৯৪১ সালের ওই মাসগুলোতেই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হামলার সুযোগ নিয়ে এবং জীবন্ত শক্তি ও প্রযুক্তির সাময়িক প্রাধান্যের সুযোগ নিয়ে নাৎসিরা এই জমিগুলোর উপর দিয়েই জোরকদমে চলছিল। এবার আমরা শক্তিশালী শত্রুর উপর হামলা করছিলাম, তার পশ্চাদ্ধাবন করছিলাম, তাকে বিধ্বস্ত ও বিনাশ করছিলাম...

বেলোরুশিয়ায় বিপুল সংগ্রামের প্রথম ধাপের সমাপ্তি ঘটে ৪ঠা জুলাই। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের কেন্দ্রস্থলে আমাদের সৈন্যরা ৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফাঁক সৃষ্টি করতে সক্ষম হল। আমরা আমাদের মাতৃভূমির রাষ্ট্র সীমার দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেলাম।

www.pathagar.com

সেই দিনগুলোতে — যখন আঘাতের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অষ্টম রক্ষী বাহিনী প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্টের অধীনে চলে যায় — অবস্থাটি সাধারণভাবে ঠিক এরূপই ছিল। জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে সেই আক্রমণ শুরু হয়েছিল।

২

গাড়িতে ক'রে ৮০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে আমাদের দু'দিনেরও কম সময় লেগেছিল। ১৫ই জুন আমি, বাহিনীর সামরিক পরিষদের সদস্য আ. প্রনিন ও গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক ন. পজারস্কি ফ্রন্টের সদর-দপ্তরে গিয়ে পেঁছিলাম। তা অবস্থিত ছিল করোস্তেন শহরের পশ্চিমে এক বনে।

যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, ওই সময় ফ্রন্টের অধিনায়ক ছিলেন ক. রকোসভ্স্কি, ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন জেনারেল ম. মালিনিন। সে দিন আমরা রকোসভ্স্কিকে সদর-দপ্তরে পেলাম না, তিনি প্রিপিয়াৎ নদীর উত্তরে ফ্রন্টের ডান অংশে সৈন্য পরিদর্শনে চলে গিয়েছিলেন। আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন জেনারেল ম. মালিনিন। আশু কর্তব্য সম্পর্কে তিনি আমাদের ওয়াকিবহাল করে দিলেন এবং অধিনায়কের অপেক্ষা না করেই আমাদের সৈন্য বাহিনীর সমাবেশ স্থলে যেতে বললেন।

জেনারেল ম. মালিনিন তাঁর হাতের পেন্সিল দিয়ে মানচিত্রে আমাদের পথ দেখাতে গিয়ে এক সময় হঠাৎ কিছু একটা ভাবতে লাগলেন।

— বান্দেরাপন্থীরা* অবশ্য সৈন্য বাহিনীর জন্য কোনই বিপদ সৃষ্টি করতে পারবে না... তবে এই সমস্ত বনজঙ্গল দিয়ে উচ্চ সেনাপতিদের চলাফেরা করাটা মোটেই নিরাপদ নয়! সাবধানে চলবেন! — তিনি আমাদের সতর্ক করে দেন। — ঘন বন, দস্যুদের লুকিয়ে থাকার মতো জায়গার অভাব নেই।

মালিনিন মানচিত্রে ঠিক সেই বনগুলোই দেখিয়ে দিলেন যেখানে সৈন্য সমাবেশের কথা ছিল।

আমরা গাড়িতে ক'রে করোস্তেন-সার্নি রেল সড়ক ধরে চলতে লাগলাম।

---

* বান্দেরাপন্থীরা — ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীদের সশস্ত্র দলগুলো, যারা নাৎসিদের সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত ছিল। — সম্পাঃ

www.pathagar.com

বন খুবই ঘন, প্রায় অগম্য। অন্তহীন ইউক্রেনীয় স্তেপের পর হঠাৎ শুরু হয় বনজঙ্গল। এ সমস্ত জায়গা আমার চেনা ছিল — যুদ্ধের আগেও এখানে আসা-যাওয়া করেছি। নাৎসিরা প্রতিটি স্টেশনকে এক-একটি সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করে। স্টেশনের চারিপাশের বনজঙ্গল কেটে তারা ফাঁকা পথ তৈরি করে, কাঠ, মাটি আর কংক্রিট দিয়ে গুলি ছোঁড়ার স্থানগুলো গড়ে। ফ্যাসিস্টরা এখানে দীর্ঘকালের জন্য গেড়ে বসার কথা ভাবছিল, কিন্তু খুবই অশান্তি বোধ করছিল। আমাদের বলা হল যে স্টেশনগুলোর চারিপাশের এই সমস্ত দুর্গ নির্মিত হয় পার্টিজানদের হামলা এড়ানোর উদ্দেশ্যে। হয়তো তাই। তবে স্থানে স্থানে এই সমস্ত দুর্গ গড়ার পেছনে প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যও ছিল: যদি আমরা আক্রমণ চালাই। এ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আগেও আমাদের পরিচয় ঘটেছে — ইউক্রেনে।

রাফালুভকা স্টেশনের কাছেই বাহিনীর সদর-দপ্তর প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিল। আমরা মঙ্গল মতো ওখানে গিয়ে পেঁাছলাম। অনতিকাল পরেই বাহিনীর সদর-দপ্তরের প্রথম ট্রেনটি এল। ট্রেন খালাসের পর বনের ভেতরে দ্রুত সদর-দপ্তরটি গড়ে উঠল এবং কাজ শুরু করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্য সমাবেশের অঞ্চলটির ওপর বিমান থেকে অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়। সৈন্যদের তাড়াতাড়ি স্টেশনগুলো থেকে সরিয়ে নিয়ে ভালোভাবে লুকিয়ে রাখা — এ ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

ট্রেনগুলো থেকে সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম খালাস করা হয় রাফালুভকা, গাল্লি, আন্তনুভকা, তুতোভিচি ও সার্নি নামক স্টেশনগুলোতে। ইউনিট আর বিভাগগুলোর কমান্ডাররা নির্দেশ পেলেন — সৈন্য এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরিত করতে হবে কেবল রাত্রিবেলা, কঠোরভাবে ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থা মেনে। সদর-দপ্তর এবং বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের অধিকর্তার কর্তব্য ছিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করা। চৌরাস্তাগুলোতে বাহিনীর সদর-দপ্তরের অফিসারদের নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রণ চৌকি স্থাপিত হয়, — ওগুলোর কাজ ছিল সৈন্যদের রাত্রিকালীন চলাচলের শৃঙ্খলার দিকে নজর রাখা। সৈন্যদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ক্যামুফ্লেজ ক'রে বনের ভেতরে রাখা হয়। নদী ও হ্রদের খোলা জায়গায় স্নান করা ও কাপড় কাচা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। সমগ্র যাত্রাপথে এবং সমাবেশের অঞ্চলে ক্যাটারপিলারের দাগ সযত্নে মুছে ফেলা হয়। বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া অবধি সর্ব প্রকার বেতার যোগাযোগ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। বেতার কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। টেলিফোনে কথাবার্তা চলে সঙ্কেত আর কোডে।

www.pathagar.com

বান্দেরাপন্থীদের বিষয়ে জেনারেল ম. মালিনিনের হুঁশিয়ারির কথা মনে রেখে আমরা সর্বাগ্রে বন তন্নতন্ন ক'রে খুঁজি, গ্রামবাসীদের নাম-ঠিকানা যাচাই করে দেখি। এ কাজে আমাদের সহায়তা করে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের স্থানীয় সংস্থাসমূহ। গুপ্তচর আর অন্তর্ঘাতকদের হাত থেকে নিজেদের নিরাপদ করার দরকার ছিল আমাদের, অন্যথায় বাহিনীর সমস্ত ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থাই ভেস্তে যেত। কেউ শান্তিপূর্ণ জীবনের আশা করছিল না। ওই দিনগুলোতে বেলোরুশিয়ার জন্য লড়াইয়ের শেষ প্রস্তুতি চলছিল, আর আমাদের বাহিনীর পরিপূর্ণ হওয়ার ও তালিম নেওয়ার, নতুন পরিস্থিতিতে — দেশের দক্ষিণের পরিস্থিতির চেয়ে যা সম্পূর্ণ ভিন্ন — আক্রমণের আগে তালিম নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

বাহিনীর সামরিক পরিষদ রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতিমূলক কাজ চালায়। নতুন নতুন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সামরিক কর্মীদের বহুমুখী প্রস্তুতি দানের বিপুল দায়িত্বটি ছিল রাজনৈতিক কর্মীদের উপর।

রাজনৈতিক কর্মী সর্বাগ্রে মানুষের বিষয়ে, সৈনিকের বিষয়ে, নতুন লড়াইগুলোর জন্য তার নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রস্তুতির বিষয়ে ভাবতে বাধ্য ছিলেন।

কমাণ্ডার আর রাজনৈতিক কর্মীরা যোদ্ধাদের সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের পরিস্থিতির কথা বলতেন, তাদের জন্য লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের আসর বসাতেন, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজ চালাতেন।

প্রধান আঘাত হানার জায়গায় আমাদের বাহিনীর পুনর্মোতায়েন চলাকালেই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হয়। ৬ই জুন মিত্র শক্তিসমূহের সৈন্যরা নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ করে। এখানে এ কথাটি বলা উচিত যে এই ঘটনাটি আমাদের যোদ্ধাদের মনে গভীর ছাপ ফেলতে পারে নি। সবচেয়ে কঠিন সময়টি তখন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছিল। আমার মনে আছে, আমাদের সৈনিকরা কী অধীর হয়ে ১৯৪২ সালের হেমন্তে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার অপেক্ষা করছিল, — তখন ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলো ককেশাসের দিকে এগুচ্ছিল, তখন পাউলিউসের বাহিনী স্তালিনগ্রাদে রাস্তার লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল, তখন ৫০ কিলোমিটার পদযাত্রার পর-পরই আমাদের যোদ্ধারা স্তালিনগ্রাদের উত্তরে নাৎসিদের ঘাঁটিগুলোতে ঝঞ্ঝাক্রমণ চালাচ্ছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হবে বলে আশা করা হচ্ছিল, — তখন কুর্স্কের কাছে পুরোদমে লড়াই চলছিল, এবং হিটলার লড়াইয়ে নতুন নতুন ডিভিশন প্রেরণ করছিল। অষ্টম রক্ষী

2—1206

www.pathagar.com

বাহিনী ওই গ্রীষ্মে উত্তর দনেৎস নদী তীরস্থ হিটলারী ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করে, দনবাস কয়লা অঞ্চলের কাছে গিয়ে হানা দেয়। আমরা দেখছিলাম যে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী লড়াইয়ে নতুন সৈন্যদের নিয়ে আসছিল, এবং অপেক্ষা করছিলাম। আমরা ভাবছিলাম যে অল্পকালের মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপের উপকূলে কামানগুলো গর্জে উঠবে...

কোন কাজ কখনও না করার চেয়ে দেরিতে করাও ভালো — এ কথাটির সত্যতা মানতেই হবে। সন্দেহ নেই যে ফ্রান্সের মাটিতে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীগুলোর অবতরণের প্রথম দিনগুলো থেকেই ফ্যাসিস্ট জার্মানির অবস্থা যথেষ্ট জটিল হয়ে উঠে। তবে আমরা কখনও এ কথাটি ভুলতাম না যে আমাদের মিত্রদের ভেতরে আমাদের প্রতি বৈরভাবাপন্ন শক্তিসমূহও কাজ করছিল। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতাসীন মহলসমূহের কিছু প্রতিনিধি এবং নাৎসিদের মধ্যে বড় ধরনের হিসাব অনুযায়ী গুপ্ত কূটনৈতিক খেলা চলছিল। আমরা যেকোন মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা আর ষড়যন্ত্রের বলি হতে পারতাম।

প্রত্যেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে এবার আমরা সোভিয়েত ভূখণ্ড থেকে শত্রুকে বিতাড়িত ক'রে দ্বিতীয় রণাঙ্গন ব্যতিরেকেই বিজয় গৌরবে যুদ্ধ শেষ করতে সক্ষম হতাম। তবে আমরা ঘটনাবলি গুলিয়ে ফেলি নি। বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলো — এ হচ্ছে এক ব্যাপার, আর সৈনিক — সে হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার। নরম্যাণ্ডির উপকূলে লড়াইয়ের তীব্রতা ক্রমশই বাড়তে থাকে। আমাদের যোদ্ধারা আগ্রহ ও সহানুভূতি নিয়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখে। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করছিল যে সোভিয়েত আক্রমণ যত প্রবল হবে, মিত্র শক্তিসমূহের পক্ষে লড়াই করা ততই সহজ হবে।

আমাদের বাহিনীতে যে-সমস্ত নতুন সৈন্য আসছিল তাদের প্রস্তুতির সময় রাজনৈতিক কর্মীদের অত্যন্ত বেশি খাটতে হত। রাজনৈতিক কর্মীরা খ্যাতনামা যোদ্ধাদের সঙ্গে, বিখ্যাত স্নাইপার, গোলন্দাজ, মেশিনগানার আর ট্যাঙ্কচালকদের সঙ্গে তরুণ সৈনিকদের দেখাসাক্ষাতের আয়োজন করতেন। তরুণরা গভীর আগ্রহ সহকারে প্রবীণ যোদ্ধাদের কাছে সংগ্রাম ও বীরোচিত কীর্তির কথা, স্তালিনগ্রাদের জন্য লড়াইয়ের কথা, ইউক্রেনে লড়াইয়ের কথা, শত্রুর স্বভাব ও ছলচাতুরীর কথা, তার রণকৌশলের কথা, সেই রণকৌশলের শক্তিশালী ও দুর্বল দিকগুলোর কথা শুনত, লড়াইয়ে আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত পদ্ধতিসমূহ রপ্ত করত।

www.pathagar.com

ব্যাপক রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করতেন সমস্ত অফিসার, সৈনিক থেকে শুরু ক'রে জেনারেল অবধি সমস্ত অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

সৈনিকদের শিক্ষাদানের সময় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত বনাকীর্ণ অঞ্চলে লড়ার দক্ষতার দিকে, এরূপ পরিস্থিতিতে গুপ্তভাবে তথ্য আহরণের দক্ষতার দিকে, পড়ে-থাকা গাছগাছড়া আর গুপ্ত গর্ত থেকে, অতি অপ্রত্যাশিত স্থানে মাইন থেকে রাস্তাঘাট মুক্ত করার দক্ষতার দিকে। ওই সময় জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী খুবই ব্যাপকভাবে মাইন ব্যবহার করতে শুরু করে।

মাইন মূলত প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র। জার্মানরা আগেও তা ব্যবহার করেছে। কিন্তু এবার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে জার্মান স্যাপাররা মাইন পোঁততে লাগল কেবল সেখানেই নয় যেখানে তা আক্রমণে বাধা দিতে পারে। মাইন-ফাঁদ পাতা হতে লাগল জীবন্ত শক্তি ধ্বংসের জন্য এবং সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য নিয়ে। সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যটি ছিল এরূপ: যুদ্ধের পরেও শান্তিপূর্ণ বাসিন্দারা হতাহত হোক।

ইউক্রেনে নিজস্ব বাধাবিপত্তি ছিল অনেক। বিশেষত অষ্টম রক্ষী বাহিনীর প্রাক্তন যোদ্ধাদের মনে আছে ১৯৪৩-১৯৪৪ সালের আর্দ্র শীতকালে পথাভাবের কথা, কৃষ্ণ সাগর তীরস্থ সংকীর্ণ লবণাক্ত খাড়িগুলোর কথা, যা পার হতে হয়েছিল বসন্তকালীন প্লাবনের সময়। তবে ওখানে বিস্তীর্ণ জলার, বিশেষত পীটের জলার সম্মুখীন হতে হয় নি। অসংখ্য নদীনালায় ভরা জলাযুক্ত বনে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষ দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা দাবি করে। ডোবানালার উপর পুল গড়া এবং গাছের উপর পর্যবেক্ষক-গুপ্তচরদের জন্য বাসা আড়াল করার কাজ শেখা প্রয়োজন ছিল। ফিনল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আমি যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম তার অনেকটা এখানে কাজে লেগেছিল।

একই সঙ্গে বাহিনীর গুপ্তচর বিভাগকেও প্রচুর খাটতে হচ্ছিল। শত্রু সম্পর্কে যথাসম্ভব বেশি জানার দরকার ছিল আমাদের।

আমাদের ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী জানতে পারলেন যে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে নাৎসিরা রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে কুড়িটিরও বেশি ডিভিশন বেলোরুশিয়ায় নিয়ে আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েত বাহিনীগুলো শত্রুর মিনস্ক গ্রুপটির নিধন কার্য সমাধা ক'রে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং ভিলনিউস — গ্রদনো — ভলকোভিস্ক্ যুদ্ধ-সীমায় গিয়ে উপণীত হল। এটা সত্যি যে এত দ্রুত ও গভীর অগ্রগতি

www.pathagar.com

যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব বিলম্বিত করে দেয়, সরবরাহের কাজ জটিল হয়ে উঠে, সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বিরামের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে ডান পার্শ্বে আক্রমণ থামিয়ে রণাঙ্গনের সেনাপতিমণ্ডলী বাঁ পার্শ্বে আক্রমণাভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিলেন। এই উদ্দেশ্যে পলেসিয়ে অঞ্চলের দক্ষিণে, ল্যুবলিন অভিমুখে কয়েকটি মিশ্র বাহিনী আর বৃহৎ সচল ইউনিটের ভিত্তিতে সৈন্যদের একটি জরুরী জোট গঠন করা হয়। জরুরী জোটে অন্তর্ভুক্ত হয়: ৪৭তম, ৬৯তম বাহিনী ও ৮ম রক্ষী বাহিনী। দ্বিতীয় এশিলনে ছিল প্রথম পোলিশ বাহিনী। কোভেল অঞ্চলে অবস্থান করছিল দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনী, একাদশ ট্যাঙ্ক, দ্বিতীয় ও সপ্তম রক্ষী অশ্বারোহী কোর। জরুরী জোটের ক্রিয়াকলাপ আকাশ থেকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ষষ্ঠ বিমান বাহিনী।

লেফটেনেণ্ট-জেনারেল ন.গুসেভের পরিচালনাধীন ৪৭তম বাহিনী এবং লেফটেনেণ্ট-জেনারেল ভ. কলাপাক্‌চি-র পরিচালনাধীন ৬৯তম বাহিনী ও অষ্টম রক্ষী বাহিনী কোভেলের পশ্চিমে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার দায়িত্ব পেল। মিশ্র বাহিনীগুলোর কাজটি ছিল এরূপ: শত্রু-ব্যূহ ভেদ ক'রে জেনারেল স. বগ্‌দানোভের দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনী এবং জেনারেল ভ.ক্রিউকোভ আর জেনারেল ম. কনস্তান্তিনোভের যথাক্রমে পরিচালনাধীন দ্বিতীয় ও সপ্তম রক্ষী অশ্বারোহী কোরগুলোকে লড়াইয়ে ঢুকতে দেওয়া, এবং ওগুলোর সঙ্গে সহযোগিতায় সেদ্‌লৎসে ও ল্যুবলিন অভিমুখে আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি ক'রে অবশেষে ভিস্টুলা নদীতে গিয়ে পৌঁছা।

জরুরী জোটের বিরুদ্ধে ছিল জার্মান বাহিনীগুলোর 'উত্তর ইউক্রেন' গ্রুপের চতুর্থ ট্যাঙ্ক বাহিনীটি যা গঠিত হয় ৮ম ও ৪২তম ফৌজী কোর এবং ৫৬তম ট্যাঙ্ক কোর নিয়ে। জুলাই মাসের গোড়াতে ফ্যাসিস্টরা আমাদের তরফ থেকে কোনরূপ চাপ ছাড়াই আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে এসে-পড়া কোভেল উদ্‌গতাংশটি ছেড়ে দেয়। এর দ্বারা তারা নিজের রণাঙ্গনটিই সুদৃঢ় করে তুলে।

শত্রু প্রতিরক্ষার তিনটি লাইন গড়ল। ৬ কিলোমিটার অবধি গভীর প্রথম লাইনটিতে নির্মিত হয় যোগাযোগ পথ দ্বারা যুক্ত অনেক গভীর ট্রেঞ্চ। শত্রু তার সম্মুখ ভাগ ঢেকে রাখে মাইন ক্ষেত্র আর দু-তিন সারি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে। ফ্যাসিস্টদের দখলে ছিল অনেকগুলো টিলা যার কয়েকটি থেকে যথেষ্ট গভীরে আমাদের অবস্থান দেখার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। টিলাগুলোকে চক্রাকার প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত ক'রে (গুলিবর্ষণের

www.pathagar.com

ব্যবস্থার দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত) কেল্লায় পরিণত করা হয়। আমরা যে-ক্ষেত্রটিতে শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেদ করার কথা ভাবছিলাম তার পার্শ্বদেশগুলোতে অবস্থিত মাৎসেইউভ আর তর্গোভিশ্চে নামক জনপদ দু'টিও সুদৃঢ় কেল্লায় পরিণত হয়। ওগুলো থেকে বর্ষিত ফ্ল্যাঙ্ক ফায়ার শত্রুর অগ্রবর্তী অঞ্চলের পথগুলো রক্ষা ছিল।

দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাঞ্চলটি ফ্যাসিস্টরা গড়েছিল প্লিস্‌কা নদীর পশ্চিম তীর বরাবর — প্রথম লাইনটির সম্মুখ ভাগ থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে। এখানে তারা কোথাও একটি আর কোথাও দু'টি ট্রেঞ্চ খনন করে। তবে আমাদের জন্য প্রধান বাধা ছিল খোদ নদীটি, যা ছিল অনতিবৃহৎ, কিন্তু যার তীরগুলো ছিল জলাময়।

তৃতীয় লাইন — ফৌজী প্রতিরক্ষা অঞ্চলটি বিস্তৃত ছিল পশ্চিম বুগ নদীর পশ্চিম তীর বরাবর, দ্বিতীয় লাইনটি থেকে ৩৫ কিলোমিটার পেছনে। তা গঠিত হয় প্রতিরক্ষা কেন্দ্র আর কেল্লা নিয়ে যার অভ্যন্তরে ছিল ট্রেঞ্চ। গুলি ছোঁড়ার জন্য কাঠ ও মাটি দিয়ে তৈরি স্থানগুলোর মধ্যে ফায়ারিং যোগাযোগ ছিল। সম্মুখভাগে আর পার্শ্বদেশে অবস্থিত ঘাঁটিসমূহ কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল।

এইভাবে, শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মোট গভীরতা দাঁড়ায় ৫০-৬০ কিলোমিটার। তাছাড়া দুশমন তাড়াহুড়ো ক'রে ভিস্টুলা নদী বরাবর আরও একটি প্রতিরক্ষা লাইন গড়ছিল। কিন্তু সমস্ত প্রতিরক্ষা-সীমায় — এবং বিশেষত সম্মুখ ভাগ থেকে দুই শতাধিক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভিস্টুলা তীরে — সৈন্য মোতায়েন রাখা ফ্যাসিস্টদের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না। শত্রু সৈন্যরা থাকে কেবল প্রধান লাইনটি জুড়ে এবং দ্বিতীয় লাইনের কোন কোন অংশে। ফৌজী লাইনটি ফাঁকা পড়ে থাকে, ফ্যাসিস্টরা ভেবেছিল যে ওখানে এসে অবস্থান নেবে পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যরা অথবা ঠিক সময়ে এসে পৌঁছা মজুদ বাহিনীগুলো।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর লক্ষ্যগুলো ছিল সুস্পষ্ট: আক্রমণরত সোভিয়েত বাহিনীগুলোকে একেবারে নাজেহাল ও দুর্বল করা এবং প্রতিরক্ষার তৃতীয় লাইনে — আর তা না হলে অন্তত ভিস্টুলা প্রতিরক্ষা লাইনে — তাদের অগ্রগতি রোধ করা। নাৎসিদের এর চেয়ে বেশিকিছু আশা করার ছিলও না: নিপুণভাবে সৈন্য পুনর্বিন্যাসের কল্যাণে শক্তির অনুপাত ছিল আমাদের অনুকূলে। জরুরী জোট লোকবলে বিরোধী জার্মান বাহিনীগুলোকে ছাড়িয়ে যায় —তিন গুণ, কামান আর ট্যাঙ্কে—

www.pathagar.com

পাঁচ গুণ। লেফটেনেণ্ট-জেনারেল ফ. পালিনিনের পরিচালনাধীন ষষ্ঠ বিমান বাহিনীতে ছিল ১,৪৬৫টি বিমান। শক্তিতে এরূপ প্রাধান্য অর্জন করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে — সময় সময় শত শত কিলোমিটার দূর থেকে — গোলাবারুদ সমেত সহস্রাধিক কামান আর মর্টার কামান এখানে নিয়ে আসা হয়। ও কাজটি সম্পন্ন হয় দ্রুত ও গোপনে। সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী আমাদের হাজার হাজার সৈনিকের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে আর্টিলারির গতি ও মহড়া-ক্ষমতা এবং তার আঘাতের শক্তি যথাসম্ভব পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন।

আক্রমণ আরম্ভ করার নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় আমাদের বাহিনীটি সম্মুখবর্তী অঞ্চল থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। এখানে সৈন্যদল সামরিক তালিম নেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল আর পরিপূর্ণ হচ্ছিল।

অবশেষে রণাঙ্গনের অধিনায়কের রণনৈতিক নির্দেশটি এল। তাতে বলা হয় যে অষ্টম রক্ষী বাহিনীকে পারিদুবি ও তর্গোভিশ্চে এলাকায় শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ ক'রে এবং প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত নাৎসি ইউনিটগুলো ধ্বংস ক'রে ল্যুবোমল শহর অধিকার করতে হবে এবং পরে পার্চেভ ও লুকুভ অভিমুখে আক্রমণ চালাতে হবে।

গ্রদনো — মাশেভ যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছার পর (আনুমানিকভাবে অভিযানের দ্বিতীয় দিনে) লড়াইয়ে দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে ঢোকানোর কথা ছিল।

আক্রমণে সমর্থন জোগাচ্ছিল ষষ্ঠ বিমান বাহিনী। আমাদের ডান দিক থেকে আক্রমণ চালাচ্ছিল ৪৭তম বাহিনী। এই বাহিনীর কাজ ছিল — পাঁচ কিলোমিটারের এলাকায় শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা। বাঁয়ে ৪ কিলোমিটারের এলাকায় শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেদ করছিল ৬৯তম বাহিনীর সৈন্যরা।

অষ্টম রক্ষী বাহিনী কাজ করে প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্টের বাম অংশের সৈন্যদের রণনৈতিক সারির কেন্দ্রস্থলে এবং শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেদ করে তার ফাঁক দিয়ে দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে ঢোকানোর সুযোগ দেয়।

আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতির জন্য দেওয়া হয়েছিল আট দিন।

সৈন্য বাহিনীর বিভিন্ন শাখার অধিনায়ক, কোর আর ডিভিশনের কমাণ্ডারদের সঙ্গে আমি বিপক্ষের ব্যূহভেদের স্থানটি দেখে এলাম। কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অনেককিছু বিচার করা, ভাবা, তুলনা ও পরীক্ষা করা দরকার ছিল।

www.pathagar.com

শত্রুর রণকৌশলে আমাদের জন্য নতুন কী ছিল? ওই সময় গেবেল্স-এর প্রচার মাধ্যমে তথাকথিত 'নমনীয় প্রতিরক্ষার' খুব প্রশংসা করছিল। এই প্রতিরক্ষায় হিটলারী সেনাপতিমণ্ডলী তাদের সৈন্যদের উচ্চ ক্ষিপ্রতা আর মহড়া ক্ষমতা ব্যবহার করত।

'নমনীয় প্রতিরক্ষার' মূল নীতিটি ছিল — কর্ম পদ্ধতির আকস্মিক পরিবর্তন। প্রথমে সুপরিকল্পিত পশ্চাদপসরণ, তারপর মজুত বাহিনীগুলো অথবা রণাঙ্গনের অন্য কোন অংশ থেকে তাড়াহুড়ো ক'রে পাঠানো ইউনিটগুলোর সহায়তায় আকস্মিক প্রত্যাঘাত। নিস্টার তীরের আক্রমণের পাদভূমিতে সে সম্পর্কে আমরা ভালো শিক্ষাই পেয়েছিলাম। নিস্টারের তীরে বাহিনীর সদর-দপ্তরে এবং রণাঙ্গনের সদর-দপ্তরে কেউ ভাবতেও পারে নি যে নিষ্ঠুরভাবে বিধ্বস্ত নাৎসি বাহিনীগুলো প্রবল প্রত্যাঘাত হানতে সক্ষম। নিস্টারের পাদভূমির জন্য লড়াই আমাদের অনেককিছু শিখিয়েছে।

দ্বিতীয় বার আমায় 'নমনীয় প্রতিরক্ষার' মোকাবেলা করতে হয়েছিল এখানে, কোভেলের নিকটে, প্রতিবেশী ৪৭তম বাহিনীর এলাকায়।

৬ই জুলাই শত্রু কোভেলের উদ্‌গতাংশ ছেড়ে ২০ কিলোমিটার পেছনে সরে যায়। ৪৭তম বাহিনীর সদর-দপ্তরে তল্লাস না চালিয়েই মনে করা হল যে নাৎসিরা সার্বিক পশ্চাদপসরণ শুরু করেছে।

শত্রুর ক্রিয়াকলাপের এরূপ মূল্যায়নের পেছনে যুক্তি ছিল। ওই সময় পলেসিয়ে অঞ্চলের উত্তরে সোভিয়েত সৈন্যরা বিপুল বিজয় লাভ করে। ৩রা জুলাই মুক্ত করা হয় মিনস্ক নগরী। মিনস্কের উপকণ্ঠে পরাজয়ের দরুন হয়তো জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী নিজের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে কোভেল অভিমুখেও পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এমতাবস্থায় সোভিয়েত সৈন্যদের কী করার ছিল? হিটলারীদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে না দেওয়া, পলায়নরত শত্রুর পেছু নেওয়া, তার সামরিক বিন্যাসে ঢুকে পড়া, হটে যাওয়া ইউনিটগুলোর মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট করে দেওয়া এবং সম্ভব হলে শত্রু শক্তির একটি অংশকে এমনকি ঘিরেও ফেলা। শত্রু যেহেতু মজবুত অবস্থানগুলো ছেড়ে চলে যাচ্ছিল সেই হেতু পশ্চাদপসরণরত শত্রুর রণক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্দেশ্যে যেন ক্ষিপ্র ইউনিটগুলো নিয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দিল। ৮ই জুলাই রণক্ষেত্রে প্রেরিত হল একাদশ ট্যাংক কোর। নিঃসন্দেহেই পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান কার্য চালানো এবং আকাশ থেকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য কিছু সময় দরকার হত। আর এরূপ ক্ষেত্রে সময় হচ্ছে মহামূল্যবান বস্তু। শত্রু

www.pathagar.com

পিছু হটার সময় পরবর্তী প্রতিরক্ষা লাইন দখল করে নিতে পারত। তাই ট্যাঙ্ক কোর কর্তৃক আঘাত হানার প্রধান উদ্দেশ্যটি ছিল শত্রুর আগে মজবুত অবস্থানগুলো কব্জা করে ফেলা। আশঙ্কা-সংকেত দিয়ে কোরকে প্রস্তুত করে সম্মুখ পানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

কোরের অগ্রবর্তী ইউনিটগুলো পূর্ণ বেগে এগুচ্ছিল। তারা পশ্চাদপসরণরত জার্মান পদাতিক বাহিনীকে পেছনে রেখে আগে চলে গেল এবং ঠিক এরূপ পরিস্থিতির জন্য আগে থেকে প্রস্তুত প্রতিরক্ষা ব্যূহের মুখোমুখি হল। পশ্চাদপসরণের জন্য ইউনিটগুলো তুলে নেওয়ার আগে জার্মান সেনাপতিমন্ডলী দ্বিতীয় অবস্থানগুলোতে প্রেরণ করে পার্শ্বদেশ থেকে এবং দু'দিক থেকে গুলিবর্ষণের উদ্দেশ্যে মোতায়েন করা ট্যাঙ্কবিরোধী কামান বাহিনীর ইউনিটগুলো। আক্রমণরত ট্যাঙ্কগুলো শত্রুর বিধ্বংসী গুলিবর্ষণের মধ্যে পড়ে... কোরকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এক কথায়, ট্যাঙ্ক-চালকরা ওৎ পেতে বসে থাকা শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেল।

বোঝাই যাচ্ছিল যে নতুন পরিস্থিতিতে শত্রু ভূখন্ড ধরে রাখার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল না। নাৎসিরা যদি আমাদের আসন্ন আক্রমণের ব্যাপারে টের পায় তাহলে তারা নিজেদের শক্তি বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ফের পরবর্তী যুদ্ধ-সীমায় সরে যাবে। বনজঙ্গল আর জলা আমাদের অলক্ষ্যে তাদের সামরিক চাল চালাতে, প্রতিরক্ষা সংগঠন করতে এবং আমাদের আক্রমণকারী বাহিনীগুলোর উপর অপ্রত্যাশিত আঘাত হানতে সাহায্য করবে।

শত্রু চালাকি ক'রে সরে গিয়ে আমাদের প্রতারিত করুক এবং আমাদের উপর প্রত্যাঘাত হানুক — এমনটা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যায় না। ন্যূনতম ক্ষতি সয়ে 'নমনীয় প্রতিরক্ষা' লাইন কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু কীভাবে তা করা যায়?

শত্রু বিনা বাধায় আমাদের সৈন্য সমাবেশ করতে দিয়ে আমাদের প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ হওয়ার আগে হঠাৎ অলক্ষ্যে সরে পড়তে পারে। আমরা পরিত্যক্ত ট্রেঞ্চগুলোর উপর মিছে গোলাবর্ষণ ক'রে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ খরচ ক'রে যেই সামান্য এগুব অমনি শত্রু নতুন যুদ্ধ-সীমা থেকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করবে। তারপর আমাদের আবার গোড়া থেকে সমস্তকিছু শুরু করতে হবে: সময় খরচ করতে হবে, নতুন প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের জন্য হাজার হাজার গোলাগুলি নষ্ট করতে হবে, সৈন্য-বিন্যাস পরিবর্তন আনতে হবে।

www.pathagar.com

সমস্যাটি সমাধানের উপায় কোথায়?

এমন এক যুদ্ধ-কৌশল খুঁজে বার করতে হবে যা শত্রুর উপর অপ্রত্যাশিত ও প্রবল আঘাত হানতে সাহায্য করবে। সে আঘাত এত আকস্মিক ও ধ্বংসাত্মক হবে যে শত্রু সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং নতুন যুদ্ধ-সীমায় নিজের শক্তিগুলো সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে না।

শত্রুর বিন্যাস ও শক্তির বিষয়ে জানার জন্য লড়াইয়ের মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়। কিন্তু লড়াইয়ের মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্য অনেক সময় আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। শত্রু টের পেত যে লড়াই মাধ্যম অনুসন্ধানের পর — এক দিন, বড় জোর দু'দিন — বাদেই শুরু হবে চূড়ান্ত আক্রমণ। ওই সময়ের মধ্যে সে তার সৈন্য-বিন্যাস পরিবর্তন ঘটাতে পারত, সম্ভাব্য আক্রমণ স্থলে মজুত শক্তি নিয়ে আসতে পারত অথবা প্রথম ট্রেঞ্চগুলো থেকে সরে গিয়ে আঘাত সীমার বাইরে চলে যেত।

গভীর ভাবনাচিন্তার পর, শত্রু সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের পর ধীরে ধীরে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে লাগলাম। সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর। দক্ষিণে, ইউক্রেনের লড়াইগুলোতে আমরা এরূপ অনুসন্ধান কার্য চালাতাম যা ক্রমে ক্রমে আক্রমণে পরিণত হত। এই পদ্ধতিটির সারমর্ম ছিল এরূপ: লড়াই মাধ্যম অনুসন্ধান কার্য আমরা শুরু করতাম আক্রমণের এক দিন বা দু'দিন আগে নয়, দু'তিন ঘণ্টা আগে যাতে নাৎসিরা তাদের ব্যূহ পরিবর্তন করার সময় না পায়।

স্বল্পস্থায়ী, তবে প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ সমেত এরূপ অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হত একটি অংশে নয়, আসন্ন আক্রমণের সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে। প্রতি রেজিমেন্টের দু-তিন কোম্পানি পদাতিক সৈন্য কামান, মর্টার কামান আর ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে শত্রুর সম্মুখভাগে আক্রমণ চালায়। তাই শত্রু যদি প্রধান অবস্থানে থাকে, তাহলে অনুসন্ধানী বাহিনীটি তার পক্ষে সবচেয়ে খারাপ হলেও বিপক্ষের প্রতিরক্ষা ব্যূহের সম্মুখভাগের সামনে থেমে পড়বে। তবে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের গোলন্দাজরা শত্রুর গোলাবর্ষণ ব্যবস্থা বুঝতে পারবে যাতে ঘণ্টা দুয়েক বাদে আবিষ্কৃত নিশানাগুলো ধ্বংস ক'রে প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ চালানো যায়।

শত্রু যদি আমাদের ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছায় প্রথম অবস্থানগুলোতে কেবল কয়েকটি সাব-ইউনিট মোতায়েন রেখে প্রধান শক্তিগুলো নিজের প্রতিরক্ষা ব্যূহের গভীরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে আমাদের অনুসন্ধানী বাহিনী

www.pathagar.com

প্রথম ট্রেঞ্চগুলো দখল করে নিয়ে ক্রমশই অগ্রসর হতে থাকবে এবং শত্রুর মূল অবস্থান পর্যন্ত পেঁছার চেষ্টা করবে।

উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের গোলাবারুদ ব্যয়িত হবে প্রকৃত লক্ষ্যে পেঁছার উদ্দেশ্যে, আর ইন্‌ফেন্ট্রি ইউনিট ও ট্যাঙ্কগুলো আপন অগ্রগতির সময় শত্রুর তরফ থেকে কোনরূপ আকস্মিক ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হবে না।

অনুসন্ধানী বাহিনীর সঙ্গে এবং তার পেছন পেছন এগুতে থাকে তল্লাস আর পর্যবেক্ষণের সমস্ত উপকরণ যা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করে পদাতিক বাহিনী, কামান ও মর্টার কামানগুলোর অবস্থান, মজুত সৈন্য সমাবেশের জায়গা। সমস্ত পদবীর সেনাপতিরা যোগাযোগ ব্যবস্থা সমেত নিরীক্ষণ করতে করতে অনুসন্ধানী বাহিনীকে অনুসরণ করে এবং প্রয়োজন বোধে তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ আয়োজন করতে ও শত্রুর প্রধান অবস্থানগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত থাকেন। আক্রমণকারী বাহিনীগুলোর প্রধান শক্তিসমূহ সেনাপতিদের সঙ্কেত পেয়ে অগ্রসর হতে থাকে, তারা নিজ নিজ এলাকায় যেকোন মুহূর্তে শত্রুকে আক্রমণ করতে পারে। লড়াইয়ের মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্যে নিযুক্ত সাব-ইউনিটগুলোর পেছন পেছন অগ্রসর হয় বাহিনীর প্রধান শক্তিগুলো এবং তা যেকোন সময় দুশমনের উপর আঘাত হানতে প্রস্তুত।

এরূপ রণকৌশল অভ্যন্তর ভাগ থেকে নতুন শক্তি নিয়োগের মাধ্যমে আঘাত ক্ষমতার নিরন্তর বৃদ্ধি এবং আক্রমণের এলাকার নিরবচ্ছিন্ন প্রসার দাবি করে। তাতে বিশেষ সামরিক সারি গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সেই সারি পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে ও নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসন্ধানী বাহিনীর পেছন পেছন চলবে।

বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর পরিচালনাধীনে কোর আর ডিভিশনের কমান্ডাররা মহড়া ক্ষেত্রে ও বন্ধুর অঞ্চল অঙ্কিত পরিকল্পনাতে সামরিক সারি ও শৃঙ্খলা গঠনের পদ্ধতিগুলো রপ্ত করে, সমস্ত ধরনের সৈন্যদলের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া সমন্বয় করার উপায়াদি আয়ত্ত করে।

৩

বাহিনীর অদৃষ্ট নিয়ে এবং নতুন ফ্রন্টের অধীনে স্তালিনগ্রাদের রক্ষীদের প্রথম আক্রমণাভিযানের অদৃষ্ট নিয়ে আমার ভাবনাচিন্তার অন্ত ছিল না। স্তালিনগ্রাদের জন্য লড়াইয়ে অষ্টম রক্ষী বাহিনী অমর কীর্তির নজির

www.pathagar.com

রেখেছে, ইউক্রেনের মাটিতে সে মর্যাদার সঙ্গে তার পতাকাটি উড্ডীন রেখেছে, সে দনবাসের মুক্তির জন্য লড়েছে, সে জাপরোঝিয়ে-তে নৈশ আক্রমণে লিপ্ত হয়েছে, সে নিকোপলের ম্যাঙ্গানিজ আর ক্রিভোয় রোগের আকরিকের জন্য লড়াই করেছে, সে ওদেসার মুক্তির জন্য সংগ্রামে অংশ নিয়েছে, সে নিস্টারের তীরে লড়েছে। এখানেও প্রথম বেলোরুশ ফ্রণ্টেও, তাকে অতীতের সমস্ত অবদান সত্ত্বেও যোগ্য স্থান অধিকার করতে হবে। স্তালিনগ্রাদের রক্ষীদের সুখ্যাতি মসিলিপ্ত করার অধিকার আমাদের ছিল না।

আমার বিশ্বাস ছিল, আমি জানতাম: আমরা এমনভাবে কাজটা করে উঠতে পারব যে অষ্টম রক্ষী বাহিনীর রেজিমেণ্ট আর ডিভিশনগুলো এখানেও তাদের পতাকার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং অন্যান্য ইউনিটের জন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না, কেননা প্রথম বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যরা যেমন প্রতিরক্ষামূলক তেমনি আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। ফ্রণ্টের — অর্থাৎ প্রাক্তন দন ফ্রণ্টের — সদর-দপ্তরে বড় বড় অভিযান পরিচালনার চমৎকার অভিজ্ঞতা ছিল। এক সময় তা পাউলিউসের ঘিরে-ফেলা বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে, সগৌরবে কুর্স্কের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে এবং বহু উল্লেখযোগ্য অভিযানে খ্যাতি লাভ করে...

আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি শেষ হয়ে আসে, চলছে শেষ দিন, শেষ ঘণ্টাগুলো। ইতিমধ্যে রাভা-রুস্কায়া অভিমুখে ব্যাপক ও প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে প্রতিবেশী প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের বাহিনীগুলো। তার অগ্রবর্তী দলগুলো ইতিমধ্যে পশ্চিম বুগ নদীর তীরে পৌঁছে গেছে। আমাদের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী ফ্রণ্টগুলোর মধ্যে সম্মিলিত কার্যকলাপের বিষয়ে যে-পরিকল্পনা নিয়েছিল তা বলবৎ হতে থাকে। আমাদের পালাও ঘনিয়ে আসে...

কোর আর ডিভিশনগুলোতে পরিদর্শন কার্য চালানো হয়, শত্রু সম্পর্কে শেষ তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে দেখা হয়, পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে উঠে। বাহিনীর সামরিক পরিষদের এবং সেনাপতি হিশেবে আমার পূর্ণ ও বিশদ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ঘনিয়ে আসে।

সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ছিল এরূপ বিচার-বিবেচনা:

শত্রু আমাদের চাপ ছাড়াই সম্প্রতি তার বাহিনীগুলোকে ২০ কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আসন্ন আক্রমণের ব্যাপারটি বুঝতে

www.pathagar.com

পারলে সে আরও কয়েক বার নতুন প্রতিরক্ষা সীমায় সরে যেতে পারে। বনজঙ্গল আর জলায় ভরা অঞ্চল এরূপ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ-কৌশলের পক্ষে খুবই অনুকূল।

শত্রুর এরূপ যুদ্ধ-কৌশল আমাদের আক্রমণরত বাহিনীকে দীর্ঘকালীন মহড়ায় ফেলতে এবং অজ্ঞাত অবস্থানে লড়াইয়ে লিপ্ত করতে পারে। তাতে প্রায়ই শক্তি এবং বিশেষত আর্টিলারির নিষ্ফল প্রসারণ দেখা দিতে পারে।

আমাদের আক্রমণরত বাহিনীর পক্ষে যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল উপযুক্ত সময়ে এরূপ এক অবস্থানে শত্রুকে ধরে ফেলা যাতে সে ওই অবস্থান থেকে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির সঙ্গে লড়াই ছাড়া চলে যেতে না পারে।

নিজেদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা, বিশেষত লড়াইয়ের মাধ্যমে তল্লাস কার্যের দ্বারা শত্রুকে তার অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করা আমাদের কাজ ছিল না। একই সঙ্গে আমাদের চূড়ান্ত আঘাত হানার দরকার ছিল এবং শত্রুর রক্ষা ব্যূহ ভেদের সঙ্গে সঙ্গেই বাহিনীর আক্রমণের প্রসারমান সীমানা ব্যবহার ক'রে অভ্যন্তর ভাগ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আগমনরত ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণের শক্তিকে অনতিবিলম্বে ঢোকানো দরকার ছিল। এর জন্য বাহিনীর উপযুক্ত রণনৈতিক বিন্যাসও প্রয়োজন হয়।

ঠিক করা হয় যে ৪৭তম ও ৬৯তম বাহিনীগুলোর ইউনিটসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতায় পারিদুবি — তর্গোভিশ্চে এলাকায় শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করা হবে এবং তার ইউনিটগুলো ধ্বংস ক'রে ভলিয়ানশ্চিনা — ওকুনিন — নভোসেল্কি যুদ্ধ-সীমাটি দখল করতে হবে ও ওখানে ভিদ্ধ প্রতিরক্ষা ব্যূহে দ্বিতীয় এশিলনের একাদশ ট্যাঙ্ক কোর আর ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলোকে নিয়োগ করতে হবে। রাত্রিবেলাও আক্রমণ অব্যাহত রেখে শত্রুর মজুত শক্তি ধ্বংস করতে হবে এবং ল্যুবোমল অঞ্চল অধিকার করে দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফাঁকে ঢোকাতে হবে।

এর পরের কাজ ছিল: পশ্চিম বুগের পাড়ি-ব্যবস্থা কব্জা ক'রে তা পার হওয়া এবং দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীর শক্তিসমূহ অন্য তীরে নিয়ে গিয়ে পার্চেভ আর লুকুভ অভিমুখে আক্রমণ বিকশিত করা।

বাহিনীর রণনৈতিক বিন্যাস ছিল এক এশিলনের, অর্থাৎ তিনটি ইনফেণ্ট্রি কোরের সবটিই ছিল লাইনে। বাহিনীর রিজার্ভে ছিল তিনটি ডিভিশন, — প্রতিটি কোর থেকে একটি ক'রে। কোর গঠিত হত দুই

www.pathagar.com

এশিলন নিয়ে — একটি ডিভিশন প্রথম এশিলনে, অন্যটি — দ্বিতীয় এশিলনে।

পশ্চিম বুগ নদী বরাবর প্রস্তুত প্রতিরক্ষা সীমার বিদ্যমানতা অতি দ্রুত এই সীমায় পেঁছার ও তা দখল করার প্রয়োজনীয়তা হাজির করে। সেই জন্যই ঠিক করা হয়েছিল যে আক্রমণের প্রথম দিনে একাদশ ট্যাঙ্ক কোরকে লড়াইয়ে লাগানো হবে এবং আঘাতের প্রবলতা বৃদ্ধি ক'রে শত্রুর পেছন পেছন, এমনকি তাকে ছাড়িয়ে গিয়েও, পশ্চিম বুগ নদী পার হতে হবে ও শত্রুর প্রতিরক্ষা সীমানা ভেদ করতে হবে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গনের এবং আক্রমণের প্রবল গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কোরসমূহের দ্বিতীয় এশিলনের ডিভিশনগুলোকে দ্বিতীয় দিনের সকাল বেলা থেকে লড়াইয়ে ঢোকানো হয় — একাদশ ট্যাঙ্ক কোরকে লড়াইয়ে ঢোকানোর পর পরই।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শত্রুর পশ্চিম বুগ নদীর দিকে পশ্চাদপসরণের সম্ভাবনাটিও বিবেচনা করা হয়। এটাও ঠিক করা হল যে প্রধান শক্তিগুলোর দ্বারা আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার আগে লড়াইয়ের মাধ্যমে তল্লাস চালাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ পার্শ্বের ও কেন্দ্রীয় ডিভিশনগুলো থেকে দু'টি করে ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়ন, আর বাম পার্শ্বের ডিভিশন থেকে একটি ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়ন দেওয়া হয়। তল্লাস কার্য চলে বাহিনীর আক্রমণের সমগ্র ফ্রণ্টটি জুড়ে।

উক্ত ব্যাটেলিয়নগুলোর কর্তব্য ছিল — প্রথম অবস্থানের অগ্র ভাগের টিলাসমূহ অধিকার করা এবং আক্রমণ বিকশিত ক'রে গ্রুবুলি — ভিদিউত্‌ যুদ্ধ-সীমানায়, অর্থাৎ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ৩ কিলোমিটার গভীরে অবস্থিত সমস্ত উচ্চ স্থান কব্জা করে নেওয়া। তল্লাসী ব্যাটেলিয়নগুলোর সঙ্গে চলতে থাকে দু'ধরনের ট্যাঙ্ক — পদাতিক সৈন্যদের সরাসরি সহায়তা দানকারী ট্যাঙ্ক এবং মাইন-সুইপার ট্যাঙ্ক। এই শক্তিশালী তল্লাসী বাহিনীর ক্রিয়াকলাপে সমর্থন জোগানোর উদ্দেশ্যে ৩০ মিনিট ব্যাপী প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

সিদ্ধান্তটি নিতে গিয়ে এটাও বিবেচনা করা হয়েছিল যে তল্লাসী বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ সফল হলে প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ছাড়াই প্রধান শক্তিগুলো আক্রমণে নামবে এবং প্রতিরক্ষা অঞ্চলের সমগ্র গভীরতা বরাবর শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করতে হবে। এই তল্লাসী বাহিনীটিকে যদি শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অগ্র ভাগে থামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট

www.pathagar.com

সময় ধরে প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ চলবে, আর তারপর বাহিনীর সমগ্র প্রথম এশিলনের প্রধান শক্তিসমূহের আক্রমণ শুরু হবে।

ওই সময় বাহিনীর হাতে কীরূপ শক্তি ছিল সে সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, জুন মাসে বাহিনীতে নতুন লোক ভর্তি করা হয়। ডিভিশনের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৭০০ জন। অভিযানের গোড়ার দিকে বাহিনীর ৯টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন ছিল। এ ছাড়া বাহিনীকে মোট ১৭৯টি ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচালিত কামান দিয়ে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়।

গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক ন. পজারস্কির হাতে ছিল ২,২৩১টি কামান আর মর্টার-কামান, 'কাত্যিউশা' রকেট ইউনিটের ৫০১টি মেশিন।

ইঞ্জিনিয়ারিং সহায়তা জোগানোর ব্যাপারটিও বিবেচিত হয়েছিল। আমাদের অধীনে ছিল প্রধান সেনাপতিমণ্ডলীর রিজার্ভের ৪১তম মোটোরাইজ্‌ড ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেড (৫ ব্যাটেলিয়ন), ৬৪তম স্যাপার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেড (৪ ব্যাটেলিয়ন), ৮৫তম মোটোরাইজ্‌ড পণ্টন ব্যাটেলিয়ন।

বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা সুনিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে আমরা আক্রমণের ২৪ ঘণ্টা আগে আসন্ন অপারেশনের একটি রিহার্সাল আয়োজন করি। অঞ্চলের নিখুঁত একটি প্রতিরূপ প্রস্তুত করা হয়। তাতে থাকে শত্রুর সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তার মজুত শক্তি, আর্টিলারি আর ট্যাঙ্কগুলোর অবস্থান স্থল। রিহার্সালে অংশগ্রহণ করেন কোর আর ডিভিশনগুলোর কমাণ্ডাররা, বিভিন্ন ধরনের বাহিনী আর সার্ভিসের অধিকর্তারা। মহড়ায় উপস্থিত থাকেন মার্শাল গ. জুকোভ, মার্শাল ক. রকোসভ্‌স্কি, এয়ার চিফ মার্শাল আ. নভিকোভ, যোগাযোগ রক্ষাকারী বাহিনীর মার্শাল ই. পেরেসিপ্‌কিন, দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল স. বগ্‌দানোভ।

সেনাপতিরা অপারেশনের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য ভালোই বুঝলেন। এ ব্যাপারটির উপর প্রভাব ফেলে দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতা, যা গড়ে উঠেছিল প্রথমে ভোলগা তীরের লড়াইগুলোতে, আর পরে ইউক্রেনে। আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না যে লোকেরা তাদের সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করবে, উদ্যোগ দেখাবে, দৃঢ় ও অটল থাকবে।

আমরা অপারেশনের যে-পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করেছিলাম তার জন্য আমাদের বেশ লড়তে হয়েছিল। ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের কর্মীদের কেউ কেউ অবাক হয়ে বলতে লাগল, আক্রমণের ব্যাপারে আমরা ফ্রন্টের

www.pathagar.com

সেনাপতিমণ্ডলীর চেয়ে অধিকতর উচ্চ গতি নিরূপণ করেছি কেন। ফ্রন্টের গোলন্দাজরাও বিক্ষুব্ধ হল: লড়াইয়ের মাধ্যমে তল্লাসের সময় গোলাগুলির — এবং তা-ও আবার বড় ক্যালিবরের গোলাগুলির — এরূপ বিপুল ব্যয় পরিকল্পিত হয়েছিল! সবাই বুঝতে পারে নি যে আমরা শত্রুর সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গনের সঙ্গে (লড়াইয়ের মাধ্যমে) তল্লাসের সমন্বয় ঘটাতে চাইছি। আমরা বদ্ধমূল কিছু ঐতিহ্য আর অভ্যস্ত ছাঁচ উপেক্ষা ক'রে নতুন — সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছিলাম। বলাই বাহুল্য, সবাই তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নি ও গ্রহণ করে নি।

আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিটির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করি। কথাবার্তা ধীরে ধীরে তর্কের আকার ধারণ করে। আর সামরিক লোকেরা জানে যে অধিনায়কমণ্ডলীর সঙ্গে তর্ক করা খুবই অপ্রীতিকর ব্যাপার। তবে আমায় সাহায্য করলেন ফ্রন্টের অধিনায়ক ক. রকোসভ্স্কি। তিনি জোরে বললেন:

— আপনি হচ্ছেন বাহিনীর অধিনায়ক, আপনিই সিদ্ধান্ত নেবেন এবং আপনিই ভালো-খারাপ সমস্তকিছুর জন্য দায়ী হবেন...

আমি এরূপ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট।

বৈমানিকরা বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল। তারা বলল যে আমি তাদের শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অগ্র ভাগে না পাঠিয়ে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে অবস্থিত আর্টিলারি পজিশনে পাঠাচ্ছি।

তাদের বোঝাতে হল যে আমাদের গোলন্দাজরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের অগ্র ভাগ ভালোই জানে, আমাদের গোলাগুলি ওখানকার সমস্তকিছু ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করে দেবে। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে আর্টিলারি বিমানের মতো কাজ করতে পারবে না। বৈমানিকরা বুঝল, তাদের কাছ থেকে আমরা কী চাইছি।

সামরিক পরিষদ, সেনাপতি আর রাজনৈতিক কর্মীরা বাহিনীকে আসন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হল। বাহিনীর প্রবীণ যোদ্ধারা লম্বা-চওড়া বক্তৃতা না দিয়ে সংক্ষেপে সৈনিক আর সার্জেন্টদের কর্তব্য নিয়ে কথাবার্তা বলল...

www.pathagar.com

১

১৯৪৪ সালের ১৩ই জুলাই রাত্রে বাহিনীর প্রথম এশিলনের ডিভিশনগুলো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার এলাকায় প্রাথমিক অবস্থান নিল। আমাদের ডিভিশনগুলোর অগ্র ভাগে অবস্থান নিয়ে ছিল ৪৭তম বাহিনীর ৬০তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, যা আগে এই এলাকায় প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল। আমাদের গোলন্দাজরা খুব সতর্কতার সঙ্গে শত্রুর আবিষ্কৃত ফায়রিং পজিশনের দিকে প্রাথমিক গুলি ছুঁড়ছিল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছিল যে আমরা অলক্ষ্যেই শত্রুর কাছাকাছি পেঁাছতে পারব। বলা যায়, তখন আমরা প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে। অচিরেই লড়াই শুরু হবে...

যে তলোয়ার তুলেছে সে তলোয়ারের আঘাতেই নিহত হবে! আমরা এই বিধ্বংসী যুদ্ধ শুরু করি নি। এখানে কোথাও, এই সমস্ত জায়গায়, দর্পিত ফ্যাসিস্ট হানাদারেরা সোভিয়েত সৈন্যদের দুর্বল কিছু প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ ক'রে ভেবেছিল যে তারা এমন এক যুদ্ধ আরম্ভ করছে যাতে তাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আজ... আমরা শত্রুকে ভীত করতে চেষ্টা করি নি, আমরা চাই নি যে সে লড়াই ছাড়াই তার অবস্থানগুলো ত্যাগ করুক।

আক্রমণ শুরু হওয়া দিন কয়েক আগে আমায় জানানো হল যে শত্রুব্যূহ ভেদ করার কাজে দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে নিয়োজিত করার পর আমাদের পেছন পেছন চলবে প্রথম পোলিশ বাহিনী। আমরা খবর পেলাম যে ১৭ই জুলাই অষ্টম রক্ষী বাহিনীর কমান্ড পোস্টে আসবেন পোলিশ সেনাপতিমন্ডলী। তাঁরা দেখবেন, শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে ভেদ করা হচ্ছে। আমরা অতিথিদের অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের আশা ছিল যে তাঁরা অনেককিছু দেখতে পাবে ও শিখতে পারবে।

আমাদের ফ্রন্টের পরিচালনাধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে পোলিশ বাহিনীর প্রবেশ আমাদের দ্বারা এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক-রাজনৈতিক ঘটনা বলে বিবেচিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী বছরগুলোতে এবং ইউরোপে শান্তির শেষ দিনগুলোতে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মিলিত প্রয়াসে হিটলারের তাণ্ডবলীলা থামানো যেত। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রশ্নটি ছিল জরুরী। সে ছিল ফ্যাসিস্ট আগ্রাসকের কবল থেকে তাকে রক্ষার প্রশ্ন। পোল্যাণ্ডের বুর্জোয়া সরকার লাল ফৌজকে পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করল। ...এই সম্মতি ছাড়া চেক ও স্লোভাক জাতিদ্বয়ের প্রতি মিত্রসুলভ কর্তব্য পালন করা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সম্ভব ছিল কি? দক্ষিণে আপন প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে পোলিশ শাসকরা তদ্দ্বারা নিজের জনগণের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করল, — তারা তাদের সঁপে দিল নাৎসিদের হাতে।

পিলসুদ্স্কি, রিদ্জ-স্মিগলি, সিকোর্স্কি... এদের প্রত্যেকেই কোন-না-কোন স্বনির্ভর রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা সবাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল মাত্র। পোলিশ জনগণের স্বার্থ নিয়ে তারা মাথা ঘামাত না এবং সে স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। পোল্যাণ্ডের বুর্জোয়া সরকার কি বুঝত না যে হিটলারী হানাদারদের আক্রমণ পোলিশ রাষ্ট্র ও পোলিশ জনগণের জন্য কী দুর্দশা ডেকে আনতে পারে? তারা অন্ধ ছিল না! তবে পোল্যাণ্ডের বৈপ্লবিক শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে, দারিদ্র্যনিপীড়িত পোলিশ কৃষক সম্প্রদায়ের চেয়ে ফ্যাসিজম তাদের পক্ষে কম ভয়ংকর ছিল।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা যখন পোল্যাণ্ডে ঢুকল, তখন এ ব্যাপারটিকে আমরা নিজেদের দুর্দশা বলে গণ্য করলাম। পোলিশ জনগণের অস্তিত্বের অবসান ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিল।... ওই দিনগুলোতে অস্ত্র ত্যাগ করে নি কেবল পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টি, নিজেরই দেশের প্রগতিবিরোধীরা যাকে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য করেছিল। শক্তি ছিল অসমান। সোভিয়েত জনগণ ওই সময় তাদের সাধ্যমতো, ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব ছিল পোলিশ জনগণকে ততটা সাহায্য দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী পোলিশ কমিউনিস্টদের উদ্যোগে ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে গঠিত হয় পোলিশ স্বদেশপ্রেমিকদের একটি সংগঠন। ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে সংগঠনটি সোভিয়েত সরকারের কাছে এই আবেদন জানায় যে সোভিয়েত ভূখণ্ডে যেন তাদের একটি পোলিশ সামরিক ইউনিট গঠন করতে দেওয়া হয়, — এই ইউনিট নাৎসিদের সঙ্গে সংগ্রামে

www.pathagar.com

অংশ নেবে। অনুরোধ রক্ষা করা হয়। পোলিশ স্বদেশপ্রেমিকরা প্রথমে একটি ডিভিশন গড়ে, — এর নাম হয় কস্তিউশকো ডিভিশন। তারপর তা পরিণত হয় বাহিনীতে। বাহিনীটি পেল চমৎকার সাজসরঞ্জাম, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আর ভালো ট্রেনিং। তারও লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার সময় এল।

বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেনেণ্ট-জেনারেল জিগমুন্দ বের্লিং ও বাহিনীর সামরিক পরিষদের সদস্য আলেক্সান্দর জাভাদ্স্কি সদর-দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের কমাণ্ড পোস্টে এলেন ১৭ জুলাই রাত্রে, আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে। তাঁরা আসছিলেন গ্রাম্য পথ দিয়ে, এবং জার্মানরা নিয়মিতভাবে ওই পথের দিকে কামান দাগছিল। পোলিশ বন্ধুদের জন্য আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। সুখের বিষয়, খারাপ কোনকিছু ঘটে নি।

আমাদের আনন্দ সহজেই কল্পনা করা যায়। প্রিয় অতিথিদের আমরা সাদর ও সমারোহপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালাম, এবং তা-ও আবার সমারোহপূর্ণ ঘণ্টাগুলোতে। পোলিশ জনগণের ইতিহাসের যুগান্তকারী মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসছিল, ঘনিয়ে আসছিল ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে পোল্যাণ্ডের মুক্তির দিনটি। আমরা এবং আমাদের পোলিশ বন্ধুরা তা বুঝতে পারছিলাম।

পোলিশ কমরেডরা আমাদের একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলেন। বোঝাই যাচ্ছিল যে তাঁরা নিজেরাও লড়াইয়ে নামার জন্য উদ্গ্রীব। ব্যাপারটা খুবই বোধগম্য। সামনেই ছিল পোল্যাণ্ডের সীমান্ত, খুব একটা দূরে নয়। অদূরেই ছিল লুবলিন শহর। তার পরে বিভিন্ন পোলিশ গ্রাম, অন্যান্য শহর আর জনপদ। আর ওখান থেকে রাজধানী ওয়ারশ একেবারে কাছেই। লাঞ্ছিত পোলিশ জনগণ মুক্তিদাতাদের অপেক্ষা করছিল।

রাতটি ছিল অত্যন্ত নিঝুম। জলাগুলোর সামান্য উপরেই ছিল ঘন কুয়াশা। তাতে সমস্ত শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছিল। মাঝেমধ্যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন বনের পেছনে দূরে কোথাও আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছিল এবং ভেসে আসছিল বিস্ফোরণের শব্দ। এর মানে ছিল এই যে আমাদের বোমারুগুলো শত্রুর গভীর পশ্চাদ্ভাগে আঘাত হানছিল।

আর এ দিকে রাতের অন্ধকারের মধ্যে পুরোদমে আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল। প্রথম এশিলনের ডিভিশনের ইউনিটগুলো ৬০তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের শেষ ইউনিটগুলোর স্থান নিচ্ছিল। রেজিমেণ্ট আর ব্যাটেলিয়নগুলো প্রাথমিক অবস্থানে বেরিয়ে আসছিল।

www.pathagar.com

জুলাইয়ের ঊষা। বনের ভেতরে তার উন্মেষ ঘটছিল ধীরে ধীরে, যেন সে ফুটতেই চাইছিল না। প্রথমে অন্ধকার থেকে দেখা দিল দীর্ঘকায় দেবদারুগুলোর চূড়া, তারপর ফর্সা হল ফার বন, নিবিড় অরণ্য থেকে চলে গেল অন্ধকার, চকচক করতে লাগল শিশির ভরা ফাঁকা জায়গাগুলো, পাতলা হয়ে এল নীলাভ কুয়াশা...

কমান্ড পোস্ট অবস্থিত ছিল ২০২ মিটার উঁচু টিলায়। কোর আর ডিভিশনগুলোর পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্র থেকে টেলিফোন লাইন পেতে দেওয়া হয়েছিল কমান্ড পোস্ট অবধি। তার যোগাযোগ ছড়ানো ছিল পরিকল্পিত আঘাতের সমস্ত দিকগুলোতে, তা ছড়ানো ছিল স্নায়ুর মতো। বেতার ব্যবস্থা তখনও নীরব ছিল, তার কাজের সময় হয় নি।

আমি আর পজারস্কি রাত্রিবেলা ঘড়িগুলো মিলিয়ে রেখেছিলাম। আমি প্রথমে তাকাচ্ছিলাম মিনিটের কাঁটার দিকে, তারপর সেকেন্ডেরটির দিকে। পাঁচটা তিরিশ মিনিট...

সমস্ত ক্যালিবরের কামানগুলো একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। এক কিলোমিটার জায়গায় শত্রুব্যূহ ভেদ করার জন্য কোথাও কোথাও স্থাপিত হয়েছিল দুই শতাধিক তোপ।

প্রথমে শোনা যায় বিস্ফোরণের শব্দ। বড় ক্যালিবরের তোপ দাগার সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ বাড়তে থাকে। সামনে, শত্রুর অবস্থানে, সমস্তকিছু লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছিল। ধুলি, আগুন, ধোঁয়া, জলার কাদা আর মাটির ফোয়ারায় সূর্য ঢেকে গিয়েছিল। প্রভাতের আলো হয়ে এসেছিল ম্লান। প্রতিশোধের গোলাবর্ষণে সমস্তকিছু তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল।...

পরে জানা যায় যে তিরিশ মিনিটের গোলাবর্ষণের সময় বাহিনীর আর্টিলারি ৭৭,৩০০টি গোলা ছুঁড়েছিল।

আর্টিলারির গোলাবর্ষণের পর পর আক্রমণ চালায় তল্লাসী দলগুলো। ছ'টা বাজার পর টেলিফোনে খবর আসতে লাগল যে ক্লোজ-সাপোর্ট ট্যাঙ্ক আর মাইন-সুইপার ট্যাঙ্কগুলোর পেছন পেছন গমনরত অগ্রদলগুলো ইতিমধ্যে প্রথম ট্রেঞ্চগুলোতে ঢুকে পড়েছে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সম্মুখ ভাগ আর গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ স্থানগুলো অধিকার করে নিয়েছে। আমি বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহকে আক্রমণে যোগ দেওয়ার হুকুম দিলাম।

আমার পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্রে এলেন ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল ক. রকোসভ্স্কি ও মার্শাল গ. জুকোভ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ফ্রন্টের গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল ভ. কাজাকোভ, প্রথম

www.pathagar.com

পোলিশ বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেনেণ্ট-জেনারেল জিগমুন্দ্ বেলিং, বাহিনীর সামরিক পরিষদের সদস্য জেনারেল আলেক্সান্দর জাভাদ্স্কি ও অন্যান্য অফিসাররা।

কর্নেল-জেনারেল ভ. কাজাকোভ পজারস্কিকে জিজ্ঞেস করলেন:

— আপনাদের এখানে এরূপ গোলাবর্ষণ হচ্ছে কেন? এই ভাবে আপনারা লড়াইয়ের মাধ্যমে তল্লাস কার্য চালাচ্ছেন!

নিকোলাই পজারস্কি দেখলেন যে আমাদের পরিকল্পনাটি নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তিনি শান্ত গলায় কাজাকোভকে জবাব দিলেন:

— বাহিনীর অধিনায়ককে জিজ্ঞেস করুন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন কেন এরূপ গোলাবর্ষণের দরকার হয়েছে।

কিন্তু রকোসভ্স্কি সম্ভাব্য তর্কটি মিটিয়ে দিলেন। তিনি বললেন:

— আমরাই ওঁদের উপর এ অপারেশনের দায়িত্ব দিয়েছি... আমরা ওঁদের কাজের শেষ ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব, কীভাবে গোলাবর্ষণ করেছেন সে বিষয়ে আমাদের জানার প্রয়োজন হবে না!

শেষ ফল সম্পর্কে কোনকিছু বলার সময় তখনও হয় নি। শত্রুর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার টিকে থাকা দৃঢ় ঘাঁটিগুলোতে নির্মম হাতাহাতি লড়াই চলার খবর আসছিল। তবে আসল উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়েছে। শত্রুকে একেবারে জায়গায় 'ধরে ফেলা হয়', রাত্রে সে অবস্থান ছেড়ে চলে যায় নি, আর এর মানে ছিল এই যে যেকোন মুহূর্তে প্রথম অবস্থান ভাঙ্গনের খবর আসতে শুরু করবে।

সাতটার পর আমি ফ্রণ্টের অধিনায়ক আর সর্বোচ্চ সেনাপতির স্টাফের প্রতিনিধিকে জানাতে পারলাম যে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের প্রধান অঞ্চলের প্রথম অবস্থানটি সর্বত্র ভেদ করা হয়েছে। বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহকে লড়াইয়ে ঢোকানো হয় মুখ্য প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ছাড়া, ক্রিপিং ব্যারেজ ছাড়া। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করার ফলে বহু শত সহস্র গোলা, শত শত টন বিমান-বোমা আর জ্বালানি বেঁচে গেল।

শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যোগ দিল প্রথম এশিলনের ডিভিশনের প্রধান শক্তিসমূহ। শত্রু আর্টিলারির সাহায্যে তাদের অগ্রগতি রোধ করতে চেষ্টা করেছিল। তার তোপশ্রেণীর উপর সঙ্গে সঙ্গেই গোলাবর্ষণ শুরু করল আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী, আর তারপর আমাদের বিমানও বোমা ফেলতে

www.pathagar.com

লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জার্মান আর্টিলারির দফা রফা হয়ে যায়। গোলন্দাজরা যা করতে পারে নি তা করল বৈমানিকরা।

প্রথম ঝাঁপেই আমাদের সৈন্যরা কয়েক কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়ে। বিকাল পাঁচটা নাগাদ আক্রমণরত ইউনিটগুলো প্লিস্কা নদীর তীরে পেঁাছে গেল। আর ওটা ছিল শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের দ্বিতীয় অঞ্চল। ওখানে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী আরও একবার আমাদের অগ্রগতি রোধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু রক্ষীরা থামল না। কর্নেল ভ. শুগায়েভের সেনাপতিত্বে ৪৭তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি ডিভিশনটি আক্রমণরত অবস্থায় জলাময় নদীটি পেরিয়ে অপর তীরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। পাড়ি-ব্যবস্থায় তার পেছন পেছন লড়াইয়ে যোগ দেয় জেনারেল ব. পানকোভের পরিচালনাধীন ৮৮তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি ডিভিশনটি। তার একটি রেজিমেণ্ট খ্ভোরোস্তভো অঞ্চলে নদীটি অতিক্রম করে। তারপর জেনারেল ভ. গ্লেবোভের ২৭তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি ডিভিশনটিও নদীতে এসে পেঁাছয়।

দিনের শেষ নাগাদ আমাদের সৈন্যরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দ্বিতীয় অঞ্চলটিতে ঢুকে পড়ে।

একাদশ ট্যাঙ্ক কোর ওই সময় প্লিস্কার পশ্চিম তীরে তল্লাসী দল পাঠিয়ে ওকুনিন ও নভোসেল্কি অঞ্চলে সমবেত হওয়ার জন্য অবস্থান নিয়ে থাকে।

ষষ্ঠ বিমান বাহিনীর বিমান ইউনিটগুলো শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে বোমাবর্ষণের কাজ অব্যাহত রাখে।

সমস্তকিছু দেখে পোলিশ বন্ধুরা মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁরা ঘটমান সমস্ত ব্যাপারকে ন্যায্য প্রতিশোধ হিশেবে গ্রহণ করেন।

রাত্রিবেলাও লড়াই চলতে থাকে। তল্লাসী সৈনিক আর গোলন্দাজরা শত্রুর যুদ্ধোপকরণের স্থান খুঁজে বার করছিল। ইঞ্জিনিয়রিং ইউনিটগুলো ট্যাঙ্ক আর আর্টিলারির জন্য গড়ছিল পুল ও পাড়ি-ব্যবস্থা। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ৮৮তম ইনফেন্ট্রি ডিভিশনটি পুরোপুরিভাবে প্লিস্কার পশ্চিম তীরে পাড়ি জমায়।

১৯ জুলাই সকাল বেলা বাহিনীর আর্টিলারি আবার গোলাবর্ষণ শুরু করে। এবার কুড়ি মিনিট গোলাগুলি ছুঁড়ে শত্রুর অবস্থান স্থলকে একেবারে নরকে পরিণত করা হয়। সৈন্যরা ফের আক্রমণ আরম্ভ করল। সাড়ে এগারোটা নাগাদ তারা গ্রদ্নো — মাশেভ যুদ্ধ-সীমায় পেঁাছে গেল।

দিনের দ্বিতীয়ার্ধে ট্যাঙ্কগুলো অগ্রসর হতে লাগল। এবার প্লিস্কা

www.pathagar.com

পেরিয়ে একাদশ ট্যাংক কোর স্কিবি — মাশেভ যুদ্ধ-সীমা থেকে নাৎসিদের ভিন্ধ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফাঁকে ঢুকে গেল। তা শত্রুর পশ্চাদপসরণরত ইউনিটগুলোকে বিভক্ত করে দেয়, এবং উত্তর দিক থেকে ল্যুবোমল শহরের পাশ কেটে গিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগ বরাবর চলতে থাকে। শক্তি জোগানকারী ইউনিটগুলোর সঙ্গে কোরটি দুই এশিলনের সামরিক বিন্যাসে দুটো যাত্রাপথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে।

কুস্‌নিশ্চে — ল্যুবোমল যুদ্ধ-সীমায় ৩৬তম ও ৬৫তম ট্যাঙ্ক ব্রিগেডগুলোকে শত্রু থামিয়ে দেয়। তখন লড়াইয়ে নামে দ্বিতীয় এশিলনে গমনরত ২০তম ট্যাংক ব্রিগেড। তা উত্তর দিক থেকে ল্যুবোমল শহরের পাশ কেটে গিয়ে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করে। তা ল্যুবোমলের ভাগ্য নির্ধারণ করে। অচিরেই ৬৫তম ট্যাংক ব্রিগেড ও ১২শ মোটোরাইজড ইনফেণ্ট্রি ব্রিগেডের সঙ্গে সহযোগিতায় ৪৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন শহরটি অধিকার করে নেয়।

লড়াইয়ের গতি দেখে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে প্রধান যুদ্ধ-সীমাগুলোতে শত্রুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আঘাত আকস্মিকতা এবং শক্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠতা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গনের পুরো অঞ্চল জুড়ে নিজস্ব ভূমিকা পালন করল। ৪৭তম ও ৬৯ তম বাহিনীগুলোর আক্রমণের এলাকাগুলোতেও পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়।

একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে অন্য পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে যাওয়ার সময় আমি এক ধরনের 'শোভাযাত্রা' দেখতে পেতাম। ওই দিনগুলোতে তা ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার। আমাদের কয়েকজন সাবমেশিন গানারের পাহারায় পথ চলত জার্মান যুদ্ধবন্দীদের দলগুলো। যুদ্ধবন্দীদের মুখে অবশ্য আনন্দের কোন ছাপ দেখা যেত না, তবে তারা যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সেটা ভালোই বোঝা যেত। এই সমস্ত জায়গায় তিন বছর আগে আরব্ধ অভিযান তাদের জন্য সমাপ্ত হয়ে গেল। আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে একদল যুদ্ধবন্দীর পাশে থামলাম। কাছে এক দোভাষীও ছিল। জার্মানদের দোভাষী। সে কথা বলছিল ভাঙাচোরা রুশ ভাষায় এবং কথায় ভীষণ টান ছিল, তবে কথ্য ভাষা সহজেই বুঝতে পারছিল।

যুদ্ধবন্দীরা সোজা হয়ে দাঁড়াল, যতটা পারল নিজেদের গুছিয়ে। আমার মনে হয় না যে আমাদের যুদ্ধবন্দীরা কোন জার্মান জেনারেলের সামনে ওভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। আমি দোভাষীকে বললাম:

www.pathagar.com

— তোমার সাথীদের জিজ্ঞেস কোরো, তোমাদের কেউ কি বলতে পারে কী ঘটছে?

প্রশ্নটি সঠিকভাবে অনুবাদ করা হয়। যারা বয়সে বড় ছিল তারা চেঁচিয়ে জবাব দিল:

— হিটলার কাপুত্! হিটলার খতম!

কম বয়েসী সৈনিক আর অফিসারেরা চুপ করে থাকে। তারা প্রশ্নটির গভীরে গেল।

— কী ঘটছে? — আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে জবাব দিল:

— আমরা পিছু হটছি, হুজুর! আমাদের উপরওয়ালারা জানত না যে আমরা এমন মার খাব...

— এটা আমরা জানি যে তোমরা পিছু হটছ। তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু তা তো আর সবকিছু ব্যাখ্যা করে না...

আমার কাছে এসে দাঁড়াল বয়স্ক সৈনিকরা। দোভাষী তাদের কথাগুলো রুশ ভাষায় অনুবাদ করে দিল। তারা বলল যে অনেককাল থেকেই একটা জিনিস তারা কিছুতেই বুঝতে পারছে না: রুশরা কোত্থেকে এত প্রচুর পরিমাণ হাতিয়ার পেল, কোত্থেকে এল এরূপ শক্তিশালী আর্টিলারি... তারা ভেবেছিল যে আমাদের সমগ্র শিল্প ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সৈনিকদের মধ্যে অনেক ধাতুকর্মী ছিল। যুদ্ধের শুরুতে তাদের যেমনটা বলা হয়েছিল সোভিয়েত শিল্প তার চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী ছিল। 'যুদ্ধে হেরে গেছি'। জার্মান যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে আমি এই কথাটিই শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।

— তোমরা আমাদের পুরো দেশটি দখল করতে চেয়েছিলে, — বললাম আমি। — সেটাই ছিল যুদ্ধের উদ্দেশ্য ... আর কয়েক কিলোমিটার মাত্র বাকি আছে, তারপর আমাদের দেশ পুরোপুরিভাবে মুক্ত হয়ে যাবে... যুদ্ধে সত্যিই তোমাদের পরাজয় হয়েছে ... সভ্য সমাজে এর পর কী হওয়া উচিত?

— শান্তির কথাবার্তা, — যুদ্ধবন্দীদের ভেতর থেকে কেউ একজন আমায় জবাব দিল।

— তা সম্ভব যদি যুদ্ধের গতি অস্পষ্ট... কিন্তু আজ তা স্পষ্ট!

— হিটলার বলছে যে ওর কাছে গোপন অস্ত্র আছে!

— আমাদের কাছেও তা আছে! এর পর কী?

সবাই নীরব...

www.pathagar.com

বিদ্বেষপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে তরুণ এক ওবের-লেফটেনেন্ট। তার ব্যান্ডেজ করা একটি হাত স্লিংয়ে ঝুলছিল। তার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত, নোংরা, ব্ল্যাক-ওয়েল মাখানো। পোশাক দেখে বোঝা গেল — ট্যাঙ্ক চালক।

— জার্মানি আত্মসমর্পণ করবে না! — বলল সে। — জার্মান সৈনিক শেষ পর্যন্ত লড়তে জানে...

বহু বছর পরে, যখন আমি জার্মানিতে সোভিয়েত বাহিনীর অধিনায়ক ছিলাম, ওই ওবের-লেফটেনেন্টের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। সে তখন জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সৈন্য বাহিনীতে সুদক্ষ এক অফিসার।

যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কী লাভ হল?

প্রথমত, তা প্রমাণ করল যে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর জন্য আমাদের আঘাতের ক্ষমতা ছিল অপ্রত্যাশিত। দ্বিতীয়ত, আমি নিশ্চিত হলাম যে মানসিক দিক থেকে শত্রু একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে এবং তার ফলে আক্রমণ প্রবলীকৃতকরণের জন্য পূর্বশর্তগুলো গড়ে উঠেছে। যেকোন লড়াইয়ে সৈন্যদের নৈতিক অবস্থাকে আমি সর্বদা প্রধান জিনিস বলে গণ্য করতাম। আমাদের যোদ্ধারা লড়াইয়ে যেত সোৎসাহে, শত্রু লড়াইয়ে নামত পরাজয়ের অনুভূতি নিয়ে।

বিমান তল্লাসে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেল যে শত্রুর বিধ্বস্ত ইউনিটগুলো নতুন প্রতিরক্ষা লাইন আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় পশ্চিম বুগের অপর পারে সরে পড়ছিল।

আমাদের কর্তব্য ছিল — শত্রুকে অনুসরণ করতে করতে এই জলসীমাটিও অতিক্রম করা, নদীর পশ্চিম তীরেও শত্রুকে তার অবস্থান থেকে বঞ্চিত করা।

কুস্‌নিশ্চে — ল্যুবোমল — ভিশনেভ যুদ্ধসীমায় লড়াইয়ে যোগ দিল ইনফেন্ট্রি কোরগুলোর দ্বিতীয় এশিলনগুলো। এই এশিলনগুলোকে এরূপ কাজ দেওয়া হয়েছিল: বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যথাসম্ভব দ্রুত পশ্চিম বুগে পৌঁছা এবং অগ্রগতি অব্যাহত রেখে নদীটি পার হওয়া। ইনফেন্ট্রি কোরগুলো দুই এশিলনের সামরিক বিন্যাসে আক্রমণ চালাচ্ছিল।

আমরা সন্তোষের সঙ্গে প্রতিবেশীদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। তারাও সফলভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং আমাদের মতোই অগ্রসর হচ্ছিল।

রাত্রেও লড়াই থামে নি। ২০শে জুলাই সকাল বেলা ৬৫তম ট্যাঙ্ক

www.pathagar.com

ব্রিগেড ও ৫৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ইউনিটগুলো খুবই দ্রুত গতিতে গুশ্চা অঞ্চলে পশ্চিম বুগে পেঁছে যায়। ওখানে কম জল থাকাতে নদীটি পার হতে কোন অসুবিধা হল না। বেলা দশটা নাগাদ ৪৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনটিও নদী অতিক্রম ক'রে পশ্চিম তীরে পেঁছে গেল। একই সঙ্গে বুগ নদীর যুদ্ধসীমায় এসে পেঁছল ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ৩৯তম ও ৮৮তম ডিভিশনগুলো। গ্নিশ্চুভ্-স্ভের্জে অঞ্চলে নদী অতিক্রম ক'রে তারা ক্রমশই আক্রমণের অধিকৃত পাদভূমিগুলো প্রসারিত করতে থাকে।

এই ভাবে, ২০শে জুলাই দুপুর নাগাদ আমাদের বাহিনীর দু'টি কোর পশ্চিম বুগ অতিক্রম করল ১৫ কিলোমিটার চওড়া জায়গায়। পশ্চিমের দিকে আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধিকরণের কাজ অব্যাহত রেখে সৈন্যরা একই সঙ্গে নদী পারাপারের জন্য খেয়া ব্যবস্থা গড়ছিল।

দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে — যা ছিল প্রধান আঘাতকারী চলন্ত শক্তি — তখনও লড়াইয়ে লাগানো হচ্ছিল না, যদিও অপারেশনের দ্বিতীয় দিনে লড়াইয়ে লাগানোর কথা ছিল। তা বিভিন্ন বাহিনীর পেছনে থেকে প্রসারিত হতে এবং বুগ নদী অবধি পেঁছতে পারে নি। আপাতত একাদশ ট্যাঙ্ক কোরের শক্তি দিয়েই আমাদের চলে যাচ্ছিল।

২০শে জুলাই সকালে আমি এবং সদর-দপ্তরের অধিকর্তা ভ. বেলিয়াভস্কি লেফটেনেণ্ট-জেনারেল ভ. গ্লাজুনোভের চতুর্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের অবস্থান স্থলে গেলাম। কোরের সদর-দপ্তর অবস্থিত ছিল ওপালিনের কাছে। ওখানে গ্লাজুনোভ একাদশ ট্যাঙ্ক কোরের সঙ্গে সহযোগিতায় পশ্চিম বুগ পাড়ি দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল স. বগ্দানোভও আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। আক্রমণের প্রথম দিনটি থেকে তিনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। তাঁর অধীরতা যেমন বোধগম্য, তেমনি বোধগম্য তাঁর স্থৈর্য। ট্যাঙ্ক বাহিনীকে রাখা হয় নেহাইয়ের উপর ঝুলে থাকা হাতুড়ির মতো। শত্রু যাতে এরূপ শক্তিশালী একটি ইউনিটের আঘাত ভালো মতো উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রয়োজন ছিল।

বুগ নদীর পূর্ব তীর থেকে শত্রুর যুদ্ধোপকরণ আর আর্টিলারি পজিশন লক্ষ্য ক'রে গোলাবর্ষণ করতে থাকে আমাদের আর্টিলারি। পজারস্কি এখানে বড় ক্যালিবরের তোপও নিয়ে এসেছিলেন। পেছনে গোলন্দাজ বাহিনী আর মাথার উপরে বিমান বাহিনীর কাছ থেকে সমর্থন

www.pathagar.com

পেয়ে গ্লাজ্‌নোভের রক্ষীরা ও ট্যাঙ্ক চালকরা পাড়ি-ব্যবস্থা গড়ে তুলছিল এবং পশ্চিম তীরে আক্রমণের পাদভূমি প্রসারিত করছিল।

আনন্দের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটি এল। তবে তা এল লড়াইয়ের দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে। শত্রুকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা রাষ্ট্র সীমা অতিক্রম করে শত্রুর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত পোল্যাণ্ডের মাটিতে পা ফেললাম। বোঝাই যাচ্ছিল যে এখানে আমরা এমনকি রণকৌশলগত বিরতির জন্যও থামব না, শত্রুকে ক্রমশই পশ্চিমের দিকে ধাওয়া করব।

আর এ দিকে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছিল। পশ্চিম বুগের তীর বরাবর বিস্তৃত ছিল প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানগুলো। ওখানে জড় হচ্ছিল পশ্চাদপসরণকারী জার্মান ইউনিটগুলো। জার্মান সেনা-পতিমণ্ডলী রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে ২১৩তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের কিছু ইউনিট, ৪৮৯তম প্রহরী ব্যাটেলিয়ন ও ৬০৯তম মোটোরাইজ্‌ড ব্যাটেলিয়ন এনে তাদের অবস্থানগুলো মজবুত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। শত্রু পশ্চিম তীরে আমাদের পাদভূমিগুলোর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালায়। বিশেষ কঠোর লড়াই আরম্ভ হয় দব্রিলেভ ও রুদ্‌কি নামক জনপদগুলোর নিকটে। শত্রুর পদাতিক বাহিনী ও ট্যাঙ্ক বার কয়েক প্রতিআক্রমণে লিপ্ত হয়।

কিন্তু আমাদের ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষার সঙ্গে আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের সমন্বয় সাধনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ছিল। রক্ষী বাহিনীর সৈনিক একবার যেখানে পা রেখেছে পাল্টা আক্রমণের দ্বারা সেখান থেকে তাকে হটানো অসম্ভব। এবার ট্যাঙ্ক বাহিনীও আমাদের চমৎকার সমর্থন জোগাচ্ছিল। জার্মান ট্যাঙ্কের প্রতিআক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দানের সময় বিশেষ ফলপ্রসূভাবে কাজ করেছে ১২২ মিলিমিটার কামান সজ্জিত ভারী IS ট্যাঙ্কগুলো। উক্ত কামানের সোজা গোলাবর্ষণের দূরত্ব ছিল খুবই বেশি। এর প্রারম্ভিক দ্রুত গতিসম্পন্ন শক্তিশালী গোলা এমনকি 'রয়েল টাইগার' ট্যাঙ্ককেও এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত।

শুরুতে জার্মান ট্যাঙ্ক চালকরা তা জানত না এবং সেই জন্য বিধ্বংসী গোলাবর্ষণের মধ্যে পড়ত। এখন তারা সতর্ক ছিল। আমাদের ট্যাঙ্কগুলো নির্ভয়ে শত্রুর সান্নিধ্যে যাচ্ছিল এবং ইনফেণ্ট্রি ইউনিটগুলোর জন্য পথ করে দিচ্ছিল।

সে দিন পশ্চিম তীরে — তখন আমরা পোল্যাণ্ডের মাটিতে — আমাদের

www.pathagar.com

গোলন্দাজরাও অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে। আমায় ৮৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের সিনিয়র সার্জেণ্ট পিওতর শ্ভিরিয়ায়েভের পরিচালনাধীন তোপচী দলটির বীরোচিত কীর্তির কথা জানানো হয়।

বনের প্রান্তে চেপে বসে ছিল ফ্যাসিস্টরা। তিনটি ট্যাঙ্ক ও কয়েকটি মেশিনগান তারা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। ওগুলো থেকে সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের উপর গুলিবর্ষণ করা হচ্ছিল। ওখান থেকে ফ্যাসিস্টদের তাড়ানোর আদেশ দেওয়া হয় পিওতর শ্ভিরিয়ায়েভের তোপচী দলকে। ধূলিপটলের মধ্যে সোজা শত্রুর অবস্থানের দিকে ভীষণ বেগে ছুটে যায় একখানি মোটর গাড়ি, যাতে লাগানো ছিল ৭৬ মিলিমিটারের একটি কামান।

ফ্যাসিস্টরা গুলি করছিল না। তারা হয়তো ভেবেছিল যে গাড়িটা বনে ঢুকে পড়বে এবং ভালো অবস্থায় তাদেরই করায়ত্ত হবে, কিন্তু তাদের সে ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হল।

ড্রাইভার সিনিয়র সার্জেণ্ট ইগর বাকেরকিন পূর্ণ বেগে চলতে চলতে হঠাৎ গাড়িটিকে জার্মান অবস্থানের এক পাশে নিয়ে যায় এবং গতির মধ্যেই ওটাকে ঘুরিয়ে দেয়। গোলন্দাজরা গোলাবর্ষণের জন্য কামানটি প্রস্তুত করে নিল। কয়েক সেকেন্ড যেতে না যেতেই কামানের নিশানদার মিরোনেঙ্কো গোলাবর্ষণ করতে লাগল। নাৎসিরা মাত্র ৩০০-৪০০ মিটার দূরে ছিল। প্রথম গোলাগুলোতেই দু'টি ট্যাঙ্কে আগুন ধরে যায়। মিনিট কাটতে না কাটতেই শত্রুর মেশিনগানগুলো নীরব হয়ে যায়। কেবল একটি ট্যাঙ্ক বনে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

রক্ষীদের ভয়ঙ্কর ও ক্রমবর্ধমান জয়ধ্বনি সারা রণক্ষেত্রকে কাঁপিয়ে তুলে। আমাদের যোদ্ধারা দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে শত্রুর ট্রেঞ্চগুলোতে ঢুকে পড়ে।

আমাদের ভীষণ জ্বালাত গাছের উপরে লুকিয়ে থাকা স্নাইপাররা। ওদের বলা হত 'কোকিল'। সে এক ধূর্ত পদ্ধতি: স্নাইপার গাছে বসে আমাদের রক্ষীদের উপর বেছে বেছে গুলি ছুঁড়ে। 'কোকিলদের' সঙ্গে লড়াইয়ের বিষয়ে আমার কাছে গল্প করেন স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত স্নাইপার, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ভিক্তর মেদভেদেভ। তাঁর গল্পটি আমার মনে আছে।

— আমাদের কোম্পানিটি তখন বনের একটা ফাঁকা জায়গায় অগ্রসর হয়েছে। পেছন দিক থেকে বার কয়েক মেশিনগান গর্জন করে উঠল।

www.pathagar.com

আমরা বনটি তন্নতন্ন করে দেখলাম, কাউকে খুঁজে পেলাম না। তাহলে গুলি হচ্ছে কোত্থেকে? আমি সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেললাম: ফ্যাসিস্ট গাছে বসে গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু তার কাছে মেশিনগান কেন? আগেও 'কোকিলদের' সঙ্গে আমার 'মুলাকাত' হয়েছে, ওদের সঙ্গে থাকত সাবমেশিনগান অথবা স্নাইপার রাইফেল।

আমি পর্যবেক্ষণের জন্য ঝোপের ভেতরে সুবিধের একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম। মেশিনগানের গুলি ফের আমাদের লাইনের মাঝখানে মাটি উড়িয়ে দেয়। কোন দিক থেকে গুলি চলছে আমি তা ঠিক করতে পারলাম। বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গাটির একেবারে প্রান্তে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক ওক গাছ। মনোযোগ দিয়ে তাকাই। ডালে কালো কিছু একটা রয়েছে। ঝোপ থেকে মাথা বার না ক'রে আমি হামা দিয়ে ওক গাছের কাছে গেলাম। গুলি ছুঁড়লাম। মাটিতে ভারী কোন জিনিস পড়ল, আর ডালে ঝুলে থাকল এক জার্মান। হাতে কিছু একটা চেপে রেখেছে। আবার গুলি করলাম। সতর্কতা অবলম্বন ক'রে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি: গুলি হাতে লাগাতে ফ্যাসিস্ট পিস্তলটি ফেলে দিল।

গাছের কাছে ছুটে গেলাম। গুঁড়ির কাছে পড়ে ছিল একটি লাইট অটোমেটিক মেশিনগান। তবে সাধারণ মেশিনগান নয় — অপটিক্যাল নিশানাযুক্ত মেশিনগান।

গাছটি ভালো ক'রে দেখলাম। তার কান্ড বেয়ে উপরের দিকে চলে গেছে রেশম দিয়ে মোড়া সরু একটি তার। বোঝা গেল যে 'কোকিলটি' একই সঙ্গে স্পটার-এর কাজও করছিল। সেই জন্যই আমাদের কোম্পানিটি কয়েক বার এই জায়গায় মর্টার-কামানের গোলাবর্ষণের মধ্যে পড়েছিল।

আমরা জানতাম যে জার্মান 'কোকিলগুলো' সাধারণত দু'টো করে থাকে। দ্বিতীয় ফ্যাসিস্টটি আমার দিকে গুলি ছুঁড়ে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ও অদূরে কোথাও লুকিয়ে আছে। এবং সত্যিই, একটি গাছের পাতার মধ্যে দেখতে পেলাম কালো একটি দাগ। ভালো মতো তাক ক'রে গুলি ছুঁড়লাম। নাৎসিটি ভূপাতিত হল। ওর কাছেও পাওয়া গেল অপটিক্যাল নিশানাযুক্ত একটি মেশিনগান। এবার 'কোকিলটি' ডালের সঙ্গে বাঁধা ছিল না, সেই জন্যই সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। আমি গাছের কান্ড পরীক্ষা করলাম এবং ফের টেলিফোনের কালো তার আবিষ্কার করলাম। তারের এক প্রান্ত উঠে গেছে গাছের উপরে, অন্য প্রান্ত চলে গেছে ঘন জঙ্গলের ভেতরে।

www.pathagar.com

সে দিন আমি পাঁচটি নাৎসি 'কোকিলকে' গাছ থেকে গুলি করে নামিয়েছিলাম। ওদের সবার বাসায় ছিল টেলিফোন যন্ত্র। কয়েক বার আমি ঘাসের মধ্যে লক্ষ্য করেছি রেশমে মোড়া সরু তার। ওগুলো ছিল খুবই হালকা, তাই জার্মান স্নাইপাররা বহু দূর অবধি লাইন টেনে নিয়ে যেতে পারত। নিজের কোম্পানি ছেড়ে শত্রুর তার দেখে দেখে দূরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই তারগুলো ছিঁড়েই আমায় তুষ্ট থাকতে হত।

ফ্যাসিস্টরা চাতুরীর আশ্রয় নিল: নিজের 'কোকিলদের' তারা বিশেষ ধরনের ঢাল দিতে লাগল। সংলগ্ন অঞ্চল পর্যবেক্ষণ এবং গুলিবর্ষণের জন্য ওগুলোতে ছিদ্র ছিল। বর্ম শত্রুর স্নাইপারকে গুলি বিদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করে। কিন্তু জগদ্দল ঢালগুলো গাছের ডালে লুকিয়ে রাখা মুশকিল, এবং আমরা অচিরেই তা খুঁজে বার করতে শিখে ফেললাম। এরূপ 'কোকিল' লক্ষ্য করলে ঘুরে গিয়ে তার পার্শ্ব থেকে গুলি করা উচিত। ঢালের সামনের দিকে গুলি করতে নেই: গুলি ঢালে লেগে ছিটকে যেতে পারে। তাতে শত্রুও মরবে না, এবং গুলির আওয়াজে নিজেকেও ধরিয়ে দেওয়া হবে। আর নৈপুণ্য থাকলে ও সতর্কতা অবলম্বন করলে যেকোন 'কোকিলকে' ভূপাতিত করা সম্ভব...

ওই দিনগুলোতে আক্রমণাভিযানের এক বীরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সে হল ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়নের কমসোমল নেতা মাক্সিম সির্কিন। এক বছর আগে তরুণ যোদ্ধা প্রথম বার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। মাছ-ধরা শালতিতে ক'রে সে ও তার সাথীরা নিপার নদী পেরিয়ে সাবমেশিনগান হাতে জার্মান ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়ে এবং কয়েক রাউন্ডগুলি ছুঁড়ে দশ-এগারোটা ফ্যাসিস্টকে ধ্বংস করে দেয়। এই ভাবেই শুরু হয় কমসোমল সদস্য সির্কিনের সংগ্রামী পথ। লড়াইয়ে সাহস ও শৌর্যের জন্য, জ্যান্ত ও মিশুক চরিত্রের জন্য ব্যাটেলিয়নে সবাই তাকে ভালোবেসে ফেলে। যেকোন কঠিন কাজে সে-ই প্রথম এগিয়ে যেত। একবার এক রেল ক্রসিংয়ে সে ও তার কয়েকজন বেপরোয়া সাথী শত্রুর একটি গ্যারিসনকে বিধ্বস্ত করে দেয়। অন্য একবার, তুমুল লড়াইয়ের সময় সির্কিন বাড়ির ছাদে উঠে শত্রুর মেশিনগানারদের ধ্বংস করে, — ওরা গুলিবর্ষণের দ্বারা আমাদের পদাতিক বাহিনীর পথ রোধ করে রেখেছিল।

নির্ভীক যোদ্ধাকে ব্যাটেলিয়নের কমসোমল নেতা নির্বাচিত করা হল। তখনই পুরোপুরিভাবে প্রকাশ পেল তার সাংগঠনিক দক্ষতা, তরুণদের নেতা হিশেবে তার প্রতিভা। সির্কিনের সঙ্গে থেকে থেকে অনেক তরুণই

www.pathagar.com

পরে নিপুণ যোদ্ধা হয়ে উঠে। সির্কিন তখন জুনিয়র লেফটেনেণ্ট। আগেরই মতো তাকে দেখা যেত সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক জায়গায়।

এবারও ঠিক তাই ঘটল। ফর্সা হতে না হতেই রক্ষী বাহিনীর জুনিয়র লেফটেনেণ্ট সির্কিন সাবমেশিনগানারদের কোম্পানিতে এসে হাজির। সে যোদ্ধাদের সোভিয়েত ইন্‌ফর্মেশন ব্যুরোর বয়ানটি পড়ে শোনাল, বেলোরুশিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় আমাদের সৈন্যদের আক্রমণের বিষয়ে বলল, কীভাবে লড়তে হবে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

যখন আক্রমণের সংকেত দেওয়া হল তখন পুরো কোম্পানিটি মিলেমিশে টিলার উপরে উঠতে লাগল। সির্কিন লাইনের পুরোভাগে চলছিল, তাকে অনুসরণ করছিল রক্ষী সৈনিকরা। ওই সময় গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়ে গেল কোম্পানির কমাণ্ডার। তার স্থান নিল সির্কিন (বাহিনীর সামরিক পরিষদের এরূপ নির্দেশ ছিল: কমাণ্ডারের কোনকিছু হলে রাজনৈতিক কর্মীকে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং শেষ অবধি সামরিক কর্তব্য পালন করতে হবে)।

সাবমেশিনগানারদের কোম্পানিটি অপ্রতিরোধ্যভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। অবশেষে তারা শত্রুর ট্রেঞ্চ ঢুকে তাড়াতাড়ি ওগুলো পরিষ্কার ক'রে নিয়ে যুদ্ধ-সীমাটি দখল করে ফেলল।

যখন আমাদের দেখা হল, আমি কমসোমল নেতাকে অটলতা ও সাহসিকতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমি যোদ্ধাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, — লড়াই ক'রে তখনও তারা উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ ছিল। আমি সৈনিকদের সঙ্গে নিজের ভাবনাচিন্তা বিনিময় করলাম:

— আক্রমণ চালানো সহজ নয়। শত্রু হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। ও সব রকমে আমাদের অগ্রগতি রোধ করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু যতই কষ্ট হোক না কেন তোমরা আক্রমণের প্রবলতা বজায় রাখবে, চাঙ্গা, সাহসী আর অটল থাকবে, দৃঢ়তার সঙ্গে কর্তব্য পালন করে যাবে। মনে রাখবে, তোমাদের যত কষ্ট হচ্ছে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের শত্রুকে। তোমরা আক্রমণ চালাচ্ছ — তোমাদের কাছে উদ্যোগ। আর উদ্যোগ যার কাছে আছে তার বিজয় সুনিশ্চিত।

শত্রু পাল্টা আক্রমণ চালালে ভয় পাবে না। তোমাদের হাতে আছে বন্দুক, বোমা, সাবমেশিনগান, মেশিনগান। সমস্ত শক্তি নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়, প্রতিরক্ষার কথা ভাববে না, সাহসের সঙ্গে আক্রমণে এগিয়ে যাবে, এবং তখন ফ্যাসিস্ট মারা যাবে অথবা আত্মসমর্পণ করবে।

www.pathagar.com

শত্রু ট্যাঙ্ক নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালালে আরও বেশি সাহস, দৃঢ়তা ও ক্রোধের সঙ্গে লড়বে। গুলি ছুঁড়বে শত্রুর পদাতিক বাহিনীর উপর, ট্যাঙ্ক থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে মাটিতে চেপে দেবে। মনে রাখবে: প্রতিআক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দিচ্ছ তুমি একা নও। তোমার পাশাপাশি লড়ছে ট্যাঙ্ক চালকরা, গোলন্দাজরা, অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রাইফেলম্যানরা। ওদের কাজ শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা, আর তোমার কাজ দুশমনের পদাতিক বাহিনীকে খতম করা।

এমনও ঘটে থাকে: শত্রুর ট্যাঙ্ক পদাতিক সৈন্যদের অবস্থানের কাছাকাছি এসে পড়ল। আপনাদের কাছে আছে হাত-বোমা, জ্বালানি মিশ্রণপূর্ণ বোতল অথবা শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ট্যাঙ্কবিরোধী অস্ত্রশস্ত্র। বর্মাচ্ছাদিত দুশমনের উপর পড়ো, সাহসের সঙ্গে লড়তে থাকো — এবং তোমরা জয়ী হবেই। ট্রেঞ্চের উপর দিয়ে ট্যাঙ্ক আসছে — ট্রেঞ্চের তলায় শুয়ে পড়বে। ট্যাঙ্ক ট্রেঞ্চ পার হলেই ওটার উপর হাত-বোমা ছুঁড়বে।

শত্রু প্রতিবেশী ইউনিটের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে — প্রতিবেশীকে সাহায্য করো। তোমাদের দৃঢ় অগ্রগতি ও তোমাদের অস্ত্রের গোলাবর্ষণ — এ হচ্ছে প্রতিবেশীর জন্য শ্রেষ্ঠ সাহায্য।

প্রতিআক্রমণরত শত্রুকে জেরবার ও দুর্বল করে দেওয়ার পর ফের দ্রুত এগিয়ে যাবে। সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমণ চালালে শিগগিরই শত্রুকে পিছু হটিয়ে দিতে ও ধ্বংস করতে পারবে...

কথাগুলো বলতে বলতে আমার শ্রোতাদের দিকে তাকাই। তারা প্রতিটি কথা বুঝতে পারে। তাদের চোখগুলো উজ্জ্বল, ক্লান্তি বিস্মৃত...

শত্রুর প্রতিআক্রমণ প্রতিহত ক'রে ও তার প্রতিরোধ অতিক্রম ক'রে বাহিনীর সৈন্যরা নদী পার হওয়ার কাজ অব্যাহত রাখে। ২১শে জুলাই ভোরের দিকে ২৯তম রক্ষী কোরের ইউনিটগুলোও পশ্চিম বুগ অতিক্রম করল। এই ভাবে, আক্রমণের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বাহিনীর সমস্ত শক্তি নদীটি পেরিয়ে গেল। প্রতিবেশীরা আমাদের থেকে পিছিয়ে নেই: তারাও এবার পশ্চিম তীরে লড়ছে।

শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তৃতীয় অঞ্চলটি — এবং এটাই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রস্তুত — বস্তুত পক্ষে সর্বত্রই ভেদ ক'রে গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়েছিল।

বাহিনী তার কর্তব্য সম্পাদন ক'রে ফ্রন্ট নির্ধারিত মেয়াদের দেড় দিন আগে।

www.pathagar.com

উপস্থিত পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী বাহিনীর আক্রমণের গতিপথ পরিবর্তন করলেন। এবার আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম পার্চেভ ও লুকুভের দিকে নয়, ল্যুবলিন, দেমব্লিন ও গার্ভোলিন অভিমুখে। অষ্টম বাহিনী এবং ডান দিকের প্রতিবেশীর মধ্যবর্তী সংযোগ স্থল পার্চেভ অভিমুখে প্রেরিত হয় একাদশ ট্যাঙ্ক কোর এবং লেফটেনেণ্ট-জেনারেল ভ. ক্রিউকোভের পরিচালনাধীন দ্বিতীয় রক্ষী অশ্বারোহী কোর।

২

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রসীমা অতিক্রমণ সম্পন্ন হয় বেলোরুশ ফ্রন্টের বাম অংশের আক্রমণকারী বাহিনীর সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে।

এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২১ শে জুলাই গণ পোল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ শাসন সংস্থা — ক্রাইওভা রাদা নারোদভা একটি ডিক্রি জারি করে। তা প্রকাশিত হয়েছিল ২৩শে জুলাই হেল্‌ম্ শহরে, পোল্যাণ্ডের মাটিতে বৈধভাবে প্রকাশিত 'রেচ্ পস্‌পলিতা' নামক সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যাটিতে। ডিক্রির দ্বারা পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটি গঠনের কথা ঘোষিত হয়। কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এদ্‌ওয়ার্দ বলেস্লাভ ওসুব্‌কা-মোরাভ্‌স্কি (সভাপতি), আঞ্জেই ভিতোস (সহসভাপতি এবং কৃষিকার্য ও কৃষি সংস্কার বিষয়ক বিভাগের পরিচালক), ভান্দা ভাসিলেভ্‌স্কায়া (সহসভাপতি)। জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের অধিকর্তা হিশেবে অনুমোদন লাভ করেন কর্নেল-জেনারেল মিখাইল রলিয়া-জিমের্স্কি। তাঁর সহকারী নিযুক্ত হন জিগমুন্দ বের্লিং।

কমিটি একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করে। তাতে পোলিশ জনগণের জীবনে ঘটমান রাজনৈতিক ঘটনাবলির চরিত্র বর্ণনা করা হয়, ক্রাইওভা রাদা নারোদভা গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা হয়। ইশ্‌তেহারে বলা হয় যে ক্রাইওভা রাদা নারোদভা হচ্ছে এমন একটা সংস্থা যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন পোলিশ জনগণের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা, কৃষক পার্টি ও অন্যান্য অনেক গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা, যাঁরা বিদেশে অবস্থানরত পোলিশদের সংগঠনগুলোকে — পোলিশ স্বদেশপ্রেমিক সঙ্ঘকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে গঠিত পোলিশ সৈন্য বাহিনীকে — স্বীকৃতি দিয়েছে। ইশতেহারে লণ্ডনে অবস্থিত প্রবাসী সরকারের মুখোশ খুলে

www.pathagar.com

দেওয়া হয় এবং পোলিশ জনগণের মধ্যে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে তার দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঠিক চরিত্র বর্ণনা করা হয়। বিশেষ এক ডিক্রির বলে সৃষ্ট হয় পোলিশ সৈন্য বাহিনী, যাতে অন্তর্ভুক্ত হয় প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্টের বাম অংশের অধীনের সংগ্রামরত প্রথম পোলিশ বাহিনী এবং আর্মিয়া লুদোভা (জনগণের সৈন্যদল) যা পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডে সমস্ত পার্টিজানকে ঐক্যবদ্ধ করে...

সর্বোচ্চ সেনাপতির স্টাফ আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধির দাবি জানায়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পোলিশ জনগণের স্বার্থই এরূপ দাবি জানাতে বাধ্য করে।

২১শে জুলাই সকাল বেলা আমাদের কমাণ্ড পোস্টে এলেন প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্টের অধিনায়ক সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ক. রকোসভ্স্কি। এখানে পৌছার আগে তাঁকে বেশ ঘুরতে হয়েছে, কেননা কমাণ্ড পোস্টটি তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল।

আক্রমণাভিযানের গতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে মার্শাল রক্ষীদের ক্রিয়াকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সেই মুহূর্তেই শত্রুর ভিদ্ধ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফাঁকে অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে ঢোকানোর সিদ্ধান্ত নেন। বাহিনীটি লুব্লিন, দেমব্লিন ও প্রাগা (ওয়ারশের শহরতলি) অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ পায়। তার কাজ ছিল — শত্রু বাহিনীর পাশ কেটে এগিয়ে গিয়ে পশ্চিম দিকে তার পথ রোধ করে দেওয়া।

ট্যাঙ্কগুলোকে নদীর অন্য তীরে পৌছানোর উদ্দেশ্যে তিনটি ৬০ টনী সেতু গড়া হয়েছিল (এর আগে আমরা দুটি ৩০ টনী ও দুটি ১৬ টনী সেতুও গড়েছিলাম)।

আমাদের ইনফেণ্ট্রি ইউনিটগুলো যখন লড়াই করতে করতে পশ্চিমের দিকে এগুচ্ছিল, ওই সময় ট্যাঙ্ক চালকরা পশ্চিম বুগ পেরিয়ে গিয়েছিল এবং ২২শে জুলাই সকাল বেলা পদাতিক বাহিনীকে পেছনে ফেলে রেখে লুব্লিন অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছিল। আমি আনন্দিত স. বগ্দানোভের সঙ্গে করমর্দন ক'রে সাফল্য কামনা করলাম এবং তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে অষ্টম রক্ষী বাহিনীর পদাতিক সৈন্যরা ট্যাঙ্ক চালকদের থেকে পিছিয়ে থাকবে না। পরদিন দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনী ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের সঙ্গে মিলে লুব্লিন ঘিরে ফেলল এবং শহর রক্ষার কাজে লিপ্ত জার্মান গ্যারিসনের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করল।

২৩শে জুলাই অবরুদ্ধ শহরের নিকটে পৌছে ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি

www.pathagar.com

কোরের কমান্ডার জেনারেল আ. রিজোভের কাছে আমি জানতে পারলাম যে বগ্‌দানোভ আহত হয়েছেন। শহরের উত্তরাঞ্চলে ট্যাঙ্কগুলোর পেছন পেছন একটি আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ারে ক'রে যাওয়ার সময় জার্মান স্নাইপার তাঁকে গুলি করে। তাঁর স্কন্ধাস্থি ভাঙ্গা যায়।

বগ্‌দানোভ যে লড়াইয়ের মধ্যে ছিলেন তা আমার কাছে কোন অভাবনীয় ব্যাপার ছিল না। তাঁর চরিত্রটিই ছিল এরূপ: সমস্তকিছু স্বচক্ষে দেখা এবং সরাসরিভাবে রণক্ষেত্রে থেকে সৈন্য পরিচালনা করা।

বগ্‌দানোভকে আমি দোষ দিই নি। সেনাপতি একমাত্র তখনই সঠিকভাবে পরিস্থিতি বুঝতে পারেন (বিশেষত আধুনিক রণকৌশলযুক্ত লড়াইয়ে), যখন তিনি লড়াইয়ের স্পন্দন অনুভব করেন। সময় সময় ঝুঁকিও নিতে হয়, তবে তাতে বহু সৈন্যের জীবন বাঁচে এবং সাফল্য অর্জিত হয় কম রক্ত দিয়ে। যুদ্ধে সেনাপতির আচরণের বিপুল নৈতিক তাৎপর্যও বিবেচনা করতে হয়। সবচেয়ে সংকটজনক মুহূর্তে যোদ্ধারা যখন সেনাপতিকে নিজেদের মাঝখানে দেখতে পায়, তখন বিজয় লাভের ব্যাপারে তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জাগে। এরূপ সেনাপতিকে সৈন্যরা ভালোবাসে, তাঁকে রক্ষা করার জন্য নিজের বুক পেতে দেয় এবং তাঁর পেছন পেছন সবচেয়ে মারাত্মক গুলিবর্ষণের মধ্যেও এগুতে থাকে, কেননা তারা দেখতে পায় যে তিনিও তাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের ভাগী হচ্ছেন।

সেমিওন বগ্‌দানোভকে আমি খুঁজে বার করলাম ল্যুবলিনের উত্তরে অবস্থিত এক সামরিক হাসপাতালে। তাঁকে ওখান থেকে স্থানান্তরিত করার প্রস্তুতি চলছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম:

— সেমিওন, তোমার মনমেজাজ কেমন?

ভীষণ ব্যথা দমন ক'রে তিনি খোশ মেজাজে জবাব দিলেন:

— ও কিছু না, ভাসিয়া, শিগগিরই যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরব এবং আমরা একসঙ্গে বার্লিন দখল করতে যাব।

দু'মাস বাদে সেমিওন বগ্‌দানোভ সত্যিই ফিরলেন, এবং আমরা আবার একসঙ্গে প্রথমে ওডের-এর দিকে, আর পরে বার্লিনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

...আমি বিভীষিকাময়, রোমহর্ষক ঘটনাবলির সাক্ষী হলাম। এতকাল আমার মনে হয়েছিল যে ফ্যাসিজমের সঙ্গে জড়িত আর কোনকিছুই আমায় অবাক করতে পারবে না। আমি সবই দেখেছি! দেখেছি স্তালিনগ্রাদের লড়াই, দেখেছি ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত-করা দগ্ধ ও বিধ্বস্ত

www.pathagar.com

ইউক্রেনীয় গ্রাম আর শহর, দেখেছি জার্মান সৈন্যদের পর্বতপ্রমাণ মৃতদেহ, — অর্থহীন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ক'রে এদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ফ্যাসিস্ট জেনারেলরা। আমরা বিধ্বস্ত করেছি এক-একটি বাহিনীকে, যাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল তাদের সেনাপতিমণ্ডলী আর দেশের ফ্যাসিস্ট শাসকরা। প্রতি মিটার সোভিয়েত মাটির জন্য লড়তে গিয়ে জার্মান সৈনিক শেষ বিচারে তার সেনাপতির আদেশ পালন করছিল, পরবর্তী প্রতিরোধের অর্থহীনতা উপলব্ধি করেও সে ছিল নিরুপায় — শপথ আর কর্তব্য বোধ সাময়িকভাবে তাকে বেঁধে রেখেছিল।

আপন জনগণের বিরুদ্ধে, আপন সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে অপরাধের চেয়ে অধিকতর মারাত্মক আর কী হতে পারে? দেখা গেল — তা-ও সবচেয়ে মারাত্মক নয়। আমি যাকিছু শুনলাম প্রথমে তা বিশ্বাসই করি নি...

ল্যুবলিন শহরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকণ্ঠে আমাদের ইউনিটগুলো 'মাইদানেক' নামক ফ্যাসিস্ট বন্দী শিবিরটি দখল করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে কোন-না-কোনভাবে আগ্রহী যেকোন ব্যক্তির কাছেই আজ 'মাইদানেক' শব্দটি সুপরিচিত। তখন এ ছিল একটি সাধারণ নাম। তখনও সারা পৃথিবী তা জানে নি, নুরেমবার্গের বিচার সভায় তখনও তা জানতে বাকি ছিল। মৃত্যুর শিবির!.. শিবির নয়! মৃত্যুর কারখানা! আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তিতে সংগঠিত ও নির্মিত এই কারখানায় ফ্যাসিস্টরা মানব সংহারের কাজে লিপ্ত ছিল। আমি সমস্ত খুঁটিনাটি বাদ দিচ্ছি, কেননা তা এখন বহু বইয়ে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অকপটে বলব, যখন আমায় সমস্তকিছু জানানো হল, যখন আমায় আমাদের অফিসারদের তোলা ফোটোগুলো দেখানো হল, তখন আমি আর ওখানে গেলাম না।... আমি শিউরে উঠলাম। চুল্লিতে দগ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষ। লক্ষ লক্ষ! নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ... কাউকে ক্ষমা করা হয় নি! জ্যান্ত মানুষকে বঁড়শিতে ঝোলানো হত, গদা দিয়ে মেরে হত্যা করা হত, গ্যাস দিয়ে মারা হত...

ক্ষোভোন্মত্ত বিজয়ীদের হাতে ধ্বংসের সম্ভাবনা থেকে কী এখন জার্মান জাতিকে রক্ষা করতে পারে? সোভিয়েত যোদ্ধা যখন জার্মান মাটিতে পা ফেলবে তখন কোন্ শক্তি তাকে থামাতে পারে? প্রধান রাজনৈতিক বিভাগের অধিকর্তার ১৯.৭.১৯৪৪ তারিখের নির্দেশের ভিত্তিতে সামরিক পরিষদ, সেনাপতি আর রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কর্মপন্থা দাবি করা হয়। আপন শাসকদের অপরাধের জন্য জনগণ

www.pathagar.com

দায়ী নয়। এ হচ্ছে সেই জনগণ ও জাতি, মানব সভ্যতায় যাদের আছে বিপুল অবদান।

হ্যাঁ, বাহিনীর সেনাপতিদের জন্য এবং বিশেষত রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য সে ছিল অতি জটিল এক কাজ। ঠিক এখানেই রাজনৈতিক কাজের খুব প্রয়োজন ছিল। বোঝানো চাই, ব্যাখ্যা করা চাই। কিন্তু কীভাবে? আমাদের বহু যোদ্ধারই পরিবার-পরিজন ফ্যাসিস্টদের হাতে নিহত হয়েছে, আর তাদের আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ হয়তো এই সমস্ত চুল্লিতেও ভস্মীভূত হয়েছে! এই যোদ্ধাদের কীভাবে বোঝানো যায়? আমাদের ভয় হচ্ছিল যে এখন থেকে কেউ আর জার্মান সৈন্যদের যুদ্ধবন্দী হিশেবে নিতে চাইবে না...

কিন্তু প্রকৃত বীরেরা নিজের ক্রোধ রোধ করতে জানে, তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়, ন্যায়পরায়ণ!

মাইদানেক অধিকৃত হওয়ার পরদিনই আমার কাছে নিয়ে আসা হল এক জার্মান অফিসারকে। ওকে বন্দী করে ও নিয়ে আসে ৮৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের মেশিনগানার দলের কমাণ্ডার সিনিয়র সার্জেণ্ট ইউখিম রেমেনিউক।

এই যোদ্ধার অদৃষ্টটি বিস্ময়কর।

১৯৪১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউখিম রণাঙ্গনে চলে যায়। অন্তরে গভীর বেদনা নিয়ে সে তার ভিটেমাটি ত্যাগ করে। সে লড়েছে ভোলগা তীরে, বহু লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে। সাধারণ সৈনিক থেকে সিনিয়র সার্জেণ্ট হয়েছে, বীরত্ব আর সাহসিকতার জন্য চারটি উচ্চ সরকারী পুরস্কার লাভ করেছে।

রণক্ষেত্রে বিরতির সময় ইউখিম মাঝেমধ্যে বন্ধুদের বলত:

— নিজের গ্রামে যখন পৌঁছব, তখন তোমাদের সবাইকে আমার বাড়িতে ডাকব। ওখানে আছে আমার বউ ইয়ারিনকা, মেয়ে ওক্সানা, বুড়ো মা-বাপ। আমাদের ওখানে কী ভালো — চারিদিকে খোলা মাঠ, বনজঙ্গল। গ্রামের লোকেরা মৌমাছি পুষে।

এবং ঘটলও তাই। ইউখিম যে-ইউনিটে লড়ছিল সেই ইউনিটটি সত্যিই তার জন্মস্থানে পৌঁছল এবং গ্রামের জন্য লড়াই আরম্ভ করল। ইউখিম সকলের আগে নিজের গ্রামে প্রবেশ করল, নিজের বাড়ির কাছে প্রাঙ্গণে গেল। কিন্তু প্রাঙ্গণ নেই, বাড়ি নেই — আছে কেবল ধ্বংসস্তূপ। ফ্যাসিস্টরা বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছে। আছে কেবল বুড়ো একটি আপেল গাছ, যাতে

www.pathagar.com

গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলছেন বাবা, আর আপেল গাছের কাছে পড়ে রয়েছেন মৃত মা। ইয়ারিনকা আর ওক্সানাকে ফ্যাসিস্টরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে — বলল এক প্রতিবেশী নারী যে নিজে মাটির তলার ঘরে লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করেছে।

সৈনিকরা ইউখিমের শোকের কথা শুনে কসম খেল — তার পরিবারের জন্য প্রতিশোধ নেবে। ইউখিম সেদিন থেকে একেবারে বদলে গেল। কঠোর হয়ে উঠল এবং 'ফ্যাসিস্ট' কথাটি শুনতেই পারত না...

অথচ বন্দী অফিসারকে নিয়ে এল। জ্যান্ত অবস্থায়। ওর গায়ে আঙুলটি পর্যন্ত দিল না।

বুগ অতিক্রম এবং ল্যুবলিন মুক্ত করার পর সমাপ্ত হল আমাদের আক্রমণাভিযানের প্রথম ধাপটি।

তা শুরু হয় ১৮ই জুলাই। ছয় দিনে অষ্টম রক্ষী বাহিনী লড়াই করতে করতে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে, পার হয় পশ্চিম বুগ আর ভেপ্‌শ নদীগুলো এবং ২৪শে জুলাই সকাল বেলা পৌঁছয় পার্চেভ — ফির্লেই — কুমেনকা — পেত্রভ্‌ৎসে — স্তাসিন — গ্লুস্ক্‌ — পিয়াস্‌কি যুদ্ধ-সীমায়।

চতুর্থ রক্ষী ইন্‌ফেন্ট্রি কোরের অগ্রবর্তী ইউনিটগুলো দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীর পেছনে থেকে আক্রমণ চালিয়ে ভিস্টুলা নদীতে এসে পৌঁছয় এবং পুলাভা ও দেমব্লিন দখল করে নেয়।

২৮তম রক্ষী ইন্‌ফেন্ট্রি কোর ল্যুবলিনের চারিপাশে প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত থাকে।

আমাদের প্রতিবেশীরাও সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল: ৪৭তম বাহিনী লমাজি — কমারুভকা — ভখিন যুদ্ধ-সীমায় গিয়ে পৌঁছয়, আর ৬৯তম বাহিনী হেলম্‌ শহরটি মুক্ত করে।

অধিকৃত যুদ্ধ-সীমায় ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের নির্দেশে ২৪ ঘণ্টার জন্য অষ্টম বাহিনীকে থামিয়ে রাখা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল: আর্টিলারি আর পশ্চাদ্ভাগগুলো নিয়ে আসা, জ্বালানি আর গোলাবারুদের ভাণ্ডার পূর্ণ করা।

দ্বিতীয় ট্যাংক বাহিনী ও অষ্টম রক্ষী বাহিনী ভিস্টুলা নদীতে পৌঁছলে 'সেণ্টার' ও 'উত্তর ইউক্রেন' নামক জার্মান বাহিনীগুলোর দুটি গ্রুপের মধ্যে যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যাহত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

উত্তরের দিকে আমাদের প্রতিবেশীদের ক্রিয়াকলাপের ফলে, একাদশ ট্যাঙ্ক কোর ও দ্বিতীয় রক্ষী অশ্বারোহী কোর কর্তৃক পার্চেভ আর রাদজিন অধিকারের ফলে শত্রুর ব্রেস্ত গ্রুপিংয়ের জন্য রণনৈতিক পরিস্থিতিটি যথেষ্ট বিগড়ে যায়।

আমাদের সামনে নতুন এক কর্তব্য উপস্থিত হয় — এবার ভিস্টুলা নদী অতিক্রম করতে হবে!

www.pathagar.com

ভিস্টুলা

১

প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্টের বাম অংশের সৈন্যরা যখন ভিস্টুলায় গিয়ে পৌঁছছিল, তখন ব্রেস্ত অভিমুখেও সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে। শত্রুর ব্রেস্ত গ্রুপিংকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। ৬৫তম এবং ২৮তম বাহিনীগুলো ব্রেস্তের উত্তরে পশ্চিম বুগে এসে পৌঁছছিল।

ব্রেস্ত হারানোর সম্ভাবনা জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীকে ভীষণ চিন্তিত করে তুলে। ব্রেস্ত ফ্যাসিস্টদের হাতছাড়া হলে আমাদের সৈন্যরা সোজা ওয়ারশ অভিমুখে রওয়ানা দেবে এবং দক্ষিণ থেকে পূর্ব প্রাশিয়ার দিকে এগুতে থাকবে। জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী ব্রেস্ত-এর কাছে আমাদের আক্রমণাভিযান ঠেকিয়ে রাখতে প্রয়াসী হয়। তারা দ্বিতীয় ও নবম ফিল্ড আর্মিগুলোর অবশিষ্ট সৈন্যদের ওখানে নিয়ে আসে। এক কথায়, ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী ব্রেস্ত-এর নিকটে শত্রুর তরফ থেকে প্রবল প্রতিরোধ পাওয়ার সম্ভাবনা আঁচ করতে পারেন। কিন্তু অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য শত্রুর চেষ্টা তাঁদের অপেক্ষামত হয় নি।

জার্মানরা ওয়ারশর উপকণ্ঠ প্রাগার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন ইউনিট নিয়ে আসতে আরম্ভ করে। ওয়ার্শো অভিমুখে লড়াই করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিল দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনী।

আহত সেনাপতি বগদানোভের পরিবর্তে সাময়িকভাবে দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন মেজর-জেনারেল আ. রাদজিয়েভস্কি।

এই ভাবে, এক দিক থেকে চলতে থাকে দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীর খুবই দায়িত্বপূর্ণ আক্রমণাভিযান, রণক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয় প্রথম পোলিশ বাহিনীকে, অন্য দিক থেকে, ব্রেস্তের উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে জার্মানদের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয় এবং ক্রমশই এই সম্ভাবনা বাড়তে থাকে যে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী বাহিনীগুলোর 'সেন্টার' ও 'উত্তর ইউক্রেন' বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা নেবে।

www.pathagar.com

ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী এহেন পরিস্থিতিতে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। ২৪শে জুলাই থেকে শুরু ক'রে তিন দিনের মধ্যে অষ্টম রক্ষী বাহিনী চারটি নির্দেশ পেল এবং তার কোনটিতেই ভিস্টুলা পার হওয়ার হুকুম ছিল না। ২৫শে জুলাই তারিখের নির্দেশে বলা হয়: 'অষ্টম রক্ষী বাহিনীর সাধারণ কর্তব্য — গার্ভোলিন আর দেম্বলিন ক্ষেত্রে ভিস্টুলা নদীতে গিয়ে পৌঁছা। গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য পুরো প্রস্তুতি নিয়ে বাহিনী পরিচালনা করবেন। সচল ও অগ্রবর্তী দলগুলোকে বাহিনীর সঙ্গে বৃহৎ ব্যবধান রেখে অগ্রভাগে পাঠানো যায়।'

ওই দিনটিতে ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী সম্ভবত শত্রুর তরফ থেকে চূড়ান্ত কোন ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা করছিলেন।

২৬শে জুলাই ফের ফ্রন্টের নির্দেশ এল: 'অষ্টম রক্ষী বাহিনীকে (২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোর ছাড়া) ২৭.৭.৪৪ তারিখে ভেসোলুভ্‌কা — ওক্‌শেইয়া — রিকি স্টেশন যুদ্ধ-সীমাটি দখল করার উদ্দেশ্যে আক্রমণাভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। পরে আক্রমণ চলবে জেলেখুভ ও লাস্‌কাশেভ অভিমুখে।' এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই এল পরবর্তী নির্দেশটি: 'অষ্টম রক্ষী বাহিনীকে প্রতি দিনে ও প্রতি যুদ্ধ-সীমায় যথাযথভাবে আমার সমস্ত নির্দেশ পালন করতে হবে। বাহিনীগুলোর প্রধান গ্রুপিংকে নিজের ডান পার্শ্বে রাখতে হবে এবং তা করতে গিয়ে এটাও মনে রাখা উচিত যে শত্রুর সক্রিয় হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে সেদ্‌লেৎস ও লুকোভ অভিমুখে। বাহিনীর ডান পার্শ্বের দিকে শক্তির রিগ্রুপিং সম্পন্ন করতে হবে আক্রমণ চলা কালে। লুবলিন অঞ্চলে প্রথম পোলিশ বাহিনী ও ৬৯তম বাহিনীর আগমণের পর ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোর রিজার্ভে চলে যাবে এবং তাকে ডান পার্শ্বের পেছনে রাখা হবে।'

ক. রকোসভ্‌স্কির স্থৈর্য ও সতর্কতা আমায় মুগ্ধ না করে পারে নি। আমরা সব সময় ভিস্টুলা নদীর পূর্ব তীর ধরে চলছিলাম, বাহিনীর শক্তিসমূহ একত্র সমাবেশ করা হল, আর্টিলারি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল। পশ্চিম তীরে তল্লাসী দল প্রেরণ করার এবং ভিস্টুলা অতিক্রমণ শুরু করার প্রলোভন দমন করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

বাহিনীকে যেন দড়িতে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, — উত্তর দিক থেকে শত্রুর আঘাত হানার সম্ভাবনা থাকাতে প্রায়ই অগ্রগতি বিলম্বিত করতে হচ্ছিল। তবে আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে আগে কিংবা

www.pathagar.com

পরে আমাদের ভিস্টুলা পার হতে হবেই। সে কাজটি যতই আগে হবে ততই ভালো।

তখন আমি জানতাম না যে ২৭শে জুলাই তারিখেই সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তর একটি নির্দেশ দেয়, যাতে প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্টের বাম অংশের সৈন্য বাহিনীগুলোকে দেমব্লিন, জ্বোলেন ও সোলেৎস্ অঞ্চলে ভিস্টুলা অতিক্রম করার হুকুম দেওয়া হয়।

আক্রমণের জন্য অধিকৃত পাদভূমিগুলো উত্তর-পশ্চিম দিকে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল— নারেভ ও ভিস্টুলা নদীগুলো বরাবর শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়া। তাতে দ্বিতীয় বেলোরুশ ফ্রন্টের বাম অংশের পক্ষে নারেভ নদী এবং প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় বাহিনীগুলোর পক্ষে ভিস্টুলা নদী অতিক্রমণের কাজটি সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছিল।

২৯শে জুলাই সর্বোচ্চ সেনাপতির স্টাফ থেকে প্রথম বেলোরুশ ও প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলোর অধিনায়কদের কাছে নির্দেশ প্রেরিত হল যাতে সরাসরিভাবে বলা হয় যে 'নির্দেশে উল্লিখিত বাহিনীগুলো কর্তৃক ভিস্টুলা নদী অতিক্রমণ এবং আক্রমণের পাদভূমিসমূহ অধিকারের বিষয়ে প্রধান সদর-দপ্তর প্রদত্ত আদেশটি এভাবে বোঝা উচিত নয় যে অন্য বাহিনীগুলো হাত গুটিয়ে বসে থাকবে ও ভিস্টুলা পার হওয়ার চেষ্টা করবে না।'

মানচিত্র দেখে অঞ্চলটি অধ্যয়ন ক'রে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে নদী পার হওয়া উচিত তাতারচিস্কো, স্কুর্চা, দামিরুভ ও দমাশেভ নামক জনপদগুলোর নিকটবর্তী এলাকায়। এখানে বাহিনীর পার্শ্বদেশগুলো উত্তর দিক থেকে রক্ষিত ছিল পিলিৎসা নদীর দ্বারা, আর দক্ষিণ দিক থেকে — রাদোম্কা নদীর দ্বারা। এই নদী দু'টির দ্বারা পার্শ্বদেশগুলো রক্ষা ক'রে ভার্কা — রাদোম রেলপথ অবধি বিস্তৃত পশ্চিম তীরের আক্রমণের পাদভূমিটি তাড়াতাড়ি দখল করার উদ্দেশ্যে মাগনুশেভ্-এর উপর দিয়ে প্রধান আঘাত হানা সম্ভব ছিল।

২৯শে জুলাই সকাল বেলা ক. রকোসভ্স্কির সঙ্গে টেলিফোনে আমার যোগাযোগ হল। তিনি আমার প্রস্তাবগুলো মন দিয়ে শুনলেন এবং ভিস্টুলা পরিদর্শনে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্থ রক্ষী ইন্ফেণ্ট্রি কোরের কমাণ্ডার ভ. গ্লাজুনোভকে হুকুম দিলাম, তিনি যেন পরিদর্শন কার্যে নিরাপত্তা বিধানের জন্য ৩০শে জুলাই ভোর বেলা

www.pathagar.com

রক্ষাকারী ইউনিটগুলোকে নদীর তীরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। বাহিনীর সদর-দপ্তর কোর, ডিভিশন আর ইউনিটগুলোর কমাণ্ডারদের নিয়ে পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ পেল।

ভোরের দিকে চতুর্থ রক্ষী কোরের ইউনিটগুলো তাতারচিস্কো — ভিল্গা — মাজেভিৎসে এলাকায় নদীর তীরে গিয়ে পেঁছিল। চলার সময় ও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় তারা নিজেদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লুকিয়ে রাখে।

এখন আমার মনে নেই সেদিন কোন উৎসব ছিল কি না অথবা হয়তো পোলিশ কৃষকরা জার্মান হানাদারদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দোৎসবে মেতে উঠেছিল। শত্রু ছিল নদীর ও-পারেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামে গ্রামে জনোৎসব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

আমরা স্কুর্চা গ্রামের কাছে পেঁছিলাম। গাড়িগুলো বনে রেখে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেলাম। দলগুলোর নেতৃত্বে ছিলেন কোরসমূহের কমাণ্ডাররা — ভ. গ্লাজুনোভ, ইয়া. ফকানভ ও আ. রিজোভ।

আমরা আমাদের সামরিক পোশাক ছেড়ে উৎসব উদ্যাপনকারী শান্তিপূর্ণ গ্রামবাসীদের পোশাক পরে নদীর দিকে গেলাম তার তীর আর প্রবাহ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

পশ্চিম তীরটি ফাঁকা মনে হচ্ছিল। কোথাও কোথাও উপরে বেলচা উঠতে দেখা যাচ্ছিল, — তা দিয়ে মাটি ফেলা হচ্ছিল। হয়তো ট্রেঞ্চ খননের কাজ চলছিল। কারা ওখানে কাজ করছিল — বলা কঠিন ছিল: জার্মানরা অথবা জার্মান বন্দুকের দ্বারা ভীতসন্ত্রস্ত স্থানীয় বাসিন্দারা।

দুশমন কি ভেবেছিল যে আমরা ভিস্টুলা পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেব? তা বলা মুশকিল। প্রতিরক্ষার জন্য তেমন সক্রিয় কোন প্রস্তুতি চলছে বলে মনে হল না। ভিস্টুলার পশ্চিম তীর বরাবর মাটির বাঁধ থাকাতে আমরা দেখতে পাই নি পশ্চিম তীরের গভীরে কী আছে। সুদৃঢ় কোন ঘাঁটিও চোখে পড়ল না। জুন ও জুলাইয়ের আক্রমণাভিযান এতই দ্রুত চলতে থাকে যে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী ভিস্টুলা তীরে আমাদের সৈন্যদের প্রতিরোধ দানের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ারও সময় পায় নি। ফ্যাসিস্টরা যদি অনুমান করতে পারত যে আমরা এত তাড়াতাড়ি ল্যুবলিনে পেঁছে যাব, তাহলে তারা নিঃসন্দেহেই মাইদানেকে তাদের পাশবিক অপরাধের সমস্ত চিহ্ন ধ্বংস করে যেত। সমস্তকিছু এটাই প্রমাণ করছিল যে আমাদের আঘাতে আকস্মিকতার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো থাকবে।

www.pathagar.com

দুপুর বেলা আমরা স্কুর্চা গ্রামের উত্তরে এক বনে সমবেত হলাম এবং নিজেদের পর্যবেক্ষণ নিয়ে মতামত বিনিময় করতাম। আমি পিলিৎসা আর রাদোম্‌কা নদী দুটির মোহানাগুলোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভিস্টুলা পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের আশু কর্তব্য ছিল — ম্নিশুভ, জাগ্রবি, বগুশ্‌কোভ, ভিলচা-ভলিয়া, দেম্বোভ্‌লিয়া আর রিচিভুল গ্রামগুলোর এলাকায় আক্রমণের পাদভূমিটি দখল করা।

তক্ষুণি আমরা কোরগুলোর জন্য এলাকা ও সীমানা নির্ধারণ করি এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র বণ্টন করে দিই। কোরগুলোর কমান্ডারদের হুকুম দেওয়া হয় তাঁরা যেন তাঁদের সৈন্যদের পশ্চিম তীরের দিকে নজর রাখতে, শত্রুর শক্তি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুঁজে বার করতে বলেন। ঠিক করা হল যে পশ্চিম তীরে আমাদের কোন লোক পাঠানো হবে না, সমস্ত যাতায়াত সম্পন্ন হবে গোপনে, এ অঞ্চলে যে আমাদের সৈন্যরা রয়েছে তা কিছুতেই বুঝতে দেওয়া হবে না। ইঞ্জিনিয়রিং বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ভ. ত্‌কাচেঙ্কো পূর্ব দিক থেকে নদীতে পৌঁছার পথ অনুসন্ধানের এবং সবচেয়ে গুপ্ত পথগুলো বাছার নির্দেশ পেলেন।

বাহিনীর সদর-দপ্তর তখন অবস্থিত ছিল জেলেখুভ নামক বসতিতে। সদর-দপ্তরে ফিরে আমি টেলিফোন মারফৎ ফ্রন্টের অধিনায়ককে পরিদর্শনের ফলাফল সম্পর্কে অবগত করলাম এবং ভিস্টুলা অতিক্রমণের ব্যাপারে নিজস্ব প্রস্তাবাদি পেশ করলাম। ক. রকোসভ্‌স্কি তা অনুমোদন করলেন, তবে নদী অতিক্রমণের অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন যে সমস্তকিছু বিচার করে দেখবেন এবং পরদিন জবাব দেবেন।

ফ্রন্টের সদর-দপ্তর যেহেতু বাহিনীকে উত্তরের দিকে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত করছিল এবং সব সময় সৈন্যদের লুকোভ — গার্ভোলিন যুদ্ধ-সীমার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই হেতু পরের দিন রাত্রে নয় ডিভিশনের মধ্যে পাঁচটি ডিভিশনই ভিল্‌গা নদীর উত্তরে গিয়ে জমা হল। ফ্রন্টের অধিকর্তা অবশেষে নদী পার হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিলেন, তবে তিনি একটি ব্যাপারে সতর্ক ক'রে দিলেন: ৪৭তম বাহিনীর সেদ্‌লেৎস — স্তচেক যুদ্ধ-সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের দু'টি ডিভিশন যেন নিজ নিজ যুদ্ধ-সীমায় থেকে যায়, অর্থাৎ তাদের দৃষ্টি যেন আগেরই মতো নিবদ্ধ থাকে উত্তরের দিকে, ভিস্টুলার দিকে নয়। এই কারণে প্রথম এশিলনের জন্য আমি দিতে পারলাম কেবল চারটি ডিভিশন। ৩১শে জুলাই আমরা আবার তল্লাসমূলক পরিদর্শনে গেলাম: পার হওয়ার পরিচালনার কাজ সংগঠনের

www.pathagar.com

পরিকল্পনা প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল। আমার সঙ্গে গেল জরুরী একটি গ্রুপ, যার নেতৃত্বে ছিলেন ভ. বেলিয়াভস্কি। নদীর তীরে কোর আর ডিভিশনসমূহের সেনাপতিরাও উপস্থিত ছিলেন। গোলন্দাজ আর ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে তাঁরা জায়গায় দাঁড়িয়ে সৈন্যদের কর্তব্য নির্ধারণ করছিলেন, পাড়ি-ব্যবস্থার জন্য স্থান ও ওখানে পেঁাছার পথ ঠিক করছিলেন, বোঝাইকরণের জায়গা বাছছিলেন।

আমি যখন ভবিষ্যৎ পাড়ি-ব্যবস্থার জায়গাগুলো দেখছিলাম, তখন আমায় ফ্রন্টের অধিনায়কের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য বাহিনীর সদর-দপ্তরে ডেকে পাঠানো হল। আমি সত্বর সেখানে গেলাম। আমাদের মধ্যে এরূপ আলাপ হয় (সংলাপটি মনে আছে)।

রকোসভ্স্কি। ব্রিজ-হেড দখল করার উদ্দেশ্যে মাৎসেয়েভিৎসে — স্তেন্‌জিশ্চা অঞ্চলে দিন তিনেক পরে ভিস্টুলা অতিক্রমণ শুরু করার জন্য আপনার প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। ১লা আগস্ট বেলা দুটো নাগাদ আপনার কাছ থেকে অতিক্রমণের সংক্ষিপ্ত ও সাঙ্কেতিক একটা পরিকল্পনা পেলে ভালো হয়।

— ব্যাপারটি বুঝলাম। তবে আমি অনুরোধ করছি ভিল্‌গা — নদীর মোহানা — পদ্‌ভেব্‌জে এলাকায় পার হতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। তাতে ব্রিজ-হেডের উভয় পার্শ্বে থাকবে পিলিৎসা আর রাদোম্‌কা নদীগুলো। অতিক্রমণের কাজ শুরু করতে পারি তিন দিন পরে নয়, কাল সকালেই, — আমাদের সমস্ত প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। যত আগে আরম্ভ করব, সাফল্যের সম্ভাবনা ততই বেশি থাকবে।

রকোসভ্স্কি। আপনাদের কাছে কামান আর অতিক্রমণ উপকরণ কম। ফ্রন্ট আপনাদের অল্প কিছু জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে পারে, তবে তা পেতে তিন দিন লেগে যাবে। সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর স্টাফ ভিস্টুলা অতিক্রমণের উপর বিপুল তাৎপর্য আরোপ করছে এবং এই জটিল কর্তব্যটি সম্পাদনে আমাদের কাছ থেকে সর্বাধিক সাফল্য দাবি করছে।

— আমি তা বুঝলাম। তবে আমার ভরসা সর্বাগ্রে আকস্মিকতার উপর। আমার মনে হয়, আকস্মিক আক্রমণ চালালে আমাদের হাতে যে-পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আছে তা দিয়েই চলে যাবে, — কোন সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। কাল সকালেই শুরু করার অনুমতি দিন।

রকোসভ্স্কি। ঠিক আছে, আমি রাজী। তবে সমস্তকিছু আবার ভেবে দেখবেন, এবং আপনার সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাটি দেবেন। সমস্ত পর্যায়ের

www.pathagar.com

সেনাপতিদের জানিয়ে দেবেন যে ভিস্টুলা অতিক্রমণের সময় যে-সমস্ত যোদ্ধা ও কমান্ডার পারদর্শিতা, সাহসিকতা আর বীরত্ব প্রদর্শন করবেন তাঁদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। যোগ্য ব্যক্তিদের সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিও প্রদান করা হবে।

— ভালো কথা! তাহলে কাল সকালে শুরু করছি। সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা দিতে দেরি করব না।

আমাদের কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রণ্টের সদর-দপ্তরে ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা পাঠালাম। 'সকাল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত নিশানা ঠিক করার জন্য গোলাবর্ষণ। একই সঙ্গে প্রতিটি ডিভিশন থেকে একটি করে ব্যাটেলিয়ন লড়াইয়ের মাধ্যমে তল্লাস কার্য চালাবে। ক্রিয়াকলাপ সাফল্যমণ্ডিত হলে তল্লাস কার্য পরিণত হবে আক্রমণে, যেমনটি ঘটেছিল কভেলের পশ্চিমে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার সময়। তল্লাস কার্যে সাফল্য না মিললে (শত্রু পশ্চিম তীরে আমাদের অবতরণ করতে না-ও দিতে পারে অথবা অবতরণ বাহিনী ওখানে কৃতকার্য না-ও হতে পারে) নিশানা নির্ধারণ ও পারস্পরিক ক্রিয়া সমন্বয়ের জন্য ঘণ্টাব্যাপী বিরতি চলবে। বোমারুগুলো শত্রুর সম্মুখ ভাগে বোমাবর্ষণ করতে থাকবে। সকাল ৯টার সময় — প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ শুরু হবে এবং সমস্ত শক্তির দ্বারা নদী অতিক্রমণ আরম্ভ হবে।'

লড়াই মাধ্যমে তল্লাস কার্য আগে পরিণত হয়েছে প্রধান শক্তিসমূহের আক্রমণে। কিন্তু এখানে ওই পদ্ধতিটি পুনর্ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা কি বিপদের ঝুঁকি নিই নি? এবার শত্রু কি আমাদের ক্রিয়াকলাপ আগে থেকে আঁচ করতে পেরেছিল? মনে হয়েছিল যে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী তখনও ওই পদ্ধতিটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয় নি এবং লড়াই মাধ্যম তল্লাস কার্য আক্রমণে পরিণত হলে তা জার্মানদের কাছে আবারও এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলে গণ্য হবে।

ওই পদ্ধতিটি আমরা কেবল একই বার ব্যবহার করেছিলাম ইউক্রেনে। আর কভেলের কাছে শত্রুর ইউনিটগুলো এতই মার খেয়েছিল যে মনে হয় না কোন অফিসার ওখান থেকে ভিস্টুলা অবধি পেঁছেছে। তবে এ সমস্তকিছুই ছিল ক্ষীণ সান্ত্বনা। লড়াই মাধ্যম তল্লাসের আক্রমণে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিটির শক্তি ছিল অন্যত্র। আমি জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীকে মোটেই হেলার চোখে দেখতাম না এবং বুঝতাম যে তারা আমাদের পদ্ধতিটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করেও থাকতে পারে। কিন্তু তাতে হবেটা কী? ধরলাম,

www.pathagar.com

জার্মানরা পদ্ধতির রহস্যোদ্‌ঘাটন করেই ফেলেছে, কিন্তু তা প্রয়োগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজ নয়। এক ধরনের যুদ্ধ-কৌশল আছে যা কখনও অকেজো হয়ে পড়ে না। ধরা যাক, শত্রু বুঝতে পেরেছে যে আমাদের লড়াই মাধ্যমে তল্লাস কার্য পরে ব্যাপক আক্রমণে পরিণত হবে। সে কী করতে পারে? সমস্ত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে আমাদের শ্রেষ্ঠতা রয়েছে। তল্লাসী দলগুলো আক্রমণ শুরু করল। শত্রু কী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে? প্রথম ট্রেঞ্চগুলো ছেড়ে সরে পরবে। চমৎকার। অল্প পরিমাণ গোলা ব্যয় ক'রে আমরা তার প্রথম ট্রেঞ্চগুলোর দখল করে নেব এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাহিনীর প্রধান শক্তি দিয়ে তল্লাসী দলগুলোকে মজবুত করে তুলব। সামান্য ক্ষতি স্বীকার ক'রে আমরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম অবস্থানটি বিনষ্ট করে দেব। সে আমাদের তল্লাসী দলগুলোর সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। আমরা তো সেটাই চাই। দুশমন প্রথম অবস্থানের ট্রেঞ্চগুলোতে। আমরা তার উপর কামান থেকে গোলাবর্ষণ করব, তাকে জায়গা থেকে সরতে না দিয়ে তার উপর আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত হানতে থাকব। আবার তার অবস্থান বিনষ্ট হবে...

এবারও এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। লড়াই মাধ্যম তল্লাসের জন্য নিযুক্ত তল্লাসী দলগুলোকে আমাদের যোদ্ধারা এই ভিস্টুলা তীরেই 'তল্লাসী এশিলন' নামে অভিহিত করে।

সারা সন্ধ্যা এবং রাত্রিবেলাটা আমরা কাজে লাগাই শক্তি পুনর্বিন্যাসের জন্য এবং অতিক্রমণের উপকরণসমূহ পরিবহনের জন্য। প্রস্তুতির জন্য সময় ছিল অল্প, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভোর ৪টা নাগাদ আমাদের ইউনিটগুলো প্রাথমিক অবস্থান নিয়ে নেয়।

কভেলের পশ্চিমে আক্রমণাভিযান চালানোর সময় আমাদের কাছে যে-পরিমাণ আর্টিলারি ছিল এখানে কিন্তু তা সেই পরিমাণের চেয়ে দ্বিগুণ কমই ছিল। এর কারণ — বাহিনী থেকে ব্যূহ ভেদক চতুর্থ আর্টিলারি কোরটি চলে গিয়েছিল। তবে আমরা আশা করছিলাম যে সোজা গোলাবর্ষণের কামানগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার ক'রে এই অসুবিধাটি অতিক্রম করতে পারব।

আমাদের কাছে নদী পাড়ি দেওয়ার যে-সমস্ত উপকরণ ছিল — জলে ও স্থলে চলার উপযোগী ৮৩টি মোটর গাড়ি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৩০০টি নৌকা আর বোট — তাতে ক'রে একসঙ্গে সর্বমোট ৩,৭০০ জন লোককে নদীর অন্য পারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। আর ভেলার পুল

www.pathagar.com

তৈরির উপকরণের কথা না-ই বললাম: তা এতই কম ছিল যে তা দিয়ে ভিস্টুলার উপর একটি পুলও গড়া যায় নি। তবে তাতে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি নি। আমাদের সমস্ত ভরসা ছিল আঘাতের দ্রুততা আর আকস্মিকতার উপর।

২

লড়াইয়ের আগের রাত... অষ্টম রক্ষী বাহিনীর যোদ্ধা আর অফিসারদের জীবনে এ রকম রাত কত বার এসেছে? জুলাই মাসের গরম এবং এমনকি গুমট রাত... আমাদের তীরে পূর্ণ নিস্তব্ধতা, তবে সে নিস্তব্ধতা কপট...

চলছে অদৃশ্য — তবে উত্তেজনাপূর্ণ — এক কাজ। এবং চলছে কেবল সৈন্যদের শেষ গমনাগমনই নয়। যারা কাল লড়াইয়ে যাবে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক অভ্যন্তরীণ মানসিক কাজ চলছে। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে... কত বারই তো তা করতে হয়েছে, এবং প্রতি বারই যেন নতুন ক'রে।

সদর-দপ্তরের কর্মীরা যাচ্ছে নিরীক্ষণ স্থানগুলোতে। রাজনৈতিক কর্মীরা সন্ধ্যা থেকেই সৈন্যদের মধ্যে। চলছে অদীর্ঘ পার্টি ও কমসোমল সভা। এই সভাতে কোন রিপোর্ট লেখা হচ্ছিল না। চলছে আন্তরিক আলাপ। আগামী দিনের লড়াই এবং ভিস্টুলা পাড়ির তাৎপর্যের কথা প্রত্যেকেই জানে। বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগ ইতিমধ্যে ব্যাপক ব্যাখ্যামূলক কাজ সম্পন্ন করেছে।

লড়াইয়ের আগে কী সব প্রশ্ন দেখা দিল। সময় সময় ব্যক্তিগত প্রশ্ন। রাজনৈতিক কর্মী জায়গায় আছেন। পার্টিতে ভর্তি হওয়ার দরখাস্ত লেখা হচ্ছে। লড়াই আরম্ভ হওয়ার আগেই পার্টিতে গ্রহণের কাজ সম্পন্ন করা চাই...

ঘনিয়ে আসছে ১লা আগস্টের প্রত্যুষ।

শান্তভাবে নিজের জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিস্টুলা। নদীর উপরে, তার খাড়িগুলোর উপরে ছড়িয়ে আছে শাদা কুয়াশা। কঠোর নীরবতার মধ্যে, বাতাসহীনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল দেবদারু। ঘড়ির কাঁটাগুলো ধীরে ধীরে চলেছে বাঞ্ছিত সীমানার দিকে। চুপ করে আছে টেলিফোনগুলো, নীরব বেতার যোগাযোগ। শুরুতে সবই নীরব থাকবে...

ব্যাটেলিয়নগুলোর আগে আগে যাবে অভিজ্ঞ তল্লাসী সৈনিকের ছোট ছোট গ্রুপ। সর্বপ্রথমে নদী পার হবে ক্যাপ্টেন ভাসিলি গ্রাফচিকভের

www.pathagar.com

পরিচালনাধীন ৭৯তম রক্ষী ডিভিশনের তল্লাসী সৈনিকরা। নিজের কঠিন ও বিপজ্জনক পেশার ভক্ত এই অফিসারটির ছিল বিপুল অভিজ্ঞতা। বহু বার তিনি বন্ধুদের সঙ্গে নৈশ অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন, ফ্যাসিস্টদের ধরে এনেছিলেন এবং শত্রু সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পেয়েছিলেন।

কিন্তু এবারকার অনুসন্ধান কার্যটি ভিন্ন ধরনের। সামনে রয়েছে জলরাশি, আর দূরে দেখা যাচ্ছে বাঁ তীরের ধূসর সরু সীমারেখা। নদীর ওই তীরে কী আছে, শত্রুর শক্তি কতটা, আমাদের মোকাবিলা করার জন্য সে কীরূপ প্রস্তুতি নিচ্ছে?

...জেলে নৌকাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল ঊষাকালীন কুয়াশায়। প্রথম নৌকায় — গ্রাফ্‌চিকভ। তাঁর পাশে তাঁর বিশ্বস্ত ও লড়াইয়ে পরীক্ষিত সাথীরা। তল্লাসী সৈনিকরা পারে পেঁাছে ছুটতে ছুটতে শত্রুর ট্রেঞ্চের দিকে চলল। ফ্যাসিস্টরা মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল, কিন্তু সোভিয়েত যোদ্ধাদের রুখতে পারল না। গ্রাফ্‌চিকভ বাঙ্কারের কাছে ছুটে গিয়ে একটার পর একটা ক'রে কয়েকটা হাত বোমা ছুঁড়ে ফেললেন। তাঁর পেছন পেছন অন্য যোদ্ধারাও ওখানে গিয়ে পেঁাছল। সাবমেশিনগানের গুলিতে আর বোমায় ধ্বংস হল দু'টি মেশিনগান ও কয়েকটি ফ্যাসিস্ট। তল্লাসী সৈনিকরা ট্রেঞ্চটি দ্রুত শত্রুমুক্ত করল।

— ট্রেঞ্চ নিয়েছি! — বেতারে খবর দেয় তল্লাসী সৈনিকরা।

অন্য এলাকায় পশ্চিম তীরে প্রথমে অবতরণ করে ক্যাপ্টেন ইভান দুনায়েভের পরিচালনাধীন তল্লাসী সৈনিকরা। নদী তীরস্থ ট্রেঞ্চগুলোতে বসে থাকা ফ্যাসিস্টরা নিরাশ হয়ে প্রতিরোধ দিচ্ছিল।

তবে নিখুঁত সামরিক দক্ষতার কল্যাণে তল্লাসী সৈনিকরা ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করতে সক্ষম হল।

তল্লাসী সৈনিকদের পেছন পেছন, আর সময় সময় তাদের সঙ্গে ক'রে নদী পার হচ্ছিল ইনফেণ্ট্রি সাব-ইউনিটগুলো। কামানের গর্জনের মধ্যে লোকজন সমেত শত শত নৌকা পশ্চিম তীরের দিকে এগুচ্ছিল। ক্যাপ্টেন ইয়েফিম সিতোভ্‌স্কির ব্যাটেলিয়নের রক্ষীরা যখন হাঁটু জল দিয়ে যাচ্ছিল তখন জার্মান নিরীক্ষকরা তাদের লক্ষ্য করল। মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হল। আমাদের সৈন্যদের পথে বিস্ফোরণ হেতু জল আর পলির স্তম্ভ গড়ে উঠল। ব্যাটেলিয়ন ছুটতে ছুটতে দুশমনের অবস্থানের কাছে গেল। ওই সময় সিতোভ্‌স্কি শত্রুর মেশিনগানটি দেখতে পেলেন, — নলখাগড়ার ঝোপে ঢাকা ছোট্ট একটা টিলার পেছন থেকে তা গুলি ছুঁড়ছিল। ক্যাপ্টেন

www.pathagar.com

রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে মেশিনগানের দিকে এগুতে লাগলেন। কয়েকজন যোদ্ধা পার্শ্বদেশ থেকে টিলার কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং মেশিনগানটি ধ্বংস করে দিল। রক্ষীরা ট্রেঞ্চে ঢুকে ওখান থেকে নাৎসিদের তাড়িয়ে দিল এবং এক মিনিট সময়ও নষ্ট না ক'রে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল।

মালি মাগ্নুশ গ্রামের জন্য তুমুল লড়াই বেধে গেল। ব্যাটেলিয়ন যখন লড়তে লড়তে গ্রামটির প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল তখন ফ্যাসিস্টরা পাল্টা আক্রমণ চালাল। রক্ষীরা শুয়ে পড়ে প্রত্যাঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হল। কমসোমল সদস্য গরিউনোভ মেশিনগান নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। জার্মানরা কাছিয়ে আসতেই সে পার্শ্বদেশ থেকে ওদের গুলিবর্ষণ করতে আরম্ভ করল। তারপর পুরো ব্যাটেলিয়ন আক্রমণ চালিয়ে প্রবল আঘাত হেনে ফ্যাসিস্টদের হটিয়ে দেয়।

পরবর্তী পাল্টা আক্রমণের সময় নাৎসিরা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। কিন্তু সিতোভ্স্কি সময় মতো অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রাইফেলম্যানদের ঠিক জায়গায় মোতায়েন করে রাখলেন। শত্রুর ট্যাঙ্কগুলো যেই মাত্র আমাদের অবস্থানের কাছে এল, অমনি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রাইফেলগুলো গর্জে উঠল। লক্ষ্যভেদী গুলিবর্ষণের দ্বারা রাইফেলম্যানরা দুটি ট্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দিল। বাকি ট্যাঙ্কগুলো পশ্চাদপসরণ করল।

ব্যাটেলিয়নের আঠারো জন যোদ্ধা আর অফিসার এই লড়াইয়ে বিপুল সাহসিকতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁদের লাল পতাকা অর্ডারে ভূষিত করা হয়, আর ক্যাপ্টেন ইয়েফিম সিতোভ্স্কিকে — বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর সুপারিশ অনুসারে — সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি প্রদান করা হয়।

আকস্মিক আঘাতে বিব্রত শত্রু দিনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিআক্রমণ শুরু করল, আমাদের বিরুদ্ধে বিমান বাহিনী পাঠাল, কিন্তু ওই সময় নাগাদ প্রথম এশিলনের ডিভিশনগুলো নদীর অন্য তীরে পৌঁছে গিয়েছিল।

আক্রমণের পাদভূমির জন্য কঠোর লড়াই আরম্ভ হল।

যোদ্ধারা উচ্চ নিপুণতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করল। আমায় প্ল্যাটুন কমাণ্ডার লেফটেনেণ্ট মার্কোভের কথা বলা হল। তিনি আর চারজন অনুসন্ধানী গোলন্দাজ বিপরীত তীরে পাড়ি জমিয়েছিলেন একই সময়ে পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে। শত্রুর গুলিবর্ষণের মধ্যে তিনি নির্ভুলভাবে তাঁর কামানগুলোর নিশানা ঠিক করলেন। সোজা লক্ষ্যভেদের ফলে জার্মানদের জ্বালানি আর গোলা-বারুদের গুদামটি উড়ে গেল।

www.pathagar.com

৩৫তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের সদর-দপ্তরের কর্মী মেজর আলেক্সেই ইয়েরাক্সিন পরম আনন্দের সঙ্গে স্যাপারদের কথা বলতেন। তারা গুলিবর্ষণের মধ্যে নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছয়। বরাবরকার মতো পুরোভাগে ছিল জুনিয়র সার্জেণ্ট মিখাইল বেলেন্কোভ। যুদ্ধের শুরু থেকেই সে আমাদের বাহিনীতে ছিল, বীরত্বের জন্য পদকও পেয়েছিল। রণাঙ্গনেই সে পার্টিতে ভর্তি হয়, আর এখন কোম্পানির পার্টি-নেতা নিযুক্ত হয়েছে।

স্তারিৎসা নদীর উপর সেতু এবং দুই তীরে জেটি গড়ার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল বেলেন্কোভের প্ল্যাটুনের উপর। শত্রুর মাইন ও গোলা সর্বত্র বিস্ফোরিত হচ্ছিল, কাজে বাধা দিচ্ছিল। বেলেন্কোভ সাথীদের উৎসাহিত করল এবং নিজে সবচেয়ে কঠিন কাজটির ভার নিল। সে-ই প্রথমে ভিত্তিস্তম্ভ স্থাপন করার জন্য এগিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় ছেড়ে জলে ডুব দিল। অচিরেই একটি ভিত্তিস্তম্ভ দেখা দিল, তারপর আরও দু'টি। আগে সব চেষ্টা করলেও একটি ভিত্তিস্তম্ভ বসাতে আধঘণ্টা সময় লাগতই। এখন কুড়ি মিনিটেই সে কাজ সারা গেল। তক্তা বসানোর কাজ শুরু হল। যোদ্ধাদের তাড়া ছিল: সৈন্য পার করার জন্য জেটিগুলো খুবই প্রয়োজনীয়।

সন্ধ্যা নাগাদ পাড়ি-ব্যবস্থা তৈরি হয়ে গেলে কোম্পানি কমাণ্ডার কাজের খতিয়ান করলেন, যারা ভালো খেটেছে তাদের নাম লিখে রাখলেন। তাদের মধ্যে ছিল পার্টি-নেতা এবং অন্যান্য কমিউনিস্টরা। আর বেলেন্কোভ ওই সময় 'লড়াইয়ের খবর' প্রকাশ করছিল। তাতে তাদেরই প্রশংসা করা হয়, যারা মনপ্রাণ দিয়ে খেটেছিল।

১ আগস্টের লড়াইয়ের ফলে আক্রমণের একটি পাদভূমি অধিকৃত হয় — ফ্রন্ট বরাবর এর দৈর্ঘ্য ছিল ১০ কিলোমিটার এবং গভীরতা ছিল ৫ কিলোমিটার।

২ ও ৩ আগস্ট আমরা আক্রমণের পাদভূমিটি বাড়াতে এবং তাতে সৈন্য ও দৃঢ়করণের সামগ্রী পাঠাতে থাকি। সে ছিল অতি কঠিন কাজ, কেননা পুলগুলো নিয়ে আমরা মুশকিলে পড়েছিলাম: শত্রুর বিমান তা সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আক্রমণের পাদভূমি টিকে থাকে, বাড়তে থাকে। কোর-গুলোর কমাণ্ডারদের ভিস্টুলার পশ্চিম তীরে নিজস্ব কমাণ্ড পোস্ট গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বাহিনীর রিজার্ভ থেকে তিনটি ডিভিশন থেকে যায় পূর্ব তীরে।

শত্রুর বিমান বাহিনী আমাদের উত্যক্ত করে তুলেছিল। বনের আড়াল

www.pathagar.com

থেকে ফ্যাসিস্ট বিমানগুলো একটি ও তিনটি ক'রে পাড়ি-ব্যবস্থার উপর এসে অল্প উঁচু থেকে ছোট ছোট বোমাযুক্ত ক্যাসেট ফেলছিল। অনেকগুলো নৌকা আর লঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আমাদের যোদ্ধারা তাড়াতাড়ি ওগুলো মেরামত ক'রে ফের জলে ছাড়ছিল।

বিমানধ্বংসী কামানধারীরা বীরত্বের সঙ্গে লড়ছিল। কিন্তু ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্রণ্টে আমাদের সৈন্যদের নিরাপত্তা বিধায়ক একটি অ্যাণ্টি-এয়ারক্রাফ্ট রেজিমেণ্টের পক্ষে এত কঠিন এক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। পরে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এল পোলিশ অ্যাণ্টি-এয়ারক্রাফ্ট ডিভিশন। কিন্তু তাতে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন ঘটল না: ফ্রণ্ট প্রসারিত হচ্ছিল, এবং আকাশ থেকে তা সামলানো ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছিল। ফাইটার বিমান বাহিনী আমাদের সাহায্য করতে পারছিল না: তা পূর্ণসংখ্যায় কাজ করছিল ওয়ারশ-র উপকণ্ঠে, যেখানে সবচেয়ে কঠোর লড়াই চলছিল। তদুপরি বিমানগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পেট্রলও ছিল না। যুদ্ধে কখনও সবকিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, বিশেষত অপারেশনের শেষ দিকে, যখন কঠোর ও নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ে লিপ্ত থেকে সৈন্যরা ৫০০-৬০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ফেলেছে। তবে কষ্টকাঠিন্য আমাদের কাছে নতুন কোন ব্যাপার নয়। অন্যান্য সমস্যা সমাধান করাই কঠিন ছিল।

৩

আমি আগেই বলেছি যে বাহিনীর লক্ষ্য ছিল সর্বদা উত্তরের দিকে, — সে দিক থেকে শত্রুর সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের অপেক্ষা করা হচ্ছিল। সেই জন্যই বাহিনীর তিনটি ডিভিশন থেকে যায় পূর্ব তীরে, পূর্বেকার অবস্থানে। আক্রমণের পাদভূমিতে তুমুল লড়াইয়ের সময় ৩ আগস্ট ফ্রণ্টের অধিনায়কের কাছ থেকে একটি আদেশ এল। আদেশটি পুরোপুরিভাবে উদ্ধৃত করছি:

'ভেঙগ্রভ — স্তানিস্লাভ — ভলোশিন ফ্রণ্টে আছে চারটি ট্যাঙ্ক ডিভিশন: ট্যাঙ্ক ডিভিশন SS 'ভাইকিং', ট্যাঙ্ক ডিভিশন 'মৃত মস্তক', ১৯শ ট্যাঙ্ক ডিভিশন এবং প্রাগার পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে — 'হের্মান গোরিঙ' ডিভিশন।

শত্রুর ট্যাঙ্ক ডিভিশনগুলো দক্ষিণ দিকে ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা চালাতে পারে। এমতাবস্থায় ব্যূহ ভেদের সবচেয়ে সম্ভাব্য অঞ্চল হচ্ছে কালুশিন, মিন্স্ক-মাজোভেৎস্কি।

www.pathagar.com

৪৭তম বাহিনী তার সমস্ত শক্তি নিয়ে উত্তরাভিমুখে ত্শেবুকা, ভিস্নেভ, উইয়াজস্উভ ও জালেসিয়ে যুদ্ধ-সীমা থেকে আক্রমণ চালাবে।

২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী দু'টি ট্যাঙ্ক কোর নিয়ে ওকুনেভ — মেন্দ্জিলেসিয়ে যুদ্ধ-সীমায় লড়াই চালিয়ে যাবে এবং একটি ট্যাঙ্ক কোর নিয়ে রাদ্জ্মিন — মার্কি — ওসেউভ — ভলোশিন অঞ্চলটি অধিকার করে রাখবে।

৪৭তম বাহিনীর সামরিক সারির গভীরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই আদেশ জারি করছি:

৮ম রক্ষী বাহিনীর সেনাপতিকে একটি ইনফেণ্ট্রি কোর (তিনটি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন) নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং ৬ষ্ঠ আর্টিলারি ডিভিশনের কম পক্ষেও ৩টি ব্রিগেড দ্বারা উক্ত কোরটির শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্দেশ্য: ৪·৮·৪৪ তারিখ সকালের দিকে দু'টি ডিভিশন দিয়ে তুর্কি ও ওসেৎস্ক্ আত্মরক্ষা লাইনটি অধিকার করা এবং পিলিয়াভা অঞ্চলে কোরের দ্বিতীয় এশিলনে একটি ডিভিশন মজুত রাখা।'

এই নির্দেশটি পেয়ে আমি বেশ মুশকিলে পড়লাম। এক দিকে, ভিস্টুলার পশ্চিম তীরে আক্রমণের গতি বৃদ্ধি করা ও আক্রমণের পাদভূমি প্রসারিত করা প্রয়োজন ছিল, — ওখানে ইতিমধ্যেই ৬টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন লড়াইয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। অন্য দিকে, ফ্রন্ট থেকে তিনটি ডিভিশনকে উত্তরাভিমুখে ফিরিয়ে পাড়ি-ব্যবস্থা থেকে ৩০-৪০ কিলোমিটার দূরে প্রতিরক্ষার কাজ অব্যাহত রাখার প্রয়োজন ছিল। এই আদেশটি আক্রমণের জন্য অধিকৃত পাদভূমিতে বাহিনীকে শক্তিহীন ক'রে নিষ্ক্রিয় করে তুলতে পারত।

স্বীকার করতে হয়, আমার চিত্তবৈকল্য দেখা দিল: শত্রুর এরূপ সক্রিয়তার কারণ কী, ভিস্টুলার পূর্ব দিকে কোত্থেকে সে এত শক্তি পাচ্ছে এবং এতদঞ্চলে এরূপ শক্তিশালী ট্যাঙ্ক গ্রুপিং গঠন ক'রে সে কোন্ লক্ষ্য অনুসরণ করছে। আমার মনে হয়েছিল যে অল্পকালের মধ্যে বেলোরুশিয়া আর পূর্ব পোল্যান্ডের বিপুল ভূখণ্ড হারিয়ে এবং কঠোর পরাজয় বরণ ক'রে শত্রু দক্ষিণাভিমুখে পাল্টা আক্রমণ অথবা প্রত্যাঘাত হানার কথা ভাবতেও পারে না। তবে সম্ভব ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল, এবং আমরা নির্দেশ পালন করতে চেষ্টা করেছিলাম। অবশ্য এটা সত্যি যে ফ্রন্টের সদর-দপ্তরকে পশ্চিম তীরে আরও একটি ডিভিশন — ৪৭তম রক্ষী ডিভিশন — পাঠানোর ব্যাপারে রাজী করাতে পেরেছিলাম। অন্য দু'টি ডিভিশন গার্ভোলিনের উত্তরে প্রতিরক্ষা কার্যে নিয়োজিত হল।

www.pathagar.com

শত্রুর ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলো, যা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, সত্যিই ৮ম রক্ষী বাহিনীর ফ্রন্টের সম্মুখে এসে হাজির হল। ৫ ও ৬ আগস্ট আমাদের আক্রমণের পাদভূমিতে পাল্টা আক্রমণ চালায় দু'টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন — ১৯শ ও 'হের্মান গেরিঙ' ট্যাঙ্ক ডিভিশন। ওগুলো আমাদের ফৌজের উপর আঘাত হানে ভিস্টুলার পূর্ব তীরে নয়, পশ্চিম তীরে। কঠোর লড়াইয়ের দিনগুলো এল। দুই ট্যাঙ্ক ডিভিশন ছাড়াও নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী আমাদের পাদভূমির বিরুদ্ধে ছাড়ে ১৭শ ও ৪৫তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলো। আর আমরা ওই দিনগুলোতে পশ্চিম তীরে পাঠাতে পেরেছিলাম কেবল ১১শ রক্ষী ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও অপূর্ণ গঠনের তিনটি স্বয়ংচল গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট। ফ্রন্টের নির্দেশে দু'টি রক্ষী ডিভিশন উত্তরাভিমুখে, প্রাগার দিকে, প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরি গড়ে তুলছিল।

৮ম রক্ষী বাহিনী কর্তৃক ভিস্টুলা নদী অতিক্রম এবং মাগনুশেভ্ অঞ্চলে পাদভূমি অধিকারের ফলে শত্রুর সমগ্র ওয়ার্‌শ গ্রুপিংয়ের উপর দক্ষিণ দিক থেকে আঘাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়, এবং সেই জন্য নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী ভিস্টুলার দক্ষিণ তীর থেকে চলে যেতে ও প্রধান শক্তিগুলো মাগনুশেভের পাদভূমির বিরুদ্ধে মোতায়েন করতে বাধ্য হয়।

শক্তিতে শ্রেষ্ঠতা — এবং বিশেষত ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা — এবার ছিল শত্রুর দিকে। সে সমস্ত শক্তি একত্রিত ক'রে আমাদের নদীতে ফেলে দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছিল। পাদভূমিতে পরিস্থিতি এই কারণেও আরও জটিল হয়ে উঠে যে নদী পার হওয়ার জন্য আমাদের কোন সেতু ছিল না। স্কুর্চা গ্রামের এলাকায় শত্রুর বিমান বাহিনী — পুল গড়তে না দেওয়াটাই সম্ভবত ছিল তার বিশেষ কাজ — ভেলার সেতু নির্মাণকারীদের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে গোলাবর্ষণ করছিল। ৫ আগস্ট বিকাল বেলা আমরা একটি পুল গড়ে তা দিয়ে আর্টিলারি আর গোলাবারুদ পার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কিন্তু পুলটি টিকে থাকে মাত্র দু'ঘণ্টার মতো: শত্রুর বিমান বাহিনী তা ভেঙ্গে দেয়। পাড়ি-ব্যবস্থা রক্ষার কাজে নিযুক্ত পোলিশ বিমানধ্বংসী আর্টিলারি ডিভিশন অটল ও আত্মোৎসর্গী মনোভাব নিয়ে সংগ্রাম করে এবং বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নাৎসিদের পাল্টা আক্রমণ ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছিল। পিলিৎসা নদী বরাবর আঘাত হানছিল ১৯শ ট্যাঙ্ক ডিভিশন, আর রাদোম্‌কা নদী বরাবর — 'হের্মান গেরিঙ' ট্যাঙ্ক ডিভিশন। ওগুলোর মাঝখানে যুদ্ধরত ছিল ১৭শ ও ৪৫তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলো। শত্রু লহরে লহরে

www.pathagar.com

প্রত্যাক্রমণ চালায়। একটি প্রতিহত করতে না করতে অন্যটি আরম্ভ হয়। এবং মনে হচ্ছিল, এর যেন শেষ নেই। ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের এলাকায় জটিল পরিস্থিতি দেখা দেয়। 'হের্মান গেরিঙ' ট্যাংক ডিভিশন ও ৪৫তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের আঘাতের চাপে তার ইউনিটগুলো কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয়। খদ্‌কুভ আর স্তুদ্‌জিয়ানকি নামক জনপদগুলো বার কয়েক হস্তান্তরিত হয়।

৫ আগস্ট সন্ধ্যা বেলা আমরা পাদভূমিতে ৪৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের তিনটি রেজিমেণ্ট প্রেরণ করতে সক্ষম হই। ট্যাংক ব্রিগেডের সঙ্গে ওগুলো শত্রুর ট্যাঙ্কের পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

রাত্রি বেলা পশ্চিম তীরে, মাগনুশেভের দক্ষিণ-পশ্চিমের এক বনে, বাহিনীর কমাণ্ড পোস্টও চলে যায়। সদর-দপ্তর আর রাজনৈতিক বিভাগের কর্মীরা কোম্পানি আর ব্যাটেলিয়নগুলোতে রওয়ানা দিলেন। পাল্টা আক্রমণে লিপ্ত শত্রুর আঘাত হানার প্রধান শক্তি — ট্যাংকগুলো ধ্বংসের ব্যবস্থা করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সমস্ত যোদ্ধাকে এটা বুঝিয়ে দেওয়া হল যে ভিস্টুলা নদীর পূর্ব তীরে পশ্চাদপসরণ হবে বিপর্যয়ের সমান। রুখে দাঁড়াতে হবে। সর্বাগ্রে ধ্বংস করতে হবে 'হের্মান গেরিঙ' ডিভিশনটি। আমাদের যোদ্ধারা এই নামটি ঘৃণা করত। ট্রেঞ্চগুলোতে দেখা দিল সৈনিকের হাতে লেখা পোস্টার: 'ভুঁড়িওয়ালা হের্মান গেরিঙের ট্যাংকগুলো খতম কোরো!'

সকালে লড়াই শুরু হল।

৪৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের রেজিমেণ্টগুলো নিজেদের অবস্থান নিতে না নিতেই তাদের উপর শত্রুর ট্যাঙ্কগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল। পার্শ্ব থেকে পদাতিক সৈনিকদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ১৯টি ট্যাংক। ওখানে ছিল সিনিয়র সার্জেণ্ট দ্‌মিত্রি জাবারোভের ভালোভাবে আচ্ছাদিত ট্যাংকবিরোধী তোপ। ট্যাংকগুলোকে ৩০০ মিটার ভেতরে ঢুকতে দিয়ে জাবারোভের সাথীরা তোপ দাগতে লাগল এবং প্রথম গোলাতেই একটি ট্যাঙ্কে আগুন ধরে গেল। ফ্যাসিস্টরা ঘুরে অন্য দিক থেকে ঢোকার চেষ্টা করল। নিশানদার সারেন কাস্‌পারিয়ান সেই সুযোগ নিল। দু'বার কামান দাগার পর আরও একটি ভারী ট্যাংক অচল হয়ে গেল, আর এক মিনিট বাদে অন্য একটিতে আগুন ধরল। ফ্যাসিস্টরা সোজা আঘাত হেনে ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করল, কিন্তু গোলন্দাজরা ভয় পেল না। তারা আরও দু'টি ট্যাংক নষ্ট করে দিল।

লড়াইয়ের সময় নিশানদার কাস্‌পারিয়ান, লোডার কুৎসেঙ্কা ও

www.pathagar.com

প্লাগম্যান মাশেনকিন আহত হল, কিন্তু তারা কামানের কাছ থেকে সরল না।

পদাতিক সৈনিকরাও বেপরোয়াভাবে লড়েছিল ট্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে। শত্রুর ট্যাঙ্ক ট্রেঞ্চের দিকে এগুতে আরম্ভ করলে অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রাইফেলম্যান আলেক্সান্দর জুয়েভ তার সাথীদের বলল:

— কিছু না! শত্রু শক্তিশালী, তবে আমরা তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী!

ট্যাঙ্ক ছিল আটটি। ওগুলোর পেছন পেছন আসছিল সাবমেশিনগানাররা। গুলিবর্ষণের ব্যাপারে রক্ষীদের তাড়াহুড়ো ছিল না: খতমই করতে চেয়েছিল। ট্যাঙ্কগুলো যখন শ'মিটার দূরে, তখনই ঝড়ের মতো গুলিবর্ষণ শুরু হল। গুলি ছুঁড়ছিল সবাই: অ্যান্টিট্যাঙ্ক রাইফেলম্যানরা, মেশিনগানাররা, সাবমেশিনগানাররা, রাইফেলম্যানরা।

আলেক্সান্দর জুয়েভ ঠিক মতো নিশানা করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি গিয়ে লাগল ট্যাঙ্কের টারেটে। এবার টারেটটি আর চক্রাকারে ঘুরতে পারছিল না। জুয়েভের দ্বিতীয় গুলিটি লাগল পেট্রল আধারে এবং শত্রুর মেশিনটি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ফ্যাসিস্টরা হ্যাচ-ওয়ে থেকে লাফিয়ে নামতে লাগল, কিন্তু তারা মেশিনগানারদের লক্ষ্যভেদী গুলি এড়াতে পারল না।

জুয়েভের হাতে দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটিরও একই দশা হল। শত্রু পালাল। জ্বলন্ত ট্যাঙ্কগুলোর পাশে পড়ে রইল অনেক নিহত ফ্যাসিস্ট।

৭৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ২২০তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্টের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে তুমুল লড়াই শুরু হয়। লেফটেনেণ্ট ভ্লাদিমির বুর্বা-র পরিচালনাধীন ইনফেণ্ট্রি কোম্পানিটি একটি যব খেতে প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল। লড়াই চলা কালে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এটাই ছিল ডিভিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র, — শত্রু এখানেই প্রধান আঘাত হানে।

কমিউনিস্ট বুর্বা নিপুণভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তুত করে। শত্রুর ট্যাঙ্কগুলোকে হাত বোমা আর ট্যাঙ্কবিরোধী কামানের গোলা দিয়ে 'স্বাগত' জানানো হয়। রাইফেলম্যানরা বন্দুক আর মেশিনগান থেকে জার্মান ট্যাঙ্কগুলোর ভিউ স্লিউ লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়ছিল, যার ফলে ফ্যাসিস্ট ট্যাঙ্কচালকরা সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

নাৎসিরা পর-পর ছ'বার আক্রমণ চালায়। কিন্তু তারা রক্ষীদের অধিকৃত যুদ্ধ-সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি।

শুরু হল সপ্তম আক্রমণ। জার্মান ট্যাঙ্কগুলো আমাদের পদাতিক সৈনিকদের অবস্থানের কাছে চলে এল। লেফটেনেণ্ট বুর্বা সামনের ট্যাঙ্কটির

www.pathagar.com

দিকে ছুটে গিয়ে এক ছড়া হাত বোমা ছুঁড়ে ওটাকে অকেজো করে দিল। কিন্তু তার পরক্ষণেই অন্য একটি ট্যাঙ্ক এগিয়ে এল। শত্রুকে থামানোর কোন উপায় না দেখে বুর্বা আরও এক ছড়া হাত বোমা নিয়ে শত্রুর ট্যাঙ্কের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটাকে উড়িয়ে দিল।

কমিউনিস্ট-অফিসার বুর্বা জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সামরিক শপথটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যায়। সে তার জীবন দিয়ে শত্রুর পথ রোধ করে। কমান্ডারের কালজয়ী কীর্তির দ্বারা উদ্দীপিত রক্ষীরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যায়। তাদের কেউ মৃত্যু বরণ করতে কুণ্ঠিত হয় নি, তাদের সবার ছিল একই চিন্তা: অটল থাকতে হবে, জয়ী হতে হবে এবং প্রিয় কমান্ডারের মৃত্যুর জন্য শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে হবে। স্মোলেন্স্ক থেকে আগত ১৮ বছর বয়সী সৈনিক পিওতর খ্লুসতিনের কথাই ধরা যাক। ছেলেটি খাট, বিনয়ী ও শান্ত। ফ্যাসিস্ট ট্যাঙ্ক যখন একেবারে তার কাছে চলে আসে, তখন সে জ্বলন্ত যবের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে দুই তাড়া হাত বোমা নিয়ে সাঁজোয়া দানবটির দিকে এগিয়ে যায়। একটা তাড়া লাগল ট্যাঙ্কের গায়ে। এমন সময় মেশিনগানের গুলি বীরের বক্ষ বিদ্ধ করল। সে ভূপাতিত হওয়ার সময় হাত বোমার অন্য তাড়াটি চাকার তলায় ছুঁড়ে ফেলল। ট্যাঙ্ক আর অগ্রসর হতে পারল না।

ভ্লাদিমির বুর্বা আর পিওতর খ্লুসতিনের বীরোচিত কীর্তির কথা সে দিনই সমগ্র বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইউক্রেনের স্তেপে অবস্থিত পাপির্নিয়া গ্রামের বাসিন্দারাও বুর্বার বীরত্বের কথা জানতে পারে। ওখানেই ভ্লাদিমিরের জন্ম হয়, ওখানেই সে মানুষ হয় এবং ওখানেই বাস করতেন তার মা মাত্রিওনা বুর্বা। বীরের সহযোদ্ধারা মাত্রিওনা বুর্বার কাছ থেকে চিঠি পায়:

'প্রিয় ছেলেরা,

দুঃসময়ে তোমরা আমায় ভুলো নি বলে আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের চিঠি পড়ে জানতে পারলাম, আমার প্রিয় ছেলে ভ্লাদিমির কীরূপ সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুর সঙ্গে লড়েছে এবং সে বীরের মৃত্যু বরণ করেছে। মাতৃ হৃদয় এ শোক সইতে পারে না। আমার দুই চোখ থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় অশ্রু বয়ে চলেছে। তবে আমি গর্বিত যে এরূপ এক বীর যোদ্ধাকে জন্ম দিয়েছি।

www.pathagar.com

আমার আরও তিন ছেলে যুদ্ধে গেছে। আমি তাদের লিখব: তোমাদের ভাই ভ্লাদিমিরের মতো তোমরাও শত্রুদের সংহার কোরো। তোমরাও তারই মতো অটল ও নির্ভীক হও। ভ্লাদিমিরের মৃত্যুর জন্য ফ্যাসিস্টদের উপর প্রতিশোধ নাও!

ভ্লাদিমিরের মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ নিও তোমরাও প্রিয় যোদ্ধারা ও আমার ছেলেরা! তোমাদের আমি এই বলেই সম্বোধন করব। তোমরাই তো আমার ভ্লাদিমিরের সঙ্গে বিজয়ের আনন্দ আর রণজীবনের দুঃখকষ্ট ভাগাভাগি করেছ, বিজয় অর্জন অবধি অটল ও কঠোর লড়াইয়ে — তার জন্য শেষ লড়াইয়ে — তোমরা ছিলে তার পাশে।

প্রিয় বাবারা! আমার বয়েস ৬৫ বছর। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি যৌথখামারে কাজ করি। এ বছর শত্রুর কবল থেকে মুক্ত জমিতে আমরা ভালো ফসল তুলেছি। আমরা যৌথখামারীরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের নির্ভীক লাল ফৌজকে সাহায্য করছি যাতে তারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শত্রুকে নিধন করতে পারে।

আমায় এই ঠিকানায় লিখবে: পার্পিনির্য়া গ্রাম, রাদোমিশ্‌ল্‌ অঞ্চল, জিতোমির জেলা।

আশীর্বাদান্তে,

মাত্রিওনা বুর্বা।'

৬ আগস্টের দিনটি ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাময়। ভাসিলি গ্লাজুনোভ কখনও কষ্টকাঠিন্য নিয়ে অভিযোগ করেন নি, অথচ এবার তিনিই আমায় ফোন করলেন!

— কমরেড সেনাপতি! ট্যাঙ্কগুলোকে কিছুতেই রুখা যাচ্ছে না। সাহায্য করুন...

সাহায্য করা হল। দুপুরের দিকে পাদভূমিতে ভারি IS ট্যাঙ্কের একটি রেজিমেণ্ট ও পোলিশ ট্যাঙ্ক ব্রিগেডকে পাঠাতে পেরেছিলাম। তারা সঙ্গে সঙ্গেই লড়াইয়ে যোগ দেয়।

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি আমাদের পোলিশ বন্ধুদের কথা স্মরণ করি, — সোভিয়েত যোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধাকাঁধি দাঁড়িয়ে তারা নির্ভীকভাবে লড়েছিল। ভিস্টুলা অতিক্রম করার আগে তারা আমাদের বিপুলভাবে সহায়তা করেছে ল্যুবলিন শহর প্রতিরক্ষারত ইনফেণ্ট্রি কোরের স্থান নিয়ে। আমাদের পক্ষে অতি কঠিন মুহূর্তে ভিস্টুলায় আগত পোলিশ অ্যাণ্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট

www.pathagar.com

গানারদের কথা আমি আগেই বলেছি। পোলিশ বিমানধ্বংসী ডিভিশনটি পরিচালনা করছিলেন কর্নেল প্রকোপভিচ, আর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন মেজর সকোলভ্স্কি। ভিস্টুলা পার হওয়ার সময় আমাদের ইউনিটগুলোর নিরাপত্তা বিধান করে এই ডিভিশনটি, এবং সে তা করে আত্মোৎসর্গিতার সঙ্গে। মেশিনগানের গুলিবর্ষণের মধ্যে, বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে পোলিশ অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট গানাররা শত্রুর বিমান বাহিনীর সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থাকে।

ভিস্টুলা অতিক্রম কালে এবং মাগনুশেভের আক্রমণের পাদভূমি প্রসারণের সময় চমৎকার কাজ করেছিল প্রথম পোলিশ ইঞ্জিনিয়রিং ব্রিগেড, যার পরিচালনায় ছিলেন কর্নেল লিউবানস্কি, আর তাঁর রাজনৈতিক সহকারী ছিলেন লেফটেনেন্ট-কর্নেল জেল্‌গিন্‌স্কি। শত্রুর আর্টিলারি আর বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণের মধ্যে এই ব্রিগেডটি দু'দিনের ভেতরে ভিস্টুলার উপর ৯০০ মিটার দীর্ঘ একটি সেতু গড়েছিল। সেতুটি কেবল দু'ঘণ্টা টিকে ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার উপর দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় বহু জিনিসপত্র পাঠানো গিয়েছিল।

আক্রমণের পাদভূমিতে যখন কঠোর লড়াই চলছিল তখন নদীতে এসে পৌঁছয় জেনারেল মেজিৎসানের পরিচালনাধীন পোলিশ ট্যাঙ্ক ব্রিগেডটি। কয়েকটি দিন আর রাত ধরে শত্রুর নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণের মধ্যে ব্রিগেডের ট্যাঙ্কগুলো খেয়া-নৌকায় করে নদীর পশ্চিম তীরে পাঠানো হচ্ছিল। পোলিশ ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা অসীম সাহসের পরিচয় দেয়। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের মধ্যেও যোদ্ধারা নৌকায় থাকে। হঠাৎ এক সময় বোমা পড়ে নৌকাটি নষ্ট হয়ে যায়। তখন ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা নদী পারাপারের জন্য অন্যকিছুর সন্ধানে বেরল। অচিরেই তারা এসে জানাল যে দেমব্লিনের কাছে ভালো একটি গাধাবোট পাওয়া গেছে এবং তাতে করে একসঙ্গে ৮-১০টি ট্যাঙ্ক পার করা যাবে। রাত্রি বেলা গাধাবোটটি প্‌শেভুজ্‌ — তার্নোভস্কি অঞ্চলে নিয়ে আসা হল, এবং তারপর আবার ট্যাঙ্ক পার করার কাজ আরম্ভ হল।

পশ্চিম তীরে প্রেরিত ট্যাঙ্কগুলো মাগনুশেভের কাছে একত্রিত হচ্ছিল। ব্রিগেডের কমান্ডার সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে দৃঢ় এক প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তুলেন। ওই অঞ্চলে ভিস্টুলায় পৌঁছার জন্য ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শত্রুর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করা হয়, এবং নাৎসিদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সইতে হয়।

www.pathagar.com

লেন্‌কাভিৎসা ও ত্‌শেবেন এলাকায় পোলিশ ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে। তুমুল লড়াইয়ের সময় জেনারেল মেজিৎসান ট্যাঙ্কে বসে সৈন্যদের সারিতে স্থান নিলেন...

সারা দিন লড়াই চলে। জ্বলন্ত জার্মান ট্যাঙ্কে মাঠ ভরে গিয়েছিল। আমাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে প্রবেশ করতে শত্রুকে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছিল, কিন্তু সে তেমন কিছু সুবিধা করতে পারে নি। পোলিশ ট্যাঙ্ক-যোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে লেফটেনেন্ট-কর্নেল ওগ্‌লোব্লিনের ভারি ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের যোদ্ধারা এবং কর্নেল কব্রিনের গোলন্দাজরা। মিলিত প্রয়াসে রণাঙ্গনের বন্ধুরা রাত্রি বেলা শত্রুকে হটিয়ে দেয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পড়ে থাকে বহু শত্রু সৈন্যের মৃতদেহ এবং ৪০টির মতো ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ি।

এই লড়াইয়ের জন্য পোলিশ ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের শতাধিক যোদ্ধা সরাসরি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই সোভিয়েত অর্ডার আর পদক লাভ করে। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ২১২ নং ট্যাঙ্কের যোদ্ধাদের কথা আমার ভালো মনে আছে: কমান্ডার কর্নেল পাভলিৎস্কি, ড্রাইভার ইয়াকোভেন্কো, কর্পোরেল লেভিক, সৈনিকদ্বয় জাবনিৎস্কি ও সুভিয়ানতেক। এই পাঁচজন নির্ভীক যোদ্ধা তাদের ট্যাঙ্কে করে কয়েকবার গুপ্ত তথ্য সংগ্রহে যায়, ট্যাঙ্কের চাকা দিয়ে দুই ব্যাটারির গোলাবর্ষণের স্থান মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় এবং তিনটি জার্মান ট্যাঙ্ক অকেজো করে ফেলে।

আমাদের বাহিনীর সামরিক পরিষদ ব্রিগেডের সেনাপতি জেনারেল মেজিৎসান, সদর-দপ্তরের অধিকর্তা কর্নেল পালিশ্চুক ও অন্যান্য অফিসারদের সরকারী পুরস্কারে ভূষিত করার প্রস্তাব পেশ করে।

মাগনুশেভ্ পাদভূমির জন্য তার দক্ষিণ পার্শ্বে যে-লড়াই হয়েছিল তাতে বিপুল সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল পোলিশ বাহিনীর ৩য় ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের যোদ্ধারা। ডিভিশনের সেনাপতি ছিলেন কর্নেল স্তানিস্লাভ গালিৎস্কি। পাদভূমিতে কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। সাহসী ও বিবেচনাশীল সেনাপতি। তাঁর ডিভিশনকে অতি কঠিন কর্তব্য পালন করতে হয়। কর্নেল গালিৎস্কির সৈন্যরা জালেস্‌স্কি আর জাগ্‌শেভ এলাকাটি প্রতিরক্ষার কাজে লিপ্ত ছিল। ফ্যাসিস্ট বিমান বাহিনীর কেন যেন ওই জায়গাটি বিশেষ পছন্দ হয়েছিল। 'ইউন্‌কের্স্' বোমারুগুলো রেজিমেন্টসমূহের সৈন্য বিন্যাসের উপর অবিরাম ছোঁ মারছিল। কেবল এক সকালেই ওখানে চার শতাধিক বিমান হানা দেয়। বিমান বাহিনীর ব্যাপক বোমাবর্ষণের পর আক্রমণ চালায় জার্মান ট্যাঙ্ক আর ইনফেন্ট্রি। এই লড়াইয়ে

www.pathagar.com

বহু পোলিশ যোদ্ধা নিহত হয়। কিন্তু ডিভিশন অটল থাকে এবং সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে।

ভিস্টুলার ও-পারে যখন অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটল, তখন পাদভূমি থেকে পোলিশ বাহিনীর ৩য় ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন ও ১ম ট্যাঙ্ক ব্রিগেডকে ওয়ার্শ-র উপকণ্ঠে আক্রমণ চালানোর জন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আমরা সম্মানের সঙ্গে তাদের বিদায় জানাই। একই যুদ্ধ ক্ষেত্রে রক্ত দিয়ে আমরা সে বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম। এরূপ বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী!

আক্রমণের পাদভূমির জন্য লড়াই কীভাবে চলছে সে সম্পর্কে প্রতি দু'-তিন ঘণ্টা পর-পরই আমি ফ্রন্টের সদর-দপ্তরকে সংবাদ পাঠাতাম। সেনাপতিমণ্ডলী মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন পশ্চিম তীরে লড়াই কেমন চলছে।

লেফটেনেণ্ট-জেনারেল ভ. কলপাক্‌চি-র ৬৯তম বাহিনী আমাদের মতো লড়াই করতে করতে ভিস্টুলা পার হয় এবং দেমব্লিন আর পুলাভার পশ্চিমে আক্রমণের একটি পাদভূমি অধিকার করে।

আমাদের পরিচালনাধীনে এল তিনটি বিমানধ্বংসী আর্টিলারি ডিভিশন। আমরা ওগুলোকে নদী পারাপারে নিরাপত্তা বিধানের কাজে লাগাই। অবশেষে আক্রমণের পাদভূমিতে সেই দুই ডিভিশনও এসে হাজির হল যেগুলো ভিস্টুলার পূর্ব তীরে প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল।

যেই মাত্র নবাগত বিমানধ্বংসী ডিভিশনগুলো গোলাবর্ষণের অবস্থান নিল, অমনি শত্রুর বিমান বাহিনী পাড়ি-ব্যবস্থার উপর হামলা থামিয়ে দিল। বাহিনীর কমাণ্ড পোস্ট থেকে দেখা যাচ্ছিল কীভাবে শত্রুর বোমারুগুলো ন'টা করে, আর ফাইটারগুলো জোড়ায় জোড়ায় প্রতিরোধক গোলাগুলিবর্ষণের লাইন অতিক্রম করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যাত্রাপথে ঘন গোলাবর্ষণ লক্ষ্য করে ওগুলো পাশ কেটে চলে যাচ্ছিল। সে হচ্ছে ৭ আগস্টের সন্ধ্যা বেলার কথা। আর পরদিন সকাল নাগাদ আমাদের ইঞ্জিনিয়রিং ইউনিটগুলো ভিস্টুলার উপর দু'টি সেতু গড়ার কাজ সম্পন্ন করে ফেলে, এবং আক্রমণের পাদভূমিতে পুরোদমে পেঁছিতে থাকে নতুন নতুন শক্তি — আর্টিলারি, ট্যাঙ্ক আর ইনফেণ্ট্রি ইউনিটগুলো। আক্রমণের পাদভূমিতে নিয়ে আসা হয় ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর একটি কোর।

এবার পশ্চিম তীর থেকে আমাদের হটানো সম্ভব ছিল না।

শত্রুর নতুন নতুন পাল্টা আক্রমণ আমাদের সৈন্যরা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে। ১০ আগস্ট শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে তাজা শক্তি —

www.pathagar.com

২৫তম ট্যাঙ্ক ডিভিশন। লড়াইয়ের প্রথম ঘণ্টাতেই তা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং অভিযান থামিয়ে দেয়।

দুপুরের পরে আমায় ফোন করেন কনস্তান্তিন রকোসভ্স্কি:

— কী খবর?

আমি তাঁকে জানালাম যে শত্রু তাজা শক্তি দিয়ে আমাদের ইউনিটগুলো আক্রমণ করার চেষ্টা চালায়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আক্রমণের পাদভূমির জন্য সংগ্রামের সমস্ত এলাকায় শত্রুকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রিসিভারে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেল। কনস্তান্তিন রকোসভ্স্কি সম্ভবত অধীর হয়ে সেই সময়টির অপেক্ষা করছিলেন যখন শত্রু একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। এবং অবশেষে সেই সময়টি এল। সমস্তকিছু দেখেশুনে মনে হল যে আমার রিপোর্টে ফ্রন্টের সেনাপতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

একটু নীরব থেকে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন:

— তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে?

আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি আক্রমণের পাদভূমিতে আসতে চাইছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা আমারও ছিল। কিন্তু আমি ফ্রন্টের অধিনায়কের জীবন বিপন্ন করতে পারি কি? আমার কমান্ড পোস্ট যুদ্ধ ক্ষেত্রের অদূরে, শত্রু গাড়ি চলছে দেখে কামান দাগতে পারে। আমি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিই না, কিন্তু এবার মিথ্যা কথাই বলতে হল। মানুষের প্রতি কনস্তান্তিন রকোসভ্স্কির মনোযোগের কথা জেনেই আমি তাঁকে বললাম:

— কমরেড কমান্ডার, আমি জলের ব্যবস্থা করতে বলেছি। স্নান করতে চাই। ঘণ্টা দুয়েক বাদে আমি নিজেই ও-পারে আসছি।

— সোজা কথায় বললে, তুমি আমায় ব্রিজ-হেডে আসতে দিতে চাও না? — তিনি আঁচ করতে পারলেন।

— আরে না, সত্যিই বলছি, আমি স্নান করতে চাই। জলের ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছি! — ফের একই কথা বললাম আমি।

— ঠিক আছে তাহলে! — সম্মতি জানালেন কনস্তান্তিন রকোসভ্স্কি।

বিকাল বেলা ভিস্টুলার পূর্ব তীরে, বাহিনীর সদর-দপ্তরের দ্বিতীয় এশিলনের অবস্থান স্থলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল আন্তরিক — সে যেন ভাইয়ে ভাইয়ে সাক্ষাৎ। একসঙ্গে স্নান করতে গিয়েছিলাম, একসঙ্গে ভালো ক'রে রাত্রির খাবার খেলাম। প্রায় সকাল অবধি চলতে থাকে আমাদের দিলখোলা মনখোলা কথাবার্তা। আমি ভিস্টুলা অতিক্রমণ আর আক্রমণের পাদভূমির জন্য লড়াইয়ের গল্প করলাম। তারপর

www.pathagar.com

আমরা দু'জনে ভোলগা তীরে সাক্ষাৎ ও স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের কথা স্মরণ করলাম। বর্তমান কাজকর্ম আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়েও কথাবার্তা হল। পরবর্তী আক্রমণাভিযানগুলো কীভাবে চলবে সে বিষয়ে আমাদের মতৈক্য ছিল।

কনস্তান্তিন রকোসভ্স্কি — একজন চমৎকার সহালাপী। সে রাত্রে আমরা পরস্পরকে আরও গভীরভাবে ও পরিপূর্ণভাবে জানতে পেরেছি এবং তখন থেকে চিরতরে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হই। আমাদের সাক্ষাৎ আমার স্মৃতিতে গভীর ছাপ ফেলে এবং এই সহৃদয় মানুষ আর চমৎকার সেনাপতির চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করে। চলে যাওয়ার সময় তাঁকে আমি একটু এগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা করতে আমায় বারণ করলেন। এরূপই ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি যে উচ্চ সামরিক উপাধির অধিকারী তার উপর জোর দিতে ভালোবাসতেন না। সবার সঙ্গে সমানে-সমানে ব্যবহার করতেন।

ফ্রন্টের অধিনায়ককে বিদায় জানানোর সময় আমি তাঁকে কথা দিলাম যে আক্রমণের পাদভূমি অঞ্চলে শত্রু ভিস্টুলার দিকে এক পা-ও এগুতে পারবে না। ঘটলও তাই। আরও কয়েক দিন কাটল, এবং ফ্যাসিস্টরা প্রতিঘাত পেয়ে আমাদের ভিস্টুলায় ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা থেকে পুরোপুরিভাবে বিরত হল।

১৮ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত ৮ম রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা লড়তে লড়তে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়, ভিস্টুলা অতিক্রম করে ও মাগনুশেভের আক্রমণের পাদভূমি — ফ্রন্ট বরাবর ৫০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ এবং ২০ কিলোমিটার অবধি গভীর — দখল করে নেয়।

এ ছিল প্রধান দিকে, বার্লিন অভিমুখে ৮ম রক্ষী বাহিনীর প্রথম পদক্ষেপ, যা তৃতীয় রাইখের অবসান সূচনাকারী অন্তিম সংগ্রামের দিনটি কাছিয়ে আনে।

৪

আক্রমণের জন্য অধিকৃত পাদভূমির তাৎপর্য মূল্যায়ন করে ফ্রন্টের অধিনায়ক আমাদের বাহিনীকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার আদেশ দিলেন। অবস্থানগুলো দৃঢ়করণের জন্য ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী থেকে ১৬শ ট্যাঙ্ক কোরটি জরুরীভাবে আমাদের পরিচালনাধীনে ছেড়ে দেওয়া হল।

www.pathagar.com

৬ সেপ্টেম্বর নাগাদ বাহিনীর সৈন্যরা প্রতিরক্ষা অঞ্চলের প্রথম অবস্থানের ইঞ্জিনিয়ারিং সজ্জিকরণের কাজ সমাপ্ত করে ফেলে। পরস্পরের কাছ থেকে ২০০-৩০০ মিটার দূরে অবস্থিত ও যোগাযোগ পথ দ্বারা যুক্ত পূর্ণ আকারের ট্রেঞ্চগুলোর দু'টি সারির সম্মুখে ছিল অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ও অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন ক্ষেত্র, কাঁটা তারের বেড়া। মেশিনগান আর ট্যাঙ্কবিরোধী কামানগুলোর জন্য স্থান সজ্জিকরণের কাজ শেষ হলে সৈন্যরা আশ্রয় স্থল (ডাগ-আউট) ও প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় অবস্থান (তা গড়ছিল ২য় এশিলনের ডিভিশনগুলো) নির্মাণের কাজে হাত দেয়।

শত্রুর ট্যাঙ্ক আর পদাতিক বাহিনীর সম্ভাব্য সমাবেশের অঞ্চলগুলোর উপর কামান আর মর্টার কামান থেকে গোলাবর্ষণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। গোলন্দাজরা প্রথম সংকেতেই সঠিক কনসেন্ট্রেইটেড ফায়ারিং আরম্ভ করতে শিখছিল। গুলিবর্ষণ ব্যবস্থা সংগঠন কালে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছিল রিজার্ভের মোবাইল ইউনিটগুলোর মহড়া নেওয়ার সুযোগসুবিধাদির দিকে। যে-সমস্ত দিক থেকে হামলার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ছিল সেখানে ফ্রন্টের প্রতি কিলোমিটারে ৩০টি অবধি কামান রাখা হয়েছিল। সমস্ত বড় বড় জনপদে গড়া হচ্ছিল চার পাশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

আমার সহকারী লেফটেনেন্ট-জেনারেল ম. দুখানোভ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বাহিনীর অধিনায়ক মেজর-জেনারেল ভ. ত্কাচেঙ্কো ভিস্টুলার পূর্ব তীরে অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা অঞ্চলটি পরিদর্শনের নির্দেশ পেলেন। আমাদের অবস্থান ক্রমশই মজবুত হয়ে উঠছিল। নতুন নতুন লোক আসছিল। আমরা তাদের বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে গ্রহণ ক'রে সামরিক পোশাক পরিয়ে সেই সব ডিভিশনে পাঠাচ্ছিলাম যেগুলো একের পর এক রিজার্ভে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

এবার — যখন আমরা আক্রমণের পাদভূমিতে সুদৃঢ় ঘাঁটি বানাতে পেরেছিলাম এবং এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে শত্রু আর আমাদের ভিস্টুলায় ফেলে দিতে পারবে না — পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবা সম্ভব ছিল কীভাবে অপারেশনটি চলছিল, কীভাবে বাহিনীর অন্তর্গত ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলো কাজ করছিল, কীভাবে ওগুলোর কমান্ডাররা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

এ'রা, এই চমৎকার লোকগুলো কারা?

লেফটেনেন্ট-জেনারেল মিখাইল দুখানোভ। তাঁর সম্পর্কে অনেককিছু বলা যায়। সামরিক অধিনায়ক হিসেবে তাঁর দক্ষতার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে

www.pathagar.com

অনেকগুলো অপারেশনে। তিনি সর্বদা সেই জায়গা বেছে নিতেন যেখানে সবচেয়ে বেশি কঠিন। শান্ত ও বিচক্ষণ এই ব্যক্তিটি ফৌজের ক্রিয়াকলাপে দৃঢ় প্রত্যয় জোগাতেন; যোদ্ধা আর সেনাপতি উভয়ের জন্যই তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি।

আর ৪র্থ রক্ষী কোরের সেনাপতি লেফটেনেন্ট-জেনারেল ভাসিলি গ্লাজুনোভ অতীতে ছিলেন প্যারাট্রুপার। ১৯৪১ সালেই তিনি ফৌজ সমেত একাধিক বার শত্রু বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে গিয়েছিলেন। তারপর, এয়ারবার্ণ্ ল্যেন্ডিং কোরগুলোকে যখন রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনে রূপান্তরিত করা হয়, তখন তাঁকে কোরের কমাণ্ডারের সহকারী নিযুক্ত করা হয়। কমাণ্ডারের সহকারী — এ হচ্ছে এমন এক পদ যা সর্বদা নজরে পড়ে না। কোন অভিযান বা অপারেশন সফল হলে সুখ্যাতি সর্বাগ্রে অর্জন করেন সেনাপতিরা। কিন্তু গ্লাজুনোভ সর্বদা সর্বত্র সবার নজরে ছিলেন। উদ্যমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই ব্যক্তিটি সর্বত্র ঘটনাবলির মাঝখানে থাকতেন। তাঁকে দেখা যেত সৈনিকদের সঙ্গে ট্রেঞ্চে ও আক্রমণে, অগ্রবর্তী কমাণ্ড পোস্টেও তাঁকে ছাড়া চলত না।

অচিরেই তাঁকে কোরের কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হল, এবং ভিস্টুলা তীরের লড়াইগুলোতে — ওখানেই উচ্চ সাংগঠনিক দক্ষতা, ক্রিয়াকলাপের দ্রুততা আর সেনাপতির মনোবলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল — তিনি তাঁর প্রতিভা পুরোপুরিভাবে কাজে লাগান। গ্লাজুনোভ সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছি-লেন যে আসল হচ্ছে মহড়া নেওয়ার প্রস্তুতির দ্রুততা আর ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতা। তাঁর ইউনিটগুলো সবার চেয়ে দ্রুত ও সবার চেয়ে ভালোভাবে কর্তব্য সম্পাদনে লিপ্ত হয়, ক্ষিপ্রতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ভিস্টুলা অতিক্রম করে এবং অপর তীরে চমৎকারভাবে লড়ে।

ভিস্টুলা অতিক্রম কালে কোরে মুখ্য ভূমিকা পালন করে জেনারেল আফানাসি শেমেনকোভের পরিচালনাধীন ৫৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন। জেনারেল শেমেনকোভ প্রবল আঘাত হানার জন্য গোপনে ও সময় মতো নিজের রেজিমেণ্টগুলোর সমাবেশ ঘটান। বস্তুত পক্ষে এই আঘাতই সমগ্র কোরের সাফল্য নির্ধারণ করে।

ডান দিকে, বাহিনীর রণনৈতিক বিন্যাসের কেন্দ্রস্থলে, ভিস্টুলা অতিক্রম করছিল লেফটেনেন্ট-জেনারেল আলেক্সান্দর রিজোভের পরিচালনাধীন ২৮তম রক্ষী কোর। এর কাজ ছিল — বিভক্ত করার জন্য প্রবল আঘাত হানা। বিপুল মনোবল ও সাহসিকতার পরিচয়

www.pathagar.com

দিয়ে আলেক্সান্দর রিজোভ এই জটিল কাজটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। এই কোরের প্রথম এশিলনের একটি ডিভিশন — অর্থাৎ মেজর-জেনারেল লেওনিদ ভাগিনের পরিচালনাধীন ৭৯তম রক্ষী ডিভিশনটি গ্লাজুনোভের কোরের ডিভিশনগুলোর সঙ্গে একই সময়ে নদী পার হতে শুরু করে। ডিভিশনের রেজিমেণ্টগুলো একসঙ্গে ভিস্টুলা পার হয়ে অনতিবিলম্বেই বাঁধ অতিক্রম করে এবং শত্রুকে পশ্চিম দিকে হটিয়ে দেয়। এর ফলে জার্মানরা নদীর উপর ও নদীর পথগুলোর উপর নজর রাখার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হল।

বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে ভিস্টুলা অতিক্রম করছিল মেজর-জেনারেল ভ. গ্লেবোভের পরিচালনাধীন ২৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন। এই ডিভিশনের রেজিমেণ্টগুলো কিছুটা দেরি ক'রে নদীতে পেণছে, তবে পরে বিলম্বজনিত ক্ষতি পূরণ করে ও সময় মতো আক্রমণের পাদভূমিতে গিয়ে হাজির হয়।

এই সেনাপতিদের বীরোচিত কাজের জন্য সৈনিকদের অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করার ক্ষমতা, তাঁদের উদ্যোগ আর ব্যক্তিগত নির্ভয়তা যথেষ্ট পরিমাণে অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করে। ভ. গ্লাজুনোভ, ল. ভাগিন, ভ. গ্লেবোভ, আ. রিজোভ ও ইয়ে. সিতোভ্স্কি আপতিকভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত হন নি।

ভিস্টুলার মতো প্রশস্ত ও গভীর নদী অতিক্রম করতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়র আর স্যাপারদের প্রচুর খাটতে হয়েছিল। তাদের আত্মোৎসর্গিতা আর দক্ষতার কল্যাণে নদীর অপর তীরে পাঠানো গিয়েছিল কেবল লোকজনকেই নয়, ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি, গোলাবারুদ, খাদ্যদ্রব্য আর অন্যান্য জিনিসপত্রও। এই কঠিন ও বিপজ্জনক কাজটি পরিচালনা করে বাহিনীর ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগ। এর বন্ধুভাবাপন্ন কর্মিদলটি গোপনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদী অতিক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তকিছু একত্রিত করতে পেরেছিল। শত্রুকে আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে কোনকিছু জানতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা কাজ করত প্রধানত রাত্রি বেলা। গোলাগুলি আর বিমান থেকে বোমাবর্ষণের মধ্যে তারা পাড়ি-ব্যবস্থা গড়ে তুলে। ভিস্টুলার পশ্চিম তীরে ফৌজ হাতিয়ার আর সাজসরঞ্জামের বেশির ভাগ না পাঠানো অবধি ইঞ্জিনিয়রিং ও স্যাপার ইউনিটগুলো কী পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিয়োগ ক'রে কাজ করছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

এই বিরাট কাজটি সম্পাদনের দায়িত্ব ছিল বাহিনীর ইঞ্জিনিয়রিং ফৌজের অধিনায়ক জেনারেল ভ্লাদিমির ত্কাচেঙ্কোর উপর। লোকটি

www.pathagar.com

তিনি শান্ত, বিচারবিবেচনা আর ক্রিয়াকলাপে ধীরস্থির। সেই সঙ্গে তাঁর দ্বারা পরিচালিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন হত সময় মতো।

জেনারেল ত্‌কাচেঙ্কো ছিলেন অতি হিসেবী সেনাপতি। সর্বদাই তাঁর কাছে নিজস্ব কোন-না-কোন মজুত শক্তি থাকত, যা কেবল তিনিই জানতেন। তাই কোন আকস্মিকতাই তাঁকে হতভম্ব করতে পারত না।

গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক, নিকোলাই পজারস্কি, সদর-দপ্তরের অধিকর্তা ভ্লাদিমির খিজ্‌নিয়াকোভ ও অন্যান্য অফিসারদের — যাঁদের অধিকাংশই ভোলগা তীরের মহা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন — পরিচালনাধীন গোলন্দাজদের বিষয়ে সুবাক্য উচ্চারণ না করে পারা যায় না। গোলন্দাজরা পারদর্শিতার সঙ্গে কামান চালিয়ে প্রয়োজনীয় জায়গায় গোলাবর্ষণ ক'রে শত্রুর উপর প্রবল ও সঠিক আঘাত হানত।

হিটলারের 'টাইগার' আর 'ফ্যার্ডিনাণ্ড' ট্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এরূপ ভারী ট্যাঙ্ক প্রথমে পাদভূমিতে আমাদের কাছে কমই ছিল। ওগুলোর সঙ্গে লড়ছিল আর্টিলারি, প্রধানত বৃহৎ ক্যালিবরের কামান। আমাদের আক্রমণের পাদভূমির বিলোপ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ওয়ার্‌শ'র উপকণ্ঠ থেকে প্রেরিত 'হের্মান গেরিঙ' ডিভিশন ও অন্যান্য ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলোকে রুখেছিল ও বিধ্বস্ত করেছিল বৃহৎ ক্যালিবরের আর্টিলারি আর পদাতিক সৈনিকরা। লড়তে হয়েছিল স্তালিনগ্রাদের মতো। সোজা লক্ষ্যপাত, হাতবোমার তাড়া, লড়াইয়ের সময় শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া ফাউস্টপ্যাট্রন নামক গ্রেনেড লঞ্চারগুলো এবং — যেটা হল বড় কথা — সোভিয়েত মানুষের দেশপ্রেম আর বীরত্ব বাছাই করা ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর পথ রোধ করে দেয়।

আমাদের পদাতিক সৈনিক আর ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা রণাঙ্গনে পরস্পরকে সর্বদা সাহায্য করেছে, মুক্ত মাটিকে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন ক'রে তারা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে।

ভিস্টুলা তীরে আক্রমণের অন্যান্য পাদভূমিরই মতো মাগনুশেভের পাদভূমিও সেই তোরণে পরিণত হয় যার ভেতর দিয়ে আমাদের সৈন্যরা পোল্যাণ্ডকে মুক্তিদানের জন্য অগ্রসর হয়।

www.pathagar.com

শুরু হল শান্ত ও মন্থর আত্মরক্ষা পর্ব অথবা, সঠিকভাবে বললে, গর্তের জীবন। এরূপ পারিস্থিতিতে বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে সতর্কতা।

সুদীর্ঘ আত্মরক্ষায় ফ্রণ্ট লাইনের অচলতা লোকের গা-সওয়া হয়ে যায়, শত্রুকে দেখে দেখে 'অভ্যস্ত' হয়ে উঠে এবং কখনও কখনও অবস্থা অনুযায়ী একে অন্যকে 'মানুষের মতো' বসবাস করতে বাধা দেয় না। যেমন, মাঠের উপর চলন্ত কুকিং ট্রাকের উপর গুলি ছোঁড়া হয় না, জল তুলতে বাধা দেওয়া হয় না...

এর কারণ সম্ভবত এই যে আক্রমণকারীর চেয়ে আত্মরক্ষাকারী ইউনিটগুলোকে কম গোলাবারুদ, মাইন আর কার্তুজ দেওয়া হয়ে থাকে, কেননা ওই সময় নির্ধারক ঘটনার জন্য শক্তি ও সামগ্রী পুঞ্জীভূত করা হয়। এবং যোদ্ধা ভাবে: 'আমি যদি খাবারের জন্য, কুকিং ট্রাকের দিকে গমনরত জার্মানদের উপর গুলি ছুঁড়ি, তাহলে গোলাবারুদ খরচ হবে, আর তখন শত্রু খেপে গিয়ে যদি তার জবাবে পাল্টা গুলি — এবং বেশি পরিমাণে গুলি — চালাতে শুরু করে তাহলে গর্তের বিশ্রী জীবন দশ গুণ বেশি দুঃসহ হয়ে উঠবে।'

গর্তের জীবন কী জিনিস সে সম্পর্কে বেশিকিছু বলার প্রয়োজন নেই। যারা তার 'স্বাদ' পায় নি তারা স্যাঁতস্যাঁতে ভূগর্ভ তলায় অথবা ছোট্ট জানলাযুক্ত ভূগর্ভ কুঠরিতে নামলেই বুঝতে পারবে কীভাবে লোকে এরূপ পরিস্থিতিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, আর কখনও কখনও মাসের পর মাস এই অপেক্ষায় বসে থাকত যে এই ভূগর্ভ তলা বা ভূগর্ভ কুঠরি যেকোন মুহূর্তে গোলা অথবা মাইন লেগে ধসে পড়বে এবং তারা নোংরা কাঠের তলায় চাপা পড়ে মারা যাবে।

তাছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রহরী রূপে চৌকিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, গোপনে বসে থাকতে হয়, — কখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে, কখনও কড়া রোদের মধ্যে আর কখনও বা হিমেল হাওয়া ও তুষার ঝড়ের মধ্যে।

যে বোম শেল্টারে থেকেছে সে জানে ওগুলোর আর্দ্র ও ঠাণ্ডা নির্বাকতা। তবে বোম শেল্টারে মানুষ প্রতিরক্ষা লাইনের প্রথম অবস্থানের ট্রেঞ্চ অথবা ডাগ-আউটের চেয়ে অনেক বেশি ভালো বোধ করে। সৈনিক ভুগে কেবল সর্বপ্রকার অভাবেই নয়, জীবনের ক্লান্তিকর বৈচিত্র্যহীনতায়ও। সেই জন্যই

www.pathagar.com

সে যেকোন নতুন ঘটনায় — এমনকি অতি তুচ্ছ ঘটনায়ও — গভীর আনন্দ লাভ করে। ট্রেঞ্চগুলোর মাঝখান দিয়ে যদি খরগোশ ছুটে যায়, তাহলে সবাই উল্লসিত হয়ে উঠে। বাজনা বা গান শুনতে পেলে সৈনিকরা নীরব হয়ে যায় ও আত্মবিস্মৃত হয়ে তা শুনতে থাকে।

বৈচিত্র্যহীনতা হচ্ছে এক মারাত্মক রোগ। সে রোগকে বাড়তে দেওয়া উচিত ছিল না। সৈনিকের সতর্কতা কমলে চলবে না। তা আমাদের রাজনৈতিক ও পার্টি কর্মীরা বুঝতেন। তাঁরা চেষ্টা করতেন যাতে একটি লোকও নিজেকে অবহেলিত বোধ না করে, প্রত্যেকের প্রতি তাঁদের দরদ ছিল। সাব-ইউনিটগুলো পরিদর্শনে গেলে আমি পার্টি কর্মীদের কাজের বিষয়ে জানতে চাইতাম। লক্ষ্যনিষ্ঠতা আর ক্লান্তিহীনতার জন্য একটি লোককে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। সে হল ২২০তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্টের একটি কোম্পানির পার্টি-সংগঠক সাব-লেফটেনেণ্ট ভাসিলি ভিবোর্নোভ।

রাতগুলো লম্বা হওয়াতে সে আনন্দিত হয়েছিল: তার মানে বেশিকিছু করা যাবে, কেননা অগ্রবর্তী এলাকায় কাজ করা সম্ভব কেবল রাত্রির অন্ধকারে। সন্ধ্যা হতেই সে ট্রেঞ্চে চলে যেত। সৈনিকরা সর্বত্র তার আগমনে খুশি হত, তাকে হাজারো প্রশ্ন জিজ্ঞাস করত। পার্টি-সংগঠকের আলাপ চলত গ্রুপের সঙ্গে এবং আলাদা আলাদা যোদ্ধার সঙ্গে। তারা সব বিষয়েই জানতে চাইত, তবে সর্বাগ্রে অবশ্য সোভিয়েত ইনফরম্যাশন ব্যুরোর তাজা খবর। তা দিয়েই আলাপ আরম্ভ হত। আর পরে সবার অজান্তেই আলোচনার বিষয় বদলে যেত: আজ সাব-ইউনিটে কী কী ঘটেছে, কে কোন্ ভালো কাজ করেছে, সারা দিনে কোন্ যোদ্ধা কী দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে। যোদ্ধাদের সঙ্গে মনখুলে কথা বলার মানে হচ্ছে অনেককিছু: মানুষ তখন নিজেকে অধিক চাঙ্গা বোধ করে, ফুর্তিতে কাজ চলে এবং চোখও শত্রুর দিকে বেশি নজর রাখে।

আর পার্টি-সংগঠক কেবল কথাই বলত না, যোদ্ধার অস্ত্রও পরীক্ষা করত। যেমন, একদিন সে সৈনিক স্ক্ভরৎসোভের মেশিনগানটি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল যে লক ফ্রেমটিতে বালু লেগে আছে।

— লড়াইয়ের সময় তোমার মেশিনগান কাজ না-ও করতে পারে। তখন নিজেকে এবং সাথীদের ডোবাবে।

ভিবোর্নোভ তাকে সতর্ক করে দিল যে আপাততঃ সে মেশিনগানের বিকলতা সম্পর্কে কাউকে কোনকিছু বলবে না, তবে এক ঘণ্টার মধ্যে যেন

www.pathagar.com

অস্ত্রটিকে মুছে চকচকে করে তোলা হয়। এরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ সাবধানবাণী শাস্তির চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ।

যোদ্ধারা জ্যান্ত কথা ভালোবাসে। এবং পার্টি-সংগঠক কেবল নিজেই সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলত না, সে কমিউনিস্টদেরও বলত তারা যেন হামেশা লোকের সঙ্গে থাকে, তাদের ডাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়।

অগ্রবর্তী এলাকার যোদ্ধারা এমন কোন রাতের কথা স্মরণ করতে পারে নি যখন পার্টি-সংগঠক তাদের কাছে আসে নি। তারা সর্বদা তার যত্ন-আত্তি অনুভব করত। সে তাদের সমস্ত সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে চেষ্টা করত।

— দুশমন আমাদের কাছ থেকে মাত্র ৪০০ মিটার দূরে, — বলত যোদ্ধারা, — কিন্তু ভিবোর্নোভ বলল যে এখানেও ভালো ক'রে বিশ্রাম করা সম্ভব। দেখছেন, আমাদের মাটির তলার ঘরগুলো কত গরম। এখানে খবর কাগজ, পত্রিকা, বইপুস্তক সবই আছে। আমাদের পার্টি-সংগঠক তা জোগাড় করেছে।

জীবন প্রমাণ করেছে যে 'গর্তের মেজাজ' সর্বদা ও সর্বত্র দেখা যায় না। যদি কোম্পানিতে ও প্ল্যাটুনে পার্টিগত রাজনৈতিক কাজ ভালোভাবে চলে তাহলে এরূপ মেজাজ পুরোপুরিই এড়ানো সম্ভব, যেমনটি ঘটেছিল আমাদের ক্ষেত্রে, মাগনুশেভের আক্রমণের পাদভূমিতে। প্রতিরক্ষায় প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে: উচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা, যাতে সৈনিকরা শত্রুর কথা ভুলে না যায়। শত্রু যেকোন মুহূর্তে আক্রমণ চালাতে, এবং অল্প শক্তি নিয়োগ করে আচমকা ও দ্রুত বিপুল সাফল্য অর্জন করতে পারে। যোদ্ধাদের হামেশা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত যে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষায় লিপ্ত শত্রু-বাহিনীগুলো খুব সম্ভব আক্রমণ চালাবে না অথবা আঘাত হানবে না, তা করবে রিজার্ভ থেকে প্রেরিত নতুন শক্তিগুলো। আত্মরক্ষা কার্যে লিপ্ত ফৌজ প্রায়ই অপ্রত্যাশিত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত তাজা শক্তিগুলো সমাবেশের জন্য ঢালের ভূমিকা পালন করে।

ভাববেন না যে মাগনুশেভ্ পাদভূমিতে প্রতিরক্ষামূলক নিস্তব্ধতার দিনগুলোতে ৮ম রক্ষী বাহিনী নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে হেমন্তের দীর্ঘ রাতগুলো কাটিয়েছে। যখন কামান নীরব থাকে, তখন কাজ করে তল্লাসী সৈনিকরা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটে স্যাপাররা, আর সদর-দপ্তরগুলো বিশ্রামের কথা ভুলে যায়।

তল্লাসী বাহিনী কাজ করত নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং যথা সময়ে শত্রু-সৈন্য সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ করত। প্রথম ট্রেঞ্চে কী রকমের দুশমন বসে আছে

www.pathagar.com

এবং কী তার মতলব তা জানা খুবই ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ, তবে মোটেই যথেষ্ট নয়। শত্রুর অগ্রবর্তী অঞ্চল থেকে দশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে তার পশ্চাদ্ভাগে কী ঘটছে তা ভালোভাবে কল্পনা করার জন্য গভীর তল্লাস কার্য চালানো দরকার। তার মানে এ নয় যে কোম্পানি বা ব্যাটেলিয়নের কমান্ডারকে এত অভ্যন্তরে তল্লাস কার্য চালাতে হবে। এর জন্য তার কাছে শক্তি ও সঙ্গতি নেই। তবে যতদূর দৃষ্টি যায় তার শত্রুর অবস্থান ও পশ্চাদ্বর্তী এলাকা নিরীক্ষণ করা অথবা নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করা উচিত। একমাত্র তখনই শত্রুর আক্রমণ তার কাছে আকস্মিক বলে মনে হবে না। গভীর তল্লাস কার্য চালাতেন ডিভিশন, কোর আর বাহিনীর সেনাপতিরা।

সৈন্যরা দৃঢ় ঘাঁটি গড়ছিল। আক্রমণের পাদভূমিতে নিজেদের অবস্থান এমনভাবে সুদৃঢ় করা প্রয়োজন ছিল যাতে শত্রু আমাদের এমনকি এক মিটারও পেছনে হটাতে না পারে। আমরা দু'টি অবস্থান গড়ে তুললাম, এগুলোর প্রতিটিতে ছিল আশ্রয় স্থল ও ডাগ-আউট সমেত দু'-তিনটি ট্রেঞ্চ। ভিস্টুলার উপর আটটি সেতু স্থাপন করলাম, — প্রতিটি সেতুর বহনক্ষমতা ছিল ৬০টন পর্যন্ত। সেতুগুলোর সামনে ঘাঁটি গড়া হয়েছিল। এ সমস্তকিছুর জন্য অবস্থানে ও রিজার্ভে বর্তমান সমস্ত বাহিনীকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়।

আমরা অনুমান করতে পারছিলাম যে সময় এলে মাগনুশেভের আক্রমণের পাদভূমি থেকে ফ্রন্টের শক্তি দিয়ে প্রধান আঘাত হানা হবে। সেই জন্যই প্রতিরক্ষামূলক কাজ চালাচ্ছিলাম বৃহৎ শক্তির দ্বারা আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের কথা বিবেচনা ক'রে।

আক্রমণের পাদভূমিতে জলা জমি ছিল অনেক। জেনারেল ত্কাচেঙ্কোর পরিচালনাধীনে স্যাপারদের অনেক খাটতে হয়। তারা জলা আর বালুর উপর দিয়ে প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ গড়ে।

শক্তি বাঁচানোর জন্য এবং ফৌজের সামরিক প্রস্তুতির উচ্চ মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমরা অগ্রবর্তী এলাকায় সময় সময় ইউনিটগুলো বদলাতাম। এ ধরনের প্রথম বদল ঘটে ৮ সেপ্টেম্বর রাত্রে। প্রথম এশিলনে থেকে যায় ন'টির মধ্যে চারটি ডিভিশন, বাকীগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় দ্বিতীয় এশিলনে, যেখানে ওগুলো পুরোপুরিভাবে সংগঠিত হয়, সামরিক প্রস্তুতি নেয় ও বিশ্রাম করে।

এবার দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায় যে প্রথম বেলোরুশ ফ্রন্টের অন্তর্গত ৮ম রক্ষী বাহিনী নতুন পরিস্থিতিতে সাফল্যের সঙ্গে আরও একটি সামরিক

www.pathagar.com

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং অধিকতর কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের দাবি জানানোর জন্য নৈতিক অধিকার অর্জন করে। মাগনুশেভ্ পাদভূমি পরিণত হয় আমাদের জয়যাত্রার পাদভূমিতে।

কেন্দ্রীয় স্ট্রাটেজিক দিকে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম-হেমন্তকালীন অভিযানের ফলে সোভিয়েত বাহিনীগুলো পরবর্তী আক্রমণের জন্য নারেভ আর ভিস্টুলা নদীদ্বয়ের সীমানায় পৌঁছে গিয়ে পাদভূমিসমূহ অধিকার ও মজবুত করেছিল। ২য় বেলোরুশ ফ্রন্ট — পুলতুস্ক ও সের্দোৎস্ক অঞ্চলে নারেভ নদীর তীরে; ১ম বেলোরুশ ফ্রন্ট — মাগনুশেভ্ ও দেমব্লিন-পুলাভা অঞ্চলে; ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট — সান্দমির অঞ্চলে।

অন্যান্য রণাঙ্গনেও সোভিয়েত বাহিনীগুলো বেশকিছু সাফল্য অর্জন করে। ১৯৪৪ সালের হেমন্ত কালে শত্রু অধিকৃত সোভিয়েত ভূখণ্ডের প্রায় সবটাই মুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

চাপ দেওয়া স্প্রিং সোজা হচ্ছে

১

মস্কোয় ক্রেমলিনের ঘণ্টা বেজে ১৯৪৫ সালের সূচনা ঘোষিত করল।

এই নতুন বছরটিকে আমরা বরণ করলাম আসন্ন বিজয়ের বছর হিশেবে... কারো সন্দেহ ছিল না যে ঠিক এই বছরেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে, নাৎসি জার্মান ফৌজের হবে পূর্ণ পরাজয়, পূর্ণ মুক্তি লাভ করবে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইউরোপীয় জাতিসমূহ। ঘনিয়ে আসছিল সেই সময়টি, কয়েক বছর যার অধীর অপেক্ষায় ছিল সমস্ত সোভিয়েত মানুষ,— এবার আমাদের বাহিনীগুলো প্রবেশ করবে হানাদারদের ভূখণ্ডে।

লাতভিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের উত্তর-পশ্চিম অংশের অনতিবৃহৎ একটি ভূখণ্ড কুর্লিয়ান্দিয়া ছাড়া সোভিয়েত দেশ তখন পুরোপুরিভাবে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছিল। মুক্তি লাভ করেছিল প্রায় সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ। রুমানিয়ায়, বুলগেরিয়ায় যুগোস্লাভিয়ায়, আলবানিয়ায়, পোল্যান্ড আর হাঙ্গেরির মুক্ত মাটিতে শুরু হচ্ছিল বৈপ্লবিক জন-গণতান্ত্রিক রূপান্তর। সাম্রাজ্যবাদী জোটে নতুন ভাঙ্গন দেখা দেবে, এবং অনেকগুলো ইউরোপীয় দেশে সমাজতন্ত্র বিজয় লাভ করবে। বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চ তখন গরম। হিটলারী শাসন ছিল মরণোন্মুখ।

এ দিকে হিটলারের প্রাক্তন মিত্ররা ফ্যাসিস্টবিরোধী জোটের স্বপক্ষে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে শুরু করে।

তেহেরান সম্মেলন, ডুম্‌বার্টন ওক্স্ সম্মেলন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল... তবে ইয়ালতার সম্মেলন তখনও আহূত হয় নি, — ফ্যাসিজম এবং সমগ্র বিশ্বে তার কুফলের বিলোপ সাধনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলো মিত্র শক্তিবর্গ কর্তৃক ওখানেই গৃহীত হয়েছিল।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম-হেমন্ত কালীন অভিযান আরম্ভ হওয়ার আগে আমাদের যে-সমস্ত চিন্তাভাবনা ছিল আমি আবার তা নিয়েই আলোচনা করতে চাই।

www.pathagar.com

১৯৪৫ সালে হিটলার আর তার জেনারেলদের ভরসা কী ছিল?

জার্মানিতে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে হিটলারকে সরানোর কমবেশি সক্রিয় সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৪৪ সালের ২০ জুলাইয়ের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর সেনাপতিমণ্ডলীতে ও সরকারী মহলে সর্বপ্রকার বিরোধিতার অস্তিত্ব লোপ পায়। হিটলার নিষ্ঠুরভাবে বিরোধীদের দমন করে এবং নিজের জেনারেলদের আবার শর্তহীন বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে।

জার্মান জনগণের কাছেও ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের নিষ্ঠুর, রক্তাক্ত ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ স্বরূপ পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়ে আসছিল। নিজের হাতে ক্ষমতা রক্ষার জন্য ফ্যাসিস্ট শাসকরা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি আর প্রাণহানিতে কুণ্ঠিত হত না।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম-হেমন্ত কালীন অভিযানের সময় লাল ফৌজ ৯৬টি জার্মান ডিভিশন আর ২৪টি ব্রিগেডকে ধ্বংস অথবা বন্দী করে। ২১৯টি ডিভিশন ও ২২টি ব্রিগেড বিধ্বস্ত ও বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওগুলো নিজের লোকসংখ্যার ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ হারায়। এক অভিযানে নাৎসি জার্মানির মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ্য করলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়: ১৬ লক্ষ লোক, ৬,৭০০ ট্যাঙ্ক, ১২ সহস্রাধিক বিমান। নাৎসিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইউরোপীয় শিল্প ১৯৪৪ সালে বিশেষ করে তার প্রথমাংশে, সমস্ত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ক'রে সামরিক ফরমায়েশগুলো পালন করতে পারছিল , — যুদ্ধের শুরুতে যে-পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছিল তখন এমনকি তার চেয়ে অনেক বেশিই জোগাচ্ছিল। কিন্তু পশ্চিম অভিমুখে লাল ফৌজের অগ্রগতির ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের উৎসগুলো একে একে নাৎসিদের হাত-ছাড়া হতে থাকে এবং বছরের শেষ নাগাদ জার্মান কারখানাগুলো সামরিক উৎপাদন হ্রাস করতে বাধ্য হয়।

অন্য দিকে, সে সময় সোভিয়েত শিল্প তার উৎপাদনের গতি বৃদ্ধি করে চলে। লাল ফৌজ পাচ্ছিল অতি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জাম।

আজ আমরা জানি — এবং বহু জার্মান জেনারেলই তা স্বীকার করেছে — যে হিটলার সামরিক প্রযুক্তির হিসাব রাখতে জানত, যে সামরিক উৎপাদনের প্রশ্নাদি নিয়ে মাথা ঘামাত, সর্বদা নিজের সৈন্য বাহিনীর প্রযুক্তিগত ক্ষমতার ও নিজের ডিভিশনগুলোর জনবলের খবর রাখত। তাই হিটলার নিশ্চয়ই জানত যে সামরিক ক্ষেত্রে তার কোন আশা-ভরসা ছিল না। সমস্ত আশা-ভরসা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

মিত্র শক্তিসমূহের মধ্যে মতভেদ ঘটানোর উপরই ছিল ভরসা। তারা আশা করছিল যে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে নতুন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইঙ্গো-মার্কিন শাসক মহলগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। এখন আমরা জানি যে এ ধরনের আশা পোষণ করার পেছনে কিছুটা যুক্তিও ছিল, যখন কেবল শাসক মহলগুলোকে কেন্দ্র করেই তা করা হত। কিন্তু নাৎসিরা বরাবরকার মতোই জাতিসমূহকে হিসেবের মধ্যে ধরত না, এবং আগেকার মতোই বাঞ্ছিতকে বাস্তব হিশেবে হাজির করত।

এ হেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের পক্ষে নিছক হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ চলছিল। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও হিটলার তখনও সর্বভুক যুদ্ধাগ্নিতে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি ঠেলে দিতে পারছিল, এবং আমাদের কেউই বার্লিন অভিযানকে প্রমোদ বিহার বলে বিবেচনা করছিল না। শত্রুর অতি দৃঢ় আত্মরক্ষা লাইন বিনষ্ট করার প্রয়োজন ছিল আমাদের। ফ্রন্ট লাইনও অনেকটা কমে গিয়েছিল। এর ফলে হিটলারের সেনাপতিমণ্ডলী ঘন ব্যূহ রচনা করতে সমর্থ হল ও দৃঢ় প্রতিরোধ দানে সক্ষম বাহিনীগুলো দিয়ে প্রতিবন্ধকসমূহ মজবুত করতে পারল। বড় বড় রকমের পরাজয় সত্ত্বেও জার্মান সৈনিক তখনও প্রতিরোধ ক্ষমতা হারায় নি। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে আমাদের বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে ছিল ৩১ লক্ষ জার্মান সৈন্য। আমাদের রুখার জন্য হিটলারের বাহিনীগুলোর কাছে ছিল ২৮,৫০০টি তোপ আর মর্টার কামান, ৩,৯৫০টি ট্যাঙ্ক আর আক্রমণাত্মক কামান, ১,৯৬০টি জঙ্গী বিমান। এই সমস্ত বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে গড়া হচ্ছিল শক্তিশালী মজুদ সৈন্যদল। ওগুলোতে ছিল ২০ লক্ষাধিক লোক, ২,৭০০টি কামান, ১,০৯০টি ট্যাঙ্ক ও ৯৩০টি জঙ্গী বিমান। ঘটনা প্রবাহে দেখা গেছে যে এই সমস্ত মজুদ সৈন্যদলের অধিকাংশই ব্যবহৃত হয়েছিল পূর্ব রণাঙ্গনে।

নতুন বছরের গোড়ার দিকে সংগ্রামী সোভিয়েত বাহিনীতে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ লক্ষ। ওই সময় নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প এবং সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টিলারি গড়ে তুলেছিল। আমাদের হাতে ছিল ৯১,৪০০টি তোপ আর মর্টার কামান, ২,৯১৩টি রকেট প্রজেক্টর। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিল প্রায় ১১ হাজার ট্যাংক ও স্বয়ংচল কামান, ১৪ হাজার ৫০০ জঙ্গী বিমান। এ সমস্তকিছুই অনেক পরের ঘটনা। অথচ ১৯৪১ সালে দেশকে অতি প্রচণ্ড এক আঘাত সইতে হয়েছে,

www.pathagar.com

তার বিশাল ভূখণ্ড — যেখানে অবস্থিত ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কেন্দ্র আর কাঁচামালের উৎসগুলো শত্রু তখন লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল। সোভিয়েত জনগণ সমগ্র বিশ্বকে দেখিয়ে দিল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তি ও ক্ষমতা।

১৯৪৫ সাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ বছরের সামরিক কর্তব্যাদি নির্ধারিত হচ্ছিল সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতির দ্বারা। আমাদের কাজ ছিল পূর্ব প্রাশিয়ায়, পোল্যাণ্ডে, চেকোস্লোভাকিয়ায়, হাঙ্গেরিতে ও অস্ট্রিয়ায় শত্রুর শক্তিশালী বাহিনীগুলোকে বিধ্বস্ত করা এবং বার্লিন দখল করা। সাধারণ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পৃথক শান্তি চুক্তির বিষয়ে ইঙ্গো-মার্কিন শাসক মহলগুলোর কিছু প্রতিনিধির সঙ্গে নাৎসিদের আলাপ-আলোচনা শুরু করার প্রচেষ্টা এবং পূর্ব-ইউরোপীয় সমস্যাবলি নিয়ে মিত্র শক্তিগুলো এবং আমাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠা মতভেদ আমাদের খুব কম সময়ই দিচ্ছিল।

সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে আঘাতের প্রধান দিক রয়ে গিয়েছিল সেই দিকটি, যেখানে লড়ছিল ১ম ও ২য় বেলোরুশ এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলোর সৈন্যরা, — পজনান্ — ব্রেস্লাউ — পমেরানিয়া — ওয়ার্‌শ — বার্লিন। এখানেই চূড়ান্ত লড়াই হওয়ার কথা।

যুদ্ধের ইতিহাসে এমন বহু উদাহরণ আছে যখন রাষ্ট্রের রাজধানীর পতনের পরও যুদ্ধ চলতে থাকে। তবে আমাদের এরূপ ভাবার কোন ভিত্তি ছিল না যে এবার বার্লিনের পতনের পরও যুদ্ধ চলতে থাকবে। তাই অপারেশনগুলোর পরিকল্পনাতে আমাদের যে অন্তিম লক্ষ্যটি ছিল তা হল — বার্লিন দখল ক'রে যুদ্ধের অবসান ঘটানো।

পশ্চিম থেকে বার্লিন অভিমুখে এগুতে থাকে আমাদের মিত্র শক্তিবর্গের বাহিনীগুলো। এটা সত্যি যে ওদের আক্রমণাভিযান চলছিল আমরা যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেকটা মন্থর গতিতে। আর জানুয়ারি মাসে তারা বড় রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হয়, — যদিও এমনকি সৈন্য অবতরণের প্রথম দিনগুলো থেকেই পশ্চিম রণাঙ্গন নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীর জন্য প্রধান রণাঙ্গন ছিল না। ফ্যাসিস্ট সংবাদপত্র 'নাৎসিওনাল ত্‌সাইটুঙ' ১৯৪৪ সালের ৮ জুলাই স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিল যে পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েত আক্রমণাভিযানের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলিকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, পূর্ব রণাঙ্গন কিছুতেই গৌণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় নি। আগেরই মতো ইউরোপের জন্য আসল বিপদ রয়েছে পুবে।

www.pathagar.com

ভেরমাখ্‌টের নতুন নতুন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে ‘বার্লিনের ত্‌সাইটুঙ’ সংবাদপত্র ১৩ জুলাই তার পাঠকদের এই বলে সান্ত্বনা দিল যে সোভিয়েত ফৌজের প্রবল চাপের মুখে জার্মানি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এবং সারা গত বছর ধরে অধিকৃত ভূখণ্ড হাতে রেখেছে, যা এখন ভারসাম্য অর্জনের জন্য ছেড়ে দেওয়া যায়, এবার জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর রণকৌশল সম্ভবত ভিন্ন, কিন্তু সেনাপতিমণ্ডলী এমনকি যদি শত্রুকে আটকে রাখতে ও বিধ্বস্ত করতে ইচ্ছুক, তাহলে তার মানে এখনও এটা নয় যে ভূখণ্ডের কোন একটি অংশ পরিহারকে পশ্চিমে ও পূর্বে মহা সংগ্রামের সাধারণ গতির পক্ষে চূড়ান্ত তাৎপর্যবহ সংকটজনক ঘটনা হিশেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

কিন্তু জীবন নির্দয়ভাবে হিটলারের পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঘটাল। সামরিক-ঐতিহাসিক সাহিত্যে পশ্চিমী লেখকদের আলোচনা করতে শোনা যায় কেন হিটলার ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক পাল্টা-আক্রমণ চালিয়েছিল। পশ্চিমী লেখকরা তাঁদের ব্যাখ্যায় জেনারেলদের সঙ্গে এক সাক্ষাতের সময় হিটলার উচ্চারিত কয়েকটা কথার উদ্ধৃতি দেন। তা আর্ডেনেস পাহাড় অঞ্চলে পাল্টা-আক্রমণের ইতিহাসের উপর কিছুটা আলোকসম্পাত করে। হিটলার বলেছিল: ‘যে মনোযোগ সহকারে ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করছে সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে আমাদের শত্রুদের মধ্যে বিরোধ ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে চলেছে। এখন যদি আমরা ওদের উপর আরও কয়েকটি জোর আঘাত হানতে পারি, তাহলে যেকোন মুহূর্তে আশা করা যায় যে এই বহুল প্রচারিত ‘ঐক্য ফ্রণ্ট’ কান-ফাটানো বজ্র-নাদে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে...’

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এরম্যান এ থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে হিটলারের মনে হয়েছিল ‘জার্মানি যদি প্রধান রণাঙ্গনগুলোর কোন একটিতে বিপক্ষের উপর যথেষ্ট প্রবল আঘাত হানতে সক্ষম হয় তাহলে এর দ্বারা সে নির্দিষ্ট বিপক্ষের সঙ্গে অন্য রণাঙ্গনের পরিস্থিতি নির্বিশেষে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য কমবেশি গ্রহণযোগ্য শর্ত পাবে। হিটলার আশা করেছিল যে রুশদের চেয়ে পশ্চিমী শক্তিসমূহের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা সহজতর হবে।’

নিঃসন্দেহেই এই ব্যাখ্যার পেছনে কিছুটা যুক্তি রয়েছে, তবে তা পুরোপুরিভাবে হিটলারের সমস্ত উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটন করে নি। খোদ হিটলার এবং তার জেনারেলরা তাদের সমস্ত আত্মপ্রত্যয় সত্ত্বেও জানত যে ডানকার্ক

www.pathagar.com

অপারেশনের মতো আর কোন অভিযান পরিচালনা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সেকালের সামরিক কৌশলানুযায়ী বাহিনীগুলোকে স্থানান্তরিকরণ সহ জটিল সামরিক অপারেশনের জন্য মিত্র শক্তিবর্গের বাহিনীগুলোর সমস্ত অপ্রস্তুতি সত্ত্বেও বিশেষ সাফল্য অর্জন করা কঠিনই ছিল। সামরিক অভিযানে অন্তত সামান্য সাফল্যও হিটলারের প্রয়োজন ছিল সৈন্য বাহিনী ও জনগণের কাছে মুখ রাখার জন্য, কারণ ইতিমধ্যেই তার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি টলে উঠেছিল।

হিটলার যদি সত্যিই পশ্চিমে সামরিক সাফল্য অর্জন করতে চাইত, তাহলে সে নরম্যান্ডিতে সৈন্য অবতরণে বাধা দেওয়ার জন্য অনেক বেশি চেষ্টা চালাত, — তখনও মহাদেশের ভূখণ্ডে মিত্র শক্তিবর্গের সৈন্য সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না। এমনকি পূর্ব রণাঙ্গনের দৈর্ঘ্য হ্রাস করেও সে তা করতে পারত। কিন্তু ওই সময় আমরা সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। ১৯৪৪ সালে আমাদের গ্রীষ্ম-হেমন্ত কালীন আক্রমণাভিযান ঠেকানোর উদ্দেশ্যে হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনে কম সৈন্য মোতায়েন করে।

যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে বহু জার্মান জেনারেলরা অভিযোগ করে থাকে যে হিটলার তাদের পরামর্শে কান দেয় নি, এবং এটাকেই তারা নাৎসি বাহিনীর অসাফল্যের কারণ হিশেবে দেখাতে চেষ্টা করেছে। ইতিহাসের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার বাসনা সহজবোধ্য। কিন্তু তারা প্রধান জিনিসটি দেখেও দেখে নি। পূর্ব অথবা পশ্চিম রণাঙ্গনে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলাকালে বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি কোনরূপ চূড়ান্ত তাৎপর্য বহন করে নি, কেননা হিটলার কর্তৃক বাধানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাধারণ ধারণাতেই ছিল প্রধান ও চূড়ান্ত গলদ।

পশ্চিমী পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহের বিরুদ্ধে হিটলারের অভিযানের রাজনৈতিক দিকগুলোর উপর ইতিহাসে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আলোকসম্পাত করা হয়েছে।

স্বীকার করা উচিত যে জার্মান সৈন্য বাহিনী পোল্যান্ডের মতো আর কোথাও কখনও এত সহজে বিজয় লাভ করতে পারে নি। বছর বাদে পশ্চিমে কয়েকটি আঘাত হানতেই ফ্রান্সেরও পতন ঘটে। হিটলার পশ্চিমী দেশসমূহের সঙ্গে, ইউরোপের জাতিসমূহের সঙ্গে সংঘর্ষ ক্রমশই গভীর করে তুলে, আমেরিকার জনমতকেও সে নিজের বিরুদ্ধে খাড়া করে। তবে তাৎক্ষণিক বিজয়ের দ্বারা ফ্যাসিস্ট প্রশাসন সৈন্যদের মেজাজ চাঙ্গা করে তুলে। জার্মান সৈনিক সহজলব্ধ — তবে ফলপ্রসূ — বিজয়ের আনন্দে

www.pathagar.com

উন্মাদ ছিল। সেই সঙ্গে জার্মান সেনাপতিবৃন্দের জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিশেষ ঝুঁকি ছাড়াই পশ্চিম ইউরোপের রণক্ষেত্রগুলোতে সমস্ত ধরনের সৈন্য বাহিনীর যুদ্ধকালীন পারস্পরিক সহযোগিতাও বিকশিত করে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

যুদ্ধে অনাগত সৈন্য বাহিনীর তুলনায় বিজয়ী সৈন্য বাহিনীর, যুদ্ধরত সৈন্য বাহিনীর প্রাধান্যই সর্বদা লক্ষ্য করা যায়। কতকটা এই কারণেই হিটলার গোড়াতে পূর্ব রণাঙ্গনে, রাশিয়ায় বেশকিছু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল।

কিন্তু পরেই শুরু হল যত বাধাবিপত্তি। কুখ্যাত 'বারবারোস' পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছিল না, তার সমস্ত মেয়াদই পেরিয়ে যায়।

আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে হিটলার লাল ফৌজ ও সমগ্র সোভিয়েত জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

সামরিক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রাখার পক্ষে সম্ভব সমস্ত মেয়াদই অতিক্রম ক'রে নাৎসি বাহিনীগুলো মস্কোর উপকণ্ঠে এসে পেঁৗছেছিল এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর হাতিয়ারপত্র হারিয়েছিল। সুদক্ষ যেকোন সেনাপতিই একবার ভেবে দেখত, মস্কোর প্রতিরক্ষকদের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের পরিস্থিতিতে অন্ধ অটলতা নিয়ে তা অধিকার করার প্রচেষ্টা চালানো উচিত হবে কি? সমরবিজ্ঞান অন্য কোনো সিদ্ধান্ত বাতলাচ্ছিল, রাজনীতিজ্ঞও নতুন উপায়াদি খুঁজত, কিন্তু হিটলার নিজেই নিজেকে মস্কোর লড়াইয়ে জড়িত করে, যার ফলে পূর্ব রণাঙ্গনে এবং সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সে প্রথম বড় রকমের পরাজয় বরণ করে। দেখা গেল যে তৃতীয় রাইখের 'অজেয় বাহিনীও' প্রহৃত — অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হতে পারে।

হিটলার-রাজনীতিক আরও একবার পরিস্থিতি বিবেচনা করার সুযোগ পেল।

পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে কিছু পশ্চিমী ব্যক্তিবৃন্দের সঙ্গে গোপনে ইতিমধ্যেই হিটলারের চরদের কথাবার্তা চলছিল, তবে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার সম্ভাবনা তখনও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না...

যুদ্ধের প্রথম বছরে হিটলার কয়েক হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়েছিল। সে বিশাল বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নেয়। এর আগে আর কখনও জার্মানি অস্ত্রবলে এত পরিমাণ জমি দখল করে নি। তবে ফ্যাসিস্ট শাসনের চরিত্রটিই ছিল এমন যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাকে নিত্য নতুন হঠকারিতার আশ্রয় নিতে হচ্ছিল। পরদেশ দখল

www.pathagar.com

সংক্রান্ত ঘোষিত কর্মসূচি আর পরিকল্পনাগুলো বর্জন করার মানেই ছিল এই শাসনের অবসান। তাই হিটলার ১৯৪২ সালে নতুন আক্রমণাভিযান শুরু করে। তখন সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ চালানোর শক্তি ও সম্ভাবনা তার ছিল না, সে আঘাত হানার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে অধিকতর সংকীর্ণ এক এলাকায়, ধাবিত হয় স্তালিনগ্রাদ আর ককেশাস অভিমুখে।

নাৎসি বাহিনীগুলো স্তালিনগ্রাদের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হিটলার স্তালিনগ্রাদের পতন ঘোষণা করে... কিন্তু স্তালিনগ্রাদের পতন হয় নি। পাউলিউসের বাহিনী শক্তি নিঃশেষকারী ও নিষ্ফল রাস্তার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। আমাদের পশ্চাতে থাকে ভোলগা তীরের সংকীর্ণ একটি পাড়...

গরমের সময়। হানাদার বাহিনীর ব্যাপক স্থানান্তরণের জন্য এখনও অনেক সম্ভাবনা আছে। কিন্তু না! উন্মাদের অটলতা নিয়ে হিটলার স্তালিনগ্রাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে। সামরিক বিচারে নির্দিষ্ট পর্যায়ে এই আক্রমণ নাৎসিদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। স্তালিনগ্রাদে অকৃতকার্যতা হিটলারী শাসনের জন্য অনেক রাজনৈতিক বিপদ ডেকে আনবে। হানাদার বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা অসম্ভব রকমে প্রসারিত হতে থাকে, হেমন্ত আর শীতের জলকাদার সময় ঘনিয়ে আসে। আমাদের প্রত্যাঘাত এবং পাল্টা আক্রমণের সময়ও কাছিয়ে আসে। কিন্তু হিটলার গোঁ ছাড়বে না। সে বলে, স্তালিনগ্রাদ দখল করতেই হবে! এরূপ পাগলামির ফল কী হয় তা সবারই জানা আছে...

যুদ্ধের তৃতীয় বছর। সমস্ত শক্তি একত্রিত ক'রে হিটলার রণাঙ্গনের সংকীর্ণ একটা এলাকায় আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা গড়ে। এবার ফ্রন্ট লাইনের দৈর্ঘ্য হাজার কিলোমিটার নয়, শ' নয়। যে-শক্তি নিয়ে সে যুদ্ধ শুরু করেছিল এবার তার হাতে সেই পরিমাণের চেয়ে কম শক্তি ছিল না। শুরু হয় কুর্স্কের লড়াই, শুরু হয় বিশাল ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ। হানাদার বাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়... হানাদার বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে!

যুদ্ধ চলতে থাকে জার্মানির সীমান্তে। প্রতিশোধের সময় ঘনিয়ে আসে... পেছনে 'জেনারেলদের বিদ্রোহ'।

তাড়াহুড়ো আক্রমণাভিযান আরম্ভ হয় আর্ডেনেস পাহাড় অঞ্চলে।

জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর তারিফ করতে হয় — সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অভিযানটি সংগঠিত হয়েছিল নিখুঁতভাবে। তার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল গভীর গোপনীয়তার মধ্যে, এবং আকস্মিকতার ফল পাওয়া গিয়েছিল। এ কথা বলা উচিত যে এর আগে পশ্চিম রণাঙ্গনের ক্ষতি

www.pathagar.com

ক'রে পূর্ব রণাঙ্গনকে দৃঢ়করণের কৌশলটি ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীর সতর্কতা কিছুটা ভোঁতা করে দেয়। ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী হয়তো শত্রুর কাছ থেকে এত চূড়ান্ত ক্রিয়াকলাপ প্রত্যাশাই করেন নি।

হিটলারের জেনারেলরা আণ্টভের্পেন অভিমুখে আর্ডেনেস অঞ্চলে ২৯ থেকে ৩২টি ডিভিশন দিয়ে আঘাত হানার পরিকল্পনা গড়ছিল। আণ্টভের্পেন — ব্রাসেল্স — বাস্তন লাইন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে তারা ২৫-৩০টি মার্কিন ও ব্রিটিশ ডিভিশন ধ্বংস করার কথা ভাবছিল।

আঘাত হানার জন্য সময় ভালোই ঠিক করা হয়েছিল। ওই সমস্ত স্থানে তখন বিমান চলাচলের উপযুক্ত আবহাওয়া ছিল না। নাৎসিরা ভাবল যে ইঙ্গো-মার্কিন শক্তিগুলো আকাশে তাদের বিপুল শ্রেষ্ঠতা ব্যবহার করতে পারবে না।

কিন্তু এরূপ অভিযানের সফল সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি একত্রিত করা হিটলারের সেনাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্ব রণাঙ্গনে ক্ষয়ক্ষতি জার্মান ডিভিশনগুলোকে দুর্বল করে ফেলে, ভিস্টুলায় লাল ফৌজের আক্রমণাভিযানের নিকট সম্ভাবনা মজুত বাহিনীগুলোকে কাজে লাগানোর সুযোগ থেকে জার্মানদের বঞ্চিত করে।

১৬ ডিসেম্বর ভোর বেলা তিনটি জার্মান ডিভিশন — ৬ষ্ঠ SS, ৫ম ট্যাংক ও ৭ম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন — আর্ডেনেস-এ আঘাত হানে। ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলোর পশ্চাদ্ভাগে নামানো হয়েছিল বায়ুসেনার অনতিবৃহৎ কয়েকটি দল। লড়াইয়ের প্রথম ২৪ ঘণ্টা ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী ওই আঘাতটিকে যোগ্য গুরুত্ব দেন নি। ১৭ ডিসেম্বর জার্মান পদাতিক বাহিনী সেন-ভিতের উত্তর-পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ৮ম মার্কিন কোরের প্রতিরক্ষা লাইন অতিক্রম ক'রে ট্যাঙ্ক ডিভিশনগুলোর জন্য পথ পরিষ্কার করে দেয়, এবং ওগুলো মিত্র শক্তিবর্গের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের অভ্যন্তরের দিকে ধাবিত হয়। ১৯ ডিসেম্বর অগ্রণী ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলো লিয়েজ-এর কাছে পৌঁছে যায়, আর ৫ম ট্যাংক বাহিনীর প্রধান শক্তিগুলো গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রতিরোধ না পেয়ে মাস অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে।

পরবর্তী দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও বেশি জটিল হয়ে উঠে। খারাপ আবহাওয়ার দরুন মিত্র শক্তিবর্গের বিমান বাহিনীগুলো বস্তুত নিষ্ক্রিয় থাকে। তবে প্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটে নি এবং তা ঘটা সম্ভবও ছিল না...

২১ ডিসেম্বর আইজেনহাওয়ার সদর-দপ্তরসমূহের অধিকর্তাদের যুক্ত কমিটির কাছে লিখিত একখানি চিঠিতে জানান: 'যদি... রুশরা এই মাসে

www.pathagar.com

অথবা পরের মাসে চূড়ান্ত আক্রমণাভিযানের সঙ্কল্প করে থাকে, তাহলে এ ব্যাপারটি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আমার পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায় তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি আমার সমস্ত পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারি। এরূপ সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে কোনকিছু করা সম্ভব কি?' আইজেনহাওয়ার জানান যে তিনি তাঁর সদর-দপ্তরের বড় এক অফিসারকে মস্কোয় পাঠাতে প্রস্তুত।

২৪ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্তালিনের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় লেখেন: 'আমরা সবাই যাতে আমাদের প্রয়াসের সমন্বয় সাধনের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ করতে পারি তার জন্য আমি জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে এই মর্মে নির্দেশ দিতে চাই যে তিনি যেন পশ্চিম রণাঙ্গনে তাঁর কাজের অবস্থা নিয়ে ও পূর্ব রণাঙ্গনের সঙ্গে পারস্পরিক সহায়তার প্রশ্ন নিয়ে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য তাঁর সদর-দপ্তরের অধিকারপ্রাপ্ত একজন অফিসারকে মস্কোয় পাঠান।'

এরূপ একজন অফিসার অনতিবিলম্বেই মস্কো আসেন।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে জার্মান আক্রমণকারী বাহিনীর সমস্ত শক্তিকে লড়াইয়ে লিপ্ত করা হয়। তবে আশানুরূপ পরিবর্তন এল না।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মান আক্রমণাভিযানের স্পষ্ট হঠকারিতা লক্ষ্য করা গেল। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে ঠিক ওই দিনগুলোতে হাঙ্গেরিতে ২য় এবং ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টগুলোর এলাকায় ইপেল ও গ্রন্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে পূর্ব রণাঙ্গনে কঠোর লড়াই চলছিল। আমাদের বাহিনীগুলো সাফল্যের সঙ্গে শত্রুর প্রত্যাঘাত প্রতিহত ক'রে তার বিরাট একটি সৈন্যদলকে ঘেরাও করে ফেলে।

আর্ডেনেস অভিযানকে সমর্থন জোগানোর জন্য হিটলারের পূর্ব রণাঙ্গন থেকে ডিভিশনগুলো পাঠানো উচিত ছিল, আর তার ফুরন্ত মজুত শক্তিগুলোকে পাঠানো উচিত ছিল হাঙ্গেরি আর পূর্ব প্রাশিয়ায়।

১ জানুয়ারি হিটলারের সৈন্যরা অ্যালসেসে আক্রমণ চালায়। এ ছিল কোন রকমে নিজের মুখ রাখার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট প্রশাসনের শেষ প্রচেষ্টা।

আবারও ইঙ্গো-মার্কিন বিমান বাহিনীগুলোর ক্রিয়াকলাপের সম্ভাবনা সংকীর্ণকারী অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হিটলারী বাহিনী ভগেজ-এ ফ্রণ্ট-লাইন অতিক্রম করে ফেলে। মার্কিন সৈন্যরা এখানেও পিছু হটে যায়। ইংলণ্ডের উপর ফাউ-১ ও ফাউ-২ গোলাবর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

৫ জানুয়ারি ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা স্ত্রাসবুর্গের উত্তরে রাইন নদী অতিক্রম

www.pathagar.com

করে। অ্যালসেসে আক্রমণাভিযানে শক্তি জোগানোর উদ্দেশ্যে হিটলার আর্ডেনেসের উম্পতাংশ থেকে ৬ষ্ঠ SS ট্যাঙ্ক বাহিনীকে ওদিকে পাঠিয়ে দেয়।

কিন্তু হিটলারের হিসাব ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হল, — সে শক্তির বাস্তব অনুপাতের দিকে নজর দেয় নি।

৬ জানুয়ারি চার্চিল স্তালিনের কাছে একটা বার্তা প্রেরণ করেন। তাতে তিনি লেখেন: 'পশ্চিমে অতি কঠোর লড়াই চলছে এবং যেকোন মুহূর্তে সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিজেই জানেন, সাময়িকভাবে উদ্যোগ হারানোর পর যখন অতি বিস্তৃত ফ্রন্ট রক্ষা করতে হয় তখন অবস্থা কত আশঙ্কাজনক হয়ে উঠে... জানুয়ারিতে এবং অন্য যেকোন মুহূর্তে — যা সম্পর্কে আপনি সম্ভবত উল্লেখ করতে চাইবেন — ভিস্টুলা রণাঙ্গনে কিংবা অন্য কোন স্থানে আমরা বৃহৎ রুশ আক্রমণাভিযানের আশা করতে পারি কি না সে বিষয়ে আপনি আমায় কোনকিছু জানালে আমি বিশেষ বাধিত হব।'

১০ জানুয়ারি ৬ষ্ঠ ট্যাঙ্ক বাহিনী অ্যালসেসে যাওয়ার নির্দেশ পেল... কিন্তু তা অ্যালসেসে পৌঁছতে পারল না...

মিত্রদের কঠিন মুহূর্তে সর্বোচ্চ সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী তাঁদের ত্যাগ করেন নি।

বাল্টিক সাগর থেকে কার্পেথিয়ান পর্বত পর্যন্ত সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে নির্ধারিত সময়ের আগে ব্যাপক আক্রমণ চালানোর নির্দেশ পেল লাল ফৌজ। রণাঙ্গন সর্বত্র আবার সচল হয়ে উঠল, এবং তা ১৬ জানুয়ারি হিটলারকে সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গন জুড়ে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য করল।

২

আমাদের নতুন আক্রমণাভিযানের গতি সম্পর্কে কোনকিছু বলার আগে আমি কিছুটা পেছনে ফেরার এবং আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতির কয়েকটি দিক সম্পর্কে বলার প্রয়োজন বোধ করি।

সর্বাগ্রে ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলীতে ঘটিত পরিবর্তনের বিষয়ে।

১২ নভেম্বর সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সেনাপতি নিযুক্ত হলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল গেওর্গি জুকোভ। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল কনস্তান্তিন

www.pathagar.com

রকোসভ্স্কি একই নির্দেশে নিযুক্ত হন ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের সেনাপতি।

১৯ নভেম্বর ক. রকোসভ্স্কি ফ্রন্টের সদর-দপ্তর আর বিভাগগুলোর নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কাছে বিদায় নিলেন। ফ্রন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন গ. জুকোভ।

গ. জুকোভ প্রথম দিনগুলো থেকেই সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হলেন নতুন আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতিতে। সর্বাগ্রে তিনি যান মাগনুশেভ্ ও পুলাভার আক্রমণের পাদভূমিগুলোতে এবং যথাস্থানে পরিচিত হন ফ্রন্টের প্রধান শক্তি-সমূহের আক্রমণাভিযানের পরিস্থিতি ও সম্ভাবনার সঙ্গে।

ওই সময় মাগনুশেভ্ পাদভূমিতে অবিশ্রান্ত ধারায় আসতে থাকে সৈন্য, প্রযুক্তি, অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে পুরোদমে। পাদভূমিতে স্থাপিত হয় চলন্ত হাসপাতাল; ভিস্টুলার উপর পাড়ি-ব্যবস্থা নির্মিত ও প্রশস্ত করা হয়। আক্রমণের প্রাক্কালে মাগনুশেভ্ পাদভূমিতে ছিল ২৩ ডিভিশন সৈন্য এবং ৫,৩৪৮টি কামান। ব্যূহ ভেদ করার জায়গায় রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে আর্টিলারিতে ছিল ২৮২টি কামান। রণাঙ্গন বরাবর সাত কিলোমিটার জুড়ে ছিল ৮ম রক্ষী বাহিনীর ব্যূহভেদের এলাকা।

নিঃসন্দেহেই, এ সমস্তকিছুর জন্য ফ্রন্ট ও বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রচুর খাটতে হয়েছে। নির্ধারিত সময় নাগাদ আক্রমণের পাদভূমিতে তাদের বিভিন্ন ধরনের হাজার হাজার টন জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হত।

ডিসেম্বর মাসে ভিস্টুলায় বরফ চলতে শুরু করে। বাহিনীর যোদ্ধাদের, বিশেষত ইঞ্জিনিয়রদের, অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়। সেতুগুলোর জন্য বিপদ সৃষ্টি করত কেবল জলের উপরিভাগে ধাবমান বরফের চাঙড়গুলোই নয়। ভিস্টুলা দুর্দান্ত নদী: তাতে বরফের চাঙড় জলের ভেতর দিয়েও চলে, তলদেশ প্রায় স্পর্শ ক'রে যায়। সেতুগুলোর ভিত্তিস্তম্ভে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তা অদৃশ্য বাঁধ সৃষ্টি করত, এবং তখন স্রোতের গতি ও চাপ অনেক বেড়ে যেত। জল নদীর তীর ও ভিত্তিস্তম্ভের নিকটে তলদেশ ক্ষয় করে দিত। সেতু রক্ষার্থে সমস্ত ইঞ্জিনিয়রিং ও রাস্তানির্মাণকারী বাহিনীকে কাজে লাগাতে হল। প্রতিটি পুল রক্ষার কাজে নিযুক্ত করা হল বিস্ফোরণকারীদের তিনটি ক'রে কোম্পানি এবং এক ব্যাটেলিয়ন ক'রে রাস্তা-নির্মাণকারী। গড়া হল একাধিক মেরামতি দল। পাড়ি-ব্যবস্থা দেখাশোনা করার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিদের দেওয়া হল মোটর গাড়ি আর ট্র্যাক্টর, এবং বরফের বড় বড় চাঙড়

www.pathagar.com

ধ্বংস করার জন্য ১২০-মিলিমিটার মর্টার কামানের একটি ক'রে ব্যাটারি।

দিনরাত ২৪ ঘণ্টা লোকে পুলে কাজ করত, এবং তারা প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করতে ও পাড়ি-ব্যবস্থা রক্ষা করতে সক্ষম হল। ওই সমস্ত পাড়ি-ব্যবস্থা দিয়ে চলছিল অজস্র গাড়ি।

মাগনুশেভ্ পাদভূমি থেকে যে ব্যাপক আঘাত হানার প্রস্তুতি চলছিল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। বিপুল সংখ্যক ফৌজকে, কয়েকটি ইনফেণ্ট্রি ও ট্যাঙ্ক বাহিনীকে সাজসরঞ্জাম, হাতিয়ার আর জিনিসপত্র সরবরাহ করার কাজ পুরোপুরিভাবে নির্ভর করছিল পাড়ি-ব্যবস্থার উপর, ট্র্যান্স-শিপিং স্টেশনগুলোর উপর, রেলপথের উপর, ভিস্টুলার উপর সেতু নির্মাণের উপর, রেলপথগুলো পুনর্স্থাপনের উপর। এ সমস্তকিছু পশ্চাদ্ভাগের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে অসংখ্য জটিল সমস্যা উপস্থিত করে। এর মধ্যে এমনকি অনেক রাজনৈতিক সমস্যাও ছিল, যেহেতু লাল ফৌজ লড়ছিল বন্ধু দেশ পোল্যাণ্ডের মাটিতে।

রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগের সার্ভিস ব্যবস্থার ছিল নিজস্ব অসুবিধা, রেল-কর্মীদের ছিল নিজস্ব অসুবিধা, অথচ আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি ও সামরিক ক্রিয়াকলাপের চরিত্র কখনও কখনও অতি অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত দাবি করত।

৮ম রক্ষী বাহিনী তখন আসন্ন আক্রমণাভিযানের জন্য কেবল বৈষয়িক-প্রযুক্তিগত জিনিসপত্র সরবরাহের কাজেই ব্যস্ত ছিল না। আমাদের সামনে আরও একটি কর্তব্য ছিল — অন্যান্য বাহিনী ও ফ্রন্টের স্বার্থে শত্রুর শক্তিসমূহ সম্পর্কে তথ্য লাভের জন্য গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাস কার্য চালানো, কেননা অচিরেই সেই শক্তিসমূহের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হবে। শত্রু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পুরোভাগে কোন্ কোন্ ইউনিট রয়েছে আমরা তা ভালোই জানতাম। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। জানা দরকার ছিল শত্রুর দ্বিতীয় এশিলনগুলোতে, প্রতিরক্ষা লাইনের সমগ্র অভ্যন্তর ভাগে কী কী ফৌজ রয়েছে। আমাদের তল্লাসী সৈনিকদের কাজ ছিল: শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অনুপ্রবেশ করা, ওখানে এক বা একাধিক শত্রু সৈনিককে বন্দী করা, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যাদি তাদের মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়া।

বাহিনীর তল্লাস-বিভাগের অধিকর্তা কর্নেল গ্লাদ্‌কি গভীরে তল্লাস কার্য সংগঠনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। শত্রুর অবস্থানে কয়েকটি তল্লাসী দল ছেড়ে আসা হত, এবং ওরা অগ্রবর্তী অঞ্চল হতে ২৫-৪০ কিলোমিটার দূরে থেকে শত্রু বাহিনীগুলোর গতিবিধি আর পশ্চাদ্ভাগের কাজকর্ম লক্ষ্য

www.pathagar.com

করত। তল্লাসী সৈনিকরা শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অনুপ্রবেশ করত প্রধানত পায়ে হেঁটে, সামরিক অবস্থানের ভেতর দিয়ে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হত বেতার মাধ্যমে এবং রাত্রিবেলা PO-2 বিমানগুলোর দ্বারা।

সার্জেণ্ট পিওতর বাচেক ও সৈনিক ভাসিলি বিচকোভকে নিয়ে গঠিত দু'জনের একটি তল্লাসী গ্রুপ শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অনুপ্রবেশ করে অক্টোবরের গোড়াতে। বাচেক আর বিচকোভের সঙ্গে বার কয়েক আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। ওদের কাজ ছিল: ত্সেৎসিলিউভ্কার উত্তরে ফ্রন্ট লাইন অতিক্রম করা, ভার্কা গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জঙ্গল অবধি পেঁছা এবং ওখানে শত্রুর কী কী ইউনিট রয়েছে তা জানা। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, পথিমধ্যে তারা শত্রুর যে-সমস্ত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি দেখতে পাবে ওগুলোর অবস্থান যেন মনে রাখে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের দেওয়া হয়েছিল তিন রাত ও দুই দিন।

তল্লাসী সৈনিকরা সাফল্যের সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করল। তারা জানাল যে জঙ্গলে শত্রুর কোন ইউনিট নেই। তখন ওই অঞ্চলে স্থায়ী একটি তল্লাসী দল সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। জঙ্গলের কেন্দ্রস্থলে গড়া হল ঘাঁটি। জঙ্গলের চারিদিকের রাস্তাগুলো দিয়ে ফ্যাসিস্ট ফৌজের চলাচল লক্ষ্য করার জন্য বনপ্রান্তে স্থাপিত হল চৌকি।

নতুন তল্লাসী দলটি গঠিত হল সাতজন লোককে নিয়ে। এর প্রধান ছিলেন অভিজ্ঞ তল্লাসী লেফটেনেণ্ট ইভান কিস্তায়েভ। তাঁর দলটি অলক্ষিতভাবে জঙ্গলে অনুপ্রবেশ ক'রে ওখানে লুকিয়ে থাকে এবং সাফল্যের সঙ্গে দুই মাসাধিক কাল কাজ করে। তল্লাসী সৈনিকরা নিজেদের পর্যবেক্ষণের দ্বারা এবং বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে শত্রু সম্পর্কে অতি মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করত। তা তারা পাঠাত বাহিনীর সদর-দপ্তরে। তাতে করে জানা গেল শত্রুর আর্টিলারি, ছ'-নলা মর্টার কামান আর ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলোর অবস্থান। বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত শত্রু সৈন্যদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে, তাদের দিবাকালীন রুটিনের দিকে। আমরা জানতে পারলাম, কখন ফ্যাসিস্ট সৈনিকরা খেতে বসে, কীভাবে তারা বিশ্রাম করে এবং কখন প্রহরী বদল হয়। আকস্মিক আঘাত হানতে গেলে এ সমস্তকিছুই জানা প্রয়োজন ছিল।

স্থলে অবস্থিত তল্লাস-বিভাগের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাচাই ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত বৈমানিক তল্লাস ব্যবস্থা। এরূপ দ্বৈত কাজের কল্যাণে শত্রুর ঘাঁটি সম্পর্কে, প্রতিরক্ষা লাইনের অভ্যন্তরে

www.pathagar.com

অবস্থিত তার মজুদ বাহিনীগুলোর, তার ইনফেণ্ট্রি ও ট্যাঙ্ক ডিভিশনগুলোর অবস্থান আর গঠন সম্পর্কে আমরা নির্ভরযোগ্য তথ্য পেতাম। আমি সন্তোষের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের বাহিনীর তল্লাস-বিভাগ নিজের কাজগুলো চমৎকারভাবে সম্পন্ন করেছিল। এর দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যাদি ফ্রণ্টের সদর-দপ্তরে এবং প্রতিবেশী বাহিনীসমূহের সদর-দপ্তরগুলোতে উচ্চ মূল্য পেয়েছিল।

জেনারেল স. শ্‌তেমেঙ্কো তাঁর 'যুদ্ধের বছরগুলোতে জেনারেল স্টাফ' নামক গ্রন্থটিতে লিখেছেন: 'সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে সশস্ত্র সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ের পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল সেই ১৯৪৪ সালেরই গ্রীষ্ম-হেমন্তকালীন অভিযান চলার সময়।'

এই সমস্ত তথ্য এবং এই গ্রন্থে প্রদত্ত মানচিত্র অনুযায়ী জেনারেল স্টাফ ১৯৪৪ সালের হেমন্তেই বার্লিন দখলের জন্য অপারেশনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে।

'অনুমান করা হচ্ছিল যে সামরিক বিরতি ছাড়া দু'টি ধারাবাহিক প্রয়াসের (পর্যায়ের) দ্বারা ৬০০-৭০০ কিলোমিটার গভীরে আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের ৪৫ দিনের মধ্যে এই উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব'। যেমনটি মানচিত্রে দেখানো হয়েছিল, প্রথম পর্যায়ের জন্য ছিল ১৫ দিন — বাহিনীগুলো মারিয়েনবুর্গ — ব্রমবের্গ — পজনান্ — ব্রেস্লাউ সীমান্তে পৌঁছবে; এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য দেওয়া হয় ৩০ দিন — বাহিনীগুলোকে বার্লিন অধিকার ক'রে এল্‌ব্ নদীতে পৌঁছতে হবে।

১৯৪৫ সালের যুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ের পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে। তা বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল ফ্রণ্টসমূহের নিবিড় পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের সদর-দপ্তরের পরিচালনাধীনে।

১ম ও ২য় বেলোরুশ এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টগুলোর সৈন্যরা এই উদ্দেশ্যে আঘাত হানে যাতে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে উক্ত ফ্রণ্টগুলোর ধারাবাহিক আঘাতের দ্বারা কয়েকটি স্থানে শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেদ ক'রে ওখান দিয়ে ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলো ঢুকানো সম্ভব হয়। শত্রুর শক্তিসমূহ যাতে অভ্যন্তরভাগের পরবর্তী আত্মরক্ষা লাইনগুলোর দিকে পরিকল্পিতভাবে পশ্চাদপসরণ করতে না পারে সে দিকে নজর রেখে তাকে অংশে অংশে ধ্বংস করা হয়। ভিস্টুলা আর ওডের নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মজবুত ঘাঁটি সমেত সাতটি আত্মরক্ষা লাইন ছিল। সেটা বিবেচনা ক'রেই অপারেশনের

www.pathagar.com

পরিকল্পনার দ্বারা ঠিক করা হয়েছিল যে শত্রু সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার আগেই ওই সমস্ত আত্মরক্ষা লাইনে ট্যাঙ্ক আর মেকানাইজ্‌ড্‌ ইউনিটগুলোকে পেঁছিতে হবে।

বার্লিনের স্ট্রাটেজিক দিকে সংগ্রামরত ফ্রন্টগুলোর জীবন্ত শক্তিতে ও সামরিক প্রযুক্তিতে শত্রুর চেয়ে অনেক বেশি প্রাধান্য ছিল।

কেবল দু'টি ফ্রন্টেই — ১ম বেলোরুশ ও ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টে — ছিল ২০ লক্ষাধিক লোক, প্রায় ৩৫ হাজার তোপ আর মর্টার কামান, প্রায় ৬,৫০০টি ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামান এবং প্রায় ৪,৮০০টি জঙ্গী বিমান।

নারেভ ও ভিস্টুলা নদীতে ২য় ও ১ম বেলোরুশ এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলোর বিরুদ্ধে শত্রুর প্রথম এশিলনে ছিল চারটি বাহিনী (২য়, ৯ম, ১৭শ ফিল্ড আর্মি ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনী)।

১৯৪৫ সালে হিটলার ভেবেছিল যে বার্লিনের দিকে সোভিয়েত ফৌজের প্রধান আঘাত আসবে ভিস্টুলা নদীর দিক থেকে, ওয়ারশ ও পজনান্‌ শহরগুলোর ভেতর দিয়ে।

তবে এবার ফেরা যাক মাগনুশেভ্‌ আক্রমণের পাদভূমিতে, যেখান থেকে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্ট প্রধান আঘাত হানছিল।

আক্রমণাভিযানের সময় কাছিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাদভূমিতে ক্রমশই স্থানাভাব দেখা দিতে থাকে। ওখানে একত্রিত হয়েছিল তিনটি ইনফেন্ট্রি বাহিনী: ৮ম রক্ষী বাহিনী, ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী, ৬১তম বাহিনী এবং দু'টি ট্যাঙ্ক বাহিনী — ১ম ও ২য় রক্ষী বাহিনী। তার উপর ছিল ফ্রন্টের দ্বিতীয় এশিলনের আরও একটি ইনফেন্ট্রি বাহিনী। বিপুল শক্তিসম্পন্ন এই আঘাতের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ দিক থেকে ওয়ারশ-র পাশ কেটে রাভা-মাজোভেৎস্কা, স্কের্নেভিৎসে, লভিচ্‌ ও লদ্‌জ অভিমুখে অগ্রসর হওয়া। এই আঘাতের দরুন সমগ্র ওয়ারশ গ্রুপিং গভীর পশ্চাদ্ভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আর তার যোগাযোগ ব্যবস্থা অধিকার করে নেয় সোভিয়েত ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো।

ফ্রন্ট রাদোম আর তমুশাভ-মাজোভেৎস্কি-র দিকে দ্বিতীয় আঘাতটি হানছিল পুলাভা অঞ্চলে অবস্থিত পাদভূমি থেকে। ওখানে আক্রমণাভিযানে লিপ্ত ছিল দু'টি ট্যাঙ্ক কোর আর একটি অশ্বারোহী কোরের শক্তি দিয়ে সুদৃঢ় করা ৬৯তম ও ৩৩তম বাহিনীগুলো। ভিস্টুলা তীরে মাগনুশেভ্‌ পাদভূমি থেকে উত্তরে শত্রুর ওয়ারশ গ্রুপিংয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর কথা ছিল ১ম পোলিশ বাহিনী আর ৪৭তম বাহিনীর, যেগুলো আক্রমণা-

www.pathagar.com

ভিযানে লিপ্ত হতে থাকে কিছুটা পরে, ফ্রন্টের বাম পার্শ্বের সাফল্যের উপর নির্ভর ক'রে।

পরিকল্পনা মতে এই অপারেশনে শত্রুর শক্তিসমূহকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার কথা ছিল, তবে এমনভাবে যাতে ওয়ারশ ও অন্যান্য পোলিশ শহর বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

অপারেশনের বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মার্শাল গেওর্গি জুকোভ সেদ্‌লেৎস শহরে একটি অধিবেশন আহ্বান করেন। তাতে উপস্থিত থাকেন সমস্ত সেনাপতি, সামরিক পরিষদগুলোর সদস্যারা, বাহিনীসমূহের সদর-দপ্তরগুলোর অধিকর্তারা এবং বিভিন্ন কোরের কমাণ্ডাররা। ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের অধিকর্তা ম. মালিনিন আসন্ন অপারেশনের — আর সঠিকভাবে বললে, তার প্রথম পর্যায়ের — উদ্দেশ্যটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। পরিকল্পনা মতে, অভিযানের দশম-দ্বাদশ দিনে পেতরকুভ্‌স্ক — জিখলিন — লদ্‌জ যুদ্ধ-সীমায় (১৫০-১৮০ কিলোমিটার) পৌঁছতে হবে, এবং পরে পজনান্‌ অভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। এর মানে ছিল এই যে অপারেশনের প্রথম ধাপে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় ১৫ থেকে ১৮ কিলোমিটার বেগে এগুতে হবে।

১ম ও ২য় বেলোরুশ এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলোর সোজা ও মারাত্মক আঘাতে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। উক্ত ফ্রন্টসমূহের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী ফ্রন্টগুলোও অপারেশনে লিপ্ত হবে। যেমন, ডান দিকে ই. চের্নিয়াখোভস্কির পরিচালনাধীনে ৩য় বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা পূর্ব দিক থেকে আঘাত হানবে পূর্ব প্রাশিয়ায় অবস্থানরত 'সেণ্টার' বাহিনীগুলোর গ্রুপের উপর। বাঁয়ে — ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট (অধিনায়ক ই. পেত্রভ) আঘাত হানবে কশিৎসে-র উপর।

ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের অধিকর্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর মার্শাল জুকোভ পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং আসন্ন অপারেশনের বিষয়ে আমাদের মতামত জানতে চাইলেন। তিনি শুরু করেন জেনারেলদের দিয়ে, যাঁদের সৈন্যরা আক্রমণের পাদভূমি দখল করে ওখানেই অবস্থান করছিল। প্রথমে বক্তব্য পেশ করতে হয় আমাকে।

আমি শত্রুর ফৌজ, তার প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলো এবং মজুদ শক্তির সংখ্যা ও অবস্থান সম্পর্কে বিবরণ দিলাম। সেই সঙ্গে এই মত ব্যক্ত করলাম যে শত্রুর মজুদ শক্তির অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে, তার প্রতিরক্ষা লাইনের গভীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত ট্যাঙ্ক ও ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলোর প্রবল পাল্টা

www.pathagar.com

আক্রমণ আর প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ওগুলোকে ঠেকানোর জন্য আমাদের কাছে থাকতে হবে ট্যাঙ্কবিরোধী ও ইনফেণ্ট্রি রিজার্ভ, এবং একই সঙ্গে আমাদের বিমান বাহিনীকেও শত্রুর তৎপর মজুদ শক্তিগুলোর সামরিক চাল ব্যর্থ করার কাজে লাগাতে হবে। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সুদীর্ঘ সংস্পর্শ সত্ত্বেও আমরা সঠিকভাবে জানি না, দুশমন কোন অবস্থানে মরিয়া হয়ে লড়বে। অতঃপর আমি এই অনুমান ব্যক্ত করলাম যে শত্রু তার প্রথম অবস্থার জন্য অটলভাবে লড়বে না, — ওটা আমরা ভালোভাবে অধ্যয়ন করে ফেলেছি। সে আমাদের আর্টিলারির ক্ষমতা জানে। প্রথম অবস্থানকে সে ব্যবহার করবে প্রধান প্রতিরক্ষা লাইনের আচ্ছাদন হিশেবে।

এ সমস্তকিছু বিবেচনা ক'রে আমি আক্রমণ চালানোর সেই উপায়টিই সুপারিশ করি যেটির সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছিল কোভেল অপারেশনে। সমস্তকিছু শুরু করতে হবে লড়াইয়ের মাধ্যমে তল্লাস কার্য দিয়ে, এবার অনুসন্ধানী এশিলনের প্রতিটি ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়নকে অতিরিক্ত শক্তি জোগাতে হবে — এক কোম্পানি ট্যাঙ্ক অথবা এক ব্যাটারি স্বয়ংচল কামান দিতে হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অনুসন্ধানী এশিলন প্রথম অবস্থানটি অধিকার করে নেবে, কেননা ওটার প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত হয় শত্রুর দুর্বল শক্তিগুলো, আর দ্বিতীয় অবস্থানে আমরা প্রধান প্রতিরোধের মুখোমুখি হব, এবং ওখানে আক্রমণ চালাতে হবে প্রধান শক্তিসমূহের প্রথম এশিলন দিয়ে।

শত্রুর প্রথম অবস্থানের দৈনন্দিন রুটিন আমরা অধ্যয়ন করলাম। রাত্রি বেলা নাৎসিরা প্রথম ট্রেঞ্চে দিনের বেলার চেয়ে বেশি সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ নিয়ে আসত, আর সকাল ১০টা নাগাদ (মস্কোর সময় অনুসারে) অতিরিক্ত লোকজনকে সরিয়ে নিত, এবং প্রথম ট্রেঞ্চে থাকত কেবল পর্যবেক্ষকরা ও ডিউটিরত ইউনিটগুলো। সেই জন্যই আমি আমাদের পঁচিশ মিনিটের প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ সকাল ৯টার মধ্যে শুরু করতে বলি, যাতে প্রথম হামলাতেই পশ্চাদ্ভাগে চলে যাওয়ার আগে শত্রু সৈন্যদের উপর গোলাবর্ষণ হয়। অন্ধকারে আক্রমণ চালাতে আমাদের ভয় ছিল না। শত্রুর প্রথম অবস্থানটি আমাদের গোলন্দাজ আর পদাতিক সৈনিকরা ভালো করে অধ্যয়ন করেছিল, ফলে অনুসন্ধানী ব্যাটেলিয়নগুলো আক্রমণের নিশানা ও দিক হারাতে পারে না। দ্বিতীয় অবস্থানটি আক্রমণ করা হবে দেড়-দু' ঘণ্টা পরে,

www.pathagar.com

দিনের বেলা, যাতে আর্টিলারি আর বিমান বাহিনী নিশানা নির্বাচনে ভুল না ক'রে, আর আক্রমণরত ইউনিটগুলো তাদের গতিপথ হারিয়ে না বসে এবং এক জায়গায় মিশে না যায়।

আমাদের প্রস্তুতি কার্যের উপর থেকে শত্রুর দৃষ্টি সরানোর উদ্দেশ্যে আমি মূল অবস্থানগুলোতে ধীরে ধীরে শক্তি ও সামগ্রী পুঞ্জীভূতকরণের পরিকল্পনা তৈরি করার প্রস্তাব দিই। লোকজন এবং হাতিয়ারপত্র চলাচল করবে কেবল রাত্রি বেলা এবং এরূপ অনুপাতে, যাতে সকাল নাগাদ সমস্তকিছু লুকিয়ে ও ঢেকে ফেলা যায়। ট্রেঞ্চে অবস্থানরত সৈন্যদের দিনের বেলা, শত্রুর চোখের উপর, খুব বেশি মাটি কাটার কাজ করা প্রয়োজন: দুশমন ভাববে যে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি আক্রমণাভিযান পরিচালনার জন্য নয়, জনবল ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা ফুরিয়ে যাওয়ায় আমরা প্রস্তুত হচ্ছি দৃঢ় প্রতিরক্ষার জন্য। আমরা ব্যাপকভাবে লাউড স্পিকার ব্যবহার করতে চেষ্টা করব: অবস্থানগুলোতে জোরালো গানবাজনা চলবে এবং তা আমাদের যোদ্ধাদের আনন্দ জোগাবে ও শত্রুর সতর্কতা ক্ষুণ্ণ করবে।

এই সমস্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ফ্রন্টের সদর-দপ্তর বাহিনীগুলোকে লিখিত কোন নির্দেশ দিল না, সমস্ত হুকুম অতি কড়াকড়িভাবে গোপন রাখা হল। ফ্রন্টের অধিনায়ক নির্দেশের পরিবর্তে মানচিত্রে সামরিক ক্রীড়া পরিচালনা করলেন এবং সেই ক্রীড়ার মাধ্যমে ফ্রন্ট আর বাহিনীগুলোর কর্তব্য নির্ধারিত হয়। মোটামুটিভাবে তাতেই ঠিক করা হয় ইনফেন্ট্রি বাহিনী, ট্যাঙ্ক বাহিনী, বিমান বাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীর মধ্যে কীভাবে সহযোগিতা চলবে।

আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল কীভাবে ফ্রন্টের বাহিনীগুলোর জন্য গোলাবারুদ, জ্বালানি আর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা যায়। ফ্রন্টের পশ্চাদ্ভাগের অধিকর্তা লেফটেনেণ্ট-জেনারেল ন. আন্তিপেঙ্কো বললেন যে ৩০ দিনের উপযোগী রসদ ভাণ্ডার সমেত অপারেশনের জন্য নির্ধারিত সমস্ত জিনিসপত্র বাহিনীগুলো পাবে ফ্রন্টের ঘাঁটিসমূহ থেকে এবং তা জমা করবে আক্রমণের নিজ নিজ পাদভূমিতে, যথাসম্ভব অগ্রবর্তী লাইনের কাছাকাছি।

৩

স্তালিনের কাছে প্রেরিত বার্তায় চার্চিল জানান যে মিত্র শক্তিবর্গকে সমর্থন জোগানোর উদ্দেশ্যে সোভিয়েত বাহিনীগুলোর অবিলম্ব

www.pathagar.com

আক্রমণাভিযান সম্পর্কে তাতে ব্যক্ত মতামতকে তিনি 'জরুরী ব্যাপার' বলে গণ্য করেন।

৭ জানুয়ারি স্তালিন চার্চিলকে অবগত করেন যে লাল ফৌজ জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ভিস্টুলা থেকে মধ্য রণাঙ্গনে ব্যাপক আক্রমণাভিযান চালিয়ে মিত্র শক্তিবর্গের সাহায্যে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।

মাগনুশেভ্ পাদভূমি থেকে আক্রমণাভিযান আরম্ভের দিন ঠিক হল: ১৪ জানুয়ারি।

১২ জানুয়ারি আক্রমণ শুরু করে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের আক্রমণকারী গ্রুপিং।

১৩ জানুয়ারি আমি এবং বাহিনীসমূহের অন্যান্য সেনাপতিরা ফ্রন্টের সদর-দপ্তরকে জানাই যে বাহিনীগুলো কর্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত এবং আমাদের ইউনিটগুলো মূল অবস্থানে রয়েছে।

ফ্রন্ট নির্ধারিত কর্তব্যগুলো বিবেচনা করে বোঝা গেল যে মাগনুশেভ্ পাদভূমি থেকে আক্রমণ চালিয়ে ৮ম রক্ষী বাহিনীর যোদ্ধাদের শত্রুর অতি মজবুত অবস্থান ভেদ করতে হবে (মানচিত্র ২)। এ কথাও মনে রাখতে হয়েছিল যে প্রতিরক্ষা লাইনের গভীর ভাগে শত্রুর তিন ডিভিশনের মতো মজুদ শক্তি ছিল এবং এর মধ্যে দু'টিই ছিল ট্যাঙ্ক ডিভিশন।

১৩ জানুয়ারি রাত্রে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সমস্ত ইউনিট পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ছিল। মাগনুশেভ্ আর পুলাভা এই দুই পাদভূমি থেকে শত্রুর ঘাঁটিগুলোর দিকে নিশানা ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল ১০ সহস্রাধিক কামান। ফ্রন্টের প্রতি কিলোমিটারে ২০০-২৫০টি তোপ আর মর্টার কামানের উপস্থিতি ব্যূহ ভেদের সাফল্য নিশ্চিত করে। অবস্থানগুলোতে সমাবেশিত হাজার হাজার ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামান স্টার্ট দিয়ে লড়াইয়ে নামার জন্য প্রস্তুত থাকে। বিমান ঘাঁটিগুলোতে বোমা সমেত হাজার হাজার বিমান প্রস্তুত থাকে আকাশে উঠার জন্য। লাউড স্পিকারগুলোতে আগেরই মতো জোরে গানবাজনা পরিবেশন করা হচ্ছিল। শত্রু আমাদের অবস্থানে কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করে নি।

আমরা সবাই ভালো আবহাওয়ার অপেক্ষা করছিলাম যাতে সঞ্চিত শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভব হয়। তল্লাসী সৈনিকদের সঙ্গে স্যাপাররা আগে থেকে নিজেদের ট্রেঞ্চের সামনে গোপনে পথ বানিয়ে শত্রুর একেবারে ট্রেঞ্চের সামনে গিয়ে মাঠকে মাইনমুক্ত করছিল।

মাঝ রাতের পর থেকে নক্ষত্রখচিত নির্মেঘ আকাশ মেঘে ছেয়ে যেতে

www.pathagar.com

লাগল, কুয়াশা দেখা দিল। রাত যত পোয়াতে লাগল, কুয়াশা তত বেশি ঘন ও ভারী হতে থাকল, এবং অবশেষে তা পরিণত হল অন্ধকার পর্দায়। সকাল ৭ টার সময় সৈনিকদের গরম খাবার দেওয়া হল। লোকের মনমেজাজ ছিল চাঙ্গা। কিন্তু কুয়াশা এতই ঘন হয়ে গিয়েছিল যে ১০ মিটার দূরত্বেও কোনকিছু চেনা যাচ্ছিল না।

সকাল ৮টার সময় প্রতিবেশী ৬৯তম, ৫ম আক্রমণকারী ও ৬১তম বাহিনীগুলোর সেনাপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং কুয়াশা সত্ত্বেও, ঠিক পরিকল্পনা মতো লড়ার ব্যাপারে তাঁদের সম্মতি পেয়ে আমি ফ্রন্টের অধিনায়ককে জানালাম যে সবাই ও সমস্তকিছু আক্রমণাভিযানের জন্য পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত। ফ্রন্টের অধিনায়ক গেওর্গি জুকোভ কাজ আরম্ভ করার আদেশ দিলেন। ৮টা ২৫ মিনিটের সময় গোলন্দাজদের হুকুম দেওয়া হল: 'কামান ভরো!', আর ৮টা ২৯ মিনিটের সময় — 'ফিতা টানো!' ৮টা ৩০ মিনিটের সময় বাহিনীর আর্টিলারির সেনাপতি ন. পজারস্কি আদেশ দিলেন: 'ফায়ার!'

এবং সেই মুহূর্তটি থেকে ফৌজের জীবন ভিন্ন গতিতে প্রবাহিত হতে লাগল। এর আগে প্রত্যেকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতির কথা ভাবছিল, দূর যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত যেকোন ব্যক্তির মতো বার বার দেখেছে কোনকিছু ভুলে যায় নি তো, এবং প্রয়োজন বোধে ফিরে গিয়ে আরও কিছু রসদ নিতে পেরেছে। কিন্তু এবার, 'ফায়ার!' কথাটি উচ্চারিত হওয়ার পর, যখন হাজার হাজার কামানের গোলাবর্ষণের ফলে মাটি কাঁপতে শুরু করে, ফেরা তো দূরের কথা, এমনকি পিছন পানে তাকানোরও ফুরসৎ ছিল না। সবার চিন্তা ও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কেবল সামনের দিকে।

আক্রমণাভিযানের সময় প্রথম পদক্ষেপগুলোই বিশেষ কঠিন ও রক্তক্ষয়ী। শত্রুর প্রথম ট্রেঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছতে হলে এবং তারপর তার প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানগুলো নষ্ট করতে হলে প্রচুর শারীরিক শক্তি ও মনোবল খাটাতে হয়। এর উপরই নির্ভর করে রণক্ষেত্রে প্রবেশের সম্ভাবনা। গোড়াতেই দ্রুত গতিতে অগ্রসর হওয়া, ক্রমশই আঘাতের প্রবলতা বৃদ্ধি করা — আক্রমণাভিযান কালে এই প্রধান জিনিসটিই জেনারেলকে ভাবিত করে।

ইতিহাসে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ আছে যখন আক্রমণাভিযানের জন্য প্রস্তুতি চলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকি মাসের পর মাস, কিন্তু প্রথম দিনেই তা বিভিন্ন কারণে বানচাল হয়ে যায়, এবং ফৌজকে আগের জায়গায়ই থাকতে হয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৪৫ সালের ১৪ জানুয়ারির আক্রমণাভিযানে শক্তিতে ও প্রযুক্তিতে আমাদের অনেক প্রাধান্য ছিল। আমরা শত্রুর উপর ধ্বংসাত্মক আঘাত হানছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকে বুঝতে পারছিল যে বিজয় অর্জিত হয় কেবল এক শক্তির প্রাধান্যের দ্বারাই নয়। সর্বাগ্রে তার জন্য চাই নৈপুণ্য। আমাদের যোদ্ধা আর সেনাপতিদের নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। তবে শত্রুও ঘুমিয়ে নেই: সে আমাদের পদ্ধতিগুলো অধ্যয়ন করছে, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, বিভিন্ন ফাঁদ আর জাল পাতছে যাতে আমাদের ইউনিটগুলোকে তাতে ফেলা যায় এবং ওগুলোর শোচনীয় ক্ষতি সাধন করে কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়াস ব্যর্থ করা যায়।

আমরা ঝুঁকি নিচ্ছিলাম। ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের পরিকল্পিত প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পরিবর্তে আমাদের বিশেষ অনুসন্ধানী এশিলনটি পঁচিশ মিনিটের গোলাবর্ষণের পর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। আমরা আঘাতের আকস্মিকতার দ্বারা শত্রুকে হতভম্ব করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এমনটাও ঘটতে পারত যে শত্রু আমাদের সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও আক্রমণরত বাহিনীগুলোর অভিপ্রায় বুঝে ফেলে নিজের সৈন্য বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়ে আমরা যেখানে আশা করি নি সেখানেই আমাদের উপর আঘাত হানত।

সকাল বেলার দিকে ভিস্টুলা নদীর সমগ্র বিস্তীর্ণ উপত্যকা ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল। স্থলে ও আকাশে পর্যবেক্ষণকারীরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। কুয়াশা গোলন্দাজ বাহিনীকে নিশানা ঠিক ক'রে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে নিজের প্রাধান্য পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছিল।

৮টা ৫৫ মিনিটের সময় পুরো অনুসন্ধানী এশিলন একসঙ্গে আক্রমণ আরম্ভ করল। ইনফেন্ট্রি আর ট্যাঙ্কগুলো চলতে চলতে গোলাগুলিবর্ষণ করছিল। কয়েক মিনিট বাদে অধিকৃত হল প্রথম ট্রেঞ্চটি। তারপর দ্বিতীয়টিও নেওয়া হল। ভোরের দিকে শত্রুর সমগ্র প্রথম অবস্থান আমাদের হাতে চলে আসে। শত্রুর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র আর কমান্ড পোস্টগুলো আর্টিলারির আঘাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। কুয়াশার মধ্যে ওগুলো আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি। তবে নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসিদের প্রতিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং আমাদের বাহিনীগুলো অচিরেই তা অনুভব করল।

১১টা নাগাদ গোলন্দাজদের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলো সরিয়ে অগ্রণী

www.pathagar.com

ইউনিটগুলোর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর বাহিনীর যোদ্ধারা দ্বিতীয় মধ্যবর্তী অবস্থানে দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট শত্রুকে ফের আক্রমণ করে। মজুদ সৈন্যদলগুলোকে লড়াইয়ে লাগিয়ে শত্রু উন্মত্তের মতো প্রতিরোধ দিচ্ছিল। ৬ষ্ঠ, ৪৫তম ও ২৫১তম ডিভিশনগুলোর সৈন্য নিয়ে গঠিত ফ্যাসিস্ট পদাতিক বাহিনী এবং ১৯শ ট্যাঙ্ক ডিভিশনের রেজিমেন্টগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের ৪র্থ রক্ষী কোরের বাম পার্শ্বের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছিল। নাৎসিদের উদ্দেশ্য ছিল ৮ম রক্ষী বাহিনী এবং ৬৯তম বাহিনীর পার্শ্বগুলোকে মিলতে না দেওয়া, কারণ এতে শত্রুর পুরো একটি ডিভিশন চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

শত্রুর পশ্চাদ্ভাগ থেকে আগত মজুদ শক্তিগুলোকে সবচেয়ে সহজে ও সবচেয়ে ভালোভাবে জব্দ করতে পারত আমাদের বিমান বাহিনী, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার দরুন বিমান উড়তে পারছিল না এবং ১৪ জানুয়ারি একটি প্লেনও আকাশে উঠে নি। সেই জন্যই শত্রুর মজুদ শক্তির সঙ্গে, বিশেষত মজুদ ট্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে, লড়তে হচ্ছিল গোলন্দাজ বাহিনীকে। কিন্তু গোলন্দাজ বাহিনীর বড় একটি অংশ লড়াইয়ে যোগ দিতে পারে নি কেননা ঘন কুয়াশায় তা নতুন নতুন অবস্থান নিচ্ছিল। এই কাজে দিবাকালের অতি মূল্যবান কয়েকটি ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে এল, এবং বাম পার্শ্বের ৪র্থ কোরের এলাকায় লড়াই বস্তুতপক্ষে শেষ হল শত্রুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানগুলোর মাঝখানে।

দক্ষিণ পার্শ্বে ২৮তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি কোরের সৈন্যরা শত্রুর রক্ষাব্যূহগুলো ভেদ ক'রে স্ত্রমেৎস-পদ্‌লেসে দখল করে নেয়। রাত্রের জন্য এরূপ কাজ ছিল: দ্বিতীয় এশিলনগুলোকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আর্টিলারিকে কাছে নিয়ে আসা, গোলাবারুদ আনা, সৈন্যদের গরম খাবার খেতে এবং বিশ্রাম করতে দেওয়া। আর ভোরবেলা, প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর পরই, আবার আক্রমণ আরম্ভ করা, যাতে দিনের শেষে সমগ্র অভ্যন্তর ভাগ জুড়ে শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেদ ক'রে ভার্কা — রাদোম রেলপথের যুদ্ধ-সীমা থেকে ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীকে ভিদ্ধস্থলে ঢোকানো সম্ভব হয়।

প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ হ্রাসকরণের মাধ্যমে বৃহৎ পরিমাণ গোলাবারুদ বাঁচিয়ে অপারেশনের দ্বিতীয় দিনে আমরা শত্রুর খুঁজে-পাওয়া গ্রুপগুলোর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে এবং তদ্দ্বারা আমাদের সৈন্যদের আক্রমণাভিযান সম্ভব করতে পেরেছিলাম।

www.pathagar.com

আনন্দের বিষয় যে আমাদের প্রতিবেশীরাও — ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী ও ৬৯তম বাহিনী — আপন আপন কর্তব্য পালন ক'রে আমাদের মতোই এগুচ্ছিল।

জানুয়ারির দিনগুলো ছোট, কিন্তু তা সত্ত্বেও সৈন্যরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, প্রধানত নৈতিক চাপের দরুন। লড়াইয়ের প্রথম দিনে সর্বদাই এরূপ চাপ পড়ে...

১৫ জানুয়ারি ভোরবেলা চল্লিশ মিনিট ধরে চলল প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ, আর বেলা ৯ টার সময় সৈন্যরা ফের সম্মুখপানে চলতে লাগল। শত্রু রাত্রির অন্ধকারে মজুদ সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং তার তৃতীয় অবস্থানে সৈন্য বিন্যাস ঘন করেছে। পিলিৎসা ও রাদোম্‌কা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সে ১৯শ ও ২৫তম ট্যাঙ্ক ডিভিশনগুলোকে লড়াইয়ে ঢোকায়। তবে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবল আঘাত এবং পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোর মিলিত আক্রমণ শত্রুর প্রতিরোধ ব্যাহত করে দেয়। নাৎসিরা তৃতীয় অবস্থান থেকে ভার্কা — রাদোম রেলপথের যুদ্ধ-সীমার দিকে হটতে শুরু করে। শত্রুর পশ্চাদনুসরণ করতে এবং সেই প্রয়োজনে আর্টিলারি স্থানান্তরিত করতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায়।

দুপুর বেলা আমাদের সৈন্যরা শত্রু অধিকৃত উঁচু রেলপথটির উপর আক্রমণ চালায়। ওই মুহূর্তে আকাশ থেকে আঘাত হানলে আমাদের বিশেষ সাহায্য হত, কিন্তু কুয়াশার দরুন বিমান বাহিনীকে আগেরই মতো নিষ্ক্রিয় থাকতে হয়।

১৫ জানুয়ারি সকাল বেলা ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী ও ৬৯তম বাহিনীর (ওই বাহিনীগুলোও তখন সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল) সেনাপতিদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে এবং ফ্রন্টের অধিনায়ককে পরিস্থিতি ও নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত ক'রে আমি সামরিক পরিষদের সদস্য জেনারেল আ. প্রনিনকে নিয়ে একদল অফিসারের সঙ্গে সামনের দিকে, ৪র্থ রক্ষী ইনফেন্ট্রি কোরের ডিভিশনগুলোর অবস্থান অভিমুখে যাত্রা করি।

আমাদের গাড়িটি চলছিল কুয়াশাচ্ছন্ন ও গাড়িতে পরিপূর্ণ রাস্তা দিয়ে। ইগ্নাৎসুভ্‌কা গ্রামে পৌঁছতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ওই গ্রামেই অবস্থিত ছিল লেফটেনেন্ট-জেনারেল গ্লাজুনোভের কমান্ড পোস্ট। তিনি জানালেন যে সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে ৪৭তম ডিভিশন। এই ডিভিশনটির সেনাপতিত্ব করছিলেন দৃঢ়চিত্ত ও উদ্যোগী এক ব্যক্তি—

www.pathagar.com

জেনারেল ভাসিলি শুগায়েভ, যাঁর সাহসিকতা সবাইকে বিমুগ্ধ করে। তিনি লড়াই করতে করতে সারা ইউক্রেন অতিক্রম করেন। একাধিক বার তিনি যোদ্ধাদের সঙ্গে আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছেন। রেলপথের ধারে নিজের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে শুগায়েভ ছিলেন ঘটনাবলির একেবারে মাঝখানে।

আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেলাম। পথিমধ্যে জেনারেল গ্লাজুনোভ আমায় ১২টি ছ-নলা অটুট জার্মান মর্টার কামান দেখালেন। ওগুলো গ্রামে কব্জা করা হয়েছে। কামানগুলো সামরিক অবস্থানে ছিল — পূর্ব দিকে নিশানা ক'রে। পাশেই ছিল প্রচুর সংখ্যক গোলার স্তূপ। শত্রু একবারও এই সমস্ত মর্টার কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে নি। সম্ভব হয় নি। আমাদের আকস্মিক আক্রমণ ফ্যাসিস্টদের পরিকল্পনাগুলো এমনভাবে লণ্ডভণ্ড করে দেয় যে ওরা সমস্তকিছু ফেলে পালাতে বাধ্য হয়। এমনকি মর্টার কামানগুলো ধ্বংস করারও সময় পায় নি।

শুগায়েভের কমান্ড পোস্ট থেকে আমরা ওল্‌শোভা গ্রামের উত্তরে ডিভিশনটির আক্রমণ নিরীক্ষণ করলাম। আক্রমণাভিযানের সফল বিকাশে নিশ্চিত হয়ে আমরা লুকাভা গ্রামের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে এবং পরে চার্নি লুগ অভিমুখে রওয়ানা দিলাম। এখানে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল বাহিনীর ট্যাঙ্ক আর মেকানাইজড্ ফৌজের অধিকর্তা জেনারেল ম. ভাইন্‌রুবের সঙ্গে। তিনি ট্যাঙ্ক গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং ২৯তম কোরের ইনফেণ্ট্রি ইউনিটগুলোর কমান্ডারদের সঙ্গে রেলপথের জন্য লড়াই পরিচালনা করছিলেন, ট্যাঙ্ক আর ইনফেণ্ট্রির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করছিলেন।

স্টেশনের ঘরগুলোতে এবং স্টেশন সংলগ্ন বনে আশ্রয় নিয়ে ফ্যাসিস্টরা দৃঢ় প্রতিরোধ দিচ্ছিল। শত্রুর ট্যাঙ্কবিরোধী কামান আর মেশিনগানের গোলাগুলি আমাদের ইউনিটগুলোর পথ রোধ করে দেয়। ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্টসমূহ আর জেনারেল ভাইনরুবের ট্যাঙ্কগুলোর পেছনে ছিল ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সারিগুলো। এগুলো ছিল বাহিনীর ট্যাঙ্ক ইউনিটসমূহের অগ্রদল। এগুলো অপেক্ষা করছিল, কখন ভিদ্ধস্থল পরিষ্কৃত হবে। রেলপথ থেকে শত্রুকে হটানো প্রয়োজন ছিল, এবং তখনই ট্যাঙ্ক বাহিনী বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে গিয়ে তার ফ্রণ্টটি ভেঙ্গে দেবে। এবার প্রবল গোলাবর্ষণের পর ইনফেণ্ট্রি ও ট্যাঙ্কের দ্রুত অগ্রগতি ঘটলেই সমস্তকিছু আমাদের অনুকূলে চলে আসবে। সূর্য ডুবছিল। দিনের আলো থাকবে আর ঘণ্টাখানেক। এই এক ঘণ্টার মধ্যে যেভাবেই হোক না কেন শত্রুর দৃঢ়

www.pathagar.com

ঘাঁটিটি বিধ্বস্ত করতে হবে। সৌভাগ্য বশত তখন চার্নি লুগ গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বে বনপ্রান্তে একসারি গাড়ি দেখা গেল। মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে দেখে রকেট মর্টার কামানগুলো চিনতে পারলাম। সৈনিকরা ওগুলোকে ভালোবেসে 'কাতিউশা' নাম দিয়েছিল।

একসঙ্গে এতগুলো নতুন রকেট মর্টার — গোলাবারুদে সজ্জিত এবং ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাবর্ষণ করতে প্রস্তুত ৩৬টি লঞ্চার। ব্রিগেডের কমান্ডার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছ থেকে কাজের নির্দেশ পেলেন এবং ২০ মিনিট বাদে এত প্রবল রকেটবর্ষণ শুরু হল যে এ ঘটনার পরেও বেঁচে-থাকা ফ্যাসিস্টরা অনেকখন ভেবাচেকা হয়ে থাকে, তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারে নি। আমাদের ইউনিটগুলো অগ্রসর হতে লাগল। আরও কুড়ি মিনিটের মধ্যে ওরা দুর্বল হয়ে আসা প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিয়ে রেলপথের ও-পাশে চলে যায়। ওদের পেছন পেছন চলতে শুরু করে ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর অগ্রবর্তী সারিগুলো।

সমগ্র অভ্যন্তর ভাগ জুড়ে শত্রুর রণকৌশলমূলক রক্ষাব্যূহ ভেদ করার কাজ সম্পন্ন হল। ৮ম রক্ষী বাহিনী ঠিক সময়ে তার প্রথম সামরিক কর্তব্য সম্পাদন করল। ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে তা বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে প্রবেশ করল।

এরূপ মুহূর্তে ক্লান্তির কথা মনে থাকে না, বিস্মৃত হয় সমস্ত বিশৃঙ্খলা, অপমান যা এই কিছুক্ষণ আগেও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ-ই হচ্ছে বিজয়ের প্রকৃত আনন্দ!

তাড়াহুড়ো ক'রে কমান্ড পোস্টের দিকে, যে-সমস্ত সংগ্রামী বন্ধুর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে দিনরাত ধরে অপারেশনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছি তাদের কাছে চললাম। বিপরীত দিক থেকে রাস্তা ধরে চলেছে মজুদ ইউনিটগুলোর সারি। চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম সৈন্যদের হাসিখুশি মুখ। সৈনিকরা ইতিমধ্যেই সংবাদ পেয়েছে যে ব্যূহভেদের কাজ শেষ হয়েছে, বিজয়ের দিকে আরও একটি বৃহৎ পদক্ষেপ করা হয়েছে।

কমান্ড পোস্টে পৌছে ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করি। লড়াইয়ের বিশদ বিবরণ এবং তার ফলাফল সম্পর্কিত রিপোর্ট দিলাম। রিসিভারে শুনতে পেলাম আনন্দপূর্ণ কণ্ঠ। সিগন্যালারদের চোখের দিকে তাকাই, তারা মন দিয়ে প্রতিটি কথা শুনছিল।

রিপোর্ট শেষ হল। কোন প্রশ্ন নেই। সমস্তকিছুই স্পষ্ট।

কয়েক মিনিট পরে টেলিফোনটি বেজে উঠল। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন ২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সেনাপতি কর্নেল-জেনারেল সেমিওন বগ্‌দানোভ। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় ল্যুবলিনে, যেখানে বগ্‌দানোভ গুরুতরভাবে আহত হন। তিনি আবার বাহিনীতে ফিরেছেন।

বগ্‌দানোভ অর্জিত সাফল্যের জন্য আমায় অভিনন্দিত করেন। আমিও তাঁকে অভিনন্দন জানাই। নতুন নতুন যুদ্ধ-সীমায় আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা প্রকাশ করেন তিনি। বলেন যে এবার তিনি তাঁর কমাণ্ড পোস্ট ত্যাগ করে ট্যাঙ্কগুলো নিয়ে বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে চলে যাচ্ছেন। প্রচুর কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমায় ফোন করতে ভুলেন নি, আমার কাছে বিদায় নিলেন এবং আমার সাফল্য কামনা করলেন। আমার প্রতি সংগ্রামী বন্ধুর এরূপ মনোযোগ দেখে হৃদয়-মন আনন্দে ভরে উঠল। আমিও তাঁর সাফল্য কামনা করলাম।

১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সেনাপতি কর্নেল-জেনারেল মিখাইল কাতুকোভ ওই সময় ছিলেন আমার কমাণ্ড পোস্টের নিকটস্থ এক ডাগ-আউটে। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল যখন তিনি পথে বেরিয়ে পড়ছিলেন। কাতুকোভের গায়ে নতুন টিউনিক, তাতে লাগানো ছিল সমস্ত মেডেল আর অর্ডার, যেন তিনি লড়াইয়ে নয়, প্যারেডে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে করমর্দন করি, তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই!

আক্রমণরত সৈন্যবাহিনী পিছন পানে না তাকিয়ে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেল। এবার জ্বালানি, গোলাবারুদ আর খাদ্যদ্রব্যের সঠিক জোগান দেওয়াই ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সামরিক পরিষদে আহূত হলেন বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের অধিকর্তা মেজর-জেনারেল পকাজ্‌নিকোভ্, পশ্চাদ্ভাগের সদর-দপ্তরের অধিকর্তা কর্নেল ব্রদ্‌স্কি, আর্টিলারি সরবরাহ বিভাগের অধিকর্তা কর্নেল বুকারেভ, জ্বালানি ও লেপন দ্রব্যাদি সরবরাহ বিভাগের অধিকর্তা কর্নেল আকিমভ, খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ বিভাগের অধিকর্তা কর্নেল স্পাসোভ, চিকিৎসা বিভাগের অধিকর্তা কর্নেল বইকো। তাঁদের তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে এবং আসন্ন সামরিক ক্রিয়াকলাপের সম্ভাব্য চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত করা হল, সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তকিছু সর্বাগ্রে জ্বালানি, গোলাবারুদ আর ঔষধপত্র — সরবরাহের পরিকল্পনা-নির্ঘণ্ট প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হল।

সমস্ত ইউনিটকে বিশেষ বিশেষ সামরিক নির্দেশ দেওয়া হল। ওগুলো অনুসারে পরবর্তী দিনগুলোতে আমাদের ২৫-৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম

www.pathagar.com

করার কথা ছিল। আমি যেমনটি অনুমান করেছিলাম, আক্রমণাভিযানের গতি নির্ধারিত সময়কে অনেকটা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

লড়াই এবং ঘটনা বহুল তিনটি দিনের পর — তখন আমরা সামান্য বিশ্রামেরও সময় পাই নি — ১৫ জানুয়ারির রাতটা একেবারে শান্তই মনে হয়েছিল।

খুব সকাল বেলা বাহিনীর পরিচালনা বিভাগের প্রথম দলটি — সৈন্যবাহিনী থেকে পিছিয়ে না থাকার উদ্দেশে — সম্মুখ পানে, নতুন কমান্ড পোস্টের উদ্দেশে যাত্রা করল। ভার্কা — রাদোম রেলপথের কাছে সদর-দপ্তরের সারিটিকে এগুতে বলে আমি এবং জেনারেলদ্বয় প্রনিন আর বেলিয়াভস্কি এদলিন্‌স্কে চলে গেলাম, — ওখানে ছিল ৪র্থ রক্ষী কোরের সদর-দপ্তর।

ওই সময় ৬৯তম ও ৮ম রক্ষী বাহিনীগুলোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে শত্রুর ৪৫তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনটি অবরোধের মধ্যে পড়ে। পার্শ্বগুলো এবং পশ্চাদ্ভাগ থেকে আক্রমণরত সৈন্যদের আঘাত সইতে না পেরে ফ্যাসিস্ট ডিভিশনের ইউনিটগুলো আত্মসমর্পণ করতে আরম্ভ করে।

আমার কাছে দুই বন্দী জার্মানকে নিয়ে আসা হল। উভয়ই লেফটেনেণ্ট-কর্নেল। তাদের একজন — জেনারেল স্টাফের অফিসার।

— অবস্থা দেখে আপনাদের কী মনে হয়? — জিজ্ঞেস করলাম আমি।

— আপনাদের বর্তমান আক্রমণাভিযান জার্মানির জন্য চূড়ান্ত বিপর্যয় ডেকে আনবে, — জবাব দিল জেনারেল স্টাফের লেফটেনেণ্ট-কর্নেলটি।

— বিপর্যস্ত হবে জার্মানি নয়, ফ্যাসিজম আর হিটলার! — শুধরে দিলেন প্রনিন।

— সে একই জিনিস! — প্রায় একই সঙ্গে বলল জার্মান দুটি।

চা আর স্যান্ডউইচ খেতে খেতে আলাপ চলাকালে তারা স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করল। গেস্টাপোর লোকেরা তাদের কথা শুনে ফেলবে এবার এমন ভয় আর তাদের ছিল না। জেনারেল স্টাফের অফিসারটি বলল যে প্রথমে ভোলগা তীরে ও পরে কুর্স্কের উপকণ্ঠে পরাজয়ের পর বহু জার্মান জেনারেল ও অফিসার যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনায় আর বিশ্বাস করছে না। দোষী হিটলার আর গেবেলস: যেকোন শর্তে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ওরা সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ খুঁজে নি।

— আপনারা কেন ভাবেন যে নাৎসিদের নৃশংসতার মধ্যে বহু লাঞ্ছিত

www.pathagar.com

সোভিয়েত জনগণ এত সহজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলাপ-আলোচনায় রাজী হবে? — জিজ্ঞেস করলাম আমি।

— কেবল জার্মানদেরই নয়, রুশদেরও শান্তি প্রয়োজন। আপনাদের মিত্ররা নির্ভরযোগ্য নয়। আমরা জার্মানরা আপনাদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারি। আমরা নির্ভরযোগ্য প্রতিবেশী হব, আর হয়তো বা আপনাদের বর্তমান মিত্রদের বিরুদ্ধে মিত্রও হব।

— কিন্তু ১৯৪১ সালে জার্মানরা অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ ক'রে কেন আমাদের শান্তিপূর্ণ দেশকে আক্রমণ করল? আমরা তো কাউকে হুমকি দিই নি।

— সোভিয়েত দেশের দ্রুত বিকাশ আমাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, এবং আমাদের ভয় হচ্ছিল যে আপনারাই প্রথমে আমাদের আক্রমণ করবেন। হিটলার আপনাদের আগেই তা করার সিদ্ধান্ত নিল, এবং সেখানেই সে সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছিল। আমরা ভাবি নি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এত শক্তিশালী। আমাদের জেনারেল স্টাফ এবং হিটলারের হিসাবে ভুল হয়েছিল।

আলাপ থেকে বোঝা গেল যে নাৎসি অফিসারেরা পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করছে: তারা অনিবার্য বিপর্যয় দেখতে পাচ্ছে এবং কেবল শান্তি চুক্তির মধ্যে মুক্তি খুঁজছে।

এদলিন্স্ক থেকে আমি রওয়ানা দিলাম বিয়ালোব্জেগির দিকে, আমাদের দক্ষিণ পার্শ্ব অভিমুখে, ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের সেনাপতি জেনারেল আ. রিজোভের কাছে। সদর-দপ্তরের অধিকর্তা কর্নেল মামচিন পরিস্থিতির বিবরণ দিলেন। কোরের এলাকায় আক্রমণাভিযান সফলভাবেই এগুচ্ছিল। ৭৯তম ও ৮৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলোর ইউনিটসমূহ পুশিবিশেভ — রেদ্লিন — কজুখোভ যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছে যায়। আমাদের জানানো হল যে কোরের সেনাপতি ৮৮তম ডিভিশনের উদ্দেশে চলে গেছেন। তাঁর নাগাল ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম। বর্কি গ্রামের কাছে এক ময়দা-কলের পাশে পোলিশ কৃষকদের ভিড় দেখতে পেলাম। লোকজনের চিৎকার আর মেয়েদের কান্না শোনা যাচ্ছিল। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। ভিড়ের লোকজন একপাশে সরে গেল। আমাদের সামনে পড়ে ছিল দুটি মৃতদেহ — একটি বছর পঁয়তাল্লিশের পুরুষের, আর অন্যটি বছর ষোলোর এক কিশোরের। আমরা মাথার টুপি খুললাম। আমাদের দেখাদেখি ভিড়ের লোকজনও মাথার টুপি ও স্কার্ফ খুলল।

www.pathagar.com

প্রাপ্তবয়স্ক লোকটির বুক অনেকগুলো গুলির দ্বারা বিদ্ধ। কিশোরটির মুখে তিনটি গুলির জখম।

— কে এ কাজ করেছে?

লোকজন চেঁচিয়ে উঠল, সবাই একসঙ্গে বলতে শুরু করল — কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। আমি একজন পোলিশকে ধীরেসুস্থে সমস্তকিছু বলতে অনুরোধ করলাম। সে রুশ ভাষায় ঘটনাটির কথা বলল। দু'-তিন ঘণ্টা আগে ফ্যাসিস্টরা হটে যাওয়ার সময় ময়দা-কলে ঢুকে। ওরা ময়দার বস্তাগুলো বাইরে নিয়ে যেতে ও ঘোড়ার গাড়িতে তুলতে চাইল। দুই কৃষক — বাপ ও ছেলে — বস্তাগুলো আঁকড়িয়ে ধরে। তখন এক ফ্যাসিস্ট অটোমেটিক বন্দুক থেকে কয়েকটি গুলি ছুঁড়ে দিল বাপের বুকে, আর কয়েকটি ছেলের মুখে... ওই সময় বনপ্রান্তে সোভিয়েত সৈন্যদের দেখা গেল। ফ্যাসিস্টরা কৃষকদের স্লেজে চেপে পালাল।

হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটি সারি আসতে দেখা গেল। আমি তখনও তা ভালো করে দেখতে পাই নি, অথচ পোলিশ কৃষকরা গালাগাল আর অভিশাপ দিতে দিতে ইতিমধ্যে ও-দিকেই ছুটল। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিলাম: বন্দী জার্মানরা আসছে। এক সার্জেন্টের নেতৃত্বে আমাদের তিনজন যোদ্ধা আশিটির মতো জার্মানকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওদের চেহারা ছিল করুণ। গায়ে হালকা ওভারকোট, শীতে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে পথ হাঁটছে। সামনের দু'টি অফিসারই কেবল বুক ফুলিয়ে চলছিল।

আমরা ভেবেছিলাম যে পোলিশরা বন্দীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এবং স্বহস্তের বিচার এড়ানোর জন্যে হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমরা মিছেই উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম। নারী, পুরুষ আর কিশোররা ফ্যাসিস্টদের কেবল ঘুসিই দেখাচ্ছিল এবং গালাগাল দিয়ে ওদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছিল।

— প্‌সিয়া ক্রেভ! প্‌সিয়া ক্রেভ! — এই পোলিশ গালিটি শোনা গেল ভিড়ের মধ্যে।

আমরা ওখান থেকে রওয়ানা দিলাম। অনেকখন চোখের সামনে ভাসছিল গুলিবিদ্ধ দুই পোলিশ কৃষকের চেহারা, কিশোরটির রক্তাক্ত মুখ। আমি নাৎসিদের শিকারে পরিণত শত সহস্র, লক্ষ লক্ষ রুশ, পোলিশ ও ফরাসি নারী-পুরুষ আর তরুণ-বৃদ্ধের কথা ভাবছিলাম।

দুপুর বেলা নাগাদ আমরা বিয়ালোব্‌জেগি থেকে তিন কিলোমিটার

www.pathagar.com

দূরে সুখা-শ্লিয়াখেৎস্কা গ্রামে বাহিনীর নতুন কমাণ্ড পোস্টে পেঁছলাম। পূর্ব থেকে পশ্চিম অভিমুখে এবং আবার বিপরীত দিকে আমাদের মাথার উপর দিয়ে সারি সারি বিমান উড়তে লাগল। অবশেষে আবহাওয়ার উন্নতি ঘটল, এবং আমাদের বিমানগুলো আকাশে উঠতে পারল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা টেবিলের উপর মানচিত্রগুলো পাতলাম এবং কম্প্যাসেস আর মাপনী নিয়ে হিসাব করতে বসে গেলাম। আক্রমণাভিযানের গতি ক্রমশই দ্রুত হয়ে চলেছে। এ কাজে সহায়তা করছে ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো, যা বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে শত্রুর সৈন্যদলগুলোকে অংশে অংশে ভেঙে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। আজ আমরা তিরিশ কিলোমিটারের মতো পথ অতিক্রম করব। আর আগামী কাল, ১৭ জানুয়ারি, আমরা চল্লিশ কিলোমিটারের মতো পথ পাড়ি দিতে চেষ্টা করব। এরূপ দূরত্ব অতিক্রম করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। জানা গেছে যে শত্রু অবরোধ এড়ানোর চেষ্টায় ওয়ারশ অঞ্চল থেকে রাভা-মাজোভেৎস্কার দিকে পশ্চাদপসরণ করছে। অনেকগুলো মোটর-রাস্তার সঙ্গম স্থল রাভা-মাজোভেৎস্কা অধিকৃত হলে শত্রু পরিকল্পিতভাবে পশ্চাদপসরণ করতে পারবে না এবং আমরা তাকে অংশে অংশে বিধ্বস্ত করার সুযোগ পাব।

স্পষ্ট হয়ে গেল যে এবার আসল হচ্ছে অগ্রগতির দ্রুততা। আক্রমণাভিযান ইতিমধ্যেই সারিতে সারিতে পশ্চাদনুসরণের আকার ধারণ করল। তাতে আমাদের অধিকতর সতর্ক হতে হল। শক্তি ও সামগ্রীর বৃহৎ একটি অংশ দ্বিতীয় এশিলনগুলোতে রাখার প্রয়োজন দেখা দিল যাতে শত্রুর মজুদ শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে অভ্যন্তর ভাগ থেকে আঘাতের চাপ বৃদ্ধি করা যায়। প্রথম এশিলনের ডিভিশনগুলোকে কিছু শক্তিশালী অগ্রণী দল পৃথক করে দেওয়ার নির্দেশ দিলাম। ওগুলো প্রধান শক্তিসমূহের সঙ্গে ২০-৩০ কিলোমিটারের ব্যবধান রেখে আগে আগে চলবে, আর প্রধান শক্তিসমূহের সারিগুলোর সঙ্গে ১০-১৫ কিলোমিটার দূরত্ব রেখে আগে আগে চলবে অগ্রদলগুলো। সৈন্যদলগুলোকে অতিরিক্ত আর্টিলারি দিয়ে বোঝা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, সে আর্টিলারি বরং দ্বিতীয় এশিলনগুলোর সারিসমূহের সঙ্গে যাবে এবং যেখানেই প্রবল গোলবর্ষণের দরকার হবে সেখানে যাওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

সন্ধ্যা বেলা মেজর-জেনারেল পকাজ্‌নিকোভের নেতৃত্বে পশ্চাদ্ভাগের একদল কর্মী এলেন আমার কাছে। তাঁরা দু'টি সারি গড়ার প্রস্তাব দিলেন, — প্রতিটিতে জ্বালানি আর গোলাবারুদ সমেত একশোটি গাড়ি থাকবে। সারি

www.pathagar.com

দু'টি প্রধান দিকগুলো ধরে চলতে থাকবে, এবং এই সমস্ত মজুদ জিনিস খরচ করা যাবে কেবল বাহিনীর অধিনায়কের ব্যক্তিগত নির্দেশে।

১৭ জানুয়ারি ভোর বেলা সামরিক পরিষদের সদস্য আ. প্রনিন, গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক ন. পজারস্কি ও সদর-দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে আমি প্রথম এশিলনের ডিভিশনসমূহের অগ্রণী বাহিনীগুলোর উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। পিলিৎসা নদীর পাড়ি-ব্যবস্থার কাছে ২৮তম ইনফেণ্ট্রি কোরের দ্বিতীয় এশিলনে অন্তর্ভুক্ত ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ইউনিটগুলোর নাগাল ধরলাম। এই ডিভিশনের ১২০তম রেজিমেণ্টটি অতিরিক্ত এক গোলন্দাজ দল নিয়ে ইতিমধ্যে নদী পার হচ্ছিল। ওই সময় গ্‌জ্‌মিওন্‌ৎসা গ্রাম থেকে এক সারি ট্যাঙ্ক বেরিয়ে এল। সারিতে প্রায় কুড়িটি ট্যাঙ্ক ছিল, এবং ওগুলো পাড়ি-ব্যবস্থার দিকে আসছিল। হঠাৎ আমরা ওগুলোর গায়ে ফ্যাসিস্টদের ক্রসচিহ্ন দেখতে পেলাম। আমাদের গোলন্দাজরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যূহ রচনা করে নিল। শত্রুর ট্যাঙ্কগুলোকে তারা কাছে আসতে দিল এবং দূরত্ব কমে যখন ৪০০ মিটারের মতো হল তখনই গোলাবর্ষণ আরম্ভ করল। প্রথম গোলাগুলোতেই প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ট্যাঙ্ক নষ্ট হয়ে যায় ও জ্বলে উঠে, বাকীগুলো গোলাবর্ষণ করতে করতে গ্রামের দিকে সরে যেতে শুরু করে। কিন্তু ৩৯তম ডিভিশনের ১১৭তম রেজিমেণ্টটি ইতিমধ্যে ওই গ্রামে পেণছে গিয়েছিল। শত্রুর ট্যাঙ্ক লক্ষ্য ক'রে রেজিমেণ্টের গোলন্দাজরা কামানগুলোর মুখ ঘুরিয়ে গোলাবর্ষণ করতে লাগল। ফলে শত্রুর সারি থেকে আস্ত থাকল কেবল দু'টি ট্যাঙ্ক। বন্দী ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা বলল যে তারা ছিল ২৫তম ট্যাঙ্ক ডিভিশনে যা তিন দিন ব্যাপী লড়াইয়ের পর উচ্চতম সদর-দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে এবং পিলিৎসা নদীর উত্তর তীরে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নভে-মিয়াস্তো-র কাছে পাড়ি-ব্যবস্থাটি যেহেতু সোভিয়েত সৈন্যদের দখলে ছিল, সেই হেতু ফ্যাসিস্টরা ভিন্ন পথে বেষ্টনী থেকে বার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু সম্মুখ ভাগ ও পেছন দিক থেকে গোলাবর্ষণের মধ্যে পড়ল।

পিলিৎসা অতিক্রম ক'রে আমরা বাঁধ ধরে চলতে লাগলাম। প্রায় তিন কিলোমিটার যাওয়ার পর ভ্‌ভিদ্‌নো গ্রামে ৭৯তম রক্ষী ডিভিশনের ২২০তম রেজিমেণ্টের সেনাপতি কর্নেল ম. শেইকিনের সঙ্গে দেখা হল। ডিভিশনের দ্বিতীয় এশিলনের অন্তর্গত তাঁর রেজিমেণ্টটিকে তিনি সাদকোভিৎসে-তে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কর্নেল জানালেন যে ৭৯তম রক্ষী ডিভিশনের সদর-দপ্তর ইতিমধ্যে অনেক আগে চলে গেছে এবং এখন তা

www.pathagar.com

মোগেলনিৎসা — নভে-মিয়াস্তো রাজপথে অবস্থিত। দীর্ঘ একটি সারিকে পেছনে রেখে আমরা তাড়াতাড়ি স্ত্রিকুভ গ্রামের নিকটে এক মদ কারখানায় গিয়ে পেঁাছলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম যে মদ কারখানার শ্রমিকরা এবং গ্রামের বাসিন্দারা কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছে: তারা দেয়ালের পেছনে লুকিয়ে পড়ছে আর ভয়-ভরা দৃষ্টিতে একই দিকে তাকাচ্ছে। ওদিকে তাকাতেই আমরা ওখানে জার্মানদের একটি সারি দেখতে পেলাম। আমাদের থেকে আধ কিলোমিটার দূরে তারা ব্যূহ গড়ছিল। আমাদের পশ্চাদ্ভাগে জার্মানরা কোত্থেকে আসতে পারে? তবে ভাবার ও অনুমান করার মতো সময় ছিল না। শত্রু ইতিমধ্যেই মেশিনগানগুলো চালাতে শুরু করেছে। গুলিবর্ষণের মধ্যে আমরা তাড়াতাড়ি শেইকিনের রেজিমেণ্টে ঢুকে পড়লাম। যোদ্ধারা সারিতে থেকে ফ্যাসিস্টদের লক্ষ্য ক'রে মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে লাগল। আর পরে রেজিমেণ্টটি দ্রুত সম্মুখে এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে জার্মানদের পশ্চাদপসরণের পথগুলো কেটে দিল। ওই সময় নিকটস্থ বনের ভেতরে ১ম রক্ষী ট্যাংক বাহিনীর যোদ্ধারা তাদের ট্যাঙ্কগুলোতে তেল ঢালছিল। ট্যাংক-যোদ্ধারা গোলাবর্ষণের দ্বারা জার্মান সৈনিকদের অস্ত্র ত্যাগ করতে ও হাত তুলতে বাধ্য করল। দেড় হাজারের মতো জার্মান বন্দী হল। বিভিন্ন ইউনিটের এই সৈন্যরা সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণ করছিল। তারা চলেছিল আন্দাজের উপর, দিশাহারা হয়ে, বিনা আদেশে।

নভে-মিয়াস্তো অভিমুখে যাওয়ার পথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর ১১শ রক্ষী ট্যাঙ্ক কোরের সেনাপতি কর্নেল আ. বাবাজানিয়ানের সঙ্গে। তাঁর ট্যাংক-যোদ্ধারা রাত্রি বেলা পিলিৎসা নদী অতিক্রম করে, আর দিনের বেলা ওয়ার্শ-র উপকণ্ঠ থেকে শত্রুর পশ্চাদপসরণরত ইউনিটগুলোকে ধ্বংস করার কাজে অংশগ্রহণ করে। এবার ট্যাঙ্ক কোরটি ৭৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের সঙ্গে সাদকোভিৎসের দিকে আক্রমণ চালাচ্ছে। অচিরে এই ডিভিশনের সেনাপতি জেনারেল লেওনিদ ভাগিনের সঙ্গেও আমাদের দেখা হল। তিনি জানালেন যে তাঁর ইউনিটগুলো সাফল্যের সঙ্গে এগুচ্ছে, আর তল্লাসী দলসমূহ ইতিমধ্যেই সাদকোভিৎসে — ত্রেমবাচেভ — লিউবানিয়া যুদ্ধ-সীমায় পেঁাছে গেছে।

পথে যেতে যেতে আমরা দেখলাম কীভাবে আমাদের সৈনিক আর অফিসারেরা গ্রাম ও খামারগুলো থেকে বন্দী জার্মানদের বার করে আনছে। ভিস্টুলার তীরগুলো থেকে পশ্চাদপসরণ করার সময় জার্মান সৈনিক আর

www.pathagar.com

অফিসারেরা নিজ নিজ ডিভিশনগুলোর পশ্চাদ্ভাগে জিরিয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু তখন ওখানে ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগ। হতোদ্যম হিটলারীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যায়, — কেউ অস্ত্র সমেত, কেউ বা অস্ত্র ছাড়া। যেখানে পেরেছে সেখানেই লুকিয়েছে পশুশালায়, খড়ের গাদায়, ঝোপঝাড়ে। অবস্থা নৈরাশ্যজনক বুঝতে পেরে তারা আত্মসমর্পণ করতে লাগল।

নভে-মিয়াস্তো'র পূর্ব প্রান্তে ছোট এক বাড়িতে আমাদের দেখা হল ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিকর্তা জেনারেল কাতুকোভের সঙ্গে, যিনি নিজের সৈন্যদের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্যাদি বিনিময় ক'রে ঠিক করা হল যে রাজপথ ধরে একসঙ্গে রাভা-মাজোভেৎস্কা অভিমুখে যাওয়া হবে। ২৯তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি কোরের ইউনিটগুলোতে পৌঁছতে হবে, — ওগুলো লড়ছিল কাতুকোভের ট্যাঙ্ক-যোদ্ধাদের সঙ্গে। রাস্তার নিকটস্থ এক খামারে আমরা কিছু স্টাফ-গাড়ি দেখতে পেলাম। সে দিকে চললাম। দু'-তলা বাড়ির কাছে অনেকগুলো রুশ আর পোলিশ শকট, মালবাহী গাড়ি, ফেইটন আর মোটর কার খাড়া ছিল। বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। খাবার ঘরে দেখতে পেলাম একদল পোলিশ খাওয়া-দাওয়া করছে, তাদের মধ্যে আমাদের জনা আটেক যোদ্ধাও রয়েছে। টেবিলে সৈনিকের টিনের খাবার, রুটি, চর্বি, পোলিশ বিগুস, লবণ-জলে-রাখা শশা, অন্যান্য গ্রামীণ খাদ্যদ্রব্য, দু'টি ফৌজী জলাধার আর দু' বোতল মদ।

— নমস্কার! — আমরা সবাইকে অভিবাদন জানালাম।

আমাদের যোদ্ধারা লাফ দিয়ে উঠল, সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখে গম্ভীর ভাব এনে আমি জিজ্ঞেস করলাম:

— আপনারা আমাদের সৈনিকদের মদ খাইয়ে মাতাল করছেন বুঝি?

নীরবতা। পোলিশরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কেবল একজন তরুণী মহিলাই হয়তো আমাদের ঠোঁটের কোণে লুক্কায়িত হাসিটি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি জবাবে বললেন:

— না হুজুর, তা করব কেন, আমরা আপনার সৈনিকদের আমাদের কাছে খেতে ডেকেছি, অথচ আপনার সৈনিকরা সঙ্গে ক'রে এত খাবার এনেছে যে এখন আমরা তাদের খাওয়াচ্ছি না, তারাই আমাদের খাওয়াচ্ছে।

— এ কি এক পরিবার?

www.pathagar.com

— না, — বললেন মহিলাটি, — আমরা পাশের খামারগুলো থেকে এসেছি আপনার সৈনিকদের দেখতে।

আমরা ওদের বাধা দিলাম না: এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের সৈনিক জেনারেলের সাহায্য ছাড়াই আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে। পোলিশরা আমাদের বসতে বলল, সুপ মদ ইত্যাদি খেতে অনুরোধ করল, কিন্তু আমাদের ভীষণ তাড়া ছিল।

২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের এবং ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর মেকানাইজড কোরের সদর-দপ্তরগুলোকে আমরা আবিষ্কার করলাম পুকিনিন গ্রামে। দক্ষিণ দিকে, রাভা-মাজোভেৎস্কা, লড়াই চলছিল। ওখানে আমাদের সৈন্যরা শত্রুর বিক্ষিপ্ত দলগুলোকে তাড়াচ্ছিল। লড়াই শেষ হয়ে আসছিল: শত্রু সমগ্র রণাঙ্গনে পশ্চাদপসরণ করছিল।

২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের অধিনায়ক মেজর-জেনারেল আ. শেমেনকোভকে (ইতিপূর্বে কোরের অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ফকানভ, যিনি ওই সময় বাহিনী থেকে চলে গিয়েছিলেন) ব্জেজিনি অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালানোর প্রাথমিক নির্দেশ দিয়ে আমি নভে-মিয়াস্তোর দিকে ঘুরে গেলাম। ওখানেই স্থানান্তরিত হয়েছিল আমাদের কমাণ্ড পোস্ট। ওখানে ইতিমধ্যেই বাহিনীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়, তবে ফ্রণ্টের সদর-দপ্তরের সঙ্গে তখনও টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। ফোন করলাম ডান দিকে প্রতিবেশীকে — ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীর অধিনায়ককে। তাঁর সৈন্যরা ভালো এগুচ্ছে। বিয়ালা রাভ্স্কা দখল করে নিয়েছে এবং আক্রমণাভিযান চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। তবে বাঁয়ের প্রতিবেশী — ৬৯তম বাহিনী — পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে।

পরিস্থিতি মোটামুটি আমাদের অনুকূলেই ছিল। ১৭ জানুয়ারি তারিখের শেষ নাগাদ ফ্রণ্টের কেন্দ্রীয় আক্রমণকারী গ্রুপিংটি (৫ম আক্রমণকারী, ৮ম রক্ষী, ১ম ও ২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো) সফল আক্রমণাভিযানে লিপ্ত থেকে প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো এবং ওয়ার্শ — বার্লিন রাজপথগুলোর কাছাকাছি পেণছে যাচ্ছিল। আক্রমণকারীরা বিশেষ প্রতিরোধ অনুভব করল না।

এই অভিমুখে শত্রুর প্রধান শক্তিগুলো বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, এখানে তার কাছে বড় রকমের কোন রিজার্ভ ছিল না। ফ্রণ্টের ডান পার্শ্বের গ্রুপিংটি (১ম পোলিশ বাহিনী ও ৪৭তম বাহিনী) ওয়ার্শ দখলের পর সাফল্যের সঙ্গে শত্রুর পরাস্ত ইউনিটগুলোকে অনুসরণ করছিল, ফ্রণ্টের বাঁ

www.pathagar.com

পার্শ্বের গ্রুপিংটি (৬৯তম ও ৩৩তম বাহিনীগুলো) কিছুটা পিছিয়ে থাকে, আর সঠিকভাবে বললে, থেমে থেমে ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় গ্রুপের পেছন পেছন চলছিল, তবে এই পিছিয়ে-পড়ার কোন তাৎপর্য ছিল না: আমাদের বাম পার্শ্বকে আক্রমণ করার মতো মজুদ শক্তি শত্রুর কাছে ছিল না।

মার্শাল ই. কনেভের সেনাপতিত্বে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট এবং মার্শাল ক. রকোসভ্স্কির সেনাপতিত্বে ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের আক্রমণাভিযানও সাফল্যের সঙ্গে চলছিল। ১৬ জানুয়ারি তারিখের শেষ নাগাদ মার্শাল কনেভের সৈন্যবাহিনী রাদোমস্কো, চেন্স্তোখোভ, জাভের্ৎসে শহরগুলো অধিকার করে নেয় এবং উত্তর থেকে সাইলেসীয় শিল্পাঞ্চলটি ঘিরে ফেলছিল। মার্শাল রকোসভ্স্কির সৈন্যরা ১৯ জানুয়ারি প্শাস্নিশ; ম্লাভা, প্লন্স্ক, মদ্লিন শহরগুলো দখল করে ফেলে এবং বল্টিক উপকূলে আর পূর্ব প্রাশিয়ায় অবস্থিত নাৎসি বাহিনীগুলোর গ্রুপিংকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তোরুন ও দানসিগ অভিমুখে ভিস্টুলার তীর বরাবর আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে।

পার্শ্বগুলোর জন্য বিশেষ চিন্তা না ক'রে ক্ষিপ্র আক্রমনাভিযান অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিল। যখন ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপিত হল, তখন আমরা একটি দায়িত্ব পেলাম: ১৮ জানুয়ারি ওয়ার্শ— চেন্স্তোখোভ রেলপথটি পার হতে হবে এবং অগ্রণী দলগুলোর দ্বারা গ্নুভ্নো আর ব্জেজিনি শহর দু'টি অধিকার করতে হবে। বাহিনীকে শক্তিশালীকরণের জন্য রাভা-মাজোভেৎস্কা আসছিল ১১শ রক্ষী ট্যাঙ্ক ব্রিগেডটি।

বাহিনীর শক্তি বিক্ষিপ্ত না করার উদ্দেশ্যে এবং মহড়া নেওয়ার জন্য শক্তিশালী মুষ্টি রাখার জন্য আমি ৪র্থ রক্ষী কোরকে দ্বিতীয় এশিলনে সরিয়ে নেওয়ার ও ওটাকে বাহিনীর বাম পার্শ্বে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

১৮ জানুয়ারি আক্রমণাভিযান আরম্ভ হয় ভোর সকালে। আমরা যথাসম্ভব বেশি দিবালোক ব্যবহার করতে চেষ্টিত ছিলাম। বাহিনীর কমান্ড পোস্ট, আর সঠিকভাবে বললে সদর-দপ্তরের গোটা প্রথম এশিলনটিই পরিণত হয় সৈন্য পরিচালনার চলন্ত এক পোস্টে। তা এগুচ্ছিল নভে-মিয়াস্তো — রাভা-মাজোভেৎস্কা — ব্জেজিনি প্রধান রাজপথটি ধরে।

১ম ও ২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোর যোদ্ধারা আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি করে ইতিমধ্যেই বার্লিন অভিমুখী মোটর রাজপথগুলোতে পৌঁছে যায়। বাহিনীর সদর-দপ্তরের দ্বিতীয় এশিলনটি ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের সঙ্গে

www.pathagar.com

এবং আমাদের কমাণ্ড পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য নভে-মিয়াস্তোয় থেকে গেল। বাহিনীর সদর-দপ্তরের অধিকাংশ অফিসার আর জেনারেলই অগ্রবর্তী সারিগুলোর সঙ্গে চলছিলেন, — তাঁরা ঘটনাস্থলে কমাণ্ডারদের সাহায্য করছিলেন এবং সময় সময় আমায় অর্জিত ফলাফলের খবর দিচ্ছিলেন। সেই জন্যই আমি সর্বদা সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম।

সৈনিক আর সেনাপতিদের মনমেজাজ খুব ভালোই ছিল, কেউ দ্রুত পথচলা নিয়ে অভিযোগ করে নি, বরং তার উল্টোটিই ঘটেছিল: জার্মানি পৌঁছার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। অপরাহ্ন ১টা নাগাদ ২৮তম ও ২৯তম রক্ষী কোরগুলোর ইউনিটসমূহের সারিগুলো ওয়ারশ — পিওতরকুভ রেল সড়কে পৌঁছে গেল, আর অনুসন্ধানী বাহিনী তখন দমোসিন — ব্জেজিনি — গালকুভ যুদ্ধ-সীমার কাছে গিয়ে পৌঁছল।

দিগন্তে বড় একটি শহর চোখে পড়ল। দূরবীনে কলকারখানার চিমনি দেখা গেল। লদ্জ! পোল্যাণ্ডের বৃহৎ শিল্প কেন্দ্র, জনসংখ্যায় ওয়ারশর পরেই তার স্থান। ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী উত্তর দিক থেকে লদ্জ পরিবেষ্টন করতে লাগল। ডান দিকের প্রতিবেশী — ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী লভিচ্ শহর দখল করে নিয়েছে। ওই সময় ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল না। নিজেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নিজের পশ্চাদ্ভাগে শত্রুর বড় গ্যারিসন সমেত শহরটি ফেলে রেখে আরও অগ্রসর হওয়া, অথবা শহরের প্রাচীরের কাছে থেমে নির্দেশের অপেক্ষা করা? এর কোনটাই করা ঠিক হবে না। সিদ্ধান্ত নিলাম: শহর আক্রমণ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে গেল।

সৈন্য দাঁড় করাব দমোসিন — ব্জেজিনি — গালকুভ যুদ্ধ-সীমায়, লোকেদের খেতে দেব এবং রাত ১২টা অবধি তারা বিশ্রাম করবে। রাত ২ টার আগে ডিভিশনের অনুসন্ধানী দলগুলো শহরে এবং শহরের উপকণ্ঠসমূহে শত্রুর শক্তি সম্পর্কে খবর নিয়ে আসবে। এরপর ২৮তম ও ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরগুলোর প্রথম এশিলনের ডিভিশনসমূহ (চারটি ডিভিশনের সবগুলোই) শহরের কাছে চলে যাবে যাতে আক্রমণ চালানোর জন্য ভোরের দিকে মূল অবস্থান নেওয়া যায়। ঝঞ্ঝাক্রমণে অংশগ্রহণ করবে ২৮তম ও ২৯তম কোরগুলোর প্রধান শক্তিসমূহ এবং তারা যুগপৎ আঘাত হানবে পূর্ব দিক থেকে, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ও পশ্চিম থেকে জ্গেজ-এর উপর দিয়ে কনস্তান্তিনুভ অভিমুখে। ৮৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি

www.pathagar.com

ডিভিশনটি ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে পিওন্তেক — ওজোরকুভ যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছে যাবে। ১১শ ট্যাংক ব্রিগেড ও তিনটি পৃথক ট্যাংক রেজিমেণ্ট নিয়ে গঠিত একটি ট্যাংক গ্রুপ জেনারেল ভাইনরুবের পরিচালনাধীনে দ্রুত গতিতে শহরের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং শত্রুর পশ্চাদপসরণের পথগুলো বন্ধ করে দেয়। ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরটি রিজার্ভে থেকে বাহিনীর ডান পার্শ্ব অভিমুখে চলতে থাকে। বাহিনীর সদর-দপ্তরের অফিসারেরা মোটর গাড়িতে ক'রে কোর আর ডিভিশনগুলোর সদর-দপ্তরসমূহের উদ্দেশে রওয়ানা দেন, — তাঁরা প্রাথমিক নির্দেশাদি নিয়ে যান। শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আমরা শহরের ভেতরে লড়াই করতে চাই নি। সেই জন্যই ঝঞ্ঝাক্রমণের পরিকল্পনা অনুসারে, উত্তর ও পশ্চিম থেকে, অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ থেকে শহরটি পরিবেষ্টন করার কথা ছিল। সদর-দপ্তর ততক্ষণে তাড়াহুড়োর মধ্যে লড়াই সংক্রান্ত দলিলাদি প্রস্তুত করছিল।

ওই সময় ফ্রণ্টের সদর-দপ্তর থেক হঠাৎ এমন একটি নির্দেশ এল যা আমাদের সংকটে ফেলে দেয়। তাতে বলা হয় যে ১৯ জানুয়ারি আমাদের নির্দিষ্ট এক যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছতে হবে যা আমরা বস্তুতপক্ষে ইতিমধ্যেই দখল করে নিয়েছি।

ফ্রণ্টের সদর-দপ্তর ভুল করেছে কি অথবা কয়েকটি যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্দেশটি প্রেরণের সময় তার সারমর্ম বিকৃত হয়ে গেছে তা আমরা আর কখনও জানতে পারি নি। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট ছিল: নিজের দায়িত্বে কাজ করতে হবে। লদ্জ শহরের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ চালানোর বিষয়ে বাহিনীর সামরিক পরিষদ অনুমোদিত নির্দেশটি সম্পর্কে সৈন্যদলসমূহকে অবগত করা হল। মধ্য রাত্রে কোর আর ডিভিশনগুলো নির্দেশ পালন করতে আরম্ভ করল।

সকাল বেলা বাহিনীর সদর-দপ্তরের প্রথম এশিলনটি সম্মুখ পানে এগিয়ে যায় এবং বেজিৎসি নামক স্থানে নিজস্ব ফৌজের প্রধান শক্তিসমূহের অনতিদূরে জায়গা নেয়। সদর-দপ্তরের এক দল অফিসার আর জেনারেলকে নিয়ে বাহিনীর সামরিক পরিষদ চলে যায় শহরের সদ্য অধিকৃত পূর্ব প্রান্তে।

রৌদ্রস্নাত উজ্জ্বল প্রভাত। আমরা অবস্থান করছিলাম রেল ক্রসিংয়ের কাছে। উত্তরে বন্দুক-মেশিনগানের গুলি বিনিময় হচ্ছিল, মাঝেমধ্যে তোপ দাগার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমাদের তল্লাসী বিভাগের কাছে লদ্জস্থ শত্রু গ্যারিসনের শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য ছিল না, তবে গুলি বিনিময়ের চরিত্র লক্ষ্য ক'রে বোঝা যাচ্ছিল যে শহরের জন্য দুশমন অটল লড়াইয়ে

www.pathagar.com

লিপ্ত হবে না। আমাদের আর্টিলারি শহরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল, তবে আমি বলে দিলাম যে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত গোলাবর্ষণ করা চলবে না।

অনুসন্ধানী ইউনিটগুলোর সহায়তায় আমরা কিছুটা এগিয়ে গেলাম এবং উঁচু টিলার উপর অবস্থিত গির্জা ঘরের কাছে এক পার্কে থামলাম। ওখান থেকে প্রায় সারা শহরটিই দেখা যাচ্ছিল। আমরা দেখলাম, কীভাবে পোলিশ নাগরিকরা নাৎসিদের ধরতে ও নিরস্ত্র করতে আমাদের তল্লাসী সৈনিকদের সাহায্য করছে।

দুপুর নাগাদ গোলাগুলি চলছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে নয়, দক্ষিণে। আমরা বুঝতে পারলাম যে ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ইউনিটগুলো ও ভাইনরুবের ট্যাঙ্ক গ্রুপটি আক্রমণাভিযান আরম্ভ করেছে ও শত্রুকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ জার্মান আর্টিলারি আমাদের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র লক্ষ্য ক'রে গোলাবর্ষণ করতে আরম্ভ করল। তিরিশটির মতো গোলা বিস্ফোরিত হল গোলন্দাজ বাহিনীর তল্লাস কর্মীদের কাছে। দু'জন অফিসার নিহত ও তিনজন লোক আহত হল। আকস্মিক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলটি ত্যাগ করার আদেশ দিলাম।

রেল ক্রসিংয়ের কাছে আমাদের সিগন্যাল-ম্যানরা বাহিনীর সদর-দপ্তরের প্রথম এশিলনের সঙ্গে যোগাযোগ পুনর্স্থাপন করল।

আমি টেলিফোন করলাম বাহিনীর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা জেনারেল বেলিয়াভস্কিকে। তিনি জানালেন যে জেনারেল ভাইনরুবের ট্যাঙ্ক গ্রুপ লদ্জ শহরের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেছে, ২৮তম কোরের ইউনিটগুলো ওজোরকুভ, আলেক্সান্দ্রুভ ও রাদোগশচ দখল করে নিয়েছে; আমাদের অনুসন্ধানী ইউনিটগুলো লদ্জ — কনস্তান্তিনুভ রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে। শত্রু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করছে। অনেক জার্মান সৈনিক বন্দী হয়েছে ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। বেলিয়াভস্কি কিছুক্ষণ নীরব থেকে দুঃখের সঙ্গে যোগ করেন:

মাতভেই ভাইনরুব আহত, গুলি বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। তাঁকে শিগগিরই নিয়ে আসা হবে।

জেনারেল ভাইনরুবের আহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। আমরা সবাই তাঁর সাহসিকতা, সততা আর মানবিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। যুদ্ধে এ নিয়ে তৃতীয় বার আহত হলেন। শেষ দু'টি জখম ছিল বিশেষ গুরুতর ও বিপজ্জনক — তখন গুলি লেগেছিল বুকে

www.pathagar.com

ও মাথায়। যুদ্ধকালের সাথী আহত হলে সর্বদাই কষ্ট হয়। যে-লোক লড়তে লড়তে বেলোরুশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলগুলো থেকে ভোলগা পর্যন্ত পেঁছেছে, স্তালিনগ্রাদের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, আর তারপর আমাদের সঙ্গে ভোলগা থেকে সমগ্র ইউক্রেন ও পোল্যান্ড অতিক্রম করেছে, সেই লোকটি আহত হওয়াতে আমরা বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলাম। সুখের বিষয়, অচিরেই আমাদের জানানো হল যে মাতভেই ভাইনরুব বাঁচবেন...

১৬শ ও ১৮শ বিমান বাহিনীর ইউনিটসমূহের সহায়তায় ৮ম রক্ষী বাহিনী লদজ মুক্ত করল। আমরা গাড়িতে করে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম। ফ্যাসিস্টরা ওখানে সমস্তকিছুই নিজেদের মতো করে বদলে দিতে চেয়েছিল। আগে শহরের প্রধান চকটির নাম ছিল স্বাধীনতা চক। নাৎসিরা ওটাকে অন্য নাম দিল — জার্মানি স্কোয়ার। এর দ্বারা ওরা বোঝাতে চেয়েছিল যে পোল্যান্ড আর কখনও স্বাধীন হবে না, এখন থেকে এখানে রাজত্ব করবে জার্মানি, আর পোলিশরা হচ্ছে অধিকারহীন দাস। রাস্তাগুলোতে নতুন নেম-প্লেট ঝুলছিল, — ওগুলোর জার্মান নাম রাখা হয়েছে। দোকানগুলোর সমস্ত সাইনবোর্ড — জার্মান ভাষায়। হোটেল-রেস্তরাঁর দরজায় লেখা: 'কেবল জার্মানদের জন্য। পোলিশদের প্রবেশ নিষেধ।' সম্প্রতি পোলিশদের রুটি দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে, — ওরা অনাহারে মরুক যাতে ঔপনিবেশিকরা জায়গা পায়। পরধন লোভী হানাদারেরা ঠিক পঙ্গপালের মতো শহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা শহরের সমস্ত সেরা ফ্ল্যাট দখল করে নেয় এবং ওগুলোর মালিকদের বন্দী শিবিরে পাঠিয়ে দেয়। একটা প্রধান রাস্তার উপর সেতু বানিয়ে দেওয়া হয় — কেবল ওটা দিয়েই ইহুদিরা তাদের বসতির একাংশ থেকে অন্য অংশে যেতে পারত। তাদের রাস্তায় বার হওয়ার অধিকার ছিল না।

পাঁচ বৎসরাধিক কাল লদজ জার্মান জল্লাদদের নির্যাতন সহ্য করেছে। আগ্রাসকদের নৃশংসতার অন্ত ছিল না। কিন্তু শহর বশ্যতা স্বীকার করে নি, সে ১৯০৫ সালের ধর্মঘটের কথা স্মরণ করল, সে স্বাধীনতার গর্বিত মনোভাব টিকিয়ে রেখেছিল। তাই জার্মান টহলদারী দলগুলো প্রায়ই রাস্তায় হানাদারদের মৃতদেহ আবিষ্কার করত: এরূপই ছিল পোলিশ স্বদেশ প্রেমিকদের নির্মম, তবে ন্যায্য বিচার।

লাল ফৌজের ইউনিটগুলো যখন শহরে প্রবেশ করল, বাড়িগুলোর ছাদে, ব্যালকনিতে আর জানলায় পতপত করে উড়তে লাগল সোভিয়েত আর পোলিশ পতাকা। দীর্ঘ শীতের রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওগুলো

www.pathagar.com

সেলাই করেছে নারীরা। এবং এবার মুক্তি লাভের পর আনন্দিত হয়ে তারা এই পতাকাগুলো দিয়ে তাদের মুক্তিদাতাদের বিজয়ের পথটি সুশোভিত করে তুলেছে।

সোভিয়েত বাহিনীর প্রবল ও দ্রুত আক্রমণ হানাদারদের শহরটি ধ্বংস করতে দেয় নি। একটি বাড়িও বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হয় নি, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজও অব্যাহত ছিল এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থাও অটুট ছিল।

শহরবাসীরা স্বাগত জানাল রাস্তা দিয়ে চলন্ত ট্যাঙ্ক, কামান আর পদাতিক সৈন্যবাহী মোটর গাড়িগুলোকে।

গাড়ির সুদীর্ঘ সারিতে একটি ট্রাকে ক'রে যাচ্ছিল এক দল যোদ্ধা। তাদের মধ্যে ছিল সার্জেণ্ট উসেঙ্কো আর জুনিয়র সার্জেণ্ট ভেোর্তিলেৎস্কি। তারা হাসছিল, সবারই মতো ধূলিধূসর, ক্লান্ত, তবে আনন্দিত। কেউ ভাবতেও পারে না যে এরা হচ্ছে সত্যিকার বীর পুরুষ। আমি শুনেছি কীভাবে তারা লড়েছে...

যোদ্ধাদের অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছিল দুই সংলগ্ন বাড়ির জানলায় স্থাপিত জার্মান মেশিনগানগুলো। রক্ষী বাহিনীর সার্জেণ্ট 'মাক্সিম' মেশিনগানের কমান্ডার উসেঙ্কো মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি বুঝে নিল। সহকারী জুনিয়র সার্জেণ্ট ভের্তিলেৎস্কির সঙ্গে সে মেশিনগানটি আমাদের আক্রমণরত সারি থেকে একশো মিটার আগে নিয়ে গেল এবং ওটাকে একটু উঁচু জায়গায় স্থাপন করল। প্রথম বারের সুদীর্ঘ গুলিবর্ষণের দ্বারা সে শত্রুর বৃহৎ ক্যালিবরের মেশিনগানকে চুপ থাকতে বাধ্য করল, আর এরপর আরও দু'বার গুলিবর্ষণ ক'রে বাড়ির ভূগর্ভ তলায় বসে-থাকা সাবমেশিনগানারগুলোকে ধ্বংস করে দিল। নির্ভীক মেশিনগানাররা শত্রুর গুলিবর্ষণের আরও তিনটি অবস্থান নষ্ট করল। উৎসাহিত যোদ্ধারা আক্রমণে লিপ্ত হল। তারা বাড়িগুলোকে একটি-একটি ক'রে ফ্যাসিস্টদের কবল থেকে মুক্ত করল।

কিন্তু শত্রু নতুন শক্তি নিয়ে এল। সার্জেণ্ট উসেঙ্কোর নেতৃত্বাধীন বীর যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পাঠানো হল গোটা একটি জার্মান ব্যাটেলিয়ন। নাৎসিদের দু'শো মিটার দূরত্ব অবধি অগ্রসর হতে দিয়ে উসেঙ্কো মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করল। ফ্যাসিস্টরা শুয়ে পড়ল। ওদের আর উঠতে সাহস হল না, এবং আমাদের সৈনিকদের ঘিরে ফেলার অভিপ্রায়ে হামা দিয়ে তাদের দিকে এগুতে লাগল। উসেঙ্কো ও তার সাথীরা হাত-বোমা ছুঁড়ল।

www.pathagar.com

এমন সময় আমাদের ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারাও ঘটনাস্থলে এসে গেল। লড়াইয়ে জার্মান ব্যাটেলিয়নটি পুরোপুরিভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মেশিনগানার ইভান উসেঙ্কো একজন ওবের-লেফটেনেণ্ট সহ ৩৪টি বন্দী জার্মানকে সদর-দপ্তরে নিয়ে এল।

এবং আমাদের সৈন্যদের মধ্যে আরও কতশত এরূপ বীর ছিল!

শহরবাসীদের অভিনন্দনে সাড়া দিয়ে যোদ্ধারা হাসছিল। ট্যাঙ্ক, কামান আর গাড়িগুলো রাস্তা দিয়ে বেগে চলে যায়। যোদ্ধাদের তাড়া রয়েছে, তারা চলেছে পশ্চিমের দিকে। তাদের অপেক্ষা করছে নতুন নতুন শহর, — ওগুলোকে মুক্ত করতে হবে।

রাত্রিবেলা আমরা জানতে পারলাম যে লদ্‌জের মুক্তিদাতাদের সম্মানার্থে মস্কোয় তোপ দাগা হয়েছিল।

www.pathagar.com

নিশ্চিত নিপাত

১

১ম বেলোরুশ এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলোর ভিস্টুলা তীরে আরব্ধ জানুয়ারি অভিযানটি ইতিহাসে ভিস্টুলা-ওডের অপারেশন নামে পরিচিত (মানচিত্র ৩)। সৈন্য বাহিনীগুলো এক শ্বাসে ভিস্টুলা থেকে ওডের পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। নিঃসন্দেহেই এরূপ বিপুলাকারের অপারেশনের সাধারণ গতিতে কোন না কোন বিরতি থাকার কথা এবং অপারেশনটি কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা দরকার। কিন্তু আমায় যদি ৮ম রক্ষী বাহিনীর গতি প্রসঙ্গে ভিস্টুলা-ওডের অপারেশনটি কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে বলা হত, তাহলে আমি অসুবিধায়ই পড়তাম। ভিস্টুলা তীরের মাগনুশেভ্ পাদভূমিতে আরব্ধ অগ্রগতি এক মিনিটের জন্যও থামে নি।

ভার্তা নদী (পজনান্) পর্যন্ত শত্রুর প্রতিরক্ষা লাইনগুলো আমরা অতিক্রম করি সামরিক বিরতি ব্যতিরেকে এবং বিশেষ প্রয়াস ছাড়াই। সেই সঙ্গে এই আক্রমণাভিযানে আমরা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারাদির এবং শত্রুর আগের-চেয়ে-ভিন্ন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সম্মুখীন হই। আমি কথাটি এভাবে বলব: পজনানের আগে পর্যন্ত শত্রুর ঘাঁটিগুলো যতই শক্তিশালী হয়ে থাকুক না কেন, ওগুলোকে দুর্গ বলা যায় না। পজনানেই ৮ম রক্ষী বাহিনী প্রথম বারের মতো দুর্গের সম্মুখীন হয়। ওখানে আমাদের সৈন্যরা এমন সব ঘাঁটি দেখে যেগুলোকে ওই সময় বৃহৎ বৃহৎ দুর্গের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেত। পজনান্ ছিল রেল জংশন এবং বহু মোটর-সড়কের সঙ্গম স্থল।

যে-সমস্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমাদের ভিস্টুলা-ওডের অপারেশনে কাজ করতে হয়েছে সেগুলোর কথা স্মরণ করা যাক। সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তর অপারেশনের জন্য ১০-১২ দিনের উপযোগী পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে,

www.pathagar.com

অপারেশনের দশম-দ্বাদশ দিবসে লদ্‌জে পেঁছার কথা ছিল। ৮ম রক্ষী ও ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীগুলো অপারেশনের ৬ষ্ঠ দিবসেই ওই যুদ্ধ-সীমায় পেঁছে যায়। প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১৫-১৮ কিলোমিটার ক'রে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল। আমরা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ২৫-৩০ এবং ততোধিক কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছি।

এরূপ দ্রুত অগ্রগতি সৈন্য বাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত না ক'রে পারে নি। পশ্চাদ্ভাগের সার্ভিস ব্যবস্থার কার্য পরিকল্পনে সামান্যতম ত্রুটিও এবার মারাত্মক বিপদ ডেকে আনত। প্রয়োজনীয় পরিমাণ গোলাবারুদ, জ্বালানি আর খাদ্যদ্রব্য বাহিনীগুলোর কাছে পেঁছত না। তাছাড়া পশ্চাদ্ভাগের ক্ষমতাও ছিল সীমিত। সেই সঙ্গে লদ্‌জ মুক্তির পর ফ্রণ্টের সেনাপতিমণ্ডলী অগ্রগতির জন্য আমাদের উপর ন্যস্ত করল অপারেশন শুরুর সময়ের চেয়ে বেশি দায়িত্ব। অথচ অপারেশন আরম্ভ হওয়ার সময় সমস্ত সরবরাহ ঘাঁটিই আমাদের হাতের কাছে ছিল।

২৩ জানুয়ারি বাহিনীর সৈন্যরা পভিদ্‌জ — স্লুপ্‌ৎসা — ত্‌সেনজেন যুদ্ধ-সীমায় পেঁছে গেল। অগ্রণী দলগুলো গ্নেজ্‌নো ও ভ্‌জেসনিয়ায় পেঁছছিল। তল্লাসী বিভাগ বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীকে জানাল যে ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলোর ভার্তা নদীর তীরে শত্রুর শক্তিগুলোর আসার আগে তার অবস্থানগুলোতে প্রবেশ করার সম্ভাবনা আছে। ট্যাঙ্ক-যোদ্ধাদের থেকে পিছিয়ে না পড়ার জন্য আমাদের আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি করা উচিত ছিল। এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনে আমাদের জন্য অপ্রত্যাশিত একটি নির্দেশ এল ফ্রণ্ট থেকে।

৬৯তম বাহিনীর পিছিয়ে পড়ার দরুন এবং পজনান্‌ শহরের জন্য লড়াইয়ের সম্ভাব্য বিলম্বের দরুন ফ্রণ্টের বাহিনীগুলোর অধিনায়ক আমায় আদেশ দিলেন আমি যেন ৬৯তম বাহিনীর আগত ইউনিটসমূহের ও ১ম রক্ষী বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ একত্রিত করি এবং এগুলোর সমবেত প্রয়াসে ২৫·১·৪৫ তারিখ নাগাদ পজনান্‌ শহরটি অবশ্যই অধিকার করে নিই।

এর আগে পজনান্‌ ৮ম রক্ষী বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের গণ্ডির মধ্যে ছিল না। পজনানের উপর আক্রমণ চালানোর কথা ছিল ৬৯তম বাহিনীর। আমরা ভাবতেও পারি নি যে ওই বাহিনীটি এত পিছিয়ে পড়বে এবং পজনানের দিক থেকে যেখানে কেন্দ্রীভূত ছিল শত্রুর শক্তিশালী একটি গ্যারিসন — আঘাতের সম্ভাবনা থেকে নিজেদের একটি পার্শ্ব বন্ধ করতে হবে।

সত্বর বাহিনীকে ঘুরানো প্রয়োজন ছিল। এ কাজটি মোটেই সহজ ছিল

www.pathagar.com

না কেননা বাহিনী ইতিমধ্যেই প্রদত্ত পশ্চিমাভিমুখী গতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। বাহিনীকে ঘুরানো, এমনকি তাকে একপাশে সামান্য ঘুরানোও— অতি জটিল কাজ, তা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। আর বাহিনী যখন লড়াইয়ে লিপ্ত ও মার্চ ক'রে এগিয়ে চলেছে, যখন তা পাখার মতো ছড়িয়ে শত্রুর ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করছে, তখন কীভাবে সে কাজ দ্রুত করা যায়? এ জন্য সময় দরকার।

পশ্চাদ্ভাগের সমস্ত বিভাগের কাজকে, সমগ্র সরবরাহ ব্যবস্থার কাজকে ভিন্ন দিকে চালিত করা প্রয়োজন, মালপত্র প্রেরণের জন্য নতুন পথ খোঁজা দরকার, আবার নতুন নতুন সেতু গড়া ও সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করা চাই...

আমি অনতিবিলম্বে ১ম রক্ষী ট্যাংক বাহিনীর সদর-দপ্তরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম। জানতে পারলাম যে ট্যাংক-যোদ্ধারা ইতি-মধ্যেই ভার্তা নদীর তীরে পেঁছে গেছে এবং তার পশ্চিম তীরে এমনকি আক্রমণের একটি পাদভূমিও দখল করে নিয়েছে। তারা নিজের তরফ থেকে আঘাত হেনে ইতিমধ্যেই ভার্তা প্রতিরক্ষা লাইনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। গতিতে থেকে এমনকি পজনানে ঢোকারও চেষ্টা তারা করেছে, তবে শহরের পূর্ব অংশে তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়।

ট্যাংক বাহিনীর তল্লাসী বিভাগ জানাল যে পজনান্ নেওয়া সহজ হবে না। ফ্রন্টের নতুন নির্দেশ দেওয়ার পেছনে এটাই কি একমাত্র কারণ ছিল না? পজনান্ মুক্তকরণের কাজ পরিণত হচ্ছিল বড় রকমের এক সামরিক কর্তব্যে।

তল্লাস কার্য চালিয়ে এবং জার্মান বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে বোঝা গেল যে পজনানের সমস্ত কেল্লাকে প্রতিরক্ষা কাজের জন্য প্রস্তুত ক'রে রাখা হয়েছে এবং শহরের সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল হচ্ছে — পজনান্ দুর্গটি।

সমরবিজ্ঞানে পজনান্ এক ক্ল্যাসিকেল দুর্গ বলে গণ্য হত এবং তা নির্মিত হয়েছিল সেই নকশার ভিত্তিতে যা অনুসারে বিখ্যাত দুর্গনির্মাতা ভবাঁ একাধিক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। কেল্লাগুলো কেন্দ্রস্থলে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান গ্রন্থিতে — দুর্গ। পজনান্ দুর্গ এবং কেল্লাগুলো সম্পূর্ণ ভূগর্ভস্থ নির্মাণকার্য। মাটির তলায় আছে বিশাল বিশাল আশ্রয় স্থল, যেখানে থাকতে পারে অতি বৃহৎ একটি গ্যারিসন...

ফ্যাসিস্টরা পুরনো কেল্লাগুলো কতটা ব্যবহার করেছে আমরা তখনও তা জানতাম না। আমরা এও জানতাম না কী কী জিনিস দিয়ে ও কী ধরনের

www.pathagar.com

নির্মাণকার্যের মাধ্যমে দুর্গটি সুদৃঢ় করা হয়েছে। তবে একটা ব্যাপার ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এরূপ দুর্গ অধিকার করা অসম্ভব।

আমাদের তল্লাসী দলগুলোও ওবরনিকি ও পজনান্ অঞ্চলে ভার্তা তীরে পৌঁছে যায়। বাহিনীর সদর-দপ্তর অবিলম্বে তাদেরও একটি জরুরী কাজ দিল — কী ধরনের শক্তি দুর্গ এবং ভার্তা নদীর পশ্চিম তীর প্রতিরক্ষা করছে তা জানতে হবে। তল্লাসী সৈনিকরা অচিরেই জানাল যে নদীর তীর বরাবর তৈরি প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রেই শত্রু কর্তৃক অধিকৃত এবং ওখানে বিশেষ শক্তি নেই। তবে শহর ও কেল্লাগুলো ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ এবং ওখানে আছে বড় বড় গ্যারিসন। শহরে ঢোকার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

এ থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছিল যে পজনানে আমরা আটকে পড়তে পারি এবং তাতে শত্রু অনেক সময় পাবে। দুশমন তার বিধ্বস্ত ইউনিটগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাবে পোল্যান্ড আর জার্মানির সীমান্তে তৈরি মজবুত ঘাঁটিগুলোতে এবং আমাদের পুনর্বার তার প্রতিরক্ষা লাইনসমূহ ভেদ করতে ও ভাঙতে হবে।

ডান দিকের প্রতিবেশী, ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল ন. বের্জারিন আমায় জানালেন যে তাঁর তল্লাসী বিভাগের তথ্য অনুসারে শত্রু শনাইডেমিউল (পিলা) শহরের সুদৃঢ় চক্রাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ছে। দক্ষিণেও চক্রাকার প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ভ্রৎস্লাভ (ব্রেস্লাভ্‌ল্) দুর্গ।

বের্জারিনের সঙ্গে আলাপের পর আমার এই ধারণা পুরোপুরিভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে আমাদের প্রধান শক্তিগুলোকে আটকে রাখার উদ্দেশ্যে এবং নিজের বিধ্বস্ত ইউনিটগুলোকে বিন্যস্ত করার জন্য ও লাভজনক প্রতিরক্ষা লাইনগুলো অধিকার করার জন্য সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে শত্রু রেল জংশনগুলো আর মোটর সড়কের সঙ্গম স্থলগুলো নিজের দখলে রাখতে বদ্ধপরিকর, ওখানে সে শক্তিশালী গ্যারিসনগুলো রাখছে, ওগুলোকে পরিবেষ্টিত হতে দিতে রাজী আছে এবং প্রয়োজন বোধে এমনকি ধ্বংসের মুখেও ফেলে দেবে।

উত্তর দনেৎস নদীর তীরে কঠোর লড়াই, জাপরোঝিয়ে-তে দৃঢ় ঘাঁটিগুলোর উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ (এই শহরটিকে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী নিপার নদীর অঞ্চলে তাদের প্রতিরক্ষার সবচেয়ে সুদৃঢ় ঘাঁটিতে পরিণত করে),

www.pathagar.com

নিকোপল অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রাম, পোল্যান্ডের মাটিতে প্রথম লড়াই — পজনানে আমরা যে-সমস্যার সম্মুখীন হই তার সঙ্গে এ সমস্তকিছুর কোন তুলনাই হয় না। এক দিকে — অতি শক্তিশালী দুর্গ আর কেল্লাগুলো, অন্য দিকে — নিশ্চিত নিপাতের মুখে পতনোন্মুখ মানুষের মরিয়া প্রতিরোধ... লড়াইয়ের ফলাফল যাই হোক না কেন মৃত্যু তাদের অনিবার্য... এবং প্রতিটি দুর্গ রক্ষক জানত যে সে যদি হাত তুলে আত্মসমর্পণ করে তাহলে নাৎসিরা দেশে তার পরিবারকে ধ্বংস করে দেবে।

সেই জন্যই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে নিজের প্রধান শক্তিগুলোকে এবং ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীকে পজনানের জন্য লড়াইয়ে টানব না। তিনটি কোরের সবগুলো দিয়ে ভার্তা নদী পার হওয়ার এবং দক্ষিণ ও উত্তর থেকে পজনান্ শহর ঘিরে ফেলে পশ্চিমাভিমুখে, ওডের নদীর দিকে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা প্রস্তুত করলাম। কেল্লাসমূহের গ্যারিসনগুলো যদি জায়গায় থাকে, না সরে কিংবা বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা না করে, তাহলে আমরা ওগুলোকে অবরোধ করে ফেলব এবং পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।

আমি চলে গেলাম ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সদর-দপ্তরে, যেখানে দেখা হল বাহিনীর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা জেনারেল ম. শালিনের সঙ্গে, আর তারপর ম. কাতুকোভের সঙ্গেও। তিনজনে একসঙ্গে বসে পরিস্থিতি বিবেচনা করলাম। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল: পজনানের জন্য লড়াইয়ে ৮ম রক্ষী ও ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোর প্রধান শক্তিসমূহকে টানা হবে না, বরং শহরটি ঘিরে ফেলে প্রধান শক্তিগুলো দিয়ে ওডের অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যেতে হবে। আমি টেলিফোন মাধ্যমে ফ্রন্টের অধিনায়ককে এ বিষয়ে অবগত করলাম।

২৫ জানুয়ারি বাহিনীর সদর-দপ্তরের প্রথম এশিলন শহর থেকে ১২ কিলোমিটার পূবে স্ভাজেন্দ্জ নামক স্থানে অবস্থান নিল। বেলা ১২টা নাগাদ জানা গেল যে আমাদের ইউনিটগুলো পজনান্ থেকে দক্ষিণে ও উত্তরে বহু জায়গায় ভার্তা নদী অতিক্রম করে ফেলেছে, আক্রমণের পাদভূমিগুলো দখল করে নিয়েছে এবং পশ্চিমাভিমুখে এগুতে এগুতে ওগুলো প্রসারিত করছে। পজনানের পূর্বের কেল্লাগুলো দখল করার জন্য নতুন প্রচেষ্টা চালিয়ে কোন ফল মিলল না: ওখানে, তল্লাসী সৈনিকদের তথ্যানুসারে, প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল অতি শক্তিশালী গ্যারিসনগুলো।

www.pathagar.com

পজনান্ দুর্গটি দৃঢ় অবরোধ ব্যতিরেকে ফেলে রাখা যায় না: শত্রু ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে আমাদের আক্রমণরত ইউনিটগুলোর পশ্চাদ্ভাগে আঘাত হানতে পারে। কিন্তু এরূপ অবরোধে আমাদের অনেক শক্তি চলে যাবে। এমতাবস্থায় শত্রুর গ্যারিসন বিধ্বস্ত করাই হবে সবচেয়ে ভালো কাজ। সেই জন্য ওই দিনই ঠিক করা হল: শহরের উত্তরে আক্রমণের পাদভূমি দখলকারী ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের শক্তিসমূহ দিয়ে আঘাত হানতে হবে ও উত্তরের কেল্লাগুলো অধিকার করতে হবে। পজনানের দক্ষিণে আক্রমণের পাদভূমি দখলকারী ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের অধিনায়ক দু'টি ডিভিশন নিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে দুর্গের কেল্লাগুলো আক্রমণ করবেন। বাহিনীর ট্যাঙ্ক গ্রুপটি পজনানের দক্ষিণে ভার্তা নদী পেরিয়ে ইউনিকোভো অঞ্চলে পেঁছে যাবে, — শত্রু শহর থেকে পশ্চিমাভিমুখে হটলে এই গ্রুপটি তাকে বিধ্বস্ত করে দেবে। ৪র্থ ও ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোর দু'টির প্রধান শক্তিসমূহ পশ্চিমাভিমুখে ভার্তার দক্ষিণ তীর বরাবর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, এবং তাদের আশু কর্তব্য ছিল — গতিতে থেকেই মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চলটি দখল করা ও ওডের নদীতে পেঁছা। ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীকে পজনানের দক্ষিণে প্রধান শক্তি-সমূহের ভার্তা অতিক্রম করানোর কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং দ্রুত গতিতে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে প্রস্তুত যুদ্ধ-সীমায় দৃঢ় অবস্থান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে হবে।

পজনানের কেল্লা আর গড়গুলোর বিরুদ্ধে পূর্ব থেকে বিস্তৃত রণাঙ্গনে অবস্থান নেয় কেবল এক ৮২তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন। ৬৯তম বাহিনীর ইউনিটগুলো তখনও শহরের কাছে পেঁছে নি।

২৫ জানুয়ারি দিনের শেষ দিকে ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ইউনিটগুলোর অগ্রণী দলগুলো ওবর্নিকিতে পেঁছে যায়, ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরটি পেঁছল খ্মোতোভো — জলোৎকোভো যুদ্ধ-সীমায়, আর ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনটি সামোখভিৎসে — পেন্ত্কোভো রণাঙ্গনে বিস্তৃত হয়ে দুর্গের কেল্লাগুলোর একেবারে কাছে চলে যায়। ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ডিভিশনগুলো ততক্ষণে ভিনিয়ারি — ইয়ানিকোভো — আন্তনিন — ফ্রানোভো — লুবোন — ইউনিকোভো রণাঙ্গনে অবস্থান নিয়ে ট্যাঙ্ক বাহিনীর নদী অতিক্রমণের সময় নিরাপত্তা বিধান করে ও তার পশ্চিমাভিমুখী আক্রমণাভিযান নিশ্চিত করে।

প্রধান সেনাপতিমণ্ডলীর রিজার্ভের আর্টিলারি — যা সৈন্যদের পেছনের

www.pathagar.com

সারিগুলোতে চলছিল — দু'টি শক্তিশালী গ্রুপে বিভক্ত হয়: উত্তরের ও দক্ষিণের গ্রুপে। তার শত শত কামানের নিশানা ছিল দুর্গের দিকে। ২৬ জানুয়ারি সকাল বেলা সম্মিলিত আক্রমণ শুরু হবে।

আমরা যখন ঝঞ্ঝাক্রমণ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, আমাদের প্রতিবেশীর — ৬৯তম বাহিনীর — সৈন্যরা আমাদের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল: তখনও দু'দিনের পথ। দোষ দেওয়া যায় না: শত্রু দৃঢ় প্রতিরোধ দিলে এরূপ ঘটে থাকে। তাদেরকে দিয়ে আমাদের খুব উপকার হত, আমরা তাদের অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু এমনকি বেতার মাধ্যমেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলাম না। আমরা ফ্রণ্টের সদর-দপ্তরে খোঁজ নিলাম। সদর-দপ্তর আমাদের প্রশ্ন শুনে অবাক। তারা আমাদের বলতে লাগল যে ৬৯তম বাহিনীর ইউনিটগুলো শহরের কেন্দ্রস্থলে লড়ছে... ব্যাপারটি যাচাই করার সময় ছিল না...

আমাদের ট্যাঙ্ক আর ইনফেণ্ট্রি ইউনিটগুলো জটিল মহড়া নিচ্ছিল। সৈন্যদের একাংশ প্রস্তুত হচ্ছিল কেল্লাগুলোর উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ চালানোর জন্য, অন্য অংশ — দ্রুত গতিতে ওডেরে পেঁছার জন্য। যেন-তেন প্রকারে শত্রুর আগে এগিয়ে যেতে হবে। সবাই বুঝতে পারছিল যে অপারেশনের শুরুতে আক্রমণের দ্রুত গতির দ্বারা বাঁচানো প্রতিটি ঘণ্টা খুবই মূল্যবান।

২৬ জানুয়ারি, আমাদের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী ইউনিটগুলো যখন শহরে লড়াই শুরু করে দিল, ৪র্থ ও ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরগুলোর ইউনিটসমূহ উত্তর থেকে পজনানের পাশ কেটে দ্রুত গতিতে সম্মুখের দিকে ধাবিত হল এবং দু'দিনে ৬০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করে ফেলল। ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যার দিকে তারা সেরাকুভ (তির্নবাউম) — লেভিৎসা যুদ্ধ-সীমায় গিয়ে পেঁছল। ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সৈন্যদলগুলো পজনানের দক্ষিণে সাফল্যের সঙ্গে ভার্তা অতিক্রম ক'রে (এ কার্জটি পরিচালনা করেন সেনাপতির সহকারী জেনারেল আ. গেতমান) বুক আর মেদজিনেৎস অভিমুখে সফল অক্রমণাভিযানে লিপ্ত হল।

ওই দিনই আমরা জানতে পারলাম যে শত্রু তাড়াহুড়ো করে পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে ও দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে নিজের ইউনিটগুলোকে মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চলে নিয়ে আসছে। এ দিকেই, ওডের অভিমুখে, সেই সমস্ত সৈন্যদেরও টেনে আনা হচ্ছে, যারা আক্রমণরত সোভিয়েত বাহিনীগুলোর কাছ থেকে আঘাত পেয়ে হটে যাচ্ছে। ২৭ জানুয়ারি ফ্রণ্টের অধিনায়ক তাঁর নির্দেশে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন এবং যত তাড়াতাড়ি

www.pathagar.com

সম্ভব ওডেরের দিকে অগ্রসর হয়ে তার পশ্চিম তীর অধিকার করার হুকুম দিলেন।

ঠিক এখানেই, ওই দিনগুলোতে, সামরিক দলিলে সেই প্রথম বারের মতো বার্লিন কথাটি দেখা গেল। বার্লিন কথাটি তখন বাস্তব কর্তব্যে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিশেবে স্থান নিল। ফ্রন্টের অধিনায়কের ২৭·১·৪৫ তারিখের নির্দেশে বলা হয়: 'আমরা যদি ওডের নদীর পশ্চিম তীর দখল করে নিই, তাহলে বার্লিন দখলের অপারেশন সফল হবেই।'

গেওর্গি জুকোভকে সৈন্য বাহিনীতে সবাই কঠোর বাস্তববাদী ব্যক্তি হিশেবে জানত, — তিনি ভিত্তিহীন আশা পোষণ করতে ভালোবাসতেন না। তাঁর আদেশে 'বার্লিন' কথাটি আমাদের কাছে নতুন এক কর্তব্যের মতো শোনাল। ওই দিনগুলোতে এই আদেশটি পাঠ ক'রে আমরা যে কত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম তা সহজেই অনুমান করা যায়। হাজার হাজার কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত মাঠ ঘাট প্রান্তর, কত নদীনালা খালবিল আর জলা, কত দুর্গ আর কেল্লা, কত আগুন অতিক্রম ক'রে, কত গরম আর শীত সয়ে আমরা এবার সোজা যুদ্ধের অন্তিম লক্ষ্যের দিকে এগুচ্ছিলাম...

নির্দেশ দেওয়া হল যে প্রতিটি বাহিনী থেকে একটি ক'রে শক্তিশালী ইনফেণ্ট্রি কোর দিতে হবে। কোরগুলোর কাছে থাকবে ট্যাঙ্ক, স্বয়ংচল কামান, মর্টার কামান ইউনিট এবং ইতিমধ্যে ওডের সমীপে আগতপ্রায় ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোর ক্রিয়াকলাপে সমর্থন জোগানোর উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ওগুলোকে সম্মুখভাগে প্রেরণ করতে হবে।

আমরা বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের বাহিনীগুলোর দ্বারা মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চলটি অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই শত্রু যদি ওডেরের প্রবেশ পথে রক্ষা-ব্যূহ রচনা করে ফেলে, তাহলে ওখানে আমাদের প্রচুর শক্তি খরচ করতে হবে। সমস্তকিছুই নির্ভর করছে সময়ের উপর!

ডাইনের প্রতিবেশী — ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী — দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল।

অবশেষে ৬৯তম বাহিনীর ইউনিটগুলোকেও দেখা গেল। স্বল্প সৈন্য বিশিষ্ট দু'টি ডিভিশন নিয়ে গঠিত এর ৯১তম কোরটি লেফটেনেণ্ট-জেনারেল ফ. ভল্‌কভের সেনাপতিত্বে ২৭ জানুয়ারি রাত্রি বেলা পজনানের কাছে এসে পৌঁছল এবং শহরের দুর্গ আর কেল্লাগুলো আক্রমণ করার জন্য তা আমার অধীনস্থ হল।

www.pathagar.com

ওই সময়ে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে শহরের গ্যারিসনে ৬০ হাজারের মতো লোক আছে। পুরো গ্রুপিংটির সেনাপতিত্ব করছিল কর্নেল কন্নেল। সে গ্যারিসনটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে পুলিশের মেজর-জেনারেল মাট্টের্ন্-এর কাছ থেকে। মাট্টের্ন্-এর লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিল না বলে এ পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে সে পজনানেই থেকে গিয়ে নতুন দুর্গনায়ককে সাহায্য করছিল। পজনানের কেল্লাগুলোর কাছে আমাদের পোঁছার প্রাক্কালে কন্নেল জেনারেল উপাধি লাভ করে।

শহরের চক্রাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চারটি এলাকায় বিভক্ত ছিল — 'পূর্ব', 'দক্ষিণ' 'পশ্চিম', 'উত্তর'। পূর্ব এলাকাটির সেনাপতি ছিল খোদ কন্নেল।

অধিকৃত জার্মান সামরিক মানচিত্র দেখে এবং বন্দীদের কথা শুনে আমরা জানতে পারলাম যে প্রতিটি এলাকা ৪-৫টি উপ-এলাকায় বিভক্ত, এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে এগুলোর এক-দু'টি কেল্লাও আছে।

হিটলারের বাসনানুযায়ী গ্যারিসনের সেনাপতিমণ্ডলী ঠিক করল যে শেষ সৈনিকটি পর্যন্ত শহরের জন্য লড়ে যেতে হবে। ফ্যাসিস্টরা বাসগৃহ ও অন্যান্য ভবনগুলোকেও রাস্তায় লড়াই পরিচালনার উপযোগী করে তুলে। তার উপর কেল্লা, পিল-বক্স আর বাঙ্কারগুলো তো ছিলই।

শহরে অস্ত্রশস্ত্র, নানা রকমের গোলাবারুদ আর খাদ্যদ্রব্যের অনেকগুলো গুদাম ছিল। এগুলোর কল্যাণে পূর্ণ অবরোধের পরিস্থিতিতেও গ্যারিসন দীর্ঘ কাল ধরে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে।

হিটলারের সেনাপতিরা পজনান্, শনাইডেমিউল আর ব্রেস্লাউকে নিজের দখলে রাখার উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করছিল। এই শহরগুলোকে তারা জার্মানির অভ্যন্তর ভাগ অভিমুখে সামরিক অভিযানের গতিরোধক স্ট্র্যাটেজিক পয়েণ্ট হিশেবে দেখত।

২

২৬ জানুয়ারি পজনান্ দুর্গের জন্য, তার প্রবেশ পথে গোলাগুলি বর্ষণের প্রতিটি জায়গার জন্য শুরু হল কঠোর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

আমাদের অনুসন্ধানী বিভাগ শত্রু সম্পর্কে সমস্তকিছু — কেল্লাসমূহের গঠন, কামান-মেশিনগান ইত্যাদির অবস্থান ও গোলাগুলি বর্ষণের দিক, প্রতিরোধ গ্রন্থিগুলোতে যাওয়ার গোপন পথ, ইঞ্জিনিয়ারিং

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকের চরিত্র, ভার্তা নদীর পাড়িব্যবস্থার অবস্থা, অবরুদ্ধ গ্যারিসনের মনমেজাজ — জানার জন্য উঠেপড়ে লাগল।

ঝঞ্ঝাক্রমণে অংশগ্রহণকারী ডিভিশন আর রেজিমেণ্টগুলোতে অফিসারদের পর্যবেক্ষণ পোস্ট গঠিত হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য পাঠানো হত স্যাপার আর তল্লাসী সৈনিকদের গ্রুপগুলোকে।

অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ঝঞ্ঝাক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হল। সার্বিক আক্রমণ আরম্ভ হল ২৬ জানুয়ারি সকাল বেলা। প্রধান আঘাত হানা হল দক্ষিণ দিক থেকে, এবং সে আঘাত হানল ২৭তম ও ৭৪তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলো। পরে জার্মান বন্দীরা বলেছিল যে এ আঘাতটি শত্রুর পক্ষে খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। ভার্তার পশ্চিম তীরে অবস্থিত দু'টি দক্ষিণ কেল্লা আমাদের হাতে চলে এল। এর ফলে আমরা কেল্লাগুলোর চক্রের মধ্যে ট্যাঙ্ক সমেত সৈন্য ঢোকানোর এবং শত্রুকে পশ্চাদ্ভাগ থেকে, আর সঠিকভাবে বললে, তার অভ্যন্তরীণ দিক থেকে আক্রমণ করার সুযোগ পেলাম। দক্ষিণাংশে অর্জিত সাফল্য ট্যাঙ্ক বাহিনীর ভার্তা অতিক্রমণ কালে নিরাপত্তা বিধান করে এবং ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের যোগাযোগ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখে।

উত্তর দিক থেকে ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ইউনিটগুলো আক্রমণ চালিয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

পশ্চিম থেকে আমরা আক্রমণ চালাই নি। আমরা জেনেশুনেই ওখানে একটি নিষ্ক্রমণ-পথ রেখে দিই। আশা করেছিলাম, শত্রু ওই পথ দিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আমাদের আশা বিফল হল: শত্রু শহর ত্যাগ করতে চাইল না। আমরা বুঝলাম যে পজনানের জন্য দীর্ঘ লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হবে। তার জন্য নতুনভাবে সৈন্য বিন্যাস করা দরকার, স্তালিনগ্রাদের মতো ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দল আর গ্রুপ গড়া প্রয়োজন।

ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপগুলোতে অন্তর্ভুক্ত গুলিচালক, স্যাপার, অগ্নি-বর্ষক অপারেটর, তল্লাসী সৈনিক, ট্যাঙ্ক-যোদ্ধা আর গোলন্দাজরা বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পাচ্ছিল এবং পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় শত্রুর এক-একটি প্রতিরোধ স্থল ধ্বংস করছিল।

২৮ জানুয়ারি আমরা আবার ঝঞ্ঝাক্রমণ চালালাম। ৮ম রক্ষী বাহিনীর ৪টি ডিভিশন এবং ওগুলোকে সুদৃঢ়করণের উপায়াদি ছাড়াও এই ঝঞ্ঝাক্রমণে অংশ নেয় ৬৯তম বাহিনীর দু'টি ডিভিশন যা তখন আমার অধীনে ছিল।

www.pathagar.com

অনাবশ্যক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য নাৎসিদের উদ্দেশে নিম্নলিখিত চূড়ান্ত প্রস্তাবটি পেশ করা হল:

'পজনান্ শহরের আবরুদ্ধ গ্যারিসনের অফিসার আর সৈনিকরা! পজনান্ শহর চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, এবং আপনাদের জন্য ওখান থেকে বার হওয়ার কোন পথ নেই। আমি, জেনারেল চুইকোভ, আপনাদের অবিলম্বে অস্ত্র ত্যাগ করার ও আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনাদের প্রাণরক্ষার এবং যুদ্ধের পরে দেশে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা আমি দিচ্ছি। অন্যথায় আপনাদের ধ্বংস করা হবে এবং আপনাদের দোষে আপনাদের সঙ্গে পজনান্ শহরের বহু বাসিন্দারও প্রাণ যাবে।

সাদা পতাকা তুলে নির্ভয়ে আমাদের বাহিনীগুলোর দিকে এগিয়ে আসুন।

জেনারেল চুইকোভ।'

সাদা পতাকা আমরা দেখতে পেলাম না। শত্রুকে অস্ত্রের শক্তি দিয়ে বোঝাতে হল। গোলন্দাজ আর বিমান বাহিনীগুলো কেল্লাগুলোর উপর আঘাত হানছিল (শহরের বাড়িঘর আমরা স্পর্শ করি নি)। ট্যাংকগুলো কাজ করছিল ইনফেন্ট্রি সাব্-ইউনিটসমূহের সঙ্গে মিলে। আমরা জার্মানদের কাছ থেকে পাওয়া গোলাগুলো ব্যবহার করতে কার্পণ্য করি নি। পজনান্ দুর্গের স্থলস্থ সমস্তকিছু নির্মূল করে দেওয়া হয়। কেল্লাগুলোর গ্যারিসনসমূহ ভূগর্ভস্থ স্থানগুলোতে আশ্রয় নেয়।

আমাদের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দল আর গ্রুপগুলো তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পেল ১৫২ ও ২০৩ মিলিমিটার ক্যালিবরের বেশকিছু ভারী কামান। অধিকাংশ যোদ্ধাই — বিশেষত স্যাপাররা — জার্মানদের কাছ থেকে পাওয়া ফাউস্টপ্যাট্রনগুলো (হ্যান্ড-হেল্ড গ্র্যানেড লঞ্চারগুলো) সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করছিল যেমন রাস্তার লড়াইয়ে, তেমনি প্রতিরোধের উৎসগুলোর বিলোপ সাধনের কাজেও। একটা কেল্লার উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ চালানোর সময় আমাদের স্যাপাররা ফাউস্টপ্যাট্রন থেকে বোমা নিক্ষেপ করছিল বায়ু সঞ্চালনের রন্ধ্রগুলোর ভেতরে। বিস্ফোরণের দরুন বায়ু সঞ্চালন পথের বেড়াগুলো বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এর পর রন্ধ্রগুলোতে পেট্রল ঢেলে

www.pathagar.com

আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এই ভাবে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড কেল্লাটির গ্যারিসনকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

বনিন কেল্লাটির জন্য লড়াই পরিচালনা করছিল এমন একটি ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপ, যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল অপূর্ণ একটি ইনফেণ্ট্রি কোম্পানি, ৮২-মিলিমিটারী মর্টার কামানের একটি কোম্পানি, স্যাপারদের একটি কোম্পানি, ধূম্র সৃষ্টিকারীদের একটি দল, দু'টি T-34 ট্যাংক ও কয়েকটি ১৫২-মিলিমিটারী কামান।

কেল্লার উপর কামান দাগার পর ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপটি ধোঁয়ার মধ্যে সদর দরজায় ঢুকে পড়ে। যোদ্ধারা দু'টি প্রধান ফটক এবং ওই ফটকগুলোর পথরোধকারী একটি ভূগর্ভস্থ আশ্রয় স্থান দখল করে নেয়। শত্রু অন্যান্য আশ্রয় স্থান থেকে বন্দুক আর মেশিনগান থেকে প্রবল গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং ফাউস্টপ্যাট্রন আর হাত-বোমা ব্যবহার করে। নাৎসিরা আমাদের আক্রমণটি প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

আমরা অকৃতকার্যতার কারণগুলো সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম। কেল্লাটির উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ চালানো হয়েছিল কেবল সদর দরজার দিক থেকে, এবং অন্যান্য দিক থেকে শত্রুর উপর কোন চাপ সৃষ্টি করা হয় নি। ফলে সে সমস্ত শক্তি ও গোলাগুলিবর্ষণ ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করে একটা জায়গায়। তাছাড়া অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল যে কেল্লা আক্রমণের পক্ষে ১৫২ মিলিমিটার ক্যালিবরের কামান মোটেই যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয় আক্রমণটি শুরু হয় কেল্লার উপর ভারী কামান থেকে কংক্রিটভেদী গোলাবর্ষণের পর। ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপটি শত্রুর দিকে এগুতে থাকে তিন দিক থেকে। ঝঞ্ঝাক্রমণের সময়ও আমাদের আর্টিলারি জার্মানদের গোলা-মুখ আর গুলিবর্ষণের টিকে-থাকা স্থানগুলোর উপর গোলাবর্ষণ বন্ধ করে নি। স্বল্পকালীন সংগ্রামের পর শত্রু আত্মসমর্পণ করে।

আমাদের সৈন্যদের অগ্রগতিতে ভীষণ বাধা দিচ্ছিল অতি মজবুত একটি পিল-বক্স। ওটা ধ্বংস করার দায়িত্ব দেওয়া হল সিনিয়র লেফটেনেণ্ট প্রস্কুরিনের পরিচালনাধীন একদল স্যাপারকে। হাত-বোমা আর বিস্ফোরক পদার্থ সঙ্গে নিয়ে স্যাপাররা পিল-বক্সের দিকে হামা দিয়ে চলল। ট্যাংক-বিরোধী বন্দুক আর হ্যান্ড মেশিনগান থেকে শত্রুর গোলা-মুখগুলোর উপর গুলিবর্ষণ ক'রে একটি ইনফেণ্ট্রি কোম্পানি পশ্চাদ্ভাগ থেকে স্যাপারদের রক্ষা করছিল।

প্রস্কুরিন ও তাঁর সাথীরা তাড়াতাড়ি পিল-বক্সের কাছে পৌঁছে গেল।

www.pathagar.com

শত্রু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দিকে কামানের সাহায্য চাইল। কিন্তু আমাদের যোদ্ধারা একটুও টলল না। গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে স্যাপাররা শত্রুর গোলা-মুখের কাছে গিয়ে ওখানে ৫০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক পদার্থ স্থাপন করল। বিস্ফোরণের শব্দ ফ্যাসিস্টদের বধির করে দিল। স্যাপাররা পিল-বক্সে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর শত্রুর গ্যারিসন ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রতিরক্ষা কার্যের উপযোগী করে তোলা শহুরে ভবনগুলোর উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ চালানো হয় লড়াইয়ের গতিতে বিভিন্নভাবে। গেস্টাপো ভবনটির উপর যে-ঝঞ্ঝাক্রমণ চলে ওটাকে ঝঞ্ঝাক্রমণের সবচেয়ে টিপিক্যাল পদ্ধতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। ওই ভবনটিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই মজবুত এবং নাৎসি দুর্বৃত্তরা ওটা রক্ষা করছিল বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে। লেফটেনেন্ট বিল্য়েভের পরিচালনাধীন ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলটি রাস্তার লড়াইয়ে লিপ্ত থেকে গোপনে গেস্টাপো ভবনটির কাছে পেঁছে যায় এবং আচমকা আক্রমণ চালিয়ে ওটার একটি অংশ দখল করে নেয়। ভবনের ভেতরে লড়াই বেধে গেল। শত্রুর গ্যারিসন প্রবল প্রতিরোধ দেয়, এবং ভবনটি পুরোপুরিভাবে দখল করা সমস্ত প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলের কমান্ডার — যিনি একটি ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার ছিলেন — ভবনটিতে বিস্ফোরণ ঘটানোর আদেশ দিলেন। দলের ছ'জন স্যাপার বিস্ফোরক পদার্থগুলো দিয়ে ৭৫ কিলোগ্রাম ওজনের একটি কেন্দ্রীভূত বিস্ফোরক গড়ল এবং নিচের তলাটিতে বিস্ফোরণ ঘটাল। বিস্ফোরণের ফলে ভূগর্ভ তলার ছাদ এবং নিচের তলার ভেতরকার দেয়ালগুলো ভেঙে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূগর্ভ তলায় ও উপরের তলাগুলোতে গেঁড়ে বসে-থাকা ফ্যাসিস্টরা মরিয়া হয়ে প্রতিরোধ দিচ্ছিল। তখন দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শত্রুর গুলিবর্ষণের মধ্যে স্যাপাররা ১৭৫ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক পদার্থ ভবনটির কাছে নিয়ে যায় এবং নিচের তলার বিভিন্ন ঘরে রক্ষিত দু'টি কেন্দ্রীভূত বিস্ফোরক দিয়ে যুগপৎ বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিস্ফোরণে ভবনটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং নাৎসি দুর্বৃত্তদের পুরো গ্যারিসনটিই ধ্বংস হয়।

এই ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলটির ক্রিয়াকলাপে সাফল্য অর্জিত হয়েছিল রাইফেলম্যান আর স্যাপারদের মধ্যে এবং অন্যান্য সৈন্য বাহিনীর সাব-ইউনিটগুলোর সঙ্গে সুসংগঠিত পারস্পরিক সহযোগিতার কল্যাণে।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত। শত্রুর অধিকৃত এক বাড়ির দেয়াল ভেঙে পথ

www.pathagar.com

করার প্রয়োজন ছিল ৮৩তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলটির। ওই বাড়ির পথ এবং জানলাগুলো লক্ষ্য ক'রে পাশের একটি বাড়ি থেকে শত্রু গুলিবর্ষণ করছিল।

ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলটি — তাতে স্যাপাররাও ছিল — ভূগর্ভ তলা দিয়ে শত্রুহীন পাশের বাড়িটিতে ঢুকল। স্যাপাররা ৩৫ কিলোগ্রাম ওজনের বিস্ফোরক পদার্থের একটি পিণ্ড দিয়ে শত্রুর গুলিবর্ষণের গণ্ডি বহির্ভূত ওই বাড়িটির মোটা দেয়াল ভেঙে পথ করল। তারপর ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলটি ওই পথ দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে শত্রু অধিকৃত বাড়ির মোটা দেয়ালটির কাছে গেল এবং ৪০ কিলোগ্রাম ওজনের বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তাতে একটি পথ গড়ল। ওই পথ দিয়ে পদাতিক সৈনিকরা হাত-বোমা নিয়ে দ্রুত বাড়িটির ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং শত্রুকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ৪১টি নাৎসি সৈনিক আর একটি অফিসারকে বন্দী করা হয়।

এই সমস্ত সামরিক ক্রিয়াকলাপের ফলে শত্রুর সমন্বিত গুলিবর্ষণ প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে, আর আক্রমণরত সাব-ইউনিটগুলো পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলোতে ঢোকার এবং অচিরেই সমগ্র পাড়াটি শত্রুমুক্ত করার সুযোগ পেল।

ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখ নাগাদ ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলো শহরের সমস্ত আবাসিক এলাকাকে পুরোপুরিভাবে শত্রুমুক্ত করে ফেলে। পজনান্ দুর্গ, অঞ্চলের পূর্বাংশ (শুলিঙ), খ্ভালিশেভো ও গ্লভ্নো তখনও অবরোধের মধ্যে ছিল। সে দিন ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনটিকে আমি পজনানের লড়াই থেকে অপসারণ ক'রে ওডের অভিমুখে ২৮তম কোরে পাঠিয়ে দিই। ২৮তম কোরটি তখন নদীর পশ্চিম তীরে আক্রমণের পাদভূমির জন্য লড়ছিল।

একই সময় শনাইডেমিউল দুর্গাঞ্চলে আমাদের ডান দিকে প্রতিবেশী— ৬১তম বাহিনীর অবস্থানে একটা ব্যাপার ঘটল। ওখানে শত্রুর অবরুদ্ধ গ্যারিসন রাত্রি বেলা সমস্ত শক্তি দিয়ে অবরোধকারী সৈন্যদের অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। এই হামলা ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ৮ম রক্ষী বাহিনী থেকে ১১শ ট্যাঙ্ক ব্রিগেডটিকে সত্বর ডাইনের প্রতিবেশীর কাছে প্রেরণ করা হয়। শত্রুর পজনান্ গ্যারিসনের তরফ থেকে অনুরূপ প্রচেষ্টা আর যাতে না চলে তার জন্য ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলোর নৈশ ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, আর কেল্লা ও গড়গুলোর সমস্ত নিষ্ক্রমণ-পথ কামানের গোলাবর্ষণের দ্বারা রোধ করে রাখা হয়।

www.pathagar.com

১২ ফেব্রুয়ারির পরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় পজনান্ দুর্গের উপর — শহরের গ্যারিসনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলের উপর। ওই জায়গাটির দিকে আমাদের সৈন্যদের অগ্রগতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর প্রতিরোধও বৃদ্ধি পেতে থাকল। কোন কোন পাঠক ভাবতে পারেন: দুর্গটির জন্য এত অটলভাবে লড়ার দরকার কী ছিল, তার চেয়ে বরং অবরোধ ক'রে রেখে আস্তে আস্তে গ্যারিসনটিকে অবসন্ন করেই নিলে ভালো হত না? দুর্গের পাশেই ছিল রেল জংশন, ফ্রন্টের সমস্ত বাহিনীর জন্য জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যাপারে তা ছিল অতি প্রয়োজনীয়। সেই জন্যই শত্রু নিধন না হওয়া পর্যন্ত দুর্গটির উপর প্রবল আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ওই মুহূর্ত অবধি শহরের জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত সোভিয়েত ফৌজ প্রধানত সেই সমস্ত জার্মান সাব-ইউনিট আর ইউনিটের সঙ্গে লড়ছিল যেগুলো ভিস্টুলা তীর থেকে পশ্চাদপসরণ করার পথে পজনানের কেল্লাগুলোতে আটকে পড়ে। যথেষ্ট শক্তিশালী কেল্লা সত্ত্বেও ওরা ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলো আঘাত সইতে পারছিল না। কিন্তু আমাদের ইউনিটগুলো বাইরের কেল্লাসমূহ দখল ক'রে যখন দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল তখন প্রতিরোধের নির্মমতা সীমা ছাড়িয়ে যায়। দুর্গের অবরুদ্ধ গ্যারিসন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে ক্ষিপ্তের মতো প্রতিরোধ দিচ্ছিল।

খোদ দুর্গের মধ্যে লুকিয়ে ছিল প্রায় ১২ হাজার সৈনিক ও অফিসার। এদের ছিল দুই দুর্গনায়ক — প্রাক্তন দুর্গনায়ক জেনারেল মাট্রের্ন্ ও ঝানু ফ্যাসিস্ট জেনারেল কন্নেল।

দুর্গটি অবস্থিত ছিল টিলার উপরে। শহরের উপর তার প্রাধান্য ছিল। কেল্লা আর গড়গুলো তিন মিটার পুরু মৃত্তিকা স্তর দিয়ে আচ্ছাদিত।

অভ্যন্তরীণ কেল্লা আর গড়সমূহের পথগুলো রোধ করে রেখেছিল প্রশস্ত ও গভীর একটা পরিখা। ভূগর্ভস্থ আশ্রয় স্থান থেকে এই পরিখার উপর গুলি বর্ষিত হচ্ছিল আক্রমণকারীদের দিক থেকে অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে।

পরিখার ৫ থেকে ৮ মিটার উঁচু প্রাচীরগুলো নির্মিত হয়েছিল ইট দিয়ে। ট্যাঙ্কের পক্ষে এই প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। ট্যাঙ্কগুলোকে সাহায্য করার জন্য নিয়ে আসা হল ভারী কামান। তিন শো মিটার দূর থেকে দুর্গের উপর কামান দাগা হচ্ছিল। কিন্তু এমনকি ২০৩-মিলিমিটারী গোলাও প্রাচীরে লেগে বিশেষ ক্ষতি সাধন করতে পারছিল না।

আমি আগেই বলেছি যে লড়াইয়ের গতি ও ফলাফল নির্বিশেষে

www.pathagar.com

দুর্গরক্ষকদের মৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী। আমরা দেখেছি, যারাই বিবেকের ডাকে সাড়া দিতে চেয়েছে নাৎসিরা তাদের কীভাবে শাস্তি দিয়েছে। একটা ঘটনা আমায় বিশেষভাবে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল, এবং সেই ঘটনাটির কথা আমি না বলে পারছি না।

ব্যাপারটি ঘটে এই ভাবে। দুর্গের উপর গোলাবর্ষণের ফলাফল এবং ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলোর ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে আমাদের নিরীক্ষণ কেন্দ্রটিকে একেবারে লড়াইয়ের জায়গার কাছাকাছি নিয়ে আসি। আমরা — কোরের অধিনায়ক জেনারেল শেমেনকোভ, আমার সহকারী জেনারেল দুখানোভ ও আমি — স্থান নিই শহরের থিয়েটার ভবনের সবচেয়ে উপরের তলায়। আমরা দেখতে পেলাম, কীভাবে পরিখার পেছনে দুর্গের অভ্যন্তরীণ বাঁধের উপর সাদা পতাকা হাতে বড় একদল জার্মান এসে হাজির হল। অস্ত্র ত্যাগ করে তারা বোঝাল যে আত্মসমর্পণ করছে। ব্যাপার বুঝতে পেরে আমাদের সৈন্যরা গোলাবর্ষণ বন্ধ করল। এবং তখনই আমরা লক্ষ্য করলাম, বাঁধের উপর দণ্ডায়মান জার্মান সৈনিকদের দলটি কীভাবে ফাঁকা হতে শুরু করেছে। জার্মানরা একজন ক'রে, দু'জন করে, তিন জন করে মাটিতে পড়ছিল আর গড়াতে গড়াতে পরিখায় চলে যাচ্ছিল। অচিরেই সারা বাঁধ খালি হয়ে গেল।

আমার অনুমানই সত্য হল। আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক জার্মান সৈনিকদের তাদেরই অফিসাররা ভূগর্ভস্থ আশ্রয় স্থান থেকে গুলি করে হত্যা করছিল।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করল যে দুর্গের গ্যারিসনে ঘাগী সব ফ্যাসিস্ট রয়েছে যারা দীর্ঘ ও দৃঢ় প্রতিরোধ দানে প্রস্তুত। আমি ইউনিটসমূহের কমান্ডারদের ডাকলাম এবং দুর্গের উপর চূড়ান্ত ঝঞ্ঝাক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিলাম।

পশ্চিমাভিমুখে চলে-যাওয়া সৈন্য বাহিনী তখন ওডেরের তীরে লড়ছিল। আমায় এবং বাহিনীর সদর-দপ্তরের কর্মীদের সপ্তাহে দু'-তিন বার ক'রে পজনান্ -- ওডের -- পজনান্ যাত্রাপথে যাতায়াত করতে হত।

ঝঞ্ঝাক্রমণে লিপ্ত ইউনিট আর সাব-ইউনিটগুলো শহরের যতই ভেতরে ঢুকছিল এবং দুর্গের যতই কাছে পেঁাছছিল, শত্রু সৈন্যরা ততই অটলতার সঙ্গে আত্মরক্ষা করছিল, ততই নির্মম লড়াই চলছিল। আমাদের যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে লড়ছিল। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি ৮ম রক্ষী বাহিনীকে সহায়তা হিশেবে প্রদত্ত ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলোর কথা, বিশেষত মেজর ই. ইভানোভের পরিচালনাধীন স্বতন্ত্র ২৫৯তম ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টটির

www.pathagar.com

কথা। ঝঞ্ঝাক্রমণের একেবারে শুরু থেকেই ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা বীরত্ব, দৃঢ়তা আর উদ্ভাবনক্ষমতা প্রদর্শন ক'রে পদাতিক সৈনিক আর গোলন্দাজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করছিল। তারা সংগ্রামের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করে। যেমন, রাস্তার লড়াইয়ে ট্যাঙ্কগুলো আক্রমণ করছিল জোড়ায় জোড়ায়। রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলন্ত ট্যাঙ্কটি গোলাবর্ষণ করত বাঁ পাশের লক্ষ্যের উপর, আর রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে চলন্ত ট্যাঙ্কটি — ডান পাশের লক্ষ্যের উপর।

যখন গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে আমাদের ইনফেণ্ট্রি সাব-ইউনিটগুলোকে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিত, তখন ট্যাঙ্কগুলো দু'টি লম্বা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি করিডর গঠন করত। ওই করিডর দিয়ে পদাতিক সৈন্যরা চলাচল করতে পারত। এইভাবে, ট্যাঙ্কের বর্ম আর কামানগুলো শত্রুর গোলাগুলিবর্ষণের মধ্যেও পদাতিক সৈন্যদের স্বল্প ক্ষয়ক্ষতি সয়ে অগ্রসর হতে সাহায্য করত।

কোন বইয়ে বা দলিলে এ ধরনের পদ্ধতির উল্লেখ নেই। আমাদের সৈনিক আর অফিসারদের উপস্থিত বুদ্ধিই সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে এগুলোর জন্ম দিত। কমান্ডার, রাজনৈতিক কর্মী আর সদর-দপ্তরের কর্মীরা তাড়াতাড়ি সৈনিকদের উপস্থিত বুদ্ধির ফলগুলো লুফে নিতেন, এবং অন্যান্য সমস্ত সৈন্যদলকে সংগ্রামের নতুন পদ্ধতিগুলো রপ্ত করতে উৎসাহ দিতেন। এই উদ্দেশ্যে প্রচারকরা আলোচনা সভার আয়োজন করত, সামরিক প্রচারপত্র প্রকাশিত হত এবং সংবাদপত্রেও সে বিষয়ে লেখা বেরত।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, দুর্গের গ্যারিসনের কাছে দেড়-দু'মাসের জন্য জল, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধপত্র ছিল। দুর্গের উপর ঘন ঘন আক্রমণ চালালে কেবল অনাবশ্যক প্রাণহানিই হবে। সেই জন্য ঠিক করা হল যে সৈন্যদের একটু বিশ্রাম দেওয়া হবে, আর্টিলারি ও বিমান বাহিনীর জন্য গোলা-বারুদ নিয়ে আসা হবে, আর্টিলারি আর ভারী ট্যাঙ্কগুলো গুলিবর্ষণের ছিদ্রগুলোর দিকে সোজা নিশানা নিয়ে থাকবে।

পরিখা অতিক্রমণের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল ঝঞ্ঝাক্রমণের সিঁড়ি, সেতু ও গাড়িগুলো। গোলন্দাজরা বৃহৎ ক্যালিবরের গোলা ব্যবহার ক'রে প্রবল হামলা চালাল। তারা দুর্গের বাঁধটির ইটের প্রাচীরে ভাঙ্গন ঘটাতে সক্ষম হল। সেই মুহূর্তেই আদেশ দেওয়া হল — ভগ্ন স্থানের প্রান্তগুলোতে সোজা নিশানা নিয়ে গোলাবর্ষণ ক'রে ভাঙ্গনটি প্রশস্ত করা হোক। অচিরেই ওখানে পাঁচ মিটার চওড়া একটি পথ গড়ে উঠল। পরিখার বাইরের দিক

www.pathagar.com

থেকে ইঞ্জিনিয়ররা ওই জায়গায় শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ স্থাপন করল যাতে বিস্ফোরণের ফলে প্রাচীরটি পরিখায় ধসে পড়ে এবং এইভাবে গঠিত বাঁধ দিয়ে দুর্গের ভেতরে ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামানগুলো পাঠানো যেতে পারে।

সার্বিক ঝঞ্ঝাক্রমণ আরম্ভ করার কথা ছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি।

বাহিনীর সৈন্যদের যে-সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছিল পাঠকরা যাতে কিয়ৎ পরিমাণে তা কল্পনা করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আমি কয়েকটি উদারহণ দিচ্ছি।

জুনিয়র লেফটেনেন্ট গুজেভয়-এর নেতৃত্বাধীন একদল স্যাপারের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হল: প্রধান প্রবেশ-পথের পশ্চিম মিনার ও ১ নং রেডাউট-এর মধ্যবর্তী পরিখাটি অতিক্রম করার ব্যাপারে পদাতিক সৈন্যদের সহায়তা করতে হবে। শত্রুর মারাত্মক গুলিবর্ষণের মধ্যে স্যাপাররা ঝঞ্ঝাক্রমণের সিঁড়িগুলো টেনে নিয়ে যায়। সৈনিকরা ছোট ছোট আগ্নেয় পাইপে অগ্নি সংযোগ ক'রে পরিখায় পাঁচকিলোগ্রামী বিস্ফোরক পদার্থগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। ৬টি বিস্ফোরণের পর প্রাচীরের গোলা-মুখগুলো নীরব হয়ে গেল। পরিখায় তাড়াতাড়ি সিঁড়িগুলো নামিয়ে দেওয়া হয়। ওগুলোর সাহায্যে স্যাপাররা বাধা অতিক্রম করে। তাদের পেছন পেছন পদাতিক সৈন্যরাও পরিখা পার হয়। সেই প্রথম আমাদের যোদ্ধারা দুর্গে প্রবেশ করল...

শত্রু ঝঞ্ঝাক্রমণের সিঁড়িগুলোর উপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ আরম্ভ করল। তাতে অনেকগুলো সিঁড়িই নষ্ট হয়ে গেল। স্যাপাররা নষ্ট সিঁড়িগুলো মেরামত করছিল, এবং নতুন নতুন সিঁড়িও নিয়ে আসছিল। পরিখা অতিক্রমণের কাজ অব্যাহত থাকে। শত্রুর নিরবচ্ছিন্ন গুলিবর্ষণের মধ্যেও দুর্গের বাঁধে পদাতিক সৈনিকদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলছিল। আমাদের যোদ্ধাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল। প্রধান প্রবেশ-পথের পশ্চিম মিনারের এবং ১ নং ও ২ নং রেডাউটগুলোর গোলা-মুখ থেকে ফ্যাসিস্টরা যেভাবে পার্শ্ব থেকে ছড়িয়ে গুলিবর্ষণ করছিল তা ছিল বিশেষ মারাত্মক। প্যাক ফ্লেম থ্রয়ারের সাহায্যে গুলিবর্ষণের জায়গাগুলো ধ্বংস করা সম্ভব হল না। অগ্নিবর্ষক অপারেটররা হামা দিয়ে পরিখার পারে পেঁছতে পারল না, আর ২০-২৫ মিটার দূর থেকে ছোঁড়া অগ্নি-ধারাটি কোন কার্যকর ফল দিল না। তখন বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ পিপে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পদাতিক সৈনিকদের গুলিবর্ষণের আড়ালে ৪-৬ জন স্যাপার হামা

www.pathagar.com

দিতে দিতে এরূপ একটি পিপে ঠেলে নিয়ে গেল পরিখার পারে, এবং ফিউজে আগুন ধরিয়ে ওটাকে গোলা-মুখের দিকে ছেড়ে দিল। বিস্ফোরণের ফলে ফ্যাসিস্ট মেশিনগানারদের কানে তালা লেগে গেল। গুলিবর্ষণে শিথিলতার সুযোগ নিয়ে স্যাপার সিঁড়িগুলো পরিখায় নামাল এবং পাড়ি-ব্যবস্থা গড়ে দিল। পদাতিক সৈন্যরা সিঁড়ি বেয়ে দুর্গের বাঁধে উঠতে লাগল এবং তার দক্ষিণের ঢালুতে, আর স্থানে স্থানে খোদ চূড়াতে নালা খুঁড়ে তাতে গা ঢাকা দিল।

তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছিল: সবাই জানত যে নীরব গোলা-মুখগুলো শিগগিরই আবার সরব হয়ে উঠবে। নাৎসিরা ভূগর্ভস্থ কুঠরিগুলো থেকে বিস্ফোরণের দরুন বধির হয়ে যাওয়া মেশিনগানার আর ফাউস্টপ্যাট্রনধারীদের সরিয়ে নিল, ওদের জায়গায় আনল নতুন লোকেদের, এবং গোলা-মুখ থেকে ফের গুলিবর্ষণ আরম্ভ হল।

ভোর বেলা শত্রু আমাদের বেশকিছু সিঁড়ি নষ্ট করে দেয়। অগ্নিবর্ষক অপারেটরদের দ্বারা সৃষ্ট ধূম্র পর্দার আড়ালে সিঁড়িগুলো বদলানো হল, কিন্তু প্রবল নিশানী গুলিবর্ষণের দরুন পদাতিক সৈন্যদের পরিখা পার হওয়ার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফ্যাসিস্টরা গুপ্ত পথগুলো দিয়ে বাঁধের ট্রেঞ্চে অবস্থিত আমাদের যোদ্ধাদের কাছে এসে সারা দিন তাদের লক্ষ্য ক'রে হাত-বোমা আর ফাউস্টপ্যাট্রন ছুঁড়ছিল। শত্রুর গ্র্যানেড লঞ্চার অপারেটরদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে স্যাপাররা বেলনাকার খোলে (বালতিতে, বোমার খালি বাক্সে বিস্ফোরক পদার্থ ভরে ওগুলো বাঁধের বাইরে নিক্ষেপ করছিল। বিস্ফোরণের মুহূর্তে পদাতিক সৈনিকরা কিছু দূর এগিয়ে যেত। কোন কোন স্থানে এই ভাবে বাঁধ অতিক্রম করা সম্ভব হল। এবার লড়াই শুরু হল দুর্গাভ্যন্তরের নিকটস্থ ইমারতগুলোর জন্য।

১৯ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ ৪টার সময় স্যাপারদের অন্য একটি দায়িত্ব দেওয়া হল -- দুর্গ পরিখার উপর একটি সেতু গড়তে হবে, যা দিয়ে রেজিমেণ্টের আর্টিলারি পার হতে পারবে। প্রাচীরে এবং বাঁধে শক্তিশালী কামানের গোলা সৃষ্ট ভাঙ্গনের উল্টো দিকে একটি লেগ ব্রিজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যাপাররা পরিখার কাছে নিয়ে গেল সেতুর আগে-থেকে-প্রস্তুত-করা অংশগুলো, কিন্তু শিগগিরই কাজ বন্ধ করতে হল,— শত্রু ভাঙ্গনটিতে মেশিনগান থেকে নিরবচ্ছিন্ন গুলিবর্ষণ করছিল, ফাউস্টপ্যাট্রন থেকে গোলা নিক্ষেপ করছিল। কালক্ষেপ না ক'রে নতুন

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের ফলে ১ নং রেডাউটটি কিছু সময়ের জন্য নীরব হয়ে যায়। স্যাপাররা এই সুযোগ নিল। অন্ধকারে তারা সাড়ে বারো মিটার দীর্ঘ একটি সেতু গড়ল। তবে সেতুটি বেশিক্ষণ টিকল না। আধঘণ্টা পরে শত্রু ফাউস্টপ্যাট্রন থেকে গোলা ছুঁড়ে সেতুটি ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু তাতেও ঝঞ্ঝাক্রমণকারীরা থামল না।

২০ ফেব্রুয়ারি ১১টার সময় ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপের স্যাপাররা — সার্জেণ্ট গাইদুকোভ, সৈনিকদ্বয় ওলেখনিক ও ইয়েগোরভ — ভাঙ্গনের ৫০ মিটার দূরে পরিখাটি অতিক্রম ক'রে বাঁধে উঠে এবং ওটার চূড়ায় দু'টি লাল পতাকা উত্তোলন করে। এ ব্যাপারটি পদাতিক সৈন্যদের উদ্দীপিত করে। স্যাপারদের পেছন পেছন পরিখা পার হয় পদাতিক সৈনিকরা এবং ভাঙ্গন থেকে ২ নং রেডাউট পর্যন্ত এলাকা জুড়ে বাঁধটি ভালোভাবে দখল করে নেয়। এই সুযোগ নিয়ে ভাঙ্গনের ডান দিকে অবস্থিত পদাতিক বাহিনীটিও শত্রুকে হটিয়ে দেয়। এবার সেতু গড়া যাবে অনেকটা সহজে। শত্রু অবশ্য গুলিবর্ষণ বন্ধ করে দেয় নি, তবে পূর্বাপেক্ষা গুলিবর্ষণের ফলপ্রসূতা ছিল ঢের কম। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল নাগাদ সেতু তৈরি হয়ে যায়। ধোঁয়ার মধ্যে পরিখার অন্য পারে ১৪টি তোপ পার করা হয় এবং ওগুলোর একাংশ সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুর গোলা-মুখ লক্ষ্য করে সোজা গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। শত্রু মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করে লেগ ব্রিজের একটি ভিত্তি ভেঙ্গে দেয়, তবে দ্রুত তা পুনর্স্থাপন করা গেল।

অগ্নিবর্ষক অপারেটর ল্যান্স কর্পোরেল সের্ভিলাদ্‌জে পদাতিক সৈনিকদের গুলিবর্ষণের আড়ালে বাঁধ থেকে নেমে দুর্গের ভেতরে ২ নং রেডাউটের কাছে দু'টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে জ্বলন্ত একটি বাড়ি থেকে প্রায় দু'শো জার্মান সৈন্য ও অফিসার বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করল। এই সুযোগ নিয়ে আমাদের পদাতিক সৈন্যরা বাঁধ থেকে নেমে দুর্গে প্রবেশ করল।

কাজ শেষ করার পর অগ্নিবর্ষকে তেল ভরার জন্য ফেরার সময় ল্যান্স কর্পোরেল সের্ভিলাদ্‌জের দেখা হল আহত এক সাথীর সঙ্গে। সে সাথীর তেল-ভরা অগ্নিবর্ষকটি নিয়ে আবার দুর্গে প্রবেশ করল এবং শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে অগ্নিধারা ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিল রেডাউটের গোলা-মুখগুলোতে, — ওখান থেকেই গুলি বর্ষিত হচ্ছিল পরিখা আর বাঁধের উপর। রেডাউটটি অনেকখনের জন্য নীরব হয়ে গেল। স্যাপাররা তখন উঁচু ছাউনিতে উঠে ভূগর্ভস্থ কুঠরিগুলোর বায়ু সঞ্চালনের ও ধোঁয়ার চিমনিগুলো

www.pathagar.com

দিয়ে ভেতরে বিস্ফোরক পদার্থের ছোট ছোট পিন্ড ফেলতে লাগল। তাতে ওখানে বসে-থাকা ফ্যাসিস্টরা ধ্বংস হল।

দুপুর বেলা ট্যাঙ্কের জন্য তিরিশটনী একটি সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হল। তা গড়ে উঠছিল আর্টিলারির জন্য নির্মিত সেতুটির পাশে। গোড়াতে কাজ চলছিল দ্রুত। ইউনিটগুলো লোক দেয় এবং ওরা নির্মাণক্ষেত্রে নিয়ে আসে কাঠ তক্তা ইত্যাদি। এ কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। ভিত্তি স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর দুর্গ প্রাচীরের এতক্ষণ নীরব থাকা গোলা-মুখগুলো ফের সরব হয়ে উঠল। যে-ই পুলের উপর উঠছিল সে-ই আহত হচ্ছিল বা মারা যাচ্ছিল। আবার বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ পিপে আর অগ্নিবর্ষকের আশ্রয় নিতে হল। শত্রুর গুলিবর্ষণের স্থানগুলো ধ্বংস করতে অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় হল। দুশমন আমাদের পদ্ধতিটি বুঝে ফেলল এবং ভূগর্ভস্থ একটি কুঠরিতে একটি মেশিনগান বসাল যার গুলিবর্ষণের দরুন পরিখার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১ নং রেডাউটটি খুব ধূমায়িত হওয়ার পরই কেবল পরিখায় বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ পিপে ফেলা সম্ভব হল। কিন্তু এই বিস্ফোরণে সমস্ত গোলা-মুখ নষ্ট হল না। তখন পরিখার ধারে গেল আমাদের অগ্নিবর্ষক ট্যাঙ্কগুলো, কিন্তু গোলা-মুখগুলো খুবই নিচে অবস্থিত থাকায় তা অস্পৃশ্য এলাকায় পড়ে গিয়েছিল, যার জন্য ট্যাঙ্কের অগ্নিবর্ষকের অগ্নিধারা আর কামানের গোলা ওখানে লাগছিল না। এবারও আমাদের যোদ্ধাদের উপস্থিত বুদ্ধি কাজ দিল। নিরাপদ দিকগুলো থেকে গোলা-মুখের কাছে গিয়ে তারা ওগুলোর সামনে বাক্স, পিপে, কাঠ ইত্যাদি পুঞ্জীভূত করে বড় একটি দেয়াল গড়ে ফেলল এবং এভাবে শত্রুকে ‘অন্ধ করে’ দিয়ে নিরস্ত্র করে নিল। ১ নং রেডাউটের নিচের খিড়কিগুলো একেবারে নীরব হয়ে গেল। এবার স্যাপাররা শান্তিতে কাজ চালাতে পারল।

সেতু নির্মাণের ব্যাপারে আমি তাড়া দিচ্ছিলাম। আমি মনে করলাম যে দুর্গে ট্যাঙ্কগুলো ঢোকাতে পারলেই শত্রুর অবরুদ্ধ গ্রুপিংটিকে তাড়াতাড়ি বিলোপ করা সম্ভব হবে। এ কাজের ভারটি পড়ে ২৬১তম ইঞ্জিনিয়রিং-স্যাপার ব্যাটেলিয়নের উপর। ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার নিজে তল্লাস কার্য সম্পন্ন করেন এবং মাটির বাঁধ আর দুর্গ-পরিখার প্রাচীর উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, — এতে করে ট্যাঙ্কগুলোর জন্য একটি প্রবেশ-পথ গড়ে উঠবে। মাঝ রাতে শক্তিশালী একটি বিস্ফোরণ ঘটল। পরিখার বহিঃস্থ প্রাচীর আর বাঁধটি একেবারে ভিত্তি পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ঢালের খাড়াই

www.pathagar.com

কমানোর উদ্দেশ্যে আরও তিনটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি রাত ৩টার সময় ২৫৯তম ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট ও ৩৪তম ভারী ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টের ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামানগুলো দুর্গে প্রবেশ করল। কেবলমাত্র তখনই নাৎসিরা দলে দলে — ২০ থেকে ২০০ জন করে — আত্মসমর্পণ করতে লাগল...

ফ্যাসিস্ট-দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত পোলিশরা আপন শহরকে সত্বর শত্রুহীন করতে শক্তি ব্যয়ে কুণ্ঠিত হয় নি। এই মহৎ কাজে বিশেষ উদ্যম নিয়ে অংশগ্রহণ করে তরুণ সম্প্রদায়। শত শত, হাজার হাজার পোলিশ তরুণ-তরুণী কামান আর ট্যাঙ্কগুলোর কাছে গোলাবারুদ নিয়ে আসছিল, শহরের উপকণ্ঠস্থ বনে ডাল কেটে আঁটি বেঁধে ওগুলো পেঁছে দিচ্ছিল ঝঞ্ঝাক্রমণের জায়গায়। দুর্গের পরিখাগুলো অতিক্রম করার সময় ডালের ওই আঁটিগুলো আমাদের খুব কাজে লেগেছিল। শহরের হাসপাতাল আর ক্লিনিকসমূহের ডাক্তার, নার্স আর পরিচারিকারা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের চিকিৎসা কর্মীদের সঙ্গে গুলিবর্ষণের আওতা থেকে আহত সৈনিকদের বার করে আনছিল ও তাদের চিকিৎসা সহায়তা দিচ্ছিল। তখনই আমাদের মনে ক্রমশই এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হচ্ছিল যে পোল্যাণ্ডে আমাদের অকপট ও বিশ্বস্ত বন্ধুর অভাব নেই। অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে গড়ে উঠে ও সুদৃঢ় হয় সোভিয়েত আর পোলিশ জনগণের মৈত্রী।

সমস্ত এলাকায় ভয়াবহ লড়াই চলে। ২৭তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের সৈনিকরা ২৫৯তম ও ৩৪তম ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টগুলোর ট্যাঙ্ক-যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে দুর্গের পশ্চিম গড়টি ঘিরে ফেলে। ডিভিশনের উপ-সেনাপতি জেনারেল ম. দুকা গড়ের গ্যারিসনকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। ফ্যাসিস্ট অফিসাররা তা করতে অস্বীকার করল, গ্যারিসন প্রতিরোধ দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখল। এক বেলোরুশ পার্টিজান বাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক জেনারেল দুকা শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর নিজের পার্টিজান পদ্ধতিটি প্রয়োগ করলেন। গড়ের প্রধান প্রবেশ-পথের দিকে ঢাল দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে যায় ব্ল্যাক-ওয়েল ভরা জ্বলন্ত পিপেগুলো। উত্তপ্ত ও শ্বাসরোধক ধোঁয়া ফ্যাসিস্টদের তাদের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে, এবং পরে তারা হাত তুলে আত্মসমর্পণ করে।

দুর্গ ও তার গ্যারিসনের অস্তিত্ব কাল শেষ হয়ে আসছিল। বাহিনীত্যাগী সৈনিকরা জানাল যে দুর্গের ভূগর্ভস্থ ঘরগুলো আহত লোকে পরিপূর্ণ।

www.pathagar.com

জল সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে, সৈনিকরা তৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে কষ্ট পাচ্ছে। আমি মিছে রক্তপাত করতে চাই নি, তাই আবার বেতার মাধ্যমে অবরুদ্ধ গ্যারিসনকে আত্মসমর্পণ করতে বললাম। কিন্তু এবারও শত্রু আমার কথায় কান দিল না। সে অনর্থক শেষ শক্তিগুলো প্রয়োগ করছিল, নিষ্ফল পাল্টা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

সে ছিল লাল ফৌজ দিবসের আগের দিনের ঘটনা। কঠোর লড়াই চলা সত্ত্বেও আমাদের যোদ্ধাদের মনমেজাজ উৎসবের আনন্দে এবং আসন্ন বিজয়ের আশাতে ভরপুর ছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় শহরের থিয়েটার ভবনের একটি ঘরে সমবেত হন কোর ডিভিশনসমূহের অধিনায়করা।

এমন সময় ৭৪তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের অধিনায়ক জেনারেল বাকানোভকে টেলিফোনে ডাকা হল। ফিরে এসে তিনি জানালেন যে দুর্গের সদর দরজা থেকে ফোন এসেছিল। ওখানে সন্ধি-দূতরা এসেছে। জেনারেল বাকানোভ ওখানে যাওয়ার ও সন্ধি-দূতদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। অচিরেই তিনি ঘটনা স্থল থেকে ফোনে খবর দিলেন যে দুর্গের গ্যারিসন আত্মসমর্পণ করছে এবং প্রাক্তন দুর্গনায়ক জেনারেল মাট্টের্ন্ তাঁর পাশেই রয়েছে। পনেরো মিনিট পরে ইঞ্জিনের মতো হাফ্ হাফ্ শব্দ করতে করতে আমাদের সভার ঘরে এসে ঢুকল মেজর-জেনারেল মাট্টের্ন্। তার প্রায় ১৩০ কিলোগ্রাম ওজনের দেহটি কোন মতে দরজা দিয়ে ভেতরে এল। নিঃশ্বাস নিয়ে সে আমায় দুর্গনায়ক জেনারেল কন্নেলের একখানি চিঠি দিল, — কন্নেল তাতে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীকে আহত নাৎসি সৈনিকদের চিকিৎসা সহায়তা দিতে অনুরোধ করেছে।

— কন্নেল নিজে কোথায়?

— গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।

জেনারেল মাট্টের্ন্‌কে আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, তার খবর কী, তখন সে কাঁধ ঝাঁকাল:

— আমার আবার কী খবর, আমি নাৎসি পার্টির সদস্য নই, প্রতিরোধ দিয়ে কোন লাভ হবে না জানলে মিছে রক্তপাত করতাম না। হিটলার নিপাত যাক!

মাট্টের্ন্ বলল যে পজনানে অবস্থিত ৬০ হাজার জার্মান সৈনিক আর অফিসারের মধ্যে এখন যুদ্ধক্ষম লোক আছে প্রায় ১২ হাজার মাত্র। ওরা বিজয়ী বাহিনীর হাতে নিজেদের সঁপে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

লাল ফৌজের ২৭তম বার্ষিকী দিবসে — ১৯৪৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি — আমাদের দেশের রাজধানী ২০ বার ২২৪টি তোপ দেগে পজনানে আমাদের সৈন্যদের বিজয় উদ্‌যাপন করল।

৩

৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোর ও ৯১তম ইনফেণ্ট্রি কোর যখন পজনানের উপর ঝঞ্চাক্রমণে লিপ্ত ছিল, তখন ৮ম রক্ষী বাহিনী ও ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোর প্রধান শক্তিসমূহ — আর পরে ৬৯তম বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহও — সোজা পশ্চিমাভিমুখে আক্রমণ চালিয়ে জার্মানির সীমান্তে পেঁৗছে যায়, তা অতিক্রম করে এবং শত্রুর ভূখণ্ডের অভ্যন্তর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে।

স্বপ্ন সফল হল! বিপুল আক্রমণাত্মক শক্তির ঢেউ চলতে থাকে পশ্চিমের দিকে। এবার সে ঢেউ পেঁৗছল ফ্যাসিজমের দুর্গে। ১৯৪৫ সালের ২৮ জানুয়ারি আমাদের সৈন্য বাহিনী জার্মানির সীমান্তে। যোদ্ধারা নিজেদের মতো করে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করল। সীমান্ত স্তম্ভগুলোতে আমি এরূপ লেখা দেখেছি: 'এই-ই হচ্ছে সেই ফ্যাসিস্ট জার্মানি!'

এরূপ অনুভূতি বোধগম্য। তখনও হয়তো সৈনিকের চেতনায় দেশ, জনগণ এবং হিটলারের নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিজমকে বিভক্ত করা সম্ভব ছিল না। আমাদের দেশের মাটিতে এবং পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডে হানাদারদের কুকর্মের কথা তাদের ভালো মনে ছিল। এ ধরনের লেখা পড়ে আমি মাইদানেক-এর কথাও স্মরণ করলাম... সেই সঙ্গে আমার মনে এই আশঙ্কাও দেখা দিল যে জার্মান মাটিতে রুশ মানুষের ক্ষোভ আর ক্রোধ ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

বাহিনীর রাজনৈতিক কর্মীরা অনেক আগে থেকেই সে বিষয়ে ভাবছিল। তারা অবস্থা সঠিকভাবে বুঝতে এবং যেকোন প্রকার অমিতাচারের প্রচেষ্টা রোধ করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

লাল ফৌজের রাজনৈতিক সংস্থাগুলো এ সমস্যাটি নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিল। ৯ ফেব্রুয়ারি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'ক্রাস্নায়া জ্‌ভেজ্‌দা' ('লাল তারকা') সংবাদপত্র লেখে: 'চোখের বদলে — চোখ, দাঁতের বদলে — দাঁত', — বলতেন আমাদের পিতামহরা ... এই সূত্রটি অবশ্য আমাদের এত সোজাভাবে বোঝা

www.pathagar.com

উচিত নয়। যেমন, দ্বিপদ ফ্যাসিস্ট জন্তুরা আমাদের মা-বোনদের জনসমক্ষে অপমান করেছে, নিজেদের লুটতরাজে লিপ্ত করেছে। তাই বলে ওদের উপর প্রতিশোধ হিশেবে আমরাও যে ঠিক অনুরূপ আচরণ করব তা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের যোদ্ধারা কখনও এরূপ কাজ করবে না, যদিও এখানে তারা পরিচালিত হবে অনুকম্পার দ্বারা নয়, কেবল নিজস্ব মর্যাদা বোধের দ্বারা... তারা বুঝে যে সামরিক আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হলে তা বিজয়ী বাহিনীকেই দুর্বল করে... আমাদের প্রতিশোধ অন্ধ নয়, আমাদের ক্ষোভ উন্মত্ত নয়...'

ফ্যাসিজমের পরাজয়ে জার্মান জনগণ বিজয়ীদের হাতে ধ্বংস আর মৃত্যুর কবলে পতিত হয় নি। জার্মানিতে প্রবেশ করছিল খুনেরা নয়, বিজয়ীরা! বিজয় পতাকাবাহী লাল ফৌজ হিটলারী শাসনকে কেবল পরাস্তই করে নি, বিশ্বের অন্যতম মহান জাতি জার্মান জনগণকে স্বাধীনতাও এনে দেয়।

তৃতীয় রাইখের সীমান্ত অতিক্রম করার ব্যাপারটি আমাদের সৈন্যদের জঙ্গী মেজাজ চাঙ্গা না করে পারে নি, তাদের আক্রমণাত্মক আবেগকে প্রভাবিত না করে পারে নি। সাধারণ সৈনিক থেকে শুরু করে জেনারেল অবধি সবাই সম্মুখ পানে ধাবিত হচ্ছিল।

তল্লাসী বিমান বাহিনীর বৈমানিকরা বলল যে জার্মানির সমস্ত রাস্তাঘাট উদ্বাস্তুতে ভরে গেছে, রেলপথগুলোতে ট্রেনের ভিড় জমে গেছে, সড়কের পাশের নালাগুলো পর্যন্ত মোটর গাড়িতে পরিপূর্ণ, বাস্তুহারাদের সারিগুলো চলেছে বার্লিন অভিমুখে, ওখান থেকে ওদের সমস্ত দিকে ছড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, লোকেরা আতঙ্কের মধ্যে ছোটাছুটি করছে।

আমাদের বেতার সংবাদ সংগ্রহকারীরা মাঝেমধ্যে বার্লিন বেতারে প্রচারিত চিত্তাকর্ষক সংবাদগুলো আমাদের পড়তে দিত। মনে আছে, রণাঙ্গনের তখনকার অবস্থা সম্পর্কিত অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদে বার্লিন বেতার কেন্দ্র 'পূর্ব রণাঙ্গনের পরিস্থিতিকে অবিশ্বাস্য রকমে কঠোর' বলে বর্ণনা করে।

হিটলার তখন অতীন্দ্রিয়বাদী কথাবার্তা শুনিয়ে জনগণের আশঙ্কা দূর করার প্রয়াস পাচ্ছিল। যেমন, ৩০ জানুয়ারি জার্মান জনগণের উদ্দেশে তার শেষ ভাষণের একটা কথাই লক্ষ্য করা যাক: '২০ জুলাই ঈশ্বর আমার প্রাণরক্ষা ক'রে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি চান আমিই যেন আপনাদের ফিউরের থাকি।'

www.pathagar.com

তবে এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না যে হিটলার আর অল্পকালই ফিউরের থাকবে...

এবার আর কোন কিছুই সাহায্য করছিল না... দুর্গ আর কেল্লাগুলোতে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাতে পরিত্যক্ত গ্যারিসনসমূহ, ফিউরেরের অভিসম্পাত, গোপন কূটনীতি, রাজনৈতিক চক্রান্ত — কোন কিছুতেই আর কাজ হচ্ছিল না...

আর্ডেনেস আর ভগেজ-এ জার্মান প্রতিঘাতের বিষয়ে বলতে গিয়ে আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে কমবেশি যুদ্ধক্ষম সমস্ত জার্মান ডিভিশনকেই পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়ে আসা হয়েছিল। পশ্চিম রণাঙ্গন বস্তুতপক্ষে খোলাই ছিল...

ওই সময় জার্মানির স্থলসেনার জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা ছিল হাইন্‌ৎস গুডেরিয়ান। তার নামের সঙ্গে হিটলারী সৈন্য বাহিনীর ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিরিশ ও চল্লিশের বছরগুলোতে জার্মানিতে যারা সর্বপ্রথম ট্যাঙ্ক বাহিনীর তাৎপর্য মূল্যায়ন করে গুডেরিয়ান ছিল তাদেরই একজন। সে-ই ভিয়েনা অভিমুখে ট্যাঙ্ক ডিভিশন নিয়ে যায়, সে-ই ডানকার্ক-এর চারিদিকে মজবুত বেষ্টনী গড়ে, সে-ই ট্যাঙ্কগুলো নিয়ে আমাদের মাটিতে এসে হানা দেয়, মস্কোর উপকণ্ঠে অভিযানের ব্যর্থতার পরই তার অগ্রগতি আর তার চাকুরি জীবনের অবসান ঘটে... অনেক জেনারেলই জেনারেল স্টাফের অধিকর্তার পদে আসীন হয়েছিল... তাদের কেউ-ই যুদ্ধের গতি বদলাতে পারে নি। হিটলার গুডেরিয়ানের কথা স্মরণ ক'রে তাকে উচ্চতম একটি সামরিক পদে বহাল করেছিল।

যুদ্ধোত্তর বছরগুলোতে গুডেরিয়ান অতীত ঘটনাবলি বিচার করার সুযোগ পেয়েছিল। সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে কী ঘটছিল। সে তার 'সৈনিকের স্মৃতি' বইটিতে লিখেছে:

'২৩ জানুয়ারি আমার কাছে এলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নতুন বার্তাবহ, দূত ডক্টর পাউল বারান্‌ডন... ডক্টর বারান্‌ডন আমার কাছ থেকে রণাঙ্গনের কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ ও মতামত পেলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণা-লয়ের তরফ থেকে সহায়তা প্রদানের সম্ভাবনাগুলোর সঙ্গে জড়িত প্রশ্নাদি আমরা একসঙ্গে বসে আলোচনা করলাম। আমাদের দু'জনেরই মতে, এরূপ সহায়তা প্রদানের সময় এসেও গিয়েছিল। তখন যদিও অল্পসংখ্যক রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল, আমরা চেয়েছিলাম যে সেই সম্পর্কগুলোকেই অন্ততপক্ষে একপক্ষীয় যুদ্ধ-বিরতির

www.pathagar.com

জন্য ব্যবহার করা হোক। আমরা আশা করেছিলাম যে জার্মানির সীমান্ত অভিমুখে রুশদের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত বিপদটির কথা পশ্চিমী প্রতিপক্ষরা সম্ভবত বুঝবে... এবং তারা যুদ্ধ-বিরতির দিকে ঝুঁকবে কিংবা অন্ততপক্ষে মৌন সম্মতি দেবে যার কল্যাণে পশ্চিমের অঞ্চলগুলো ত্যাগ ক'রে আমাদের সমস্ত অবশিষ্ট শক্তি পূর্ব রণাঙ্গনে প্রতিরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেত...

...আমাদের মধ্যে এই বোঝাপড়া হল যে ডক্টর বারান্ডন একান্ত গোপনীয় আলাপের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফন রিবেন্ট্রপের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করে দেবেন... আলাপের দিন ঠিক হল — ২৫ জানুয়ারি।'

আর 'ফ্রণ্ট লাইন সোজা করা' নয়, 'নমনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা' নয়, 'রণনৈতিক পশ্চাদপসরণ' নয়। হাইন্ৎস গুডেরিয়ানের শব্দকোষ থেকে এই কথাগুলো উধাও হয়ে যায়। এবার সে সৈনিকের সরল ভাষায় লেখে: '...রণাঙ্গনগুলোতে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছিল প্লাবনের গতিতে। সাইলেসিয়ায় শত্রু গ্লিভিৎসে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কজ্‌দে ও বুজেগ-এর মাঝখানে এবং ডিখের্ন্‌ফুর্ট (বুজেগ দল্‌নি) ও গ্লগাউ-এর মাঝখানে সে স্পষ্টতই ওডের অতিক্রম করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ব্রেসলাউ-এর উপর শত্রু সোজা আঘাত হানছিল। প্রজনান্ ঘিরে ফেলার পর রুশরা এই দুর্গের কাছে বিলম্ব না ক'রে জেনেন্ ঘাঁটিগুলো (ওডেরের চতুর্ভুজ অথবা মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চল) কর্তৃক সুরক্ষিত ওডের — ভার্তা বাঁকের দিকে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে... ভিস্টুলা নদী বরাবর আমাদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানগুলো পশ্চাদ্ভাগ থেকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রুশরা শনাইডেমিউল এলাকায় বিপুল শক্তির সমাবেশ ঘটাচ্ছিল... ২০ জানুয়ারি শত্রু জার্মানির ভূখণ্ডে প্রবেশ করল। আমাদের দেশের জীবন-মরণের প্রশ্ন দেখা দিল...

২৫ জানুয়ারি আমি সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম... এখানেই মিঃ রিবেন্ট্রপ কঠোর সত্যটি জানতে পারলেন। তিনি সম্ভবত ভাবেন নি যে পরিস্থিতি এতটা মারাত্মক, এবং আমি যখন তাঁকে সমস্তকিছু খুলে বললাম, তিনি ভীষণ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন ও আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি যাকিছু বলেছি তা কি সত্য... রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়ার পর আমি রাইখের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, হিটলারকে অন্তত একপক্ষীয় যুদ্ধ-বিরতির উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালানোর প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তিনি আমার সঙ্গে হিটলারের কাছে যেতে রাজী আছেন কি... আমার মতে, সর্বাগ্রে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর বিষয়ে কথা তোলা হবে...

www.pathagar.com

আমি আবার ফন রিবেন্‌ট্রপকে একই প্রশ্ন করলাম, তিনি আমার সঙ্গে হিটলারের কাছে যাবেন কি না, কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় ইতিবাচক জবাব দিতে পারলেন না। আমাকে বিদায় জানানোর সময় তিনি যে একমাত্র বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন তা হল: 'সমস্তকিছু আপনার-আমার মধ্যে থাকবে, তাই নয় কি?' আমি অঙ্গীকার করলাম।'

গুডেরিয়ান পাঠককে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে হিটলার ও তার নিকটতম সহকারীরা — হিম্‌লের ও ইওড্‌ল — অবস্থা বুঝতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। সে ফ্যাশন মাফিক কথাবার্তা বলছে এবং জার্মানির পরাজয়ের জন্য সমস্ত দোষ হিটলারের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে, আর নিজেকে সে বিপর্যয় এড়ানোর পরিকল্পনা প্রদানকারী একজন স্থিরমস্তিষ্ক বাস্তববাদী ব্যক্তি বলে জাহির করছে। কিন্তু হিটলারের রাইখের জন্য পরিত্রাণের কোন পথ ছিল না। হিটলার, রিবেন্‌ট্রপ, গুডেরিয়ান — সবাই অপরাধজনক শাসনের পতন এড়াতে অক্ষম ছিল।

জেনারেল গুডেরিয়ান লিখছে: '...আমি হিটলারকে ২৫ জানুয়ারি থেকে 'সেণ্টার' নামে অভিহিত A বাহিনীসমূহের প্রাক্তন গ্রুপটির এবং এবার 'উত্তর' বলে পরিচিত 'সেণ্টার' বাহিনীসমূহের প্রাক্তন গ্রুপটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাহিনীগুলোর নতুন একটি গ্রুপ গড়ার প্রস্তাব দিলাম। বাহিনীগুলোর এই গ্রুপটির কাজ হবে — এতদঞ্চলে পুনরায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন করা এবং শত্রুর আক্রমণাভিযানের গতি রোধ করা।'

হিটলার এই নতুন 'ভিস্টুলা' গ্রুপটির অধিনায়ক নিযুক্ত করল গেস্টাপোর অধিকর্তা, *SS*-এর রাইখ্‌স্‌ফিউরের হেনরিখ হিম্‌লেরকে আর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা নিযুক্ত করল SS-এর ব্রিগাডেনফিউরের লাম্মেরডিঙকে। ব্যস! পেশাদার সামরিক কর্মীরা আর আস্থাভাজন থাকল না। হিটলার আশা করেছিল যে পেশাদার জল্লাদরা অবস্থা ঠিক করবে। সত্যিই জার্মানিতে এমন কোন জেনারেল ছিল না যে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে ভিস্টুলা থেকে ওডের অভিমুখে আমাদের সৈন্যদের আক্রমণাভিযান প্রতিরোধ করতে পারত। ১ম বেলোরুশ ও ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলোর সৈন্য বাহিনী ভিস্টুলা তীরে জার্মান সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেয়। আমাদের আক্রমণরত বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী প্রেরিত সমস্ত মজুত শক্তি মুখোমুখি লড়াইগুলোতেই বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছিল।

আবার গুডেরিয়ানের লেখার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক: '২৭ জানুয়ারি

www.pathagar.com

নাগাদ রুশদের আক্রমণাভিযান অভূতপূর্ব দ্রুত গতি অর্জন করে। বিপর্যয়ের দিনটি ঘনাতে থাকে ভীষণ তাড়াতাড়ি। বুদাপেস্টের দক্ষিণ-পশ্চিমে রুশরা পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করে... আপার সাইলেসিয়ার শিল্পঞ্চলে পরিস্থিতি আরও বেশি সংকটজনক হয়ে উঠে... অবস্থা বিশেষ বিপজ্জনক আকার ধারণ করে ভার্তা অঞ্চলে ও পূর্ব প্রাশিয়ায়... পজনান্ ছিল অবরুদ্ধ... ওরা নাক্‌লো আর বিদ্‌গোশ নিয়ে নেয়... ভিস্টুলার পশ্চিমে স্‌ভেৎসে-র উপর আক্রমণ অব্যাহত ছিল... মাল্‌বার্কে লড়াই চলছিল অপূর্ব প্রাচীন ওর্ডেন্‌স্‌বুর্গ দুর্গের জন্য... হিম্‌লের স্থলসেনার প্রধান সেনাপতিমণ্ডলীর অনুমতি না নিয়েই ওর্ডেন্‌স্‌বুর্গ থেকে নিজের সদর-দপ্তর ক্রেসিনজেয়ে-তে স্থানান্তরিত করেন, তিনি তোরুন, হেল্‌ম্‌নো ও ক্‌ভিদজেন ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেন। এর জবাবে হিটলার নীরব থাকেন। সে দিন আমি সৈন্য বাহিনীতে মনোনীত নতুন সৈনিকদের — যাদের জন্ম ১৯২৮ সালে — পূর্বের সামরিক অঞ্চলগুলো থেকে পশ্চিমের সামরিক অঞ্চলগুলোতে স্থানান্তরণের নির্দেশ দিলাম যাতে ষোল বছর বয়সী এই আনাড়ি তরুণদের লড়াইয়ে ব্যবহার করা সম্ভব না হয়...’

আমি এ কথা বলব না যে মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চলে শত্রু খুব বেশি সৈন্য মোতায়েন করেছিল। কিন্তু তবুও ৮ম রক্ষী বাহিনীর ইউনিটসমূহের আক্রমণাভিযানের এলাকায় কেবল নিহত ফ্যাসিস্টের সংখ্যাই ১৫ হাজারের কম ছিল না, তার উপর লেফটেনেন্ট-জেনারেল ল্যুবে সহ প্রায় ২০ হাজার জার্মানকে বন্দীও করা হয়েছিল। সোভিয়েত বাহিনীগুলো ওডের আর বার্লিনের যতই কাছে পৌঁছছিল, জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের মনোবল ততই ভেঙ্গে পড়ছিল। গুডেরিয়ান এ প্রসঙ্গে কোন কথাই বলে নি...

৪

এখন জার্মান সূত্র থেকে জানা গেছে যে বার্লিন অভিমুখের বাহিনীগুলোর শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক ফেব্রুয়ারি মাসেই শত্রু সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর রিজার্ভ থেকে, স্থল বাহিনীর প্রধান সেনাপতিমণ্ডলীর রিজার্ভ থেকে, পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে ও সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের কয়েকটি ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন ধরনের বিপুলসংখ্যক সৈন্যদল ও ১৮টি ডিভিশন প্রেরণ করে। ওগুলোর মধ্যে তিনটি ট্যাঙ্ক আর মোটরাইজ্‌ড্ ডিভিশনও ছিল। ওই সময় রণাঙ্গনের যে-ক্ষেত্রে ৮ম

www.pathagar.com

রক্ষী বাহিনী ও ডাইনে-বাঁয়ে তার নিকটতম প্রতিবেশীরা ছিল সেখানে কী ঘটছিল?

পজনানের জন্য লড়াই আমাদের অগ্রগতিকে কেবল আংশিকভাবে ঠেকিয়ে রাখে। আসল আপদটি ছিল সরবরাহ ব্যবস্থায়।

এমনও সময় গেছে যখন আমাদের ট্যাঙ্ক, বিমান আর কামানের অভাব ছিল, গোলাবারুদে কুলাত না, আমাদের শিল্প রণাঙ্গনকে এ সমস্ত কিছু দিয়ে পেরে উঠছিল না। তবে আমাদের শ্রমিক শ্রেণী সব বাধাবিপত্তিই অতিক্রম করতে পেরেছিল। পরে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে রাইফেল-বন্দুক, ট্যাঙ্ক, জঙ্গী বিমান আর গোলাবারুদ পেয়েছিলাম। যৌথ খামারের কৃষকরা আপন সৈন্য বাহিনীকে খাদ্যদ্রব্যের জোগান দিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। তবে মোটর পরিবহণের সমস্যাটি যুদ্ধের শেষ অবধিও সমাধান করা যায় নি।

রণাঙ্গনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে রেলকর্মীরা বীরোচিত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। সামরিক মালপত্র পরিবহণের আয়তন ছিল বিপুল। রেলকর্মীর পোশাক পরিহিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে রণাঙ্গনের সৈনিক বলে, অগ্রনী অবস্থানের যোদ্ধা বলে ভাবতাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — যা মোটেই অন্যান্য যুদ্ধের মতো ছিল না — সমস্ত অপারেশনেই পুরোপুরিভাবে নির্ভর করছিল সরবরাহ ব্যবস্থার উপর, পশ্চাদ্ভাগের সার্ভিস ব্যবস্থাগুলোর উপর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সরবরাহ ব্যবস্থাদিকে নিয়ে যোদ্ধারা উপহাস করত। দুঃখের বিষয়, দেশপ্রেমিক মহা-যুদ্ধেরও প্রথম বছরগুলোতে আমাদের কিছু সামরিক অধিকর্তা পশ্চাদ্ভাগের সার্ভিস ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখতেন এবং অনেকে এমনটাও বলত যে যুদ্ধের সমস্ত বোঝা যোদ্ধাদের কাঁধে রয়েছে। যোদ্ধাদের দায়িত্বকে কেউ কম ক'রে দেখাতে যাচ্ছে না, যোদ্ধাদের ভূমিকাকে কেউ খাট করতে চাইছে না। যোদ্ধারা তোপের গোলাবর্ষণের মধ্যে, বিমান থেকে বোমাবর্ষণের মধ্যে, মেশিনগান আর বন্দুকের গুলিবর্ষণের মধ্যে শত্রুর ঘাঁটিগুলোতে গিয়ে হানা দিত। যোদ্ধাদেরই আসল ক্ষয়ক্ষতি সইতে হচ্ছিল। কিন্তু সরবরাহ ব্যবস্থা যতই উন্নত হতে থাকল, যুদ্ধরত ইউনিটসমূহে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ততই কমে আসল। যুদ্ধের শেষের দিকে আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী কেল্লা আর গড়গুলোর এলাকায় প্রবেশ করেছিলাম। কেবল অতি ক্ষমতাসম্পন্ন তোপই আমাদের বিজয় এনে দিতে সক্ষম ছিল, পদাতিক আর সাঁজোয়া

www.pathagar.com

বাহিনীগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতাই কেবল শত্রুর প্রতিরোধ প্রতিহত করতে সক্ষম ছিল।

সামরিক ক্রিয়াকলাপের যুক্তি নির্মম, লড়াইয়ের সময় পশ্চাদ্ভাগ যদি যোদ্ধাকে প্রয়োজনীয় সমস্তকিছুর জোগান দিতে না পারে তাহলে এই যুক্তি কোন কৈফিয়তই গ্রহণ করে না, কোন সঙ্গত কারণের ধার ধারে না।

আমরা পজনান্ শহরের প্রাচীরগুলোর কাছে, শত্রুর ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করার পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তির আর্টিলারি স্থাপন করতে পারি নি। এর পেছনে অসংখ্য নিরপেক্ষ কারণ দর্শাতে পারব। তবে যা সত্যি তা সত্যিই। পজনান্ দখলের জন্য লড়াই চলে এক মাস, অথচ ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই কাজটি কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল।

১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের পশ্চাদ্ভাগের সার্ভিস ব্যবস্থা স্রেফ পশ্চাদ্ভাগের সার্ভিস ব্যবস্থাই ছিল এবং তা কাজ করছিল ফ্রন্টের সামরিক পরিষদের নির্দেশ অনুসারে। আমরা জানি যে ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী জানুয়ারির আক্রমণাভিযান ১০-১২ দিনের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। তা অবশ্য সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয় এবং তাতে যা পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ জায়গা দখল করা সম্ভব হয়েছিল।

পশ্চাদ্ভাগের সার্ভিস ব্যবস্থাকে বাহিনীগুলোর অধিকতর দ্রুত ও অধিকতর গভীর অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালনা করা — সহজ কাজ নয়। এ ক্ষেত্রে ফ্রন্টের অধিনায়কের মৌখিক বা লিখিত নির্দেশ, তাঁর দৃঢ়তা যথেষ্ট নয়। কয়েক দিনের মধ্যে বাহিনীগুলো সরবরাহ ঘাঁটিসমূহ থেকে পরিকল্পনা নির্ধারিত দূরত্বের চেয়ে অনেক বেশি পথ অতিক্রম করে ফেলে। মোটর পরিবহণের পথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জ্বালানিও কয়েক গুণ বেশি খরচ হতে লাগল। একশো গাড়িকে তো মন্ত্রবলে তিনশো করা যায় না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ি পেতে হয়, ওগুলোতে ড্রাইভার বসাতে হয়, ওগুলোর প্রযুক্তিগত অবস্থাও ভালো রাখা চাই। আর এর মানে — একাধিক মেরামতখানা, গোটা এক-একটা মেরামত কারখানা। এক কথায়, রণাঙ্গনের জন্য, রণাঙ্গনে লড়াইয়ের জন্য সরবরাহকর্মীদের আপন দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করা দরকার ছিল, কারণ কোনো ভুলভ্রান্তির দরুন হাজার হাজার সৈনিকের প্রাণ নষ্ট হতে পারত...

এ কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে পশ্চাদ্ভাগের

www.pathagar.com

সার্ভিসের প্রতি যোদ্ধাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। সামরিক অধিকর্তারা পশ্চাদ্ভাগের সার্ভিসের তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন, এবং সরবরাহ বিষয়ক প্রশ্নগুলো সামরিক সংকল্পের মধ্যে স্থান পেতে ও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হতে শুরু করল। তখন পশ্চাদ্ভাগের কর্মীরাও কাজ করতে শিখে নিয়েছিল।

এক কথায়, আক্রমণাভিযান ব্যক্তি, পদ্দাবি ও পরিস্থিতি নির্বিশেষে সবার কাছ থেকে সুশৃঙ্খল ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ কাজ দাবি করছিল। কিন্তু আমরা যতই ওডেরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম, জার্মানির যতই গভীরে প্রবেশ করছিলাম, সরবরাহ ব্যবস্থা ততই জটিল হয়ে উঠছিল।

উদাহরণ হিশেবে রেলপথের সমস্যার কথাই ধরা যাক। জার্মানিতে আমাদের অগ্রগতির প্রথম পর্যায়ে একই ধরনের রেল লাইনের অনুপস্থিতি বাহিনীগুলোর সরবরাহ ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে পারে নি।* এর জন্য আমাদের অনেক সময় নষ্ট করতে হয়েছিল।

ফ্রন্ট এবং বাহিনীসমূহের পশ্চাদ্ভাগের কর্মীরা আক্রমণরত ফৌজগুলোকে প্রয়োজনীয় সমস্তকিছু জোগানোর জন্য সত্যিই প্রচুর প্রয়াস নিয়োগ করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আক্রমণাভিযানের বর্ধিত গতির সঙ্গে মিল রেখে কাজ চালাতে পারে নি।

বিশেষত সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধিকরণের উপায়গুলো — গোলন্দাজ বাহিনী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট, বিমান বাহিনী — পিছিয়ে পড়তে শুরু করে।

আমাদের ঘাড়ে আরও একটি বড় দায়িত্ব এসে পড়ল — লড়াইগুলোতে প্রাপ্ত সম্পত্তি সংরক্ষণ। আমি সেই সম্পত্তির কথা বলছি যা জার্মান হানাদারেরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নিয়ে গিয়েছিল এবং পশ্চাদপসরণের সময় যেখানে পেরেছে সেখানেই ফেলে যাচ্ছিল। এ ছিল জাতীয় সম্পদ, তা সংগ্রহ ও সংরক্ষা করা প্রয়োজন ছিল।

পেট্রল বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রণাঙ্গন থেকে অর্ধেক সংখ্যক খালি গাড়ি ফেরত পাঠানো হত ট্রেলারে করে। দখলীকৃত সমস্ত জ্বালানির হিসাব রাখা হত এবং তা খরচ করা হত কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে। আমাদের দ্বারা অধিকৃত স্পিরিট অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বালানি হিশেবে ব্যবহার করা

---

* সোভিয়েত ইউনিয়নে রেল লাইনের প্রস্থ ১,৫২০ মিলিমিটার; জার্মানি এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে — ১,৪৩৫ মিলিমিটার। — সম্পাঃ

www.pathagar.com

হত। দখলীকৃত কামান আর গোলা, অটুট ও ভালো সমস্তকিছু শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য ছাড়া হত।

সবকিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছিল যে অচিরেই নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। গেওর্গি জুকোভ তাঁর একটি নির্দেশে ইতি-মধ্যেই বার্লিন কথাটির উল্লেখ করেছেন। এবার ফ্রন্টের সংক্ষিপ্ত নির্দেশগুলো অনুসারে, বার্লিনকে যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হচ্ছিল, বার্লিনের কাছে বাহিনীগুলোর আক্রমণাভিযানের সম্ভাব্য দিকগুলো নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল, ওডেরের পশ্চিমে এবং খোদ বার্লিন অবধি বাহিনীসমূহের মধ্যে বিভেদন রেখা চিহ্নিত হচ্ছিল। এই সমস্ত অসংলগ্ন নির্দেশের ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারছিলাম যে আমাদের উচ্চতম সামরিক কর্তৃপক্ষ ফ্যাসিস্ট রাজধানী দখলের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন।

পরবর্তী ঘটনাগুলো আগে থেকে আঁচ করতে পেরে আমরা চেষ্টা করছিলাম যাতে আক্রমণাভিযানের গতি হ্রাস না পায়। প্রধান কাজ — ওডেরের আগে সুদৃঢ় অঞ্চলটি অতিক্রম করা, আর তারপর নদী পার হওয়া। ঠিক সেই কারণেই আমি পজনানে তুমুল লড়াই চলাকালেই বাহিনীর সদর-দপ্তর স্থানান্তরণের সিদ্ধান্ত নিই। এবার যাওয়া হবে আক্রমণরত বাহিনী-গুলোর কাছাকাছি অবস্থিত প্লেভি শহরে।

সদর-দপ্তর যখন পিছু অনুসরণ করে এগুতে থাকে, তখন কমান্ডারদের এক অদ্ভুত অনুভূতি পেয়ে বসে। তখন ইচ্ছা না থাকলেও তাড়াতাড়ি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা হয়...

২৮-২৯ জানুয়ারি ওরা নদীর তীরে এসে পৌঁছল ৮ম রক্ষী বাহিনীর চারটি ডিভিশন ও ১ম রক্ষী ট্যাংক বাহিনীর দুটি কোর। তল্লাসী বিভাগের তথ্য দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের অতি কঠিন এক কাজ সম্পন্ন করতে হবে, খোলাখুলিভাবে স্বীকার করছি — শক্তিশালী শত্রুব্যূহের বিরুদ্ধে আমাদের ইউনিটগুলোকে পাঠাতে ভয়ই হচ্ছিল। তদুপরি আমাদের গোলা-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে আসছিল। বাকী ফৌজগুলো কখন গোলাবারুদ নিয়ে আসবে সে অপেক্ষায় বসে থাকা সম্ভব ছিল না। সময় নষ্ট করার মানে ছিল নিশ্চিত অকৃতকার্যতা। অবস্থা বিশ্লেষণ করে, সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে আমি গতিতে থেকেই মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চলটি আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ১ম রক্ষী ট্যাংক বাহিনীর অধিনায়ক ম. কাতুকোভও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ওই দিনগুলোতে পজনানের জন্য প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। কিন্তু তা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও আমি দু'বার ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ৩৫তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনটিতে গিয়েছিলাম। ওটা তখন প্রথম এশিলনে থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। ডিভিশনের সেনাপতি কর্নেল ন. গ্রিগোরিয়েভ — একজন সাহসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। আমি তাঁকে চিনতাম ১৯৩৯ সাল থেকে। কেল্লা আর প্রতিরক্ষাঞ্চলগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থল ও ফাঁক আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে তিনি সঠিকভাবে গুপ্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান কার্য সংগঠন করেছিলেন। তল্লাসী সৈনিকরা কয়েকটি জার্মানকে বন্দী করে নিয়ে আসে। শত্রুর ফেরোকংক্রিটের গোলাবর্ষণ স্থলগুলোর অবস্থান সম্পর্কে বন্দীদের কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেল।

৩০ জানুয়ারি ভোর বেলা, কামান থেকে স্বল্পকালীন গোলাবর্ষণের পর, ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ইউনিটগুলো আক্রমণ আরম্ভ করে। পুরোভাগে অগ্রসররত ৩৫তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনটি অচিরেই সুদৃঢ় অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে ঢুকে পড়ে এবং নদীর পশ্চিম তীরে আক্রমণের পাদভূমি দখল করে নেয়। এতে অন্যান্য ইউনিটের ক্রিয়াকলাপ অনেকটা সহজ হয়। এই লড়াইয়ে কর্নেল গ্রিগোরিয়েভ আহত হন এবং তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

লড়াইয়ের সাফল্যের পেছনে ছিল অফিসার আর সৈনিকদের সুবিবেচিত উদ্যোগ। ৩৫তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের আক্রমণাভিযানের এলাকায় শত্রুকে সুবিধাজনক একটা টিলা থেকে হটানো প্রয়োজন ছিল। ব্যাটেলিয়নের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন লগ্‌ভিনেঙ্কো চূড়ান্ত হামলার জন্য সৈনিকদের ভালোমত প্রস্তুত করেন। ঝঞ্ঝাক্রমণ শুরু হয় খানিক্ষণ প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর। আমাদের তোপগুলো দাগা হয় মাত্র কয়েক মিনিট, তবে তার মধ্যে অনেককিছু করা সম্ভব হয়, কেননা লক্ষ্যভেদী ও ধ্বংসাত্মক গোলাবর্ষণ চলছিল সোজা নিশানী বরাবর। গোলন্দাজরা পিল-বক্সগুলোর গোলা-মুখ এবং আবিষ্কৃত ট্রেঞ্চগুলো লক্ষ্য করে তোপ দাগছিল। গোলাবর্ষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণে নামল পদাতিক সৈনিকরা। স্যাপাররা নিয়ে যাচ্ছিল বিস্ফোরক পদার্থ।

সবার আগে টিলায় উঠে রক্ষী বাহিনীর সৈনিক ভ্রাতৃদ্বয় — আলেক্সান্দর ও মিখাইল সিলচেঙ্কো। আলেক্সান্দর দু'টি মেশিনগানারকে গুলি ক'রে হত্যা করে, আর কয়েকটি সাবমেশিনগানারকে সঙ্গীন দিয়ে সাবাড় করে দেয়। মিখাইলও ভাইয়ের থেকে পিছিয়ে ছিল না। পদাতিক সৈনিকরা যখন ট্রেঞ্চের ভেতরে লড়ছিল, তখন স্যাপাররা পিল-বক্সগুলোতে পেঁছে

www.pathagar.com

বিস্ফোরক পদার্থ স্থাপন করে আসে। বিস্ফোরণ ঘটতেই শত্রুর গোলাগুলি বর্ষণের জায়গাগুলো নীরব হয়ে যায়। টিলাটি আমাদের হাতে চলে আসে। ব্যাটেলিয়ন ওখানে দৃঢ় অবস্থান গড়ে তার ডিভিশনের ইউনিটগুলোর পরবর্তী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে। ভিন্ন ব্যূহের ফাঁক দিয়ে ধাবিত হয় প্রথমে ডিভিশনের, আর তারপর সমগ্র কোরের ইউনিটগুলো, যা শত্রুর ঘাঁটিগুলোকে ঘিরে ফেলে পশ্চাদ্ভাগ থেকে ওগুলোর উপর হামলা চালাচ্ছিল। একটু দক্ষিণে অবস্থিত একটি ক্ষেত্রে ব্যূহ ভেদ করে ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর ইউনিটগুলো, এবং তাতে শত্রুর উপর আমাদের আঘাতের জোর আরও বেড়ে যায়। আমরা যে এত তাড়াতাড়ি শত্রুর ঘাঁটিগুলোতে পৌঁছে যাব এবং গতিতে থেকেই আক্রমণ চালাব শত্রু তা ভাবতেও পারে নি। আমরা তা বুঝতেই পারছিলাম। তবে এরূপ আক্রমণে আমাদের সুবিধে হয়।

তল্লাসী বিভাগ জানাল যে শত্রু ওডের-তীরের-ফ্রাঙ্কফুর্ট দিয়ে তাড়াহুড়ো করে নতুন কিছু ডিভিশন নিয়ে আসছে। এবং সত্যিই, ৩১ জানুয়ারি সকালের দিকে শহরটি দিয়ে ওগুলোর একটি ডিভিশন ওডের নদীতে পৌঁছে যায়। আমাদের ইউনিটগুলো ইতিমধ্যেই ওখানে পৌঁছে গিয়েছিল। ওডের নদী এবং যা তখনও পুরোপুরিভাবে আমাদের দখলে আসে নি সেই মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চলের মধ্যবর্তী এলাকায় মুখোমুখি লড়াই বেধে যায়।

শত্রুর দীর্ঘকালীন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাদির অবস্থান সম্পর্কে আমাদের হাতে বিশদ কোন তথ্য ছিল না, তাই কাছিয়ে-আসা জার্মান ইউনিটগুলোর সঙ্গে লড়াই চলাকালেই ঘাঁটিগুলোর মাঝখানে ফাঁক আর ঘুরপথ খুঁজতে হচ্ছিল। আমাদের সৌভাগ্য যে ওখানে আগত নতুন — এবং পুরোপুরিভাবে সজ্জিত — নাৎসি ডিভিশনের সৈন্যরাও সম্ভবত নিজেদের ঘাঁটিগুলোর অবস্থান সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল ছিল না, এবং সেই জন্যই তারা তাদের গোলাবর্ষণের ক্ষমতা ও অবস্থানের সুবিধা পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে পারে নি। তারা অটলভাবে লড়ছিল, তবে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে নয়। জার্মান ডিভিশনের সেনাপতিমণ্ডলী যদি তাদের আত্মরক্ষা লাইনটি ভালোমত জানত এবং পরিস্থিতি বোঝার জন্য ও গোলাবর্ষণ ব্যবস্থা আর পারস্পরিক সহযোগিতা সংগঠিত করার জন্য হাতে অন্তত দু'দিন সময়ও পেত, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হত তা বলা মুশকিল। সম্ভবত, সুদীর্ঘ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতি সইতে হত। শত্রুর উপর আমরা

www.pathagar.com

আচমকা আঘাত হেনেছিলাম। আবহাওয়া কিছুটা আমাদের অনুকূলে ছিল। দিনটি ছিল মেঘলা, কিছুই ভালোমত দেখা যাচ্ছিল না, এবং পিল-বক্সে অবস্থিত নাৎসিরা সময় সময় বুঝতেই পারছিল না কোথায় তাদের লোক আর কোথায় আমাদের।

শত্রুর সুদৃঢ় অঞ্চলে তার কাছিয়ে-আসা নতুন ইউনিটগুলোর সঙ্গে আরব্ধ এই লড়াইয়ে বিশেষ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায় সোভিয়েত সেনাপতিদের এবং সমস্ত পর্যায়ের সদর-দপ্তরগুলোর রণকৌশলগত পরিপক্কতা। সমস্ত ধরনের বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতার সুসংগঠন, পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ থেকে শত্রুর সারি ও সৈন্য বিন্যাসের উপর আঘাত এবং ওগুলোকে পরিবেষ্টন... জার্মান ডিভিশন আমাদের চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল।

৩১ জানুয়ারি তারিখে এক দিনের মধ্যেই আমাদের সৈন্যরা প্রায় পুরোপুরিভাবেই শত্রুর সুদৃঢ় অঞ্চলটি অতিক্রম করে ফেলে এবং জেনারেল ল্যুবে-র পনেরো হাজার সৈন্যের নতুন ডিভিশনটিকে বিধ্বস্ত করে দেয়। ওখান থেকে ওডের অবধি দূরত্ব ছিল মাত্র ৪০ কিলোমিটার, আর বার্লিন অবধি — প্রায় ১০০। মানচিত্রের দিকে তাকাচ্ছিল কেবল সেনাপতিরাই নয়, সৈনিকরাও।

আমাদের প্রতিবেশীরাও সাফল্যের সঙ্গে লড়ছিল। ডাইনের ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীটি সামনের দিকে অনেকটা এগিয়ে যায় এবং কিউস্ট্রিন অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালায়। বাঁয়ে ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী মেন্দ্জিজেচ শহরটি দখল করে নেয় এবং আমাদের সঙ্গে একই লাইনে চলতে থাকে। তিন বাহিনীর ফ্রন্ট লাইন সমান ও সোজা হয়ে উঠেছিল। পার্শ্বগুলো নিরাপদ হওয়াতে আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে জীবনযাপন করা যাচ্ছিল। এবং ক্লান্তি সত্ত্বেও ১ ফেব্রুয়ারি প্রত্যুষে বাহিনীর সৈন্যরা আবার অগ্রসর হতে লাগল।

অঞ্চলটি ঘন বনজঙ্গলে ঢাকা। প্রতিরক্ষারত শত্রুর পক্ষে লুকিয়ে পড়া, অদৃশ্য থাকা ও আচমকা আঘাত হানা সহজ ছিল। জঙ্গল তন্নতন্ন করে দেখার মতো শক্তি ও সময় আমাদের ছিল না। বনজঙ্গল জার্মান সৈনিকদের খুবই আকর্ষণ করছিল। নিপার, বুগ আর ভিস্টুলার তীরে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া এবং এবার নিজ নিজ বিধ্বস্ত ইউনিটগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এই সৈনিকদের মোটেই ইচ্ছে ছিল না যে তারা আবার নাৎসি অফিসারদের অধীনে যায় ও নিহত হওয়া পর্যন্ত পাল্টা আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। তারা

www.pathagar.com

সোভিয়েত বাহিনীগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করতেও ভরসা পাচ্ছিল না: গেবেল্স-এর প্রচার মাধ্যম 'রুশদের নৃশংসতা' সম্পর্কে তাদের মাথায় কত আজগুবি কথাই না ঢুকিয়েছিল। তাই ওডেরের অদূরস্থ বনে হাজার হাজার জার্মান আত্মগোপন করে ছিল এবং ঘটনা প্রবাহ কোন দিকে মোড় নেয় তা দেখার অপেক্ষা করছিল।

ওদের নিয়ে কী করা? এত বিপুল সংখ্যক জার্মান সৈনিককে আমাদের পশ্চাদ্ভাগে রেখে যেতে ভয় পাচ্ছিলাম: হঠাৎ যদি ফ্যাসিস্ট অফিসারেরা এদের জড় ক'রে ফের লড়াইয়ে নিয়ে যায়?

এখানেও আবার স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাটি আমাদের কাজে লাগল। বনে গেল ছোট ছোট আক্রমণকারী দল। রাস্তার লড়াইয়ের মতোই বনেও তারা স্বনির্ভরভাবে কাজ করছিল। শত্রুর আর তিন বছর আগেকার সেই মনোবল ছিল না, তারা দেখতে পেল নিজের নৈরাশ্যজনক অবস্থা, তারা দেখল যে তাদের সেনাপতিমণ্ডলী তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এবার জার্মান সৈনিকরা আর 'হাইল হিটলার' বলে চেঁচাত না, এবার তারা প্রায়ই বলত: 'হিটলার খতম'। আমাদের আক্রমণকারী দলগুলো নির্ভয়ে বনপথ আর পায়ে-চলা পথ দিয়ে চলত। দূর থেকে তাদের দেখে জার্মান সৈনিকরা নিজেদের গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে আসত ও অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করত। বন্দীদের দেড়শো-দু'শো জনকে নিয়ে এক-একটি দল গড়া হত। ওগুলোর সঙ্গে চার-পাঁচ জন সৈনিকের ছোট ছোট, নামমাত্র প্রহরীদল থাকত। আমরা তামাসা করে বলতাম, এরা তো প্রহরী নয়, পথ-প্রদর্শক — জার্মানরা আবার যাতে পথ না হারায় সেই জন্য তারা ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে প্রহরাধীনে বন্দীদের সারি চলে, আর সারির দিকে তাকায় লুকিয়ে-থাকা শত শত জার্মান সৈনিক। তারা দেখে যে বন্দীদের কেউ মারছে না, ওরা পথ চলছে চাঙ্গা মনে, এমনকি হাসিখুশিও, — এবং নিজেরাও হাত তুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'স্বেচ্ছাসেবকরা' ধরা দিত বিরতি স্থলে। সেই জন্যই প্রহরীদল পথিমধ্যে বন্দীদের তো হারাতই না, বরং দ্বিগুণ-তিনগুণ বেশি বন্দীকেই গন্তব্য স্থানে নিয়ে আসত।

এটা সত্যি যে মাঝেমধ্যে এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন ঐক্যবদ্ধ হতে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে বন থেকে বেরিয়ে প্রধান সড়কগুলোতে পেঁছতে প্রয়াসী জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে আক্রমণকারী দলগুলোকে লড়াই করতে হয়েছে। তখন রক্ষীরা পদাঙ্ক অনুসরণকারীদেরই মতো ফ্যাসিস্টদের ডেরা খুঁজে

www.pathagar.com

বার করত, ওদের পশ্চাদপসরণের পথ কেটে দিত, গঠিত দলগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলত এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করত।

আমাদের সৈন্যরা অবাধে অগ্রসর হচ্ছিল। বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে, ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ফ্রণ্টে, শত্রু বস্তুত পক্ষে কোন প্রতিরোধই দিচ্ছিল না: সে ওডেরের অপর তীরের দিকে হটে যাচ্ছিল, কামান আর গোলাবারুদ ফেলে যাচ্ছিল। ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরকে পশ্চিম থেকে আগত নতুন ইউনিটগুলোর সঙ্গে লড়তে হয়েছিল। এখানে অগ্রগতি ছিল একটু মন্থর।

আমাদের ফৌজ প্রবেশ করল স্লন্‌স্ক (জন্নেনবুর্গ) শহরে। শহরটির প্রান্তে ছিল একটা জেলখানা, নাৎসিরা ওটাকে মৃত্যু শিবিরে রূপান্তরিত করে। ওখানে গ্যাস চেম্বার আর চুল্লি ছিল না। ওখানে প্রযুক্তি ছাড়াই কাজ চলত। বন্দীদের বনে নিয়ে যাওয়া হত, নিজের জন্য কবর খুঁড়তে বাধ্য করা হত। এর পর ওদের গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হত। বন্দীদের নিয়ে গঠিত কবরস্থকারী দলগুলো মৃতদের মাটি দিত, এবং পরে তাদেরও অনুরূপ দশা হত। ওখানে আমাদের সৈন্যরা একটি কবরস্থকারী দলে সোভিয়েত লেখক স্তেপান জ্লবিনকে আবিষ্কার করে ও মুক্তি দেয়... সোভিয়েত বাহিনীগুলোর আক্রমণাভিযান জার্মানদের বাকী বন্দীদের বনে নিয়ে যেতে বাধা দেয়। তখন ফ্যাসিস্ট জল্লাদরা প্রায় তিন হাজার লোককে জেল প্রাঙ্গণে বার করে এবং তাদের গুলি ক'রে হত্যা করে।

তখনও উষ্ণ মৃতদেহের স্তূপগুলোর দিকে তাকাতে ভয় করছিল। বৃদ্ধ ও শিশু, নারী ও পুরুষ — সবারই মৃতদেহ ছিল ওখানে। দৈবাৎ চারজন লোক বেঁচে গিয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে একজন নারী। তারাই আমাদের বিভীষিকাময় ট্র্যাজেডির কথা বলল। মৃতদেহে পরিপূর্ণ কারা-প্রাঙ্গণটির একটি ফোটো আছে আমার কাছে। ওটার দিকে তাকালে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না: নাৎসি অত্যাচারীদের কী মারাত্মক নৈতিক অবনতি ঘটেছিল...

আমরা ওডেরের নিকটস্থ হচ্ছিলাম। ওডের বড় নদী। তার উৎসটি রয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ায়। দক্ষিণ থেকে উত্তরে তার দৈর্ঘ্য ৭২৫ কিলোমিটার। রাটিবর শহর থেকে সমুদ্র পর্যন্ত নদীটি নাব্য এবং এতদঞ্চলের জল পরিবহন ব্যবস্থায় তা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শীতকালে কেবল ১-২ মাসের জন্য নদীটি জমে যায়।

www.pathagar.com

মধ্য অববাহিকায় — ওপেল্‌ন শহর থেকে কিউস্ট্রিন পর্যন্ত — নদীর প্রস্থ ১০০ থেকে ২২৫ মিটার, আর গভীরতা — ২ মিটারের কম নয়। নিম্ন অববাহিকায়, যেখানে ওডেরে পতিত হয়েছে নেৎসে আর ভার্তা নদীগুলো, তার প্রস্থ কোথাও কোথাও ৩০০ মিটার এবং গভীরতা গড়ে ৩ মিটার, আর প্লাবনের সময় ৮ মিটার অবধি পেঁছে যায়।

ওডের — এক বড় রকমের বাধা। এটা খুবই স্বাভাবিক যে ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী এই যুদ্ধ-সীমার উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করত।

ওডের এবং তার উপনদী ভার্তার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল পূর্ব জার্মানির সর্ববৃহৎ সুদৃঢ় অঞ্চল এবং কিউস্ট্রিন দুর্গ। ওখানে উভয় নদীর উপর আছে কয়েকটি সেতু, ওখানে এসে মিলিত হচ্ছে বড় বড় রেলপথ আর গুরুত্বপূর্ণ মোটর সড়কগুলো। কিউস্ট্রিন দুর্গটি বার্লিনের সোজা পথগুলো রোধ করে ছিল, সেই জন্য ওটাকে সঙ্গত কারণেই জার্মান রাজধানীর 'সিংহদ্বার' বলে অভিহিত করা হত।

ওডের তীরে দ্বিতীয় সুদৃঢ় অঞ্চল ছিল ব্রেস্লাউ, অথবা ব্রেস্লাভ্‌ল্‌, প্রাচীন স্লাভীয় ভাষায় — ব্রাতিস্লাভ। এটা একটি পুরনো দুর্গ যা অস্ট্রো-প্রুশ এবং নেপোলিয়নীয় যুদ্ধগুলোতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্বে লুটেরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে প্রথমে কাইসারের জার্মানি, আর পরে ফ্যাসিস্ট জার্মানি পুরনো কেল্লাগুলোকে আধুনিকীকৃত করে এবং বেশ কয়েকটি নতুন কেল্লা গড়ে। ব্রেস্লাভলের সুদৃঢ় অঞ্চলটি প্রাগের পথ এবং স্যাক্সোনিয়ার প্রধান দুটি শহর — ড্রেজডেন আর লাইপজিগের পথ রোধ করে ছিল।

ব্রেস্লাভ্‌ল আর কিউস্ট্রিনের সুদৃঢ় অঞ্চলগুলোর মাঝখানে অবস্থিত ছিল গ্লগাউ দুর্গ, উচ্চ অবস্থানের জন্য চারিদিকের সমভূমির উপর যার যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল যে ওই দুর্গের জন্য শত্রু মরিয়া হয়ে লড়বে।

ওডের-তীরের-ফাঙ্কফুর্ট শহরটিকেও ফ্যাসিস্টরা খুবই সুদৃঢ় একটি অঞ্চলে পরিণত করে। তদুপরি নাৎসি জেনারেল স্টাফ ওটাকে বার্লিনের দ্বিতীয় 'সিংহদ্বার' বলে গণ্য ক'রে ওটার উপর বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করত।

১৯৪৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ৮ম রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা ওডেরের একেবারে কাছে পেঁছে যায়। শক্তি বৃদ্ধিকরণের উপায়াদির অপেক্ষা না ক'রে আমি ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরকে গতিতে থেকেই নদীটি অতিক্রম

www.pathagar.com

করার হুকুম দিলাম যাতে ২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ পশ্চিম তীরে আক্রমণের পাদভূমি দখল ক'রে কিউস্ট্রিনের দক্ষিণে অবস্থিত কিৎস্, মান্‌শনোভ ও রাট্‌শটক নামক উপশহরগুলো অধিকার করা যায়।

২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোর ওডের অতিক্রম করার এবং খাতেনোভ, পডেলৎসিগ ও ক্লেসিন এলাকায় আক্রমণের পাদভূমি দখল করার দায়িত্ব পেল। বাঁয়ে ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীও নদী তীরে এসে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু পার হওয়ার কোন সামগ্রী ও সরঞ্জাম না থাকাতে তাকে থেমে পড়তে হয়। ডাইনে ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী হাতের কাছে যাকিছু পেল তাই দিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি নদী অতিক্রমণের কাজ শুরু করে দিল।

অতিক্রমণের ক্ষেত্রগুলোকে বিমান হামলা থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। আমার অনুরোধে ফ্রন্টের অধিনায়ক আমায় জেনারেল ই. সেরেদিনের পরিচালনাধীন ১৬শ বিমানধ্বংসী আর্টিলারি ডিভিশনটি দিলেন। তার ভোরের দিকে অতিক্রমণ ক্ষেত্রে পৌঁছার কথা ছিল। কিন্তু জ্বালানি না থাকাতে বিমান বিধ্বংসকারীদের চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি দেরি হল।

২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টার সময় আমি ছিলাম ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের অধিনায়ক জেনারেল গ্লাজুনোভের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে, যা অবস্থিত ছিল কিউস্ট্রিনের দক্ষিণে জাবিৎসে গ্রামের নিকটস্থ এক কেল্লার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। কোরের সৈন্যরা নদী পার হওয়ার প্রস্তুতিতে কিউস্ট্রিন আর গুজিৎসা শহরদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাঁধের উপর অবস্থান নিল। আমি স্টেরিওটেলিস্কোপ দিয়ে ওডেরের দিকে তাকালাম। বাঁধে বন্দী বৃহৎ নদীটি। আমাদের রক্ষীদের সমাবেশ ঘটে পূব তীরে। দায়িত্বপূর্ণ ও কঠিন মুহূর্ত! বরফ এতই অদৃঢ় ছিল যে এমনকি পদাতিক সৈনিকদের পর্যন্ত — ট্যাঙ্ক-কামানের কথা বাদই দিলাম — জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাতে পা ফেলতে হচ্ছিল। আমাদের কাছে নদী পার হওয়ার সাজসরঞ্জাম ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রক্ষীরা কামানের গোলাবর্ষণের আড়ালে পশ্চিম পারে যেতে শুরু করল। তারা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল দণ্ড, তক্তা, শুকনো ডালপালার আটি। তা দিয়ে মই বানিয়ে কোথাও তারা তা পেতে দিচ্ছিল যাতে বরফ ভেঙে ডুবে না যায়। কোন কোন জায়গায় ট্যাঙ্কবিরোধী তোপও পার করা সম্ভব হয়েছিল। ওগুলোকে নিজেদের তৈরি স্কিতে বসিয়ে যোদ্ধারা বরফের উপর দিয়ে হাতে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

দুঃখের বিষয়, অতিক্রমণের কাজ বেশিক্ষণ চলে নি। রক্ষীদের মাথার উপরে দেখা দিল জার্মানদের 'ফক্কে-ভুল্‌ফ' ফাইটার বিমানগুলো। ওগুলো

www.pathagar.com

সাতটা-নটা করে অল্প উঁচুতে উড়ে আসছিল অতিক্রমণ ক্ষেত্রের উপর, বোমা ফেলছিল এবং মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করছিল। ওই মুহূর্তে জেনারেল সেরেদিনের ডিভিশনের বিমান বিধ্বংসকারীরা থাকলে কী উপকারই না হত! কিন্তু তারা আসে নি। আমাদের ফাইটার বিমানগুলোরও কোন খবর ছিল না: ওগুলো ওডেরের নিকটস্থ নতুন বিমান বন্দরসমূহে স্থানান্তরিত হচ্ছিল, জ্বালানির অভাবে উড়তে পারছিল না। অথচ শত্রুর বৈমানিকরা আক্ষরিক অর্থে আমাদের নিয়ে উপহাস করছিল: তারা এত নিচুতে উড়ছিল যে আমাদের যোদ্ধাদের মনে হচ্ছিল এই এক্ষুনি বিমানের প্রপেলারটি মাথায় লাগবে। লড়াইয়ে নামল অ্যান্টি ট্যাঙ্ক রাইফেল কোম্পানিগুলো আর মেশিনগানাররা। তারা জার্মান বিমানগুলোতে কতটা ছিদ্র করেছে তা জানা নেই, তবে আমারই চোখের সামনে দু'টি 'ফক্কে-ভুল্ফ' জলন্ত অবস্থায় আমাদের অধিকৃত ভূখণ্ডে পতিত হয়। আমাদের যোদ্ধাদের হাতে বন্দী একটি বৈমানিক বলল যে রুশদের ওডের অতিক্রমণে বিঘ্ন ঘটানোই ছিল জার্মান বিমান বাহিনীর কাজ।

সত্যি কথা বললে, তারা তা করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত আমাদের অতিক্রমণ কাজ বন্ধ রাখতে হয়। রাত্রি বেলা আবার কাজ আরম্ভ হল। কিন্তু পার হওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ল: এমনিতেই অদৃঢ় বরফ বোমাবর্ষণের ফলে বহু জায়গায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

দিনের বেলা পশ্চিম তীরে পাড়ি জমিয়েছিল কেবল কয়েকটি ইউনিট। সংখ্যায় অল্প হলেও তারা অনতিবৃহৎ পাদভূমিগুলো দখল করতে পেরেছিল।

আমি আগেই বলেছি যে মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চলে লেফটেনেন্ট-জেনারেল ল্যুবে-র ডিভিশনটি আমাদের হাতে পর্যুদস্ত ও প্রায় পুরোপুরিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খোদ জেনারেলকে বন্দী করা হয়। ওকে আমার অগ্রবর্তী কমান্ড পোস্টে নিয়ে আসা হল। তার কাঁধে জখম। আমি নিজের ডাক্তারকে ডাকলাম যিনি তার ক্ষতস্থানে নতুন পট্টি বেঁধে দিলেন। চা খেতে খেতে জেনারেল ল্যুবে বলল:

ত্সসেন শহরে জেনারেল স্টাফে কেউ তাকে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সম্পর্কে সমস্তকিছু বুঝিয়ে বলে নি: সম্ভবত তারা নিজেরাই জানত না। তার পুরোপুরি সজ্জিত, তবে অদক্ষ ডিভিশনটির দায়িত্ব ছিল — মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চলের সম্মুখস্থ এলাকাটি দখল করা এবং দীর্ঘকালীন গোলাবর্ষণ ঘাঁটিসমূহের গ্যারিসনগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় লিপ্ত থেকে

www.pathagar.com

ওটা রক্ষা করা ও সোভিয়েত সৈন্যদের ওডের নদীতে পেঁছিতে না দেওয়া; ওয়ার্‌শ থেকে পশ্চাদপসরণরত সমস্ত সৈন্যকে নিজের অধীনে নেওয়া, ওদের সামরিক ইউনিটে পুনঃসংগঠিত করা ও সুদৃঢ় অঞ্চল প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত করা। পরিস্থিতি না জেনে, বলল সে, তার ডিভিশনটি ওডের-তীরের-ফ্রাঙ্কফুর্ট দিয়ে সুদৃঢ় অঞ্চলটির দিকে এগুচ্ছিল, কিন্তু তার সম্মুখস্থ এলাকায় পেঁছার আগেই সোভিয়েত সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত ও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। ডিভিশনটি যদি ২৪ ঘণ্টা আগে গন্তব্য স্থলে পেঁছে রক্ষাব্যূহ গড়ে নিত তাহলে সোভিয়েত ফৌজ অত সহজে তা ভেদ করতে পারত না।

২ ফেব্রুয়ারি আমাদের তল্লাসী সৈনিকরা ওডের অতিক্রম ক'রে জেয়েলোভ — কিউস্ট্রিন প্রধান সড়কটিতে অনুপ্রবেশ ক'রে দু'টি জার্মান অফিসারকে বন্দী করে নিয়ে আসে। এই অফিসাররা হিটলারের জেনারেল স্টাফে কাজ করত। এদের কথা থেকে এটাই প্রমাণিত হল যে ভের্মাখ্‌টের স্থলসেনার জেনারেল স্টাফও বার্লিন অভিমুখের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না।

ওডেরের তীরে পৌছার ঠিক প্রাক্কালে গুরুতরভাবে আহত হন ৭৯তম রক্ষী ডিভিশনের সেনাপতি জেনারেল লেওনিদ ভাগিন। পরে আমার কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ওই ডিভিশনের অনুসন্ধানী কোম্পানির কমাণ্ডার সিনিয়র লেফটেনেণ্ট ভিক্তর লিসিৎসিন।

ওডেরের নিকটস্থ বনে তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছিল জার্মান পদাতিক বাহিনীর বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলো। জেনারেল ভাগিন নতুন এক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ডিভিশনের সদর-দপ্তরের এবং যুক্ত ইউনিটগুলোর অফিসারদের একটি গ্রুপ। আগে আগে একটি ট্রাকে করে যাচ্ছিল তল্লাসী সৈনিকরা। হঠাৎ বন থেকে এক দল ফ্যাসিস্ট বেরিয়ে এল। অনেকগুলো ফ্যাসিস্ট — ব্যাটেলিয়নের মতো হবে। শত্রুর উপর প্রথম গুলিবর্ষণ করতে লাগল তল্লাসী সৈনিকরা। গুলি চলার শব্দ শুনে জেনারেল গাড়ি থামালেন এবং তাঁর যোদ্ধাদের কাছে ছুটে গেলেন। গুলি বিনিময় ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জেনারেল ভাগিন তাঁর পিস্তলের গুলি শেষ হয়ে যাওয়াতে তাতে আবার গুলি ভরছিলেন, এবং ওই মুহূর্তে মেশিনগানের কয়েকটি গুলি তাঁর বক্ষ ভেদ করে দিল।

ডিভিশনের তল্লাসী সৈনিকদের আরও একটি গ্রুপ রণক্ষেত্রে এসে পেঁছিল। মিলিত আক্রমণের মুখে নাৎসিরা টিকতে পারল না; ফ্যাসিস্টরা

www.pathagar.com

পালাতে লাগল, তাদের অনেকে বন্দীও হল। লেওনিদ ভাগিনকে সঙ্গীন অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়। সুখের বিষয়, গুলিগুলো হৃদয় ভেদ করে নি, তিনি বেঁচে থাকলেন।

৩ ফেব্রুয়ারি সকালের দিকে বিমানধ্বংসী আর্টিলারি ডিভিশনটি অবশেষে এল। অতিক্রমণের কাজ চলতে লাগল দ্রুত গতিতে। এবার বিমান বিধ্বংসকারীরা মিলিতভাবে গোলা ছুঁড়ছিল শত্রুর বিমানগুলোর দিকে। এক উড়নে তিনটি বিমান হারিয়ে দুশমন আমাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিমানের বড় বড় গ্রুপ পাঠানো বন্ধ করে দেয়। তাতে ৩৫তম, ৪৭তম ও ৭৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলোর ইউনিটসমূহ বিশেষ সুযোগ পেল: প্রায় কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই তারা পশ্চিম তীরে পেঁছিতে পারল এবং আর্টিলারি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলো ওখানে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হল। আমরা ধীরে ধীরে অধিকৃত পাদভূমিগুলো প্রসারিত করছিলাম এবং ওগুলোকে একটি পাদভূমিতে পরিণত করছিলাম। তবে পশ্চিমাভিমুখে আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি করতে পারি নি: আর্টিলারি আর ট্যাঙ্কের প্রধান শক্তিসমূহ পূর্ব তীরেই থেকে গিয়েছিল। ভারী কামান আর ট্যাঙ্কগুলো পার করার জন্য সেতু গড়া অথবা ক্ষমতাসম্পন্ন পণ্টুন ফেরি চালু করা দরকার ছিল, কিন্তু ওগুলো তখনও ওডেরের তীরে এসে পেঁছয় নি।

আক্রমণের পাদভূমির জন্য লড়াইয়ে আমাদের যোদ্ধা ও সেনাপতিরা অপরিসীম সাহসিকতা আর রণকৌশলগত পরিপক্বতার পরিচয় দেয়।

৭৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ২২০তম রেজিমেণ্টের ৬ষ্ঠ ইনফেণ্ট্রি কোম্পানিটি ওডেরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ৮১·৫ মিটার উঁচু টিলাটির জন্য লড়াই শুরু করে। কোম্পানি পরিচালনা করছিলেন আলতাই-এর শিকারীর ছেলে, রক্ষী বাহিনীর সিনিয়র লেফটেনেণ্ট আফানাসি সাভেলেভ। নিপুণভাবে সৈন্য বিন্যাস ক'রে তিনি রাত্রি বেলা শত্রুকে আক্রমণ করেন, তিনটি বাঙ্কার দখল করে নেন এবং প্রায় পুরো এক ব্যাটেলিয়ন জার্মানকে আতঙ্কের মধ্যে পলায়ন করতে বাধ্য করেন। সকাল বেলা, যখন শত্রুর আবার হুঁশ হল ও সে পাল্টা আক্রমণ চালাল, সাভেলেভ আর তাঁর সৈনিকরা ফ্যাসিস্টদের নিম্নভূমিতে নামতে দিয়ে অধিকৃত বাঙ্কারগুলোতে বসে ওদের উপর মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করেন। ইতস্তত ছুটন্ত নাৎসিদের উপর পড়তে লাগল হাত-বোমা। শত্রু তিনবার পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং প্রতি বারই রণক্ষেত্রে অনেক আহত

www.pathagar.com

আর নিহত সৈনিককে ফেলে রেখে পিছু হটছিল। যে নিম্নভূমি দিয়ে দুশমন তার বাঙ্কারগুলোর দিকে ধাবিত হচ্ছিল তা তার সৈনিকের মৃতদেহে পরিপূর্ণ ছিল। সাভেলেভের পায়ে ও কাঁধে গুলি লাগাতে তিনি আহত হন, তবে তিনি লড়াই পরিচালনার কাজ অব্যাহত রাখেন। একমাত্র তখনই তিনি মেডিকেল স্যানিটরি ব্যাটেলিয়নে যান, যখন এই অবস্থানে প্রথমে স্থানান্তরিত হয় ব্যাটেলিয়নের সদর-দপ্তর, আর পরে রেজিমেণ্টের সেনাপতির কমাণ্ড পোস্টও।

রেজিমেণ্টের সেনাপতি কর্নেল ম. শেইকিন আমায় জানালেন যে সাভেলেভের কোম্পানিতে সের্গেই মস্তোভই নামে এক সৈনিক আছে যার রূপকথাসুলভ সাহসিকতা বাহিনীর লোককে খুবই বিস্মিত করে দিয়েছে। ভরোনেজ জেলার কালাচেভ অঞ্চলের প্রাক্তন যৌথখামারী ও বাহিনীতে হেভি মেশিনগানের নিশানদার মস্তোভইকে যখন আমার কাছে উপস্থিত করা হল, তাকে দেখে আমার আশ মিটল না। দৈর্ঘ্যে দৈত্য, কাঁধগুলো বৃষস্কন্ধ। সে নিশ্চয়ই ভরোনেজের সেই অতিকায় লোকেদের বংশধর যারা বইত জাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত বিশাল বিশাল দেবদারু গাছ এবং রাশিয়ার জার প্রথম পিটারের চোখের সামনে নিজের কাঁধে স্লেজের রানার বাঁকাত। ৮১·৫ মিটার উঁচু টিলার জন্য লড়াইয়ে সের্গেই মস্তোভই সব সময় কোম্পানি কমাণ্ডারের পাশে পাশে ছিল। শত্রুর প্রতি আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে সে আটটি মেশিনগান বেল্ট খরচ করে ফেলেছিল। যখন গুলি ফুরিয়ে গেল, তখন সে হাত-বোমা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে হাত-বোমাও শেষ হয়ে গেল, অথচ জার্মানরা এদিকে আক্রমণ চালিয়েই যাচ্ছিল। তখন যোদ্ধা তার মেশিনগানটি খুলল, এক হাতে নিল ক্যারিয়ার, আর অন্য হাতে — বেলচা, এবং সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মুখ পানে ছুটতে লাগল। মাথার উপরে মেশিনগান ক্যারিয়ারটি ঘোরাতে ঘোরাতে সে নাৎসি সাবমেশিনগানারদের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিচ্ছিল, আর যে-সমস্ত ফ্যাসিস্ট তার পায়ের তলায় থেকে যাচ্ছিল বেলচা দিয়ে তাদের মাথাগুলো গুঁড়ো করে দিচ্ছিল। অতিকায় রুশ যোদ্ধাটির চেহারাখানি দেখেই জার্মানরা হতবুদ্ধি হয়ে তড়িঘড়ি ফের খাতে ঢুকে পড়ল। মস্তোভই খাতের প্রান্তে এসে থামল, মুখের ঘাম মুছল। এমন সময় সে একটি ভীত সন্ত্রস্ত জার্মান ল্যান্স-কর্পোরেলকে দেখতে পেল। রক্ষী বাহিনীর সৈনিক ওটাকে ধরে ফেলল ও বগলে চেপে রাখল। 'ভাগ শালারা, ভাগ এখান থেকে, নতুবা সবগুলোর মুণ্ড উড়িয়ে দেব!' — চেঁচিয়ে বলল মস্তোভই এবং বন্দী

www.pathagar.com

ল্যান্স-কর্পোরেলকে নিয়ে তাড়াহুড়ো না ক'রে নিজের কমাণ্ডারের কাছে চলে গেল।

সেই দিনই আফানাসি সাভেলেভ আর সের্গেই মন্তোভইয়ের নাম সুপারিশ করা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি প্রাপ্তির জন্য, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী তাদের এই উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

সম্প্রতি আমি জানতে পারলাম যে স্বর্ণ তারকা প্রাপ্ত বীর সের্গেই মন্তোভই ভরোনেজের মাটিতে ভালো ফসল ফলাচ্ছেন, আর আফানাসি সাভেলেভ যুদ্ধের পর নিজের জন্ম ভূমি আলতাইয়ে ফিরে যান, এবং এখন সম্ভবত পিতৃপিতামহের পেশাতেই নিয়োজিত রয়েছেন।

আক্রমণের পাদভূমিতে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল খাতেনোভ গ্রামটি। পাকা বাড়িঘর, ধারালোচূড়া টালির চাল, ইটের বেড়া — বসতির এ সমস্তকিছুই অনতিবৃহৎ একটি দুর্গের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। বাড়িঘরের দেয়ালে আর চারি দিকের বেড়াতে ফ্যাসিস্টরা গোলা-মুখ বানিয়ে রেখেছিল। আমরা বসতির উপর সোজা আঘাত হানতে চাই নি। সোজা আঘাত হানার মানেই ছিল রক্তক্ষয়ী লড়াই আরম্ভ করা, কিন্তু আমাদের পক্ষে সময় নষ্ট করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এরূপ লড়াইয়ে সেই সব লোককে হারানোর সম্ভাবনা ছিল যারা ভোলগা থেকে ওডের পর্যন্ত বিজয় গৌরবে এক সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে এবং সবকিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছিল যে ওরাই ফ্যাসিস্টদের ডেরা -- বার্লিনের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ চালাবে।

খাতেনোভ দখল করার ভার অর্পিত হল সেমিকোভের রেজিমেণ্টের উপর।

লেফটেনেণ্ট-কর্নেল আলেক্সান্দর সেমিকোভকে আমি ভালোই চিনতাম। সেই ভোলগা তীরের লড়াই থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনা। তখন তিনি ছিলেন বাহিনীর সদর-দপ্তরের রণনৈতিক বিভাগের অফিসার। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে দন নদীর বাঁকে, লড়াইয়ের সময়। তিনি আমায় একটি বিধ্বস্ত PO-2 বিমানের কাছ থেকে তুলে নেন। এবার সেমিকোভ রেজিমেণ্টের সেনাপতি ছিলেন। তিনি রাস্তার লড়াইয়ের কলাকৌশলে ছিলেন পারদর্শী।

সেমিকোভ তাঁর দায়িত্বটি পালন করেন চমৎকারভাবে। ভোর হতে না হতেই খাতেনোভের পূর্ব প্রান্তে, শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে ধোঁয়ার

www.pathagar.com

এলোমেলো কুণ্ডলী উড়তে দেখা গেল। এ ছিল সেমিকোভের স্যাপারদের কাজ। ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলোর অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে ওরা ভূগর্ভস্থ মাইন আক্রমণ চালায় এবং শত্রুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলো উড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে গোলন্দাজ আর মর্টার গানাররা গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে এবং নাৎসিদের পশ্চাদপসরণের পথগুলো কেটে দেয়।

গোড়াতে এই ভেবে আমার এমনকি দুঃখও হল যে ফ্যাসিস্টদের কোথাও পশ্চাদপসরণ করার উপায় নেই: প্রতিটি বাড়ির জন্য ওদের এভাবে না লড়াই উচিত ছিল। কিন্তু অচিরেই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আমরা লক্ষ্য করলাম যে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে শত্রু সৈন্যের কয়েকটি গ্রুপ হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আঘাতটি এতই অপ্রত্যাশিত ও বিহ্বলকারী ছিল যে ফ্যাসিস্টরা অনতিবিলম্বে প্রতিরোধ বন্ধ করে দেয়।

১৭২তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটেলিয়নের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন দ্মিত্রি ওসিন তাঁর ব্যাটেলিয়ন সমেত শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। রেজিমেণ্টের সদর-দপ্তরের সঙ্গে — যা তখনও ওডেরের পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল — যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। ওসিন দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাটেলিয়ন লড়াই করতে করতে পরিবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে পেছন পানে, ওডের অভিমুখে গেল না, সম্মুখ পানে — পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল। যোদ্ধারা এতই মিলিতভাবে ও দ্রুত গতিতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে সে আঘাত সইতে না পেরে পিছু হটতে শুরু করল। এরূপ পরিস্থিতিতে লড়াই করে ক্যাপ্টেন ওসিনের ব্যাটেলিয়ন একদিনে চল্লিশটি শত্রু সৈনিককে বন্দী করে ও মালপত্র সহ আটটি মোটর গাড়ি দখল করে নেয়।

বাহিনীর সামরিক পরিষদের সুপারিশক্রমে ক্যাপ্টেন দ্মিত্রি ওসিন সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত হন। কুইবিশেভ শহরে বীরের পিতাকে পাঠানো হয় টেলিগ্রাম: 'প্রিয় ভাসিলি ওসিন, লাল ফৌজের অফিসার দ্মিত্রি ওসিনের মতো নির্ভীক ও দৃঢ়চিত্ত এক ছেলেকে মানুষ করার জন্য আপনাকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

আমরা ওডেরের পশ্চিম তীরে সুদৃঢ় অবস্থান নিলাম। আক্রমণের পাদভূমি প্রসারিত হয়ে চলল।

www.pathagar.com

২৬ জানুয়ারি ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের কাছে ফ্রন্টের পরবর্তী আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য পেশ করলেন।

এই দলিলটিতে বলা হয়: '৩০·১·৪৫ অবধি ফ্রন্টের বাহিনীসমূহের কাজ হবে ভালদাউ, প্রেইস ফ্রিডলান্ড, রাটসেবুর, ত্যাসপনোভ, ফ্রইডেনফির, শেন্‌লান্‌কে, রুনাউ, গুলচ, শার্ফেনোর্ট, ওপালেনিৎসা, গ্রেৎস, ভোলিখোভো, ক্রিউচেভো রণাঙ্গনে পেঁছা।

ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো কর্তৃক ওই সময় নাগাদ নিম্নলিখিত স্থানসমূহ অধিকৃত হওয়া উচিত:

২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী কর্তৃক — বার্লিনখেন, লান্ডস্‌বের্গ, ফ্রিডেবের্গ;

১ম রুক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী কর্তৃক — মেজেরিৎস, শ্‌ভিবুস, টিশ্‌টিগেল।

এই যুদ্ধ-সীমায় ফৌজ (বিশেষত গোলন্দাজ বাহিনী) আনতে হবে, পশ্চাদ্ভাগগুলোকে টানতে হবে, গোলাবারুদ বৃদ্ধি করতে হবে, ট্যাঙ্ক ইত্যাদির বৈষয়িক অংশটি বিন্যস্ত করতে হবে। ৩য় আক্রমণকারী বাহিনী ও ১ম পোলিশ বাহিনীকে প্রসারিত ক'রে ১—২·২·৪৫ তারিখ সকাল থেকে ফ্রন্টের সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যেতে হবে, এবং এই আক্রমণাভিযানের আশু কর্তব্য হবে — গতিতে থেকে ওডের নদী অতিক্রম করা, আর পরে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে, উত্তর থেকে ও উত্তর-পশ্চিম দিকে থেকে বার্লিন পরিবেষ্টনের জন্য প্রধান প্রয়াস নিয়োগ ক'রে বার্লিনের উপর ক্ষিপ্র আঘাত বর্ধিত করা...'

উক্ত দলিলটিতে এভাবেই সূত্রবদ্ধ হয়েছিল ফ্রন্টের সাধারণ কর্তব্যসমূহ। তৎপরে তাতে ৮ম রক্ষী বাহিনী সহ অন্যান্য বাহিনীর কর্তব্যসমূহের কথা বলা হয়েছিল।

২৭ জানুয়ারি বিকাল ৫টা ৪০ মিনিটের সময় সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তর সামরিক কার্যকলাপের এই পরিকল্পনাটি অনুমোদন করল। ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলীকে এই মর্মে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে উত্তর অথবা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শত্রুর সম্ভাব্য আঘাতের বিরুদ্ধে ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের নির্ভরযোগ্য

www.pathagar.com

নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের জন্য কমসে কম একটি ট্যাঙ্ক কোর দিয়ে শক্তিশালীকৃত একটি বাহিনীকে রিজার্ভে রাখা প্রয়োজন।

২৮ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ইভান কনেভ সর্বোচ্চ সভাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের কাছে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সামরিক কার্যকলাপের পরিকল্পনাটি উপস্থিত করলেন। এই পরিকল্পনাতে উল্লেখ থাকে যে জার্মানদের ব্রেস্লাভ্‌ল্‌ গ্রুপিংটি বিধ্বস্ত ক'রে ২৫-২৮ ফেব্রুয়ারি এল্‌ব্‌ নদীতে পৌঁছতে হবে, এবং একই সঙ্গে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় বার্লিনের উপর আঘাত হানতে হবে।

২৯ জানুয়ারি সর্বোচ্চ সভাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তর মার্শাল কনেভের প্রস্তাবটি অনুমোদন করল।

সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর অনুমোদিত আক্রমণাভিযানের পরিকল্পনাটি ঠিকঠাক করতে গিয়ে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের অধিনায়ক ফ্রন্টের বাহিনীগুলোকে পরবর্তী সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের নিশানা দিলেন। তাঁর নির্দেশে বলা হয়: 'সমস্ত লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে যে ওডের নদীর নিকটস্থ এলাকায় রক্ষাব্যূহ গড়ার উদ্দেশ্যে শত্রু তাড়াহুড়ো ক'রে সৈন্য নিয়ে আসছে। আমরা যদি ওডের নদীর পশ্চিম তীর দখল করে নিই, তাহলে বার্লিন দখলের অপারেশন সম্পূর্ণ সফল হবে।

এই কাজটি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে:

প্রতিটি বাহিনী থেকে একটি ক'রে শক্তিশালী ইনফেণ্ট্রি কোর পৃথক করে দিতে হবে... এবং অনতিবিলম্বে ওগুলোকে ওডের নদীর পশ্চিম তীরের যুদ্ধ-সীমা দখল করা ও ধরে রাখার জন্য নির্ধারিত ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোর ক্রিয়াকলাপে সহায়তা জোগানোর জন্য অগ্রাভিমুখে নিয়ে যেতে হবে।'

এই নির্দেশের দ্বারা ফ্রন্টের অধিনায়ক মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চল এবং ওডেরের পশ্চিম তীরস্থ পাদভূমিসমূহ দখলের জন্য বাহিনীগুলোর সমস্ত প্রধান শক্তি পশ্চিমে প্রেরণের ব্যাপারে ৫ম আক্রমণকারী ও ৮ম রক্ষী বাহিনীদ্বয়ের সেনাপতিদের সিদ্ধান্তগুলো অনুমোদন করলেন। তখন পশ্চাদ্ভাগে, শনাইডেমিউল (পিলাউ) ও পজনান্‌ দুর্গগুলোতে, শত্রুর বড় বড় গ্যারিসনগুলো থেকে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়েছিল।

পরদিন ফ্রন্টের অধিনায়ক ওডের থেকে পশ্চিমাভিমুখে পরবর্তী আক্রমণাভিযান চালানোর ব্যাপারে বাহিনীগুলোকে অধিকতর নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

নিশানা দেন: ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী আক্রমণ চালাবে বার্লিনের উত্তরে অবস্থিত বের্নাউয়ের দিকে; ৮ম রক্ষী বাহিনী — বুকোভ, আল্ট-লান্ডস্বের্গ, ভেইসেনজেয়ে অভিমুখে, ৬৯তম বাহিনী — ফ্রাঙ্কফুর্ট, বিউসসেন, হের্ফেল্ডে অভিমুখে অর্থাৎ তিনটি বাহিনীর সবগুলোই বার্লিনের দিকে অভিযান চালাবে অথবা বার্লিন পরিবেষ্টন করবে।

পূর্বোক্ত ইনফেন্ট্রি বাহিনীগুলো — এবং ১ম ও ২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী দুটিও — সাফল্যের সঙ্গে ফ্রন্টের আশু কর্তব্য সম্পন্ন করে। ওগুলো মেজেরিৎস সুদৃঢ় অঞ্চল ভেদ করে ফেলে এবং ওডের অতিক্রম ক'রে আক্রমণের পাদভূমিগুলো কবজা করে নেয় ও তা প্রসারণের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে: ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী — কিউস্ট্রিনের উত্তরে, ৮ম রক্ষী বাহিনী — দক্ষিণে, ৬৯তম বাহিনী লড়ছিল ফ্রাঙ্কফুর্টের জন্য। ফ্রাঙ্কফুর্টের দক্ষিণে ৩৩তম বাহিনীটিও ওডেরের পশ্চিম তীরস্থ পাদভূমিটি দখল করে নেয়।

৪ ফেব্রুয়ারি আমরা ফ্রন্টের একটি নির্দেশ পেলাম, যাতে আক্রমণাভিযানের দিন-তারিখের উল্লেখ ছিল। নির্দেশটিতে বিশেষ করে বলা হয়েছিল:

'ফ্রন্টের বাহিনীসমূহের কর্তব্য — নিকটতম ৬ দিনের মধ্যে অর্জিত সাফল্যকে সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের দ্বারা দৃঢ় করা, পিছিয়ে পড়া সমস্ত কিছু সম্মুখ পানে নিয়ে আসা, দু'বারের উপযোগী জ্বালানি মজুত করা, দু' প্রস্ত গোলাবারুদ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং ক্ষিপ্র অগ্রগতির দ্বারা ১৯৪৫ সালের ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি বার্লিন অধিকার করা।

সাফল্য দৃঢ়করণের সময়, অর্থাৎ ৪ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, প্রয়োজন:

ক) ৫ম, ৮ম, ৬৯তম ও ৩৩তম বাহিনীগুলোকে ওডের নদীর পশ্চিম তীরস্থ পাদভূমিসমূহ দখল করতে হবে। তখন ৮ম রক্ষী বাহিনী ও ৬৯তম বাহিনীর অধীনে কিউস্ট্রিন আর ফ্রাঙ্কফুর্টের মাঝখানে একটি অভিন্ন পাদভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়। সম্ভব হলে ৫ম ও ৮ম বাহিনীগুলোর পাদভূমিগুলোকে সংযুক্ত করাই ভালো;

খ) ৪৭তম, ৬১তম, ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো, ২য় অশ্বারোহী কোর এবং পোলিশ ফৌজের ১ম বাহিনীর কাজ হচ্ছে শত্রুকে রাটসেবুর্গ — ফালকেন্বুর্গ — স্টার্গার্ড — আল্ট্ডাম — ওডের নদী যুদ্ধ-সীমার ও-পারে হটিয়ে দেওয়া। এর পর ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের বাহিনীগুলোর

আগমন পর্যন্ত একটি আবরক বাহিনীকে রেখে ব্যূহভেদের জন্য ওডের নদীতে পুনর্বিন্যস্ত হওয়া;

গ) ৭-৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে শত্রুর পজনান্ — শ্নাইডেমিউল গ্রুপটির বিলোপ সাধনের কাজ সমাপ্ত করা প্রয়োজন;

ঘ) ব্যূহভেদের জন্য বাহিনীগুলোর কাছে বর্তমানে শক্তি বৃদ্ধিকরণের যে-সমস্ত উপায় আছে মূলত সেগুলোই থেকে যাচ্ছে;

ঙ) ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোকে ও স্বয়ংচল আর্টিলারিকে ১০ ফেব্রুয়ারি নাগাদ চলতি ও সাধারণ মেরামতের কাজগুলো শেষ করতে হবে এবং বৈষয়িক অংশকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে;

চ) বিমান বাহিনীকে প্রস্তুতি কাজ সম্পন্ন করতে হবে, বিমান বন্দরগুলোতে ছ'বার জ্বালানি গ্রহণের বন্দোবস্ত থাকবে,

ছ) ফ্রন্টের পশ্চাদ্ভাগকে, বাহিনী ও ফৌজী পশ্চাদ্ভাগকে ৯-১০ ফেব্রুয়ারি নাগাদ অপারেশনের চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে।'

দেখা যাক, ওই সময় আমাদের শত্রুর শিবিরে কী ঘটছিল।

গুডেরিয়ান লিখছে যে সে হিটলারকে পমেরানিয়া থেকে, পিজিশ্চে ও হশ্নো অঞ্চলগুলো থেকে দক্ষিণাভিমুখে আঘাত হানতে রাজী করাতে সমর্থ হয়েছিল। সে বলছে, 'এই আঘাতের দ্বারা আমি রাইখের রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তথা সারা দেশের ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে এবং পশ্চিমী শক্তিসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির বিষয়ে আলাপ-আলোচনা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাঁচাতে পারব বলে আশা করেছিলাম।' ইতিহাস অবশ্য নতুন নয়... 'গোপনীয় অস্ত্র' বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল জনগণ ও সৈন্য বাহিনীর জন্য প্রচারমূলক চালাকি হিশেবে। পরিত্রাণের পথ খোঁজা হচ্ছিল ইঙ্গো-মার্কিন শাসক মহলগুলোর সঙ্গে একটা আশু সমঝোতায়।

ফ্যাসিস্ট গুপ্তচর বিভাগের গোপন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত কিছু চিত্তাকর্ষক দলিল আমার হাতে পড়েছিল। এই গুপ্তচর বিভাগের যথেষ্ট দূরের লক্ষ্য ছিল। ১৯৪৩ সালে, স্তালিনগ্রাদের নিকটে পরাজয়ের ঠিক পর-পরই, নাৎসি কূটনীতিজ্ঞরা ঘুরপথে তাদের পশ্চিমী প্রতিপক্ষগুলোকে পরখ করতে শুরু করল।

এ ক্ষেত্রে নাৎসিদের ওকালতি করছিল তাদের পুরনো বন্ধু, স্পেনের একনায়ক — ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কো। তার পররাষ্ট্র মন্ত্রী কাউন্ট হর্দানা মাদ্রিদে

www.pathagar.com

ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত সামুয়েল হোর-এর কাছে প্রেরিত এক পত্রে লিখেছিল: 'যুদ্ধের গতিতে যদি আমূল পরিবর্তন না ঘটে তাহলে রুশ বাহিনীগুলো জার্মানির ভূখণ্ডের একেবারে গভীরে ঢুকে পড়বে। অনুরূপ ঘটনাবলি — যদি তা ঘটে — ইউরোপের পক্ষে, বিশেষত ইংলণ্ডের পক্ষে বিপদজ্জনক নয় কি?' তৎপরে 'কমিউনিস্ট হুমকির' কথা শুনিয়ে ভয় দেখিয়ে ফ্রাঙ্কো সরকার বলল যে 'পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক', কেননা নাৎসি জার্মানির পরাজয় ঘটলে ইউরোপে এমন কোন শক্তি থাকবে না যা 'সোভিয়েতদের পরবর্তী অগ্রগতি রোধ করতে' পারবে।

হিটলারী কূটনীতিজ্ঞদের তরফ থেকে ব্ল্যাকমেলের আগেকার অন্যান্য প্রচেষ্টার কথাও আমাদের মনে আছে। তাই জার্মান আর ইতালীয় ফ্যাসিস্টদের বন্দুকের জোরে ক্ষমতাসীন স্পেনিশ একনায়কের 'সক্রিয়তা' আমাদের অবাক করে নি। হিটলারের পরাজয় ঘটলে ইউরোপের পক্ষে বিপদ দেখা দেবে, — এ ধরনের কথাবার্তা আমরা এর আগেও শুনেছি, গেবেল্‌সের মুখ থেকে। এখানে আমাদের অবাক করে অন্য একটি ব্যাপার, অর্থাৎ হিটলার বিরোধী জোটে আমাদের মিত্রশক্তি ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত হোরের আচরণ। মিঃ হোর এই বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করে দিলেন।

সামুয়েল হোর ফ্রাঙ্কোকে জবাব দিলেন: 'যুদ্ধের পর রাশিয়া ইউরোপের জন্য বিপদ সৃষ্টি করবে — এই তত্ত্বটি আমি মেনে নিতে পারছি না...' ব্রিটিশ কূটনীতিজ্ঞের জবাব ইউরোপে ব্রিটেনের লক্ষ্য আর অভিপ্রায় সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ রাখে না: **'যুদ্ধ সমাপ্তির পর বিরাট বিরাট মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীগুলো মহাদেশ দখল করে নেবে। ওগুলো গঠিত হবে সেরা সৈনিকদের নিয়ে, এবং এই সমস্ত বাহিনী রুশ সৈন্যদলগুলোর মতো জীর্ণ ও শক্তিহীন হবে না** (কথাগুলোর উপর জোর দিয়েছি আমি। — ভ. চুইকোভ)।

আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীটি করতে ভয় পাচ্ছি না, — তৎপরে লেখেন মিঃ হোর, — যে ইংরেজরা হবে মহাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক শক্তি। ইউরোপের উপর ইংলণ্ডের প্রভাব ঠিক সেরূপই শক্তিশালী হবে যেরূপ ছিল নেপোলিয়নের পরাজয়ের দিনগুলোতে। সামরিক ক্ষমতার দ্বারা দৃঢ়ীকৃত আমাদের এই প্রভাব অনুভব করবে সমগ্র ইউরোপ, এবং আমারা তার পুনর্গঠনে অংশ গ্রহণ করব।'

'বিরাট বিরাট মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীগুলো মহাদেশ দখল করে

www.pathagar.com

নেবে', 'ওগুলো গঠিত হবে সেরা সৈনিকদের নিয়ে', এবং 'রুশ সৈন্যদলগুলোর মতো জীর্ণ ও শক্তিহীন' হবে না — এই সমস্ত কথা লিখতে গিয়ে মিঃ হোর নিঃসন্দেহেই ব্যক্ত করেছেন কেবল নিজের মতই নয়। ব্রিটেনের নির্দিষ্ট কিছু মহল মনে করছিল যে রাশিয়া ও জার্মানি নির্মম যুদ্ধে পরস্পরকে নিঃশেষিত করে দিয়ে ওদের শিকারে পরিণত হবে, অথবা চিরকালের জন্য না হলেও অনেক দিনের জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্র হিশেবে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে।

ইউরোপের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ব্রিটিশ পরিকল্পনাগুলো হিটলারের মিত্র ফ্রাঙ্কোকে এত খোলাখুলিভাবে বলতে মিঃ হোরকে কী প্রণোদিত করেছিল?

এই কথাগুলো কার উদ্দেশে বলা হয়েছিল? এ কি জার্মানির সেই মহলগুলোর প্রতি এক ধরনের আবেদন ছিল না যারা ১৯৪৩ সালেই পশ্চিমের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দিকে ঝুঁকছিল?

আমাদের মিত্রদের শিবিরের কিছু কিছু রাজনীতিজ্ঞ যুদ্ধের শেষে লাল ফৌজকে দুর্বল ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে চেয়েছিল।

কিন্তু সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী জার্মানিতে প্রবেশ করল এত শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী হিশেবে যা সে আগে কখনও ছিল না।

যুদ্ধের পরে জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল কেইটেল বলেছিল যে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে পমেরানিয়ার পাদভূমি থেকে সোভিয়েত বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালানোর কথা ছিল। ঠিক হয়েছিল যে 'ভিস্টুলা' বাহিনীগুলোর গ্রুপের সৈন্যরা, যারা গ্রুদ্‌জেন্‌জ অঞ্চলে লুকিয়ে ছিল, দক্ষিণ দিকে আঘাত হেনে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করবে এবং ভার্তা আর নেৎসে নদীর উপত্যকা দিয়ে পশ্চাদ্ভাগ থেকে কিউস্ট্রিন অভিমুখে যাত্রা করবে।

গুডেরিয়ান জানাচ্ছে যে এই আক্রমণাভিযানটি আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি।

এই আঘাত হানার জন্য জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী কোন্ কোন্ শক্তি ব্যবহার করার কথা ভাবছিল?

এখন জানা গেছে যে হিটলার বার্লিনে এসেছিল ১৩ জানুয়ারি। সে পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিবরণগুলো শুনল, তবে কোন সিদ্ধান্ত নিল না। সে কেবল একটি কাজ করল: পশ্চিম রণাঙ্গনে ৬ষ্ঠ ট্যাংক বাহিনীকে লড়াইয়ে লাগাল না। ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের আরব্ধ আক্রমণাভিযানে সশঙ্কিত

www.pathagar.com

হয়ে সে রাজধানীতে আসে। ১৪ জানুয়ারি ১ম ও ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টগুলো আঘাত হানতে শুরু করল। ১৬ জানুয়ারি হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হওয়ার হুকুম দেয় এবং ওখান থেকে যতটা পারে সেই পরিমাণ শক্তি পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠাতে আরম্ভ করে। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না, আমাদের আঘাতে একটির পর একটি জার্মান ডিভিশন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিল। বল্কান উপদ্বীপের দেশগুলো থেকে, ইতালি, নরওয়ে এবং বল্টিক উপকূল থেকে সমস্ত ফৌজকে নিয়ে আসার জন্য গুডেরিয়ান জোর দিতে লাগল... কিন্তু! হিটলার তা করতে অনুমতি দেয় না, গুডেরিয়ানের উপদেশ পালন করা কার্যত অসম্ভব। এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য স্থানান্তরণের জন্য প্রয়োজন সময়, রাস্তাঘাট, ট্রেন, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি। এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে ওই সময় মিত্র শক্তিবর্গের বিমান বাহিনী আকাশে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল এবং প্রান্ত থেকে প্রান্তে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ও পশ্চিম থেকে পূর্বে জার্মানির উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে বোমাবর্ষণ করছিল।

তবুও যে সৈন্য-স্থানান্তরণ শুরু হয়েছিল, গুডেরিয়ানের কথা মতে, তা সম্পন্ন হচ্ছিল খুবই ধীরে ধীরে। আকাশে বিরোধী রাষ্ট্রগুলোর বিমান বাহিনীর আধিপত্য কেবল সৈন্য স্থানান্তরণের কাজই ব্যাহত করে নি, জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর মনোবলও ভেঙ্গে দেয়...

সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল গেওর্গি জুকোভ তাঁর 'স্মৃতি ও ভাবনা' বইয়ে লিখেছেন: '...**ফেব্রুয়ারির গোড়াতে পূর্ব পমেরানিয়ার দিক থেকে ওডের অভিমুখে ফ্রন্টের অগ্রসরমান প্রধান গ্রুপিংটির পার্শ্বে ও পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাঘাতের বড় সম্ভাবনা দেখা দিতে লাগল... ফেব্রুয়ারির শুরুতে ওডের এবং ভিস্টুলা নদীগুলোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে লড়ছিল ২য় ও ১১শ জার্মান বাহিনী দু'টি, যেগুলোতে ছিল ১৬টি ইনফেন্ট্রি, ২-৪টি ট্যাঙ্ক ও ৩টি মোটোরাইজ্‌ড্‌ ডিভিশন, ৪টি ব্রিগেড, ৮টি জঙ্গী গ্রুপ... তাছাড়া স্টেটিন (শেৎসিন) অঞ্চলে অবস্থিত ছিল ৩য় ট্যাঙ্ক বাহিনীটি যা জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী ব্যবহার করতে পারত যেমন বার্লিন অভিমুখে তেমনি পূর্ব পমেরানীয় গ্রুপিংটির শক্তি বৃদ্ধিকরণের জন্য (বস্তুত তা-ই ঘটেছিল)।'**

আর্নস্‌ওয়াল্ডে (হশ্‌নো) অঞ্চল থেকে এই আক্রমণাভিযানটি চলে ১৬ ফেব্রুয়ারি।

১৭ ফেব্রুয়ারি আমাদের সৈন্যরা শত্রুর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে।

জেনারেল গুডেরিয়ান যে-আক্রমণাভিযানটির জন্য হিটলারকে মানিয়েছিল

www.pathagar.com

তা ব্যর্থ হল... সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বার্লিন অভিমুখে চূড়ান্ত আক্রমণাভিযানের আগেই পমেরানিয়াতে অবস্থিত জার্মান গ্রুপিংটিকে খতম করে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হল ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্ট ও ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের ডান পার্শ্বকে, যাতে কাতুকোভ ও বগ্‌দানোভের প্রথম ও দ্বিতীয় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এটা পমেরানীয় গ্রুপিংটির ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল। ৪ মার্চ লাল ফৌজের সৈন্যরা বল্টিক সাগরে পেঁছে যায়, আর ৯ মার্চ — স্টেটিনের কাছে ওডের নদীতে।

৬

দিন দিন আমরা ওডেরের পাদভূমিটি প্রসারিত করছিলাম।

বাহিনীর ডান পার্শ্বে, ওডের আর ভার্তার সঙ্গম স্থলে, অবস্থিত ছিল কিউস্ট্রিন দুর্গ। দুই নদীর জল বিধৌত সুউচ্চ এই দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল পাথর আর কংক্রিট দিয়ে। বৃহৎ ক্যালিবরের কামান ছাড়া, ভারী বোমাবর্ষণকারী বিমান ব্যতিরেকে এ দুর্গটি দখল করা খুব কঠিনই ছিল। কিউস্ট্রিন দুর্গ দীর্ঘকাল আমাদের ডান দিকের প্রতিবেশী — জেনারেল বের্জারিনের ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা সংগঠন করতে বাধা দেয়।

বাহিনীর বাম পার্শ্বে শত্রু ছোট পাহাড়গুলো দখল করে নিতে সক্ষম হয়, — ওগুলো রেইণ্ট্‌ভেইন গ্রাম থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর অবধি ওডের বরাবর বিস্তৃত ছিল। নদী উপত্যকার উপর পাহাড়গুলোর আধিপত্য ছিল, ওগুলো থেকে শত্রু আক্রমণের পাদভূমিতে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিটসমূহের উপর কামান দাগছিল। পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে তাড়াহুড়োর মধ্যে প্রেরিত জার্মান বাহিনীগুলো — এবং ওগুলোর মধ্যে 'মহান জার্মানি' নামক মোটোরাইজ্‌ড্ ডিভিশনটিও ছিল জেয়েলোভ পাহাড়োপরি সুবিধ-জনক প্রতিরক্ষা লাইনসমূহে দৃঢ় অবস্থান নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, বিচ্ছিন্ন পাল্টা আক্রমণও আরম্ভ করে।

জেনারেল বের্জারিন ও আমার সামনে জটিল কিছু সমস্যা দেখা দিল। ওগুলো সঙ্গে সঙ্গে, অবিলম্বে সমাধান করা প্রয়োজন ছিল। আক্রমণের পাদভূমি প্রসারিত করার জন্য দরকার ছিল, প্রথমত, আল্‌টে-ওডের অতিক্রম

www.pathagar.com

করা, দ্বিতীয়ত, কিউস্ট্রিন দুর্গ দখল করা অথবা অন্তত পক্ষে তার গ্যারিসনটিকে অচল করে দেওয়া, তৃতীয়ত, ফ্রাঙ্কফুর্টের উত্তরে ও গুজিৎসা-র দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পার্বত্যাঞ্চলে উঁচু জায়গাগুলো অধিকার করে নেওয়া। বিশেষত, ৮ম রক্ষী বাহিনীর সৈন্যদের আধিপত্যকারী টিলাগুলো এবং পডেলৎসিগ ও ক্লেসিন নামক জনপদগুলো হস্তগত করার কথা ছিল। এর জন্য দরকার ছিল বৃহৎ ক্যালিবরের কামানের যথেষ্ট পরিমাণ গোলা আর জল-বাধা অতিক্রমণের জন্য পণ্টুন সামগ্রী। কিন্তু আমাদের কাছে কোনটিই ছিল না। আমরা অধিকৃত পাদভূমিগুলো প্রসারিত করতে এবং শত্রুর অবরুদ্ধ গ্যারিসনগুলোর বিলোপ ঘটাতে থাকি (তখনও শত্রুর পজনান্ গ্যারিসনটিকে খতম করার কাজ শেষ হয় নি)।

আক্রমণের পাদভূমি প্রসারণের কাজটি আমাদের করতে হচ্ছিল হাতে যা কিছু ছিল কেবলমাত্র তা দিয়েই, বস্তুত পক্ষে জ্বালানি সরবরাহ ছাড়াই। বাহিনীর গাড়িগুলো পজনান্ আক্রমণকারী ইউনিটগুলোকে বহু কষ্টে গোলাবারুদের জোগান দিচ্ছিল। দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে যাকিছু আসছিল তার সবটাই ফিরিয়ে দিতে হচ্ছিল ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের দিকে, পমেরানিয়া অভিমুখে।

পাদভূমিতে সংগ্রামরত ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের সেনাপতি জেনারেল রিজোভ ও কোরের গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি কর্নেল তিমোশেঙ্কো দখলিত প্রাপ্ত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাগুলি সংগ্রহ ও ব্যবহার করার কাজ দেখাশোনা করতে লাগলেন। এটা বলে রাখা দরকার যে ট্রফি আমাদের খুব বাঁচিয়ে দিচ্ছিল। অধিকৃত কামানগুলো সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা হত। আক্রমণের পাদভূমি সম্প্রসারণের জন্য সংগ্রামে গোলন্দাজরা ১০৫ থেকে ১৫০ মিলিমিটার ক্যালিবরের প্রায় ৬৫ হাজার জার্মান গোলা ছুঁড়েছিল।

পাদভূমিতে আমাদের আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তি না থাকাতে শত্রু আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে তার সমগ্র প্রযুক্তি — এর মধ্যে অটোপাইলট সমেত বিমান-গোলাও ছিল — কাজে লাগায়। আমি ওডেরের তীরেই সেই প্রথম কার্যক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছিলাম এই 'গোপন অস্ত্রটি', যা নিয়ে গেবেল্‌স এত বেশি বলাবলি করত। তা ঘটেছিল ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে। ওই সময় আমাদের স্যাপার ইউনিটগুলো গুজিৎসা বসতির কাছে ওডেরের উপর দিয়ে প্রথম সেতুটি গড়ছিল। জেনারেল পজারস্কি ও আমি অনতিদূরের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ছিলাম। দিনটি

www.pathagar.com

ছিল পরিষ্কার। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল দুই ইঞ্জিনের একখানি বিমান। ওটা পশ্চিম দিক থেকে অল্প উঁচুতে উড়ছিল। ৮১·৫ মিটার উচ্চ টিলাটি পেরিয়ে তা নামতে লাগল। নদী থেকে শ' তিনেক মিটার দূরে থাকতেই বিমানটি ছোঁ মারল এবং মাটিতে আঘাত খেয়ে ফেটে গেল। নির্মীয়মাণ সেতুর দিকে এরূপ চারখানি বিমান পাঠানো হয়েছিল এবং একটিও লক্ষ্যে পৌঁছয় নি। বিস্ফোরণের ফলে বিরাট বিরাট গর্ত হয়েছিল। তবে শত্রু আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি।

আমরা ভাবলাম, এত ব্যয় করে কোন লাভ আছে কি? নির্মীয়মাণ সেতুর উপর এত দামী অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানা — এ হচ্ছে অযৌক্তিক অপচয়। কিন্তু হিটলারের সেনাপতিমণ্ডলী তখন কি আর লাভ-লোকসানের কথা ভাবে! তাদের কাছে যা ছিল তা-ই তারা লড়াইয়ে লাগাচ্ছিল, — কেবল সোভিয়েত সৈন্যদের ওডের অতিক্রমণ ঠেকাতে পারলেই হয়।

আমাদের সৈন্যরা ধীরে ধীরে পডেলৎসিগের একেবারে কাছে পৌঁছে যায়, ৮১·৫ মিটার উচ্চ টিলাটি দখল করে সুদৃঢ় অবস্থান নেয় এবং কিউস্ট্রিনের উপনগরী কিৎস আর মান্‌শনোভ ও খাতেনোভ নামক জনপদগুলো কবজা করে ফেলে।

ওডেরের পশ্চিম তীরস্থ পাদভূমির আয়তন এবার যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি পায় — ১২ কিলোমিটার চওড়া, ৮ কিলোমিটার গভীর। ডান দিকের প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার উপযুক্ত সময় তখন। কিন্তু দেখা গেল, কাজটা তেমন সহজ নয়। কিউস্ট্রিন শহরটি ইতিমধ্যেই আমাদের প্রতিবেশীর হাতে চলে এসেছিল। কিন্তু দুর্গ তখনও প্রতিরোধ দিচ্ছিল। পজনানেরই মতো সুদৃঢ় দুর্গটি প্রতিবেশীর কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

বার্লিন পর্যন্ত মাত্র ৭০ কিলোমিটার বাকি। আমাদের আক্রমণাভিযান যদিও থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমরা কিন্তু জানতাম যে অচিরেই বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় আমাদের লড়তে হবে। বাহিনীর সামরিক পরিষদ সিদ্ধান্ত নিল — সৈন্যদের রাস্তার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিটি ডিভিশনে ও প্রতিটি রেজিমেণ্টে গঠিত হল মজুদ, আর সঠিকভাবে বললে, শিক্ষামূলক ব্যাটেলিয়নগুলো। আক্রমণের পাদভূমিতে অবস্থিত ৪র্থ ও ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরগুলোর মধ্যবর্তী সংযোগ স্থলে পজনান্ থেকে সদ্য আগত ২৭তম আর ৭৪তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন দু'টি থেকে একটি করে রেজিমেণ্ট বসিয়ে দেওয়া হয়। এর কল্যাণে কোরগুলোর সেনাপতিরা মজুদ শক্তি পৃথক করার এবং ওগুলোকে পাদভূমি থেকে পূর্ব তীরে

www.pathagar.com

সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল। ৫ ও ৬ মার্চ তারিখের দুই রাতে ঠিক তা-ই করা হল। পজনান্ থেকে আগত জেনারেল গেওর্গি খেতাগুরোভের ৮২তম ডিভিশনটি পুরোপুরিভাবেই ওডেরের পূর্ব তীরে থেকে গিয়েছিল। তা ওখানে জনবলে পরিপূর্ণ হচ্ছিল এবং সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শিক্ষামূলক ব্যাটেলিয়নসমূহের মতো এর ইউনিটগুলোও বিশেষ কর্মসূচি অনুসারে তালিম পাচ্ছিল। উক্ত কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রধান কাজগুলো ছিল:

— সাব-ইউনিটগুলোকে একেবারে কোম্পানি পর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ করা;

— ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপ আর ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলো গঠন এবং ওগুলোর ক্রিয়াকলাপ শহরের লড়াইয়ের উপযোগী করে তোলা;

— সুদৃঢ় জনপদের লড়াইয়ের কলাকৌশল রপ্ত করা;

— শত্রুর ফিল্ড (ট্রেঞ্চ) প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা;

— সমস্ত যোদ্ধাকে পরাস্ত জার্মানদের কাছে থেকে পাওয়া 'ফাউস্ট' গ্র্যানেড লঞ্চার ব্যবহার করতে শেখানো।

অগ্রব্যূহে অবস্থিত ইউনিটসমূহের যোদ্ধারাও শিখছিল। আমরা কমান্ডারদের এরূপ একটি দায়িত্ব দিলাম: সমস্ত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে যথাযথতা আর দ্রুততা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন বাস্তব লক্ষ্যগুলোর উপর গুলি চালানো শেখাতে হবে।

অফিসারদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল গ্রুপে গ্রুপে। সরাসরি মাঠেই অল্প সময়ের ক্লাসে ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপ আর দলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ফৌজগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপায়াদি স্থির করা হত। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ সামরিক ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করেও বিশেষ উপকার মিলত।

পূর্বেকার লড়াইগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি সৈনিক আর অফিসারদের জন্য একটি নির্দেশ-পুস্তক লিখলাম যাতে রাস্তার লড়াইয়ে ছোট ছোট ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপসমূহের ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা ছিল। মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে বহু কপিতে ছেপে নির্দেশ-পুস্তকটি কেবল ৮ম রক্ষী বাহিনীরই নয়, ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের অন্যান্য বাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যেও বিতরণ করা হয়।

কিউস্ট্রিন দুর্গের পশ্চিমে আমাদের ডাইনের প্রতিবেশী ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীর ইউনিটসমূহের সঙ্গে নিজেদের পার্শ্বটি যুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা মার্চ মাসের শেষ দিকে বিচ্ছিন্ন কিছু অপারেশন চালালাম। ওখানে দুই

www.pathagar.com

বাহিনীর মধ্যে, আর সঠিকভাবে বললে, ওডেরের পশ্চিম তীরের দুই পাদভূমির মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় তিন কিলোমিটার। এই করিডর দিয়ে শত্রু ওডেরের নদীগর্ভের এক দ্বীপে অবস্থিত কিউস্ট্রিন দুর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছিল। খোদ দুর্গটি ছিল আমাদের আক্রমণের পাদভূমিগুলো বিভক্তকারী কীলকটির মূল ভিত্তি। কিউস্ট্রিনের পশ্চিমে কোথাও, সবচেয়ে সংকীর্ণ জায়গায়, এই কীলকটি কাটা এবং দুই বাহিনীর পার্শ্বগুলো সংযুক্ত করা দরকার ছিল। তাহলেই দুর্গের গ্যারিসনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

দুর্গের কিছু কেল্লা আমাদের সৈন্যরা দখল করে নেয় আক্রমণের পাদভূমির জন্য লড়াইয়ের একেবারে গোড়াতেই। এবার আমরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর আঘাত হানব দক্ষিণ দিক থেকে এবং কিৎস — ডলগেলিন রেলপথে বেরিয়ে পড়ব। জেনারেল বের্জারিনের ফৌজ একই সময় আমাদের সঙ্গে উত্তর দিক থেকে আক্রমণাভিযান চালাবে যাতে গলৎসোভ্ রেল স্টেশনের এলাকায় মিলিত হতে পারে।

আমরা অপারেশনটি প্রস্তুত করি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং ২২ মার্চ তা কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করি। অপারেশনের আগে আক্রমণকারী ও বোমাবর্ষণকারী বিমান বাহিনীর বৈমানিকরা পুরো চার দিন ও চার রাত নিয়মিতভাবে শত্রুর উপর আঘাত হেনেছে, এবং তদ্দ্বারা তার প্রতিরক্ষা আর পরিচালন ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে একটির পর একটি লক্ষ্য ধ্বংস করে দেয়। গোলন্দাজরা রুটিন মাফিক বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর নিশানি গোলাবর্ষণে লিপ্ত থাকে, আর সকাল ৯টা ১৫ মিনিটের সময় নির্ধারিত আক্রমণটি শুরু হওয়ার আগে তারা ব্যাপক গোলাবর্ষণের মাধ্যমে হামলা চালিয়ে পদাতিক বাহিনীর জন্য পথ পরিষ্কার করে দেয়। একই সময়ে ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীর ইউনিটগুলোও আক্রমণ আরম্ভ করে।

এই সমন্বিত ক্রিয়াকলাপের ফলে দুই বাহিনীর সৈন্যরা নির্ধারিত অঞ্চলে মিলিত হল এবং কিউস্ট্রিন দুর্গের গ্যারিসনটি সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

জেয়েলোভের সঙ্গে কিউস্ট্রিনের সংযোগ সাধনকারী করিডরে অবস্থিত সমস্ত জার্মান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ওগুলোর একাংশ আত্মসমর্পণ করে, আর একাংশ দ্বীপের উপর টিকে থাকা কেল্লার দিকে হটে যায়।

এবার দু'টি পাদভূমি মিলে এক হয়ে গেল। তবে তার কেন্দ্রস্থলে শত্রুর বিপুল সংখ্যক সৈন্য সম্বলিত আরও একটি দুর্গ থেকে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

খোদ দুর্গটি অবস্থিত ছিল ওডের, ভার্তা আর ওগুলোর প্রবাহাদি সৃষ্ট একটি দ্বীপে। দ্বীপের পথগুলো বসন্তকালীন জলপ্লাবনে বন্ধ হয়ে যেত। স্থলভাগের সঙ্গে দুর্গটি যুক্ত ছিল কেবল বাঁধ আর বিভিন্ন দিকে — বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, পজনান্, স্টেটিন অভিমুখে চলে-যাওয়া সড়কগুলোর দ্বারা। বলাই বাহুল্য, শত্রু বাঁধগুলোতে ট্রেঞ্চ, বাঙ্কার, ডাগাউট, ক্যাপোনিয়েরের, কাঁটা তারের বেড়া আর মাইন প্রতিবন্ধক গড়ে এই পথগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমাদের ছোট ছোট সাব-ইউনিটগুলো শত্রুর সুদৃঢ় অবস্থানের এতই কাছে চলে যায় যে হাত-বোমা ছুঁড়ে লড়াই আর ফাউস্টপ্যাট্রন লঞ্চার দিয়ে গোলা বিনিময় দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা প্রায় থামছিলই না। কিন্তু ওখানে আমরা বৃহৎ শক্তি প্রসারিত করতে পারি নি: একটি ট্যাঙ্কই বাঁধের সমগ্র চওড়াই জুড়ে নিত।

কীভাবে আক্রমণ চালানো যায়? প্রধান ও চূড়ান্ত ভূমিকাটি আমরা গোলন্দাজ বাহিনীকে দিলাম। বাঁধ আর পথগুলোর উপর নির্মিত ট্রেঞ্চ, ডাগাউট ও পিল বক্সগুলো ভাঙ্গার দায়িত্বটি ছিল গোলন্দাজদেরই। বিমান বাহিনীর কর্তব্য ছিল — দুর্গ এবং দুর্গের চারিপাশে টিকে থাকা কেল্লাসমূহ বিনষ্ট করা।

ডাগাউট আর পিল বক্সগুলো বিনষ্ট করা সম্ভব ছিল কেবল ভারী কামান ও বৃহৎ ক্যালিবরের গ্র্যানেড লঞ্চার দিয়ে। কিন্তু শত্রুর খুবই নিকটে অবস্থানরত নিজেদের যোদ্ধাদের মাথার উপর দিয়ে বৃহৎ ক্যালিবরের তোপ দাগা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ভিন্ন — এবং অধিকতর নির্ভুল ও নিরাপদ — সমাধান খোঁজার প্রয়োজন দেখা দেয়। আমি, বাহিনীর আর্টিলারির সেনাপতি জেনারেল পজারস্কি এবং ৩৫তম ও ৮২তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি ডিভিশনগুলোর কমান্ডাররা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন-পরিক্রমা সম্পন্ন করলাম।

সরাসরিভাবে আমরা জায়গাটির সঙ্গে পরিচিত হলাম মূল যুদ্ধ-সীমায়। তখনই আমাদের মাথায় একটি বুদ্ধি এল: বেশি শক্তিসম্পন্ন তিনটি ব্যাটারিকে সোজা লক্ষ্য পেতে এগিয়ে দেওয়া হবে। ২০৩-মিলিমিটারী কামানের গোলার মুখে কোন পিল বক্সই টিকতে পারবে না। একটি ব্যাটারি বাঁধে গর্ত খুঁড়ে স্থাপন করা হল ওডেরের বাঁ তীরে, কিৎস উপনগরীর কাছে, এবং তার নিশানা ছিল ডান তীরের পিল বক্সগুলোর উপর, দ্বিতীয়টি — ডান তীরের বাঁধে, দ্বীপ থেকে চারশো মিটার দক্ষিণে, এবং তার নিশানা ছিল বাঁ তীরের বাঁধের পিল বক্সগুলোর উপর। এরূপ অবস্থান দৃষ্টিগোচর

www.pathagar.com

ও পাশাপাশি অবস্থিত লক্ষ্যগুলোর উপর দু'দিক থেকে গোলাবর্ষণের সুযোগ দিচ্ছিল। নিজেদের লোকজন যাতে মারা না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে উভয় বাঁধেই আমাদের সম্মুখ ভাগ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ছিল।

তৃতীয় ব্যাটারিটি স্থাপিত হয়েছিল জাবচিন প্ল্যাটফর্মের নিকটস্থ বাঁধে। ওটার লক্ষ্যস্থল ছিল — ওখান থেকে ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর দুর্গ প্রাচীরগুলো।

ওডেরের পূর্ব তীর থেকে দুর্গ আক্রমণের দায়িত্ব পড়ে ৮২তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের উপর, পশ্চিম তীর থেকে — ৩৫তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের উপর। ৩৫তম ডিভিশনের একটি রেজিমেণ্ট দক্ষিণ দিক থেকে দ্বীপে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

বাঁধ আর দুর্গাভিমুখী পথগুলো বরাবর আক্রমণাভিযানের জন্য প্রতিটি ডিভিশন একটি করে কোম্পানি মোতায়েন করছিল। ওগুলোর সৈন্য বিন্যাসে আক্রমণের ফ্রন্টের চেয়ে গভীরতা বেশি ছিল, — রণকৌশলে এ এক অসাধারণ ঘটনা।

ঝঞ্ঝাক্রমণের পরিকল্পনাটি ছিল এরূপ। ২৮ মার্চের আক্রমণাভিযানের প্রাক্কালে আমাদের আক্রমণকারী আর বোমাবর্ষণকারী বিমান বাহিনী দুর্গ এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী ইঞ্জিনিয়রিং প্রতিবন্ধকগুলো লক্ষ্য করে বোমা ফেলবে। নিজের আঘাতের দ্বারা তা শত্রুকে ওই সমস্ত গড়কেল্লার ভেতর থেকে বেরিয়ে মাঠের ঘাঁটিগুলোতে যেতে বাধ্য করবে। ওই দিন আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করবে না; গোলাবর্ষণ করবে কেবল ব্যাটারি, যা দুর্গের প্রাচীরগুলোর উপর আঘাত হানার জন্য সোজা লক্ষ্য পেতে স্থাপন করা হয়েছে।

২৯ মার্চ সকাল বেলা বিমান বাহিনী ফের আগের লক্ষ্যগুলোর উপরই আঘাত হানবে এবং শত্রুর গ্যারিসনকে দুর্গে ঢুকতে দেবে না। জার্মানরা মাঠের ঘাঁটিগুলোতেই থাকুক এবং ভাবুক যে ধূর্ততায় আমাদের পরাস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু দুর্গের উপর শেষ বোমাটি বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই, সকাল ঠিক ১০টার সময়, সমস্ত ক্যালিবরের আর্টিলারি (সোজা লক্ষ্য পেতে স্থাপন করে রাখা শক্তিসম্পন্ন কামানগুলোও) মাঠের ঘাঁটিগুলোর উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করবে। হামলাটি চলবে ৪০ মিনিট। তোপের গোলাবর্ষণের আড়ালে রাইফেলম্যান আর সাবমেশিনগানারদের অবতরণ বাহিনীগুলো নৌকাতে করে জলভাগ অতিক্রম ক'রে দ্বীপে গিয়ে নামবে। আর ১০টা ৪০ মিনিটের সময় শুরু হবে সাধারণ ঝঞ্ঝাক্রমণ।

www.pathagar.com

আক্রমণাভিযানের এক দিন আগে আমি এবং বাহিনীর ট্যাঙ্ক আর মেকানাইজ্‌ড্‌ ফৌজের সেনাপতি জেনারেল ভাইন্‌রুব — যিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছিলেন — মূল অবস্থানের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। ওখানে সমস্তকিছু প্রস্তুত আছে কি না আমরা তা-ই দেখতে চেয়েছিলাম। দুপুর বেলা আমরা জাবচিন প্ল্যাটফর্মের উত্তর-পশ্চিমে এক পাম্প-ঘরের কাছে পেঁছিলাম। দুর্গ প্রাচীরে ভারী গোলাগুলোর সোজা পতন দেখার জন্য আমরা ওখানে গাড়িটি থামালাম।

আমাদের সামনে জলপূর্ণ বড় একটি পুকুর দেখা গেল, সম্ভবত পাম্প-ঘরেরই জলাশয়। আমাদের এডিকংদ্বয় (আমার এডিকং — ফিওদর,* আর ভাইন্‌রুবের — আলেক্সেই কুরেনৎসোভ) দাঁড়িয়ে ছিল পুকুরটির বেড়ার ধারে। হঠাৎ ডান দিকে বিস্ফোরণের শব্দ হল, তারপর — বাঁ দিকে, কয়েক সেকেন্ড পরে — সামনে এবং পেছনে। ন্যারো ব্র্যাকেট! আমরা দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালাম। শত্রু সম্ভবত আমাদের দেখতে পায় এবং ভারী মাইন লঞ্চার চালাতে আরম্ভ করে। আপাতত লক্ষ্যে পেঁছুচ্ছে না বা লক্ষ্য ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ছে। তবে বোঝাই যাচ্ছে যে নিশানা যথেষ্ট নির্ভুল। এরূপ গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে কোথাও চলে যাওয়া সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। পায়ের তলায় কোন আশ্রয় না থাকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো। একদিক থেকে দেয়ালটি আমাদের রক্ষা করছিল, এবং আমরা তার সঙ্গে আরও বেশি ঘেঁসে থাকি। কিন্তু একটি মাইন বিস্ফোরণের ফলে আমরা সবাই মাটিতে পড়ে গেলাম।

মাথার মধ্যে অনেকখন আওয়াজ হচ্ছিল। আত্মস্থ হয়ে আমি অনুভব করলাম যে লোকজনের তলায় পড়ে আছি। ভাইন্‌রুব আমার মাথাটি তাঁর বুক দিয়ে ঢেকে রাখেন, তাঁর উপর শুয়ে ছিল ফিওদর এবং সবচেয়ে উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল রক্তাক্ত আলেক্সেই, — সে যেন নিজের দেহ দিয়ে আমাদের সবাইকে ঢেকে রেখেছিল। ভাইন্‌রুব আহত হন — মাইনের একটি টুকরো তাঁর উরুতে ঢুকে যায়। আমি ও ফিওদর অক্ষত থাকলাম। আমরা যখন মৃত আলেক্সেইকে দেখতে পেলাম, ব্যথায় হৃদয় বিদারিত হয়ে যায়। এমনকি বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে এই সুন্দর যুবকটি, যে এই এক্ষুণি পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আর বেঁচে নেই। সেই দিনই আমরা শোকার্ত হৃদয়ে আমাদের রক্ষাকারীকে সমাধি দিলাম। আর জেনারেল ভাইন্‌রুবকে

---

* ফিওদর — ভাসিলি চুইকোভের আপন ভাই। — সম্পাঃ

www.pathagar.com

আমায় নিজেকেই নিকটতম মেডিকেল স্যানিটারি ব্যাটেলিয়নে নিয়ে যেতে হল।

এ দিকে দুর্গের জন্য লড়াই পরিকল্পনা মতোই এগুচ্ছিল। ২৮ মার্চ বিমান বাহিনী শত্রুর দীর্ঘকালীন প্রতিরক্ষামূলক ঘাঁটিসমূহের উপর নিশানি বোমাবর্ষণে লিপ্ত হল এবং ওই সমস্ত ঘাঁটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'রে ফ্যাসিস্টদের মাঠের ঘাঁটিগুলোতে চলে যেতে অথবা গভীর ভূগর্ভ কুঠরিগুলোতে লুকিয়ে পড়তে বাধ্য করল।

২৯ তারিখ সকালে আবার ঠিক তা-ই ঘটল। তারপর শুরু হল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম কীভাবে ভারী কামানগুলো সোজা লক্ষ্য পেতে বাঁধের উপরের পিল বক্স আর ডাগাউটগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছিল। মনে রাখার মতো দৃশ্য: কাঠ পাথর সমস্ত কিছুই ঊর্ধ্বপানে উড়ে যাচ্ছিল।

১০টা ৩০ মিনিটের সময় নৌকার অবতরণ বাহিনীগুলো দ্বীপে নামল, আর দশ মিনিট বাদেই মেশিনগান ও সাবমেশিনগানের শব্দ শোনা গেল, হাত-বোমা ও ফাউস্টপ্যাট্রন বিস্ফোরিত হতে লাগল।

প্রতিরক্ষামূলক ঘাঁটিগুলোর উপর ঝঞ্ঝাক্রমণের দক্ষতা — এ হচ্ছে অনেককিছুর যোগফল: কাছাকাছি লড়াইয়ের অস্ত্র চালনা রপ্ত করা, প্রতিবন্ধক অতিক্রমণে অ্যাক্রব্যাট-এর নৈপুণ্য এবং অবশ্যই, সর্বাগ্রে প্রত্যেক যোদ্ধার ব্যক্তিগত সাহস। ঠিক এই গুণগুলোই প্রদর্শন করেছিল ২৭১তম রেজিমেন্টের ৫ম কোম্পানির একটি প্ল্যাটুনের রক্ষীরা, যাদের পরিচালনায় ছিলেন জুনিয়র লেফটেনেন্ট মিখাইল চেপানোভ। যোদ্ধারা গর্ত, ট্রেঞ্চ আর নর্দমা পরিপূর্ণ চারশো মিটারের একটা এলাকা অতি দ্রুত অতিক্রম করে, ডাগাউট আর মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণের জায়গাগুলো সমেত বাঁধটি পেরিয়ে যায় এবং আক্রমণের সঙ্কেত পাওয়ার মাত্র সাত-আট মিনিট বাদেই অর্ধবিধ্বস্ত দুর্গ প্রাকারের কাছে পৌঁছে যায়। চেপানোভ নিজের প্ল্যাটুনটিকে দেয়ালের ফাটল দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেন, কিন্তু মেশিনগানের প্রবল ফ্ল্যাঙ্ক ফায়ার পথ রোধ করে দেয়। ওখানে পুরো প্ল্যাটুনটিকে ধ্বংস করা যেত এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। এমতাবস্থায় বিলম্ব মৃত্যুর সমান: শত্রু ইতিমধ্যেই প্ল্যাটুনটিকে দেখে ফেলেছে। কালক্ষেপ না করে চেপানোভ দিক পরিবর্তন করেন এবং নিজের প্ল্যাটুনটিকে নিয়ে দেয়াল বরাবর প্রাচীরের পরবর্তী ফাটলটি অবধি চলে যান। এবার তাঁর যোদ্ধারা অস্পৃশ্য এলাকায় অর্থাৎ মেশিনগান কিংবা সাবমেশিনগানের গুলি তাদের কাছে পৌঁছতে

www.pathagar.com

পারবে না। তবে উপর থেকে হাত-বোমা ছোঁড়া সম্ভব। কিন্তু চেপানোভ ইতিমধ্যেই দেয়ালের উপর কাঁটা লাগানো একটি দড়ি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। ঠিক সার্কাসের অ্যাক্রব্যাটের মতো নিপুণভাবে ও দ্রুত তিনি উপরে উঠে গেলেন। তাঁর হাতে ছিল লাল পতাকা। আগুনেরই মতো ওটাকে দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। অন্যান্য সাব-ইউনিটের যোদ্ধারা ওদিকে ধাবিত হয়। আর চেপানোভের প্ল্যাটুন তখন প্রাচীরের অন্য পাশে, দুর্গের প্রাঙ্গণে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

মিখাইল চেপানোভ দু'বার আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লড়াই থেকে বেরিয়ে পড়েন নি। তিনি প্রধান র‍্যাভেলিন-এ ঢুকে পড়েন, দেখতে পান উপরে অবস্থিত ক্ষেত্রটিতে যাওয়ার পথ, — ওখান থেকেই জার্মান অফিসারেরা লড়াই পরিচালনা করছিল। ওই ক্ষেত্রটিতে যাওয়ার সময় সংকীর্ণ পথ আর সিঁড়িতে সাবমেশিনগান ও হাত-বোমা দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে গিয়ে জুনিয়র লেফটেনেণ্ট নয়টি ফ্যাসিস্টকে ধ্বংস করে দেন। তার আরও কয়েক মিনিট পরে প্রধান র‍্যাভেলিনের উপর পতপত করে উড়তে থাকে লাল পতাকা। তা উড্ডীন করে চেপানোভের প্ল্যাটুনের যোদ্ধারা। আর স্বয়ং প্ল্যাটুন কমান্ডার তৃতীয় বার আহত হয়ে — গুলি তাঁর বক্ষদেশ ভেদ করে — পতাকা তলে মারা যান।

মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরের স্বর্ণ তারকায় ভূষিত মিখাইল চেপানোভ বার্লিন থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কিউস্ট্রিন শহরে ফ্যাসিস্টদের পতিত দুর্গের উপর লাল নিশান উত্তোলন ক'রে জীবদ্দশায়ই নিজের জন্য মহান এক মনুমেণ্ট স্থাপন করেন। ওখানে অবস্থিত রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের আরও একজন বীর, জর্জীয় জনগণের মহান সন্তান, রক্ষী বাহিনীর সার্জেণ্ট শতা তিবুয়া-র সমাধি।

www.pathagar.com

আসন্ন অবসান

১

বার্লিন অপারেশনের প্রস্তুতি চলছিল পুরোদমে। বাহিনীগুলোতে বিপুল সংখ্যক নতুন সৈন্য এসে যোগ দিচ্ছিল। হাজার হাজার টন জ্বালানি নিয়ে আসা হচ্ছিল ওডেরের কাছে, তা মাটিতে পুঁতে রাখা হচ্ছিল, বনজঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হচ্ছিল; গোলাগুলি বর্ষণের অবস্থানগুলোর কাছে এবং বিমান বন্দরসমূহে রাখা হচ্ছিল শত সহস্র গোলা, মাইন আর বোমা।

অপারেশনের উদ্দেশ্যটি ছিল এই যে প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে যতটা সম্ভব যুগপৎ কয়েকটি প্রবল আঘাত হানা, বার্লিনের গ্রুপিংটিকে ঘিরে ফেলা ও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, আর তারপর ওটাকে অংশে অংশে ধ্বংস করা (মানচিত্র ৪)।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের শেষ নাগাদ, পমেরানিয়াতে ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলোর পরাজয় এবং সোভিয়েত ডিভিশনগুলোর বল্টিক সাগরের উপকূলে আগমনের পর, সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর তিনটি ফ্রন্টের বাহিনীগুলোকে অন্তিম অপারেশনের কাজে নিযুক্ত করল। উক্ত ফ্রন্ট তিনটি ছিল: মার্শাল কনস্তান্তিন রকোসভ্স্কির পরিচালনাধীন ২য় বেলোরুশ ফ্রন্ট, মার্শাল গেওর্গি জুকোভের পরিচালনাধীন ১ম বেলোরুশ ফ্রন্ট ও মার্শাল ইভান কনেভের পরিচালনাধীন ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট।

এই তিন ফ্রন্ট — তাদের বিপুল সংখ্যক তোপ ও বিমান নিয়ে — তিনটি ক্ষেত্রে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা স্টেটিনের দক্ষিণে শ্‌ভেড্‌ট্‌ শহর অবধি এলাকায় শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ফ্রন্টটির প্রথম এশিলনে ছিল তিনটি ইনফেণ্ট্রি বাহিনী, তিনটি ট্যাঙ্ক কোর, একটি মেকানাইজ্‌ড্‌ কোর ও একটি অশ্বারোহী কোর। তার কাজ — ওডের পার হওয়া, শত্রুর স্টেটিন গ্রুপিংটি বিধ্বস্ত করা এবং অপারেশনের ১২-১৫

www.pathagar.com

দিনের মধ্যে আন্‌ক্লাম, ডেমিন ও ভিটেনবের্গ যুদ্ধ-সীমায় উপনীত হওয়া।

১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের লড়ার কথা ছিল গ্লিটসেন, কিউস্ট্রিন ও লেবুস ক্ষেত্রে। তার প্রথম এশিলনটি গঠিত হয় আটটি ইনফেণ্ট্রি বাহিনী নিয়ে। ফ্রণ্ট প্রধান আঘাত হানছিল কিউস্ট্রিন পাদভূমি থেকে পাঁচটি ইনফেণ্ট্রি বাহিনী ও দুটো ট্যাঙ্ক বাহিনীর শক্তি দিয়ে। ওগুলোর কাজ ছিল প্রবল যুগপৎ আঘাতের সাহায্যে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে শত্রুর যুদ্ধ-সীমা ভেদ করা, তার বার্লিন গ্রুপিংটি বিধ্বস্ত করে দেওয়া, বার্লিন নিয়ে নেওয়া এবং অপারেশনের ১২-১৫ দিনের মধ্যে এল্‌ব্‌ নদীর তীরে গিয়ে পেঁছা।

১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের জন্য নির্ধারিত হয় ফর্স্ট ও মুস্কাউ ক্ষেত্রটি। তার প্রথম এশিলনের ফৌজ — সাতটি ইনফেণ্ট্রি বাহিনী, প্রধান আঘাত হানা হচ্ছিল পাঁচটি ইনফেণ্ট্রি বাহিনী ও মোবাইল গ্রুপের দু'টি ট্যাঙ্ক বাহিনীর শক্তি দিয়ে। কাজ — নেইসে নদী অতিক্রম করা, শত্রুর কট্‌বুস গ্রুপিংটি বিধ্বস্ত করা এবং অপারেশন আরম্ভ হওয়া ১০-১২ দিনের মধ্যে বেলিৎস — ভিটেনবের্গ যুদ্ধ-সীমায় ও পরে এল্‌ব্‌ বেয়ে একেবারে ড্রেজডেন পর্যন্ত পেঁছা। ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা যদি বার্লিন দখল করতে বিলম্ব করে তাহলে ওদের সাহায্য করার জন্য কনেভের নিজস্ব ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো পাঠানোর কথা ছিল।

পরিকল্পিত তিনটি প্রধান ও কয়েকটি সহায়ক আঘাতের উদ্দেশ্য ছিল — জার্মানির পূর্বাংশ রক্ষার কাজে লিপ্ত চারটি পুনর্গঠিত ও পরিপূরিত বাহিনীর (৩য় ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনী, ৯ম ও ১৭শ ফিল্ড আর্মি) এবং গভীরে অবস্থিত রিজার্ভগুলোর বিনাশ সাধন।

সবই পরিষ্কার, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন। সবাই বুঝতে পারছিল যে যুদ্ধের এই পর্যায়ে ফ্যাসিস্টরা মরিয়া হয়ে লড়বে: ওদের অপরাধের জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার দিনটি ঘনিয়ে আসছিল।

আসন্ন বিপর্যয় লক্ষ্য করতে পেরে মুখ্যতম নাৎসি রাজনীতিজ্ঞরা বাহিনীতে বাহিনীতে যেতে শুরু করল এবং সৈনিক আর অফিসারদের, বিশেষত SS বাহিনীর সৈন্যদের বলতে লাগল তারা যেন অটল থাকে এবং সোভিয়েত সৈন্যদের পশ্চিমাভিমুখে এক পা-ও অগ্রসর হতে না দেয়। নাৎসি পার্টির নির্দেশাবলিতে বলা হয়েছিল যে বলশেভিকদের আসন্ন বৃহৎ আক্রমণাভিযানটি যেকোন প্রকারেই হোক প্রতিহত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তকিছুই — জনবল ও অস্ত্রবল — রয়েছে।

www.pathagar.com

পশ্চিমে কী ঘটবে তা নির্বিশেষে জার্মান সৈনিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত কেবল পূর্ব দিকে। পূর্ব রণাঙ্গন আটকানো — এ হচ্ছে যুদ্ধের গতিতে পটপরিবর্তনের পূর্বশর্ত।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী বার্লিনের গভীর ও দৃঢ় প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করল। ভৌগোলিক পরিস্থিতিও এ কাজে আনুকূল্য করে। নদী আর নালা দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত অসংখ্য হ্রদ, ট্যাংক-কামানের পক্ষে দুর্গম পথ বৃহৎ শক্তির আক্রমণাভিযান সংগঠনে অসুবিধা সৃষ্টি করে। ফ্রন্ট লাইন হ্রাস পাওয়াতে শত্রু প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকগুলো ভালোভাবে ব্যবহার করার সুযোগ পেল, প্রতিরক্ষার জন্য তেমন বেশি সৈন্যের প্রয়োজন ছিল না।

শ্‌ভেড্‌ট্‌ থেকে গুবেন পর্যন্ত ওডের আর নেইসের পশ্চিম তীরগুলোতে নাৎসিরা সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে ছিল। ওখানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রাকৃতিক ও ইঞ্জিনিয়রিং যুদ্ধ-সীমাগুলোর গভীরতা ছিল ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত। তবে সবচেয়ে সুদৃঢ় ছিল ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের আক্রমণাভিযানের এলাকায় বার্লিনের পূবের প্রবেশ পথগুলো। ওখানে প্রস্তুত রক্ষাব্যূহ ওডের থেকে শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল সরাসরি বার্লিনের সুদৃঢ় অঞ্চলে। বার্লিন অভিমুখে শত্রুর শক্তিসমূহ সঞ্চিত হয় ফেব্রুয়ারিতে, মার্চে এবং এপ্রিলের প্রথমার্ধে। প্রতিরক্ষাব্যূহের গভীরে অবস্থিত ছিল পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে আনীত মোটোরাইজ্‌ড্‌ ও ট্যাংক ডিভিশনগুলোর শক্তিশালী রিজার্ভসমূহ। ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলোর সংখ্যাগত সংবিন্যাস পৌঁছে যায় সাত-আট হাজারে, আর ট্যাংক ডিভিশনগুলোর — আট-দশ হাজার সৈনিক ও অফিসার পর্যন্ত।

১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে শত্রু তার বার্লিন গ্রুপিংয়ের সমস্ত শক্তি ও সামগ্রীর প্রায় অর্ধেকটার সমাবেশ ঘটিয়েছিল। বিশেষত ওডেরের পাদভূমিগুলোর বিরুদ্ধে সে অনেক সৈন্য জমা করেছিল, — ওখানে অবস্থিত ছিল আমাদের ৫ম আক্রমণকারী ও ৮ম রক্ষী বাহিনীগুলোর ইউনিটসমূহ।

আমাদের আক্রমণাভিযানের গোড়ার দিকে — ১৯৪৫ সালের ১৬ এপ্রিল — বার্লিন অভিমুখে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী সমাবেশিত করে ৪৮টি ইনফেণ্ট্রি, ১০টি মোটোরাইজ্‌ড্‌ ও ৪টি ট্যাংক ডিভিশন, ৩৭টি স্বতন্ত্র ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্ট, ৯৮টি স্বতন্ত্র ব্যাটেলিয়ন ও অনেকগুলো স্বতন্ত্র আর্টিলারি ইউনিট আর ফর্মেশন। তাছাড়া বার্লিনের গ্যারিসনে

www.pathagar.com

ছিল ২ লক্ষাধিক লোক এবং জার্মান স্থলসেনার প্রধান সেনাপতিমণ্ডলীর রিজার্ভে ছিল ৮টি ডিভিশন।

কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও প্রাধান্য ছিল আমাদের দিকে। পমেরানিয়ায় শত্রুর গ্রুপিংটির বিলোপ ঘটিয়ে, বালাতন হ্রদের অঞ্চলে শত্রুর পাল্টা-আক্রমণ প্রতিহত করে, ভিয়েনা নগরীকে মুক্ত করে, সোভিয়েত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী চূড়ান্ত মুহূর্তে, চূড়ান্ত বার্লিন অভিমুখে শক্তি ও প্রযুক্তিতে নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

১৯৪৫ সালের ১৬ এপ্রিল নাগাদ শক্তির অনুপাতটি ছিল এরূপ:

	সোভিয়েত ফৌজ	শত্রু
ডিভিশন	১৯৩	৮৫
লোক	২৫,০০,০০০	১০,০০,০০০
কামান আর মর্টার	প্রায় ৪২,০০০	১০,৪০০
ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামান	৬,২৫০	১,৫০০
বিমান	৭,৫০০	৩,৩০০

এই সংখ্যাগুলো থেকেই দেখা যায় যে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী কত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শক্তিতে যথেষ্ট প্রাধান্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছিল। এমনকি শত্রু যদি অন্যান্য রণাঙ্গন থেকে, যেমন পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে, অনেক নতুন সৈন্যও নিয়ে আসত, তাহলেও কিন্তু প্রাধান্য আমাদের দিকেই থেকে যেত।

১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের অধিনায়কের ১৯৪৫ সালের ১২ এপ্রিলের বিশেষ রণনৈতিক নির্দেশে বলা হয় যে ৮ম রক্ষী বাহিনীকে গলৎসোভ্ রেল স্টেশন ও জাক্সেনডর্ফ বসতি এলাকায় শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে হবে, এবং জেয়েলোভ — ট্রেবনিট্স — গার্ৎসাউ — ডালভিৎস — সাইলেসিয়া স্টেশন — শার্লোটেনবুর্গ অভিমুখে আঘাতের চাপ বৃদ্ধি ক'রে নিম্নোল্লিখিত যুদ্ধ-সীমাগুলো অধিকার করতে হবে: অপারেশনের প্রথম দিনে — আল্ট-রজেন্টাল, নেইয়েনটেম্পেল, লিৎসেন; অপারেশনের দ্বিতীয় দিনে — গার্ৎসিন, ৭৮·২ মিটার উঁচু টিলাটি, মাক্স-জেয়ে হ্রদ;

www.pathagar.com

অপারেশনের তৃতীয় দিনে — আল্‌ট-লান্ডস্‌বের্গ, খপেনগার্টেনের পূর্ব উপকণ্ঠ, কাল্‌বের্গে। পরে আমাদের কাজ ছিল প্রথম জার্মান রাজধানীর উপনগরীগুলো — মার্ৎসান, ফ্রিডরিখস্ফেল্ডে, কার্লস্‌হর্স্ট, কাউলস্‌ডর্ফ, মালস্‌ডর্ফ, ডালভিৎস অধিকার করা, আর তারপর তার কেন্দ্রীয় অংশটি নিয়ে নেওয়া এবং অপারেশনের ষষ্ঠ দিনে খাভেল হ্রদের পূর্ব তীরে গিয়ে পৌঁছা।

প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রণনৈতিক অধীনে চলে এল ৯ম আক্রমণকারী বিমান কোরটি। কোরের নিরাপত্তা বিধায়ক ফাইটার বিমানগুলোও তার সঙ্গে ছিল। কোরটির অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ই. ক্রুপস্কি।

বাহিনী যখন গুজোভ — জেয়েলোভ — ডলগেলিন — আল্‌ট-মালিশ যুদ্ধ-সীমায় বেরিয়ে পড়বে, তখন ব্যূহের ভগ্নস্থলে ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী ও ১১শ ট্যাঙ্ক কোরকে ঢোকানো হবে। এরূপ বিকল্পও বিবেচিত হয়েছিল: আমাদের বাঁয়ের প্রতিবেশী — ৬৯তম বাহিনীর এলাকায় আক্রমণাভিযান যদি অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে এগোয়, তাহলে ট্যাঙ্ক ফৌজগুলোকে ডলগেলিন ও ডেব্বেরিন এলাকায় ভিন্ন ব্যূহে প্রবেশ করানো হবে।

ফ্রন্টের অধিনায়ক নির্দেশ দেন যে অপারেশনের প্রস্তুতি চালাতে হবে গুপ্তভাবে, গোপনীয়তার সমস্ত নিয়ম পালন করতে হবে এবং অবশ্যই ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতা আনার চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের দুই প্রতিবেশীকে — ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীকে ও ৬৯তম বাহিনীকে — অনুরূপ দায়িত্ব দেওয়া হয়। রণাঙ্গনের চওড়াই ও আক্রমণাভিযানের গতি সম্পর্কে ওদেরও প্রায় আমাদেরই মতো নির্দেশ দেওয়া হয়।

ফ্রন্টের আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের বাহিনীসমূহের জন্য আক্রমণের গতি নির্ধারিত হয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটার। প্রথম দৃষ্টিতে তা স্বাভাবিক। তবে পূর্বেকার অপারেশনগুলোতে এরূপ দ্রুততা অর্জিত হয়েছিল অপারেশনের গোড়াতে নয়, তা বিকাশের গতিতে, আগে থেকে প্রস্তুত ও দৃঢ়ীকৃত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রগুলো ভেদ করার সময় নয়, তা ভেদ করে উন্মুক্ত রণাঙ্গনে প্রবেশের পর।

ইত্যবসরে পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠছিল। এপ্রিল — এ হচ্ছে নদীনালায় প্রবল জলস্ফীতির সময়। প্রধান নদীগর্ভ থেকে

www.pathagar.com

জেয়েলোভ টিলা পর্যন্ত ১০-১৫ কিলোমিটার প্রশস্ত ওডের উপত্যকাটিতে অনেক খাল ছিল। প্লাবনের জলে ডুবে যায় ঘেসো-মাঠ আর নিম্নভূমিগুলো; হাল-দেওয়া জমি আর আলু খেতগুলো জলকাদায় একেবারে প্যাচপ্যাচ করছিল। ওডের থেকে জেয়েলোভ টিলা পর্যন্ত বড় সড়কের সংখ্যা ছিল কম। ৮ম রক্ষী বাহিনীর আক্রমণাভিযানের এলাকায় এরূপ সড়ক ছিল কুল্লে চারটি। কেবল ওগুলো দিয়েই মোটরগাড়ি আর সামরিক হাতিয়ারপত্র চলাচল করতে পারছিল। কোন দিকে একটু ঘুরলেই সঙ্গে সঙ্গে জলায় পড়া সম্ভব। কাদায় আটকে না গিয়ে ফের রাস্তায় উঠতে পারলে নিজেকে তখন সৌভাগ্যবানই বলতে হবে।

নদীনালা আর খাল পরিপূর্ণ উপত্যকাটি অবস্থিত ছিল জেয়েলোভ টিলাগুলোর নিচে। ওখান থেকে শত্রু আক্রমণের সমগ্র পাদভূমিটি দেখতে পাচ্ছিল। কিউস্ট্রিন থেকে বার্লিন পর্যন্ত — আমাদের ফ্রন্টের আক্রমণকারী গ্রুপটির প্রধান এই গতিপথে — বিপক্ষ পাঁচটি প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তুলে। মিউন্‌খেবের্গ-এর পরে ওগুলো সংযুক্ত হচ্ছিল বার্লিনের তিনটি প্রতিরক্ষা বেষ্টনীর সঙ্গে।

তিরিশ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্যূহভেদের জায়গাগুলোতে শত্রু দশটি ডিভিশন মোতায়েন করে রেখেছিল: ৯ম, ৩০৩তম, ৩০৯তম, ১৬৯তম, ৭১২তম ডিভিশনগুলো, ২০তম, ২৫তম মোটোরাইজ্‌ড্‌ ডিভিশনগুলো এবং 'ফিউরের', 'কুর্মার্ক' 'মিউন্‌খেবের্গ' ট্যাঙ্ক ডিভিশনটি। ওগুলোর শক্তি বৃদ্ধি করছিল প্রধান সেনাপতিমণ্ডলীর রিজার্ভের ৫ম ও ৪০৮তম আর্টিলারি কোরগুলো এবং ২৯২তম ও ৭৭০তম অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ডিভিশনগুলো। আমাদের প্রধান গতিপথে এরূপ বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ শত্রুকে যুগপৎ দু'-তিনটি প্রতিরক্ষা লাইন অধিকার করে বসে থাকার সুযোগ দিচ্ছিল।

৮ম রক্ষী বাহিনীর আক্রমণাভিযানের এলাকায় শত্রু প্রথম এশিলনে, জেয়েলোভ টিলাগুলো ও ওডেরের উপত্যকায় অনেক কামান সমেত তিনটি ডিভিশন এবং দ্বিতীয় এশিলনে তিনটি ডিভিশন রেখেছিল।

ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী আমাদের যে-সমস্ত কাজ করতে নির্দেশ দেন তা ছিল অত্যন্ত কঠিন। এটা সত্যি যে শক্তি বৃদ্ধিকরণের উপায়াদি আমাদের বাহিনীগুলোতে যথেষ্টই ছিল। যেমন, সাত কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত রণাঙ্গনে ৮ম রক্ষী বাহিনীর আর্টিলারি সমর্থিত আক্রমণাভিযানে লিপ্ত ছিল ৭৭টি আর্টিলারি এবং ১০টি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচল আর্টিলারি

www.pathagar.com

রেজিমেণ্ট; আর এর মানে হচ্ছে রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে ছিল ২৬৬টি তোপ ও মর্টার কামান এবং একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড। তবে শক্তি বৃদ্ধিকরণের এই সামগ্রীগুলো একই সময়ে শত্রুর দু'টি প্রতিরক্ষা লাইন গোলাবর্ষণ করতে সক্ষম ছিল না। প্রথম প্রতিরক্ষা লাইনটি হস্তগত করার পর হাজার হাজার কামান, শত শত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রকে স্থানান্তরণের, আক্রমণকারী ইউনিটসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আর এর জন্য দরকার ছিল সময়ের।

আমাদের শক্তিশালী বিমান বাহিনী ছিল, কিন্তু তা ব্যবহৃত হবে সেই অবস্থানগুলোর উপরই আঘাত হানার জন্য যেগুলোর দিকে নিশানা ক'রে ছিল আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী। অনুসন্ধানী বিভাগের তথ্যাদি ছাড়া বনাঞ্চলে শত্রুর খুব ভালোভাবে লুক্কায়িত প্রতিরক্ষা লাইনগুলো সম্পর্কে বৈমানিকদের পক্ষে কোনকিছু জানা সম্ভব ছিল না।

ফ্রণ্টের অধিনায়কের নির্দেশানুসারে আমরা এমনভাবে ব্যূহ রচনা করছিলাম যাতে সমস্ত কোর আর ডিভিশনের আর্টিলারি প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণে এবং তোপের আক্রমণাভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারে। তিনটি কোরের সবগুলোই একটি সারিতে থাকে। প্রথম এশিলনে ৪র্থ ও ২৯তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি কোরগুলোতে চলছিল দু'টি ডিভিশন, ২৮তম কোরে — মাত্র একটি। দ্বিতীয় এশিলনে প্রতিটি কোরের ছিল একটি করে ডিভিশন। ২৮তম কোরের ৩৯তম রক্ষী ডিভিশনটিকে বাহিনীর রিজার্ভে রেখে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম এশিলনের প্রতিটি ডিভিশনের (এগুলোর সংখ্যা ছিল পাঁচটি) আক্রমণাভিযানের এলাকা ১,৪০০ মিটার চওড়া ছিল। প্রথম এশিলনে ডিভিশনগুলোর দু'টো রেজিমেণ্ট ছিল, দ্বিতীয় এশিলনে — একটি।

২

আগে থেকে আমাদের আক্রমণাভিযান আঁচ ক'রে শত্রু তার প্রধান শক্তিগুলোকে অগ্রবর্তী অঞ্চল থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে কিংবা জেয়েলোভ টিলাগুলোতে সরিয়ে নিতে পারে এই ব্যাপারটি মনে রেখে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত অগ্রবর্তী লাইন নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ফ্রণ্টের সদর-দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুসারে লড়াই মাধ্যমে তল্লাস কার্য চালানো হয়। তা চলে ১৯৪৫ সালের ১৪ এপ্রিল, সাধারণ আক্রমণাভিযান শুরু হওয়ার দু'দিন আগে।

www.pathagar.com

প্রতিটি ডিভিশন থেকে ট্যাঙ্ক আর তোপ সমেত একটি ক'রে শক্তিশালীকৃত ব্যাটেলিয়ন তাতে অংশগ্রহণ করে।

আক্রমণাভিযানের দু'দিন আগে লড়াই মাধ্যমে অনুসন্ধান চালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্তটি আমরা আমাদের বাহিনীতে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করলাম। ফ্রন্টের অধিনায়কের নির্দেশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি চালাতে হবে কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে। যোদ্ধাদের এ বিষয়ে জানানোর অনুমতি ছিল কেবল খোদ আক্রমণের প্রাক্কালে।

কোভেল শহরের নিকটে এবং ভিস্টুলা তীরে লড়াই মাধ্যমে তল্লাস কার্য চালানো হয়েছিল আক্রমণাভিযানের দুই ঘণ্টা আগে এবং পরে তা পরিণত হয়েছিল সাধারণ আক্রমণাভিযানে। কিন্তু এবার ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী এরূপ পদ্ধতি ত্যাগ করেন।

সেই সঙ্গে ফ্রন্টের অধিনায়ক নতুন একটি পদ্ধতির প্রস্তাব দেন: ব্যূহ ভেদের এলাকায় বিপুল সংখ্যক সার্চ লাইট বসাতে হবে এবং আক্রমণের আগে — যা পরিচালিত হবে রাত্রি বেলা — রণক্ষেত্র আলোকিত ক'রে শত্রুর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিতে হবে।

আক্রমণাভিযানের এক সপ্তাহ আগে মার্শাল জুকোভ আয়োজিত এক বিশেষ মহড়ায় আমরা, বাহিনী আর কোরসমূহের অধিনায়করা, নিজের উপর সার্চ লাইটগুলোর কাজ পরীক্ষা করলাম। পরীক্ষা করলাম যেমন আক্রমণাভিযানে, যখন ওগুলো জ্বলছিল পশ্চাদ্ভাগে, তেমনি প্রতিরক্ষায়, যখন আলো গিয়ে পড়ছিল মুখের উপর। ব্যাপারটা মন্দ উতরাল না...

সমগ্র ফ্রন্ট জুড়ে লড়াই মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্য চলে ১৪ এপ্রিল। সকাল ৭টা ৪০ মিনিটের সময়, দশ মিনিটের আর্টিলারি হামলার পর। তল্লাসী ব্যাটেলিয়নগুলো শত্রুর প্রথম অবস্থানটি একসঙ্গে আক্রমণ করে এবং ৮ম রক্ষী বাহিনীর আক্রমণাভিযানের এলাকায় দু'-চার কিলোমিটার অবধি এগিয়ে গিয়ে তা দখল করে নেয়। একই ব্যাপার ঘটে ডাইনের প্রতিবেশী ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীর এলাকায়। শত্রু হতভম্ব ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে হটে যায়।

লড়াই মাধ্যমে তল্লাসের সময় আমরা শত্রুর ২০তম মোটোরাইজ্‌ড্‌ ও ৩০৩তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলোর কিছু সৈন্যকে বন্দী করি। ওদের মধ্যে ৩০৩তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের একজন কর্পোর‍্যালও ছিল। জেরা করার সময় ও বলল:

— দুই সপ্তাহ বাদে জার্মানি খতম হয়ে যাবে!..

www.pathagar.com

— কেন? — জিজ্ঞেস করা হল ওকে।

ও একটু ভেবে জবাব দিল:

— আপনাদের ১৪ তারিখের আক্রমণাভিযান প্রধান আক্রমণাভিযান ছিল না। এ কেবল তল্লাস। তবে দুই-তিন দিন পরে আপনারা আসল আক্রমণাভিযান আরম্ভ করবেন। বার্লিন পর্যন্ত পেঁছিতে সপ্তাহ খানেক লাগবে, এবং বার্লিনের জন্য লড়বেনও এক সপ্তাহের মতো। আর তার মানে, পনেরো-কুড়ি দিন পরে হিটলারের কেল্লা ফতে।

জার্মান কর্পোরাল্যালটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করল সম্ভবত বহু ফ্যাসিস্ট জেনারেলের চেয়ে ভালো। সে ভুল করে নি যে ১৪ তারিখ ছিল তল্লাস; সে ভুল করে নি যে দু'-তিন দিন বাদে আমাদের আসল আক্রমণাভিযান শুরু হবে, এবং সে আক্রমণাভিযানের ফলও সে সঠিকভাবে আঁচ করতে পারল।

আধিপত্যকারী জেয়েলোভ টিলাগুলো ছিল শত্রুর হাতে। সেই জন্য ফ্যাসিস্টরা সমগ্র উপত্যকার উপর চোখ রাখতে পারছিল। আর উপত্যকায় সমাবেশিত হয়েছিল আমাদের সৈন্যরা। গোপনে গমনাগমন করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিনই ছিল। অথচ অজ্ঞাতসারে মূল অবস্থানগুলোতে সৈন্য এবং, বিশেষত কামান আর ট্যাঙ্কগুলো, নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হত। কিন্তু শত্রু যখন কেবল আক্রমণের পাদভূমিতেই নয়, নদীর পুব তীরেও আমাদের অবস্থানগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তখন কীভাবে তা করা যায়? এমনকি রাতের অন্ধকারও আমাদের সহায় হতে পারল না: শত্রু সার্চ লাইট জ্বালিয়ে অঞ্চলটি তন্নতন্ন করে দেখছিল। আমরা কিন্তু সার্চ লাইটগুলোর উপর গোলাবর্ষণ করি নি: গোলন্দাজদের হুকুম দেওয়া হয়েছিল তারা যেন নিজেকে প্রকাশ না করে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন নীরব থাকে। সার্চ লাইট নিভলে জ্বলত তল্লাসী বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত আলোক-বোমা, এবং সারা উপত্যকাটি নাৎসিদের চোখের সামনে একেবারে দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সৈন্যদের লুকিয়ে রাখা এই কারণে জটিল হয়ে উঠেছিল যে গাছগুলোতে তখনও পাতা ধরে নি, আর মাটিতেও লুকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না বসন্তের প্লাবন ও ভূগর্ভের জলের দরুন। বেলচা দিয়ে ঘা মারলেই গর্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘোলা জলে ভরে যেত।

www.pathagar.com

অগ্রভাগে — রক্ষী পতাকা

১

সর্বদা যেমনটি ঘটে থাকে, এবারও আক্রমণাভিযানের আগে রাজনৈতিক সংস্থাসমূহ, পার্টি আর কমসোমল (যুব কমিউনিস্ট লীগ) সংগঠনসমূহ লোকজনকে নিয়ে সক্রিয় কাজ শুরু করে দেয়। যেই মাত্র সামরিক দায়িত্ব পাওয়া গেল অমনি বাহিনীর সামরিক পরিষদ বাহিনীর সদর-দপ্তরের পার্টি সদস্যদের এবং বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের একটা সভা আহ্বান করল যাতে অংশগ্রহণ করেন কোর আর ডিভিশনসমূহের সেনাপতি ও রাজনৈতিক বিভাগগুলোর অধিকর্তারা। সাথীরা তাতে নিজের চিন্তাভাবনা বিনিময় করল, সলাপরামর্শ করল সৈন্যদের মধ্যে কীভাবে কাজ করলে বেশি ভালো হয়। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে পার্টি সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে এরূপ একটি প্রস্তাবও অনুমোদন করল: 'আক্রমণাভিযানের আগের রাতে সমস্ত ইউনিট আর ফর্ম্যাশন অগ্রবর্তী অঞ্চলের প্রথম ট্রেঞ্চে নিয়ে যাবে সংগ্রামী রক্ষী পতাকাগুলো যাতে প্রত্যেক যোদ্ধা দেখতে পায় যে সে এই লড়াইয়ে যাচ্ছে নিজের সাথীদের সঙ্গে, সৈনিক আর সেনাপতিদের সঙ্গে, ইউনিটের পবিত্র লাল পতাকা নিয়ে, যা হচ্ছে বৈপ্লবিক আদর্শসমূহের প্রতীক, মানবজাতির স্বাধীনতা ও সুখের জন্য পৃথিবীর সমস্ত সততাপরায়ণ মানুষের পূত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।'

সদর-দপ্তরের অফিসারবৃন্দ এবং কোম্পানি ও ব্যাটারি সহ সমস্ত পর্যায়ের সেনাপতিদের নিয়ে ভূভাগের প্রতিরূপের উপর আক্রমণাভিযানের একটা মহড়া দেওয়া হল। ফৌজ পরিচালনার পদ্ধতি এবং লড়াইয়ে দ্বিতীয় এশিলনগুলোকে প্রবিষ্ট করানোর কাজটি বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রপ্ত করা হল।

১৫ এপ্রিলের রাতটি আমার কাছে খুব লম্বা মনে হয়েছিল। চূড়ান্ত ঘটনার অপেক্ষায় থাকলে সর্বদাই এমনটি ঘটে থাকে।

www.pathagar.com

ভোর হওয়ার আগে রেইণ্ট্‌ভেইন বসতির কাছে আমার কমাণ্ড পোস্টে এলেন মার্শাল জুকোভ। ওই মুহূর্তে বাহিনীর সৈন্যরা মূল অবস্থানটি নিয়ে নিয়েছিল। ইউনিটসমূহের কমাণ্ডাররা রক্ষী পতাকাগুলো নিয়ে অগ্রবর্তী এলাকায় বেরিয়ে এলেন। যোদ্ধারা পতাকার কাছে শপথ করল যে তারা মর্যাদার সঙ্গে সামরিক দায়িত্ব পালন করবে। আকাশে উঠছিল আলোক-রকেটগুলো, এবং ওগুলোর আলোতে যেন জীবন্ত লেনিন লাল জঙ্গী পতাকাসমূহ থেকে যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তিনি যেন ঘৃণ্য শত্রুর সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামে দৃঢ় হওয়ার আহ্বান দিচ্ছিলেন।

মস্কোর সময় সকাল পাঁচটা, বার্লিনের সময় রাত তিনটা...

ওই সময় ট্রেঞ্চগুলোতে পতাকা বাইরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়। সমস্তকিছুই করা হয় চুপচাপ। অবস্থানগুলোর উপর রাত্রের অন্ধকার।

ফ্রণ্টের অধিনায়কের ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটাটি শেষ সীমায় পৌঁছে গেল, এবং মুহূর্তে চারিদিক ফরশা হয়ে উঠল। কামানের গোলাবর্ষণের সময় প্রজ্বলিত উজ্জ্বল আলোকচ্ছটাই আমরা ট্রেঞ্চগুলোর উপর দেখতে পেলাম সম্মুখ পানে অগ্রসর উন্মুক্ত পতাকাগুলো। ওগুলোকে ঝঞ্ঝাক্রমণের জন্য প্রস্তুত মূল অবস্থানসমূহে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

শোনা যাচ্ছিল তোপের নিরবচ্ছিন্ন গর্জন, — সে যেন ক্ষমতাসম্পন্ন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আওয়াজ আর কি। খেলার কথা নয়: এক সঙ্গে গর্জে উঠেছিল চল্লিশ হাজার কামান, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাবর্ষণ করে চলেছিল!.. মনে হয়েছিল, ওডের সন্নিকটস্থ সমগ্র সমভূমিটি দুলে উঠেছে। ধুলো আর ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো প্রাচীরাকারে উঠছিল ঊর্ধ্ব পানে।

আমাদের বাহিনীর এলাকায় কামানের অগ্নিবর্ষণের রক্তিমাভা এতই উজ্জ্বল ছিল যে কমাণ্ড পোস্ট থেকে সার্চ লাইটগুলোর আলোকাঘাতের প্রথম মুহূর্তটি দৃষ্টির দ্বারা অনুভব করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেই মুহূর্তটি ধরতে না পেরে ফ্রণ্টের অধিনায়ক ও আমি এমনকি জিজ্ঞাসাও করলাম, সার্চ লাইটগুলো কেন জ্বালানো হয় নি। কিন্তু আমাদের যখন বলা হল যে সার্চ লাইটগুলো কাজ করছে তখন আমরা অবাক না হয়ে পারি নি...

বলতে চাই যে চাঁদমারির জায়গায় আমরা যখন সার্চ লাইটগুলোর কাজের ক্ষমতা ও ফলপ্রসূতা সবিস্ময়ে দেখছিলাম, তখন আমাদের কেউই সঠিকভাবে অনুমান করতে পারে নি লড়াইয়ের পরিবেশে তা কীরূপ দেখাবে। রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্রের অবস্থা সম্পর্কে কোনকিছু বলা আমার

www.pathagar.com

পক্ষে কঠিন। তবে আমাদের ৮ম রক্ষী বাহিনীর এলাকায় আমি দেখতে পেয়েছিলাম, সার্চ লাইটগুলোর ক্ষমতাসম্পন্ন আলোকচ্ছটা শত্রুর অবস্থানগুলোর উপর ধুলো আর ধোঁয়ার ঊর্ধ্বগামী কুণ্ডলী সৃষ্ট পর্দাটিতে বাধা পাচ্ছিল। সার্চ লাইটগুলোর আলো এই পর্দাটি ভেদ করতে পারছিল না, এবং রণক্ষেত্রের দিকে নজর রাখা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া আরও এক আপদ হল: হাওয়াও বইছিল আমাদের দিকে। এর ফলে ৮১·৫ মিটার উঁচু যে-টিলাটিতে কমান্ড পোস্ট অবস্থিত ছিল তা অচিরেই অভেদ্য কুয়াশায় আচ্ছাদিত হয়ে যায়। তখন আমরা কোনকিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, ফৌজ পরিচালনা করছিলাম কেবল রেডিওটেলিফোন যোগাযোগ আর বার্তাবহদের মাধ্যমে।

ধুলো আর ধোঁয়ার পুরু আবরণ আমাদের আক্রমণরত ইউনিটগুলোর ক্রিয়াকলাপও জটিল করে তুলছিল।

আমাদের আক্রমণাভিযান আরম্ভ হওয়ার প্রথম আধ ঘণ্টা শত্রু কোন গোলাগুলি বর্ষণ করে নি বললেই চলে। তার নিরীক্ষণ কেন্দ্র আর কমান্ড পোস্টগুলো, এবং গোলাবর্ষণের জায়গাগুলো আমাদের গোলন্দাজ আর বিমান বাহিনীসমূহের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিরোধ দিচ্ছিল কেবল টিকে-থাকা অল্পকিছু মেশিনগান, তোপ আর স্বয়ংচল কামান, যা লুক্কায়িত ছিল পাকা বাড়িগুলোতে এবং পৃথক পৃথক ট্রেঞ্চে। প্রথম দুই কিলোমিটার আমাদের ইনফেন্ট্রি ইউনিট এবং ট্যাংকগুলো কামানের গোলাবর্ষণের আড়ালে থেকে ধীরে ধীরে হলেও বেশ সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে যায়। তবে পরে বিভিন্ন জলধারা আর খাল পথ রোধ করে দিলে ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামানগুলো পদাতিক বাহিনীর থেকে পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। গোলন্দাজ, পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যাহত হয়। শত্রুর টিকে-থাকা কামান আর মর্টার কামানগুলো ভোর বেলা গর্জে উঠে এবং সেই পথগুলোর উপর গোলাবর্ষণ করতে আরম্ভ করে যেগুলো দিয়ে ভিড় ক'রে চলেছিল আমাদের সৈন্য এবং সামরিক সাজসরঞ্জাম। কিছু কিছু রেজিমেণ্ট আর ব্যাটেলিয়নে পরিচালন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এ সমস্তকিছুই আক্রমণাভিযানের গতিকে প্রভাবিত করল।

শত্রু বিশেষ দৃঢ় প্রতিরোধ দিল হাউপ্‌ট খালে, যা উপত্যকার উপর দিয়ে চলে গেছে জেয়েলোভ টিলাগুলোর পাদদেশ ঘুরে। বসন্তকালীন প্লাবনের জল ওটাকে আমাদের ট্যাংক আর স্বয়ংচল কামানগুলোর পক্ষে

www.pathagar.com

গভীর ও দুর্গম করে তুলে। আর যে কয়েকটি পুল ছিল ওগুলোর উপরও কামান আর মর্টার কামান থেকে গোলাগুলি বর্ষিত হচ্ছিল জেয়েলোভ টিলার পেছন থেকে এবং মাটিতে ভালোভাবে লুকিয়ে রাখা ও সোজা নিশান নিয়ে থাকা ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামানগুলো থেকে।

এখানে আমাদের আক্রমণাভিযানের গতি আরও বেশি মন্থর হয়ে আসে। স্যাপাররা যতক্ষণ পাড়ি-ব্যবস্থার কাজে ব্যস্ত ছিল, ততক্ষণ ফৌজগুলো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। মোটর গাড়ি বা ট্যাঙ্কগুলোর পক্ষে কোনরূপ মহড়া নেওয়া সম্ভব ছিল না: রাস্তাগুলোতে প্রচন্ড ভিড়, তিল ধারণের জায়গা নেই, আর জলাময় প্লাবনভূমি ও মাইন পাতা মাঠগুলোর উপর দিয়ে সোজাসুজি অগ্রসর হওয়াও ছিল অসম্ভব।

আমাদের বিমান বাহিনীকে ধন্যবাদ। লাল তারকাযুক্ত বোমারু, ফাইটার আর আক্রমণকারী বিমানগুলো রণক্ষেত্রের আকাশে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরেও ওগুলো সাফল্যের সঙ্গে শত্রুর গোলন্দাজ বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে চলেছিল।

অবশেষে হাউপ্‌ট খাল অতিক্রম করা গেল। আমাদের সৈন্যরা জেয়েলোভ টিলাগুলোতে ঝঞ্ঝাক্রমণ শুরু করল।

বেলা ১২টা নাগাদ ৮ম রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা শত্রুর প্রথম দু'টি অবস্থান ভেদ ক'রে তৃতীয়টির কাছে পে'ৗছে যায়। তবে গতিতে থেকে ওটা দখল করতে পারে নি। জেয়েলোভ টিলাগুলোর ঢাল এতই খাড়া যে আমাদের ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামানগুলো টিলায় উঠতে পারল না এবং অধিকতর ঢালু চড়াই খুঁজতে বাধ্য হল। এই চড়াইগুলো চলেছিল জেয়েলোভ, ফ্রিডের্সডর্ফ ও ডলগেলিন অভিমুখী সড়কসমূহ বরাবর। কিন্তু এখানে শত্রু মজবুত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে রেখেছিল। এই সমস্ত ঘাঁটি ধ্বংস ও দখল করার জন্য কামান থেকে নির্ভুল ও প্রবল গোলাবর্ষণ করা প্রয়োজন ছিল। তাই গোলন্দাজ বাহিনীকে নতুন অবস্থানে, জেয়েলোভ টিলার কাছে চলে যেতে হচ্ছিল।

আমি আর্টিলারিকে টেনে আনার, পদাতিক, ট্যাঙ্ক আর গোলন্দাজ বাহিনীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করার এবং বেলা ২টার সময় কুড়ি মিনিটের গোলাবর্ষণের পর জেয়েলোভ, ফ্রিডের্সডর্ফ আর ডলগেলিন আক্রমণ ক'রে জেয়েলোভ টিলাগুলো অধিকার করার হুকুম দিলাম।

আগেই বলেছি যে ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল গেওর্গি জুকোভ আমার

www.pathagar.com

কমাণ্ড পোস্টে ছিলেন। এখান থেকে তিনি সৈন্য পরিচালনা করছিলেন এবং সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন।

আমাদের ফ্রন্টটি — যার বিরুদ্ধে শত্রু সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করেছিল এবং অধিকতর মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে রেখেছিল, বিশেষত জেয়েলোভ টিলায় — ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের চেয়ে কিছুটা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। তা সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরকে উদ্বিগ্ন করে। কিন্তু এটা একবার ভেবে দেখা উচিত যে আমাদের লড়তে হচ্ছিল অতি জটিল পরিস্থিতিতে, এবং ফ্যাসিস্টদের কঠোর প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। সৈন্যরা অতি কষ্টে জলাকাদার মধ্য দিয়ে চলে-যাওয়া রাস্তাগুলো ভেঙে এগুচ্ছিল। বন্যার জল অনেক জায়গাকে দুর্গম করে তুলেছিল। জেয়েলোভ টিলাগুলোর সামনে আমাদের আক্রমণাভিযান একটু থেমে যায়।

সম্ভবত আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি এবং জেয়েলোভ টিলায় শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ ত্বরান্বিত করার ইচ্ছায় ফ্রন্টের অধিনায়ক আমাদের বাহিনীর এলাকায় ম. কাতুকোভের ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীকে ও ই.ইউশ্চুকের ১১শ স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক কোরকে লড়াইয়ে ঢোকানোর সিদ্ধান্ত নেন। উক্ত বাহিনী ও কোরকে গতিতে থেকেই জেয়েলোভ টিলাগুলো দখল করে বার্লিন অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় (আগে ঠিক করা হয়েছিল যে এই ট্যাঙ্ক ফর্ম্যাশনগুলোকে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার পরই লড়াইয়ে ঢোকানো হবে)।

ট্যাঙ্ক ফর্ম্যাশনগুলো যখন ৮ম রক্ষী বাহিনীর সৈন্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল, তখন রাস্তাগুলোতে আরও বেশি ঠেসাঠেসি শুরু হয়ে গেল, রাস্তা থেকে এক পাশে সরে পড়া সম্ভব ছিল না। ১ম রক্ষী বাহিনীর ট্যাঙ্কগুলো আক্ষরিক অর্থেই তোপ-কামান টানার কাজে লিপ্ত আমাদের আর্টিলারি ট্র্যাক্টরগুলোর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল, যার ফলে ডিভিশন আর কোরসমূহের দ্বিতীয় এশিলনগুলোর মহড়া নিতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল। এ কথাটিও বলে রাখা দরকার যে ৮ম রক্ষী বাহিনীর নিজেরও কম ট্যাঙ্ক শক্তি ছিল না।

তবে বিভিন্ন রকমের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা আমাদের কাছে কোন নতুন ব্যাপার ছিল না। পদাতিক সৈনিক আর ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা পরস্পরকে সাহায্য ক'রে সাহসের সঙ্গে ফ্যাসিস্টদের ধ্বংস করছিল, ওদের আত্মরক্ষা লাইন থেকে খেদিয়ে দিচ্ছিল।

দিনের দ্বিতীয়ার্ধে বাহিনীর ডান পার্শ্বে, ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের

www.pathagar.com

এলাকায় কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। জেনারেল শুগায়েভের অধিনায়কত্বে ৪৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনটি কিউস্ট্রিন — বার্লিন রাজপথের উত্তরে আক্রমণাভিযান চালিয়ে শত্রুর প্রতিরোধ দমন করে দেয়, জেয়েলোভ শহরের উত্তরে কয়েকটি উঁচু টিলা দখল করে নেয় এবং জেয়েলোভ থেকে বুগডর্ফ ও গুজোভ অভিমুখী একটি রেলপথ ও দু'টি মোটর সড়ক কেটে ফেলে। জেনারেল প. জালিজিউকের পরিচালনাধীন ৫৭তম রক্ষী ডিভিশনটি সন্ধ্যার সময় জেয়েলোভ স্টেশনের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

জেয়েলোভ থেকে দক্ষিণে আক্রমণরত ২৯তম ও ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরগুলোর রণাঙ্গনে সৈন্যরা একেবারে জেয়েলোভ টিলাগুলোর কাছে পেঁাছে গিয়েছিল, কিন্তু শত্রুর ঘাঁটিগুলোর উপর সমস্ত শক্তি দিয়ে যুগপৎ আঘাত হানতে পারল না। অন্ধকার আক্রমণাভিযানের গতি বাড়াতে দিল না। দিনের জন্য নির্ধারিত কাজ বাহিনী সম্পন্ন করতে পারল না — জেয়েলোভ টিলাগুলো নেওয়া হয়েছে কেবল আংশিকভাবে। লড়াইয়ে নিযুক্ত ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীও কাজটা করে উঠতে পারল না: তা প্রসারিত হতে না পেরে ওডেরের প্লাবনভূমির রাস্তায় থেমে পড়ল।

ডাইনের প্রতিবেশী — জেনারেল বের্জারিনের ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী দিনের শেষে আল্‌টে-ওডের নদীতে পেঁাছল।

বাঁয়ের প্রতিবেশী — জেনারেল কলপাক্‌চি-র পরিচালনাধীন ৬৯তম বাহিনীটি মোটেই অগ্রসর হতে পারে নি।

শক্তিতে যথেষ্ট প্রাধান্য সত্ত্বেও কেন আমরা অপারেশনের প্রথম দিনের এত সামান্য সাফল্যে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য ছিলাম? শত্রু সম্ভবত আগের লড়াইগুলোর অভিজ্ঞতা মনে রেখেছিল এবং নিজের রক্ষা ব্যূহ রচনার নীতি বদলে দিয়েছিল। আগে তার প্রধান শক্তিগুলো থাকত প্রথম প্রতিরক্ষা অঞ্চলে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানগুলো যদিও গভীরে প্রস্তুত হত তাতে কিন্তু সর্বদা দ্বিতীয় ও তৃতীয় এশিলনের সৈন্য থাকত না। রিজার্ভগুলোও — হোক তা ট্যাঙ্ক অথবা মোটোরাইজ্‌ড্‌ ডিভিশন — সাধারণত প্রতিরক্ষা লাইনে থাকত না, ওগুলো অবস্থান করত নিকট পশ্চাদ্ভাগে এবং ব্যূহ ভেদে সফলকাম বিপক্ষের উপর পাল্টা আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে তাক ক'রে বসে রইত। আমরা শত্রুর এই রণকৌশলটি অধ্যয়ন ক'রে তাকে তার প্রধান প্রতিরক্ষা অঞ্চলে বিধ্বস্ত করতে লাগলাম। একই সময়ে তার রিজার্ভগুলোর উপর আঘাত হানছিল বিমান বাহিনী আর দূর পাল্লার কামান, তাতে

www.pathagar.com

ওগুলোর কাজে বিঘ্ন ঘটত এবং শত্রু পাল্টা আক্রমণ আয়োজন করতে পারত না। প্রথম (বা প্রধান) প্রতিরক্ষা অঞ্চলে শত্রুর ফৌজকে বিনষ্ট করে দিয়ে আমরা লড়াইয়ে ঢোকাতাম আমাদের মোবাইল রিজার্ভগুলোকে, সাধারণত ট্যাঙ্ক কোর আর বাহিনীগুলোকে, যা শত্রুর মজুদ শক্তিসমূহকে বিধ্বস্ত ক'রে বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে বেরিয়ে পড়ছিল। তা-ই ঘটেছিল ইউক্রেনে, তা-ই ঘটেছিল কোভেলের কাছে, তা-ই ঘটেছিল ভিস্টুলা-ওডের অপারেশনে, যখন স. বগ্‌দানোভ ও ম. কাতুকোভের পরিচালনাধীন ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোকে ঢোকানো হয়েছিল শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা অঞ্চলে ইনফেন্ট্রি বাহিনীগুলোর দ্বারা ভিন্ন ব্যূহে। এই শক্তিশালী ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো শত্রুর গভীর পশ্চাদ্ভাগে ঢুকছিল এবং পার্শ্বগুলোর দিকে শত শত কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ভিন্ন ব্যূহ প্রসারিত করে চলেছিল।

এবার শত্রু রক্ষাব্যূহ রচনার কাজে নতুন পন্থা অবলম্বন করল। সে কেবল প্রথমই নয়, দ্বিতীয় আর তৃতীয় প্রতিরক্ষা অঞ্চলগুলোতেও অবস্থান নিত এবং ওখানে বিপুল সংখ্যক পদাতিক সৈন্য, ট্যাঙ্ক আর কামান রাখত। তাছাড়া, প্রতিরক্ষা অঞ্চলের গভীরে শত্রুর শক্তিশালী রিজার্ভ থাকত। আমাদের সৈন্যরা আল্‌টে-ওডের নদী আর হাউপ্‌ট খালের তীরগুলো বরাবর বিস্তৃত প্রথম প্রতিরক্ষা অঞ্চলটি ভেদ করার পর শত্রুর দ্বিতীয় অঞ্চলটিতে তার সুসংগঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়।

এ ব্যাপারটিও মনে রাখা দরকার যে ওডের থেকে বার্লিন পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটিকে নাৎসিরা বস্তুত পক্ষে একটি সুদৃঢ় কেল্লায় পরিণত করে ফেলে, যেখানে মাঠের মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও জনপদসমূহের অগণিত বাড়িকে, বনাঞ্চল আর জল-বাধাকে প্রতিরক্ষা কাজের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল।

অঞ্চলের স্বকীয়তার দিকেও আমরা যথেষ্ট নজর দিই নি। ওখানে ছিল প্রচুর প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক — খাল, নদীনালা, হ্রদ। রাস্তার অভাবে আমরা সৈন্যদলগুলো স্থানান্তরিত করতে পারছিলাম না এবং আক্রমণের সময় বেশি শক্তি ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। তার উপর ছিল অসংখ্য জনপদ যেখানে প্রতিটি বাড়ি নিতে হচ্ছিল ঝঞ্ঝাক্রমণের দ্বারা।

আক্রমণাভিযানের প্রথম দিনে বোঝা গেল যে শত্রু প্রতিটি যুদ্ধ-সীমার জন্য অটলভাবে লড়বে। তার ইউনিটগুলোতে এসে যোগ দিল SS ফৌজের অনেকগুলো বিশেষ টিম। জার্মান বন্দীদের বর্ণনা অনুসারে, উক্ত টিমগুলোকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে যারাই পিছু হটতে অথবা

www.pathagar.com

প্রতিরোধ শিথিল করতে চেষ্টা করবে তাদের সবাইকে যেন সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রতিটি ট্রেঞ্চ, প্রতিটি ফক্সহোল আমাদের নিতে হবে লড়াই করে, — আর জনপদগুলোর আবাসিক এলাকার কথা না-ই বা বললাম।

১৬ এপ্রিলের রাতটি আমরা ব্যবহার করলাম আর্টিলারি স্থানান্তরণের জন্য, সৈন্য পুনর্বিন্যাসের জন্য এবং জেয়েলোভ টিলাগুলো আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য।

পরদিন তিরিশ মিনিটের প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর মস্কো সময় ১০টা ৩০ মিনিটে আক্রমণাভিযান আরম্ভ হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে কামান দাগা হচ্ছিল। রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে কাজ করছিল দুই শতাধিক তোপ আর মর্টার কামান।

বাহিনীর ডান পার্শ্বে ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরটিকে গুজোভ — জেয়েলোভ সড়কে তুলে দেওয়া হয়। তা হের্ল্স্ডর্ফ অভিমুখে আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি করে দিনান্তে ফ্লিস নদীতে পেঁছে ওটা অতিক্রম করার নির্দেশ পেল। এই কোরের সঙ্গে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল ১১শ ট্যাঙ্ক কোরটি।

২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ল্যুডভিগস্লুস্ট ও ফ্রিডের্সডর্ফ বসতিগুলো অধিকার করার এবং পরে তাকেও ফ্লিস নদীতে পেঁছে তা অতিক্রম করার কথা ছিল। এই আঘাতটির সাফল্য সুনিশ্চিতকরণের জন্য দ্বিতীয় এশিলন থেকে ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ৮২তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনটিকে দিয়ে দেওয়া হয়। তা ৪র্থ কোরের বাঁ পার্শ্বের পেছন থেকে ভরিন — ইয়ান্স্ফেল্ডে অভিমুখে আঘাত হানছিল।

২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের কাজ ছিল ডলগেলিন অঞ্চল দখল করা এবং পরে লিট্সেন হয়ে মার্কস্ডর্ফ অভিমুখে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া।

জেয়েলোভ টিলাগুলোর জন্য লড়াইয়ে এবং ফ্লিস নদী অতিক্রমণ কালে বাহিনীর সৈন্যদের সাহায্য করছিল আক্রমণকারী বিমান বাহিনী।

এবার দিনের আলোয় পরিচালিত প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ আক্রমণাভিযানের প্রথম দিনের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ প্রতিপন্ন হল।

১৭ এপ্রিল সর্বাধিক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল আমাদের ডাইনের প্রতিবেশীর সঙ্গে সংযোগ স্থলে। ওখানে ৫ম আক্রমণকারী ও ৮ম রক্ষী

www.pathagar.com

বাহিনীগুলোর ইউনিটসমূহ শত্রুর রক্ষাব্যূহ ভেদ ক'রে এবং তার পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করে আল্‌ট-রজেন্‌টাল — হেল্‌স্‌ডর্ফ — ভাইন্টেগ্‌র্ হ্রদ যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছে যায়। অপেক্ষাকৃত মন্থর অগ্রগতি হচ্ছিল বাঁ পার্শ্বে, ৬৯তম বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থলে, যেখানে ২৮তম কোর এবং ১ম রক্ষী ট্যাংক বাহিনীর ইউনিটগুলো শত্রুর নিরবচ্ছিন্ন প্রতিআক্রমণ প্রতিহত করে কেবল ডলগেলিন আর লিব্বেনিকেন অঞ্চলগুলো অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল।

জেয়েলোভ টিলাগুলো রক্ষার কাজে শত্রু নিযুক্ত করে রিজার্ভের দু'টি ডিভিশনকে — ২৮তম মোটোরাইজ্‌ড্‌ ও ১৬৮তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলোকে এবং বার্লিনের বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিমান কোরটিকে।

কেবল আক্রমণাভিযানের দ্বিতীয় দিনের শেষ দিকে বাহিনী দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা অঞ্চলটি নিল, জেয়েলোভ টিলাগুলো পুরোপুরিভাবে অধিকার করল এবং ওডেরের প্লাবনভূমি থেকে বেরল।

ডাইনের প্রতিবেশী — ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী ফ্লিস নদী অতিক্রম ক'রে প্লটকভ অঞ্চল দখল করল।

বাঁয়ের প্রতিবেশী — ৬৯তম বাহিনী মাল্‌কোভ অঞ্চলের জন্য লড়াই অব্যাহত রাখল।

লড়াইয়ের এই দু'দিনে সমগ্র ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যদেরই মতো ৮ম রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরাও আক্রমণাভিযানের কেবল প্রথম দিনের কাজই সম্পন্ন করল। আমরা কোন মতেই শত্রুর এত দৃঢ় প্রতিরোধ প্রত্যাশা করি নি। এই মরিয়া সংগ্রামে অনুভূত হচ্ছিল নাৎসিদের বদ্ধপরিকরতা: বার্লিন অবধি বাকী জমির প্রতি মিটারের জন্য তারা লড়বেই। নিজ ভূখণ্ডের বেশি ভেতরে গিয়ে শত্রুর মহড়া নেওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। তাই সে তার কাছে যাকিছু ছিল তা-ই লড়াইয়ে লাগাচ্ছিল: কেবল আমাদের আক্রমণাভিযানটি রুখতে পারলেই হল। আমরা জানতাম যে ফ্যাসিস্টদের শক্তি ফুরিয়ে আসছে, এবং আমাদের অনুকূলে পটপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই ১৮ এপ্রিল সৈন্যরা বিশাল এলাকা দখলের হুকুম নয়, রণক্ষেত্রে ও শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নিকটতম গভীরে তার জ্যান্ত শক্তি আর অস্ত্রশস্ত্র পেষণ করার হুকুম পেল। কোরগুলোর কমাণ্ডারদের পরিকল্পনা অনুসারে সকাল বেলা আমরা আবার প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ চালালাম।

www.pathagar.com

সে দিন শত্রু নতুন দু'টি মটোরাইজ্‌ড্‌ ডিভিশনকে — 'কুর্মাক' ও 'মিউন্‌খেবের্গ' — এবং জেনারেল জাইয়েৰ্টের পরিচালনাধীন একটি SS ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনকে লড়াইয়ে ঢোকায়। অতি কঠোর লড়াই আরম্ভ হয়। একটার পর একটা পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে, বিশেষত বাহিনীর বাঁ পার্শ্বে।

ডিডের্সডর্ফ অঞ্চলে শত্রু কিউস্ট্রিন — বার্লিন সড়কটি কেটে দেওয়ার চেষ্টা করে, — ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোর আর ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাজসরঞ্জাম ও পশ্চাদ্ভাগগুলোর বেশির ভাগ ওই সড়ক দিয়েই চলাচল করছিল। এই বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের সেনাপতিকে ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনটিকে লড়াইয়ে ঢোকানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এর আগে উক্ত ডিভিশনটি দ্বিতীয় এশিলনে যাচ্ছিল।

কর্নেল ইয়েফিম গ্রিৎসেঙ্কোর পরিচালনাধীনে এই ডিভিশনের অগ্রণী ১১৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্টটি শত্রুর অভিজ্ঞ সাব-ইউনিটগুলোর সঙ্গে ও ফল্‌ক্স্‌স্টুর্ম-এর (গণ-বাহিনীর) একটি ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে গেল। ওই ব্যাটেলিয়নটি আর সাব-ইউনিটগুলো সমস্ত শক্তি নিয়ে কোন-না-কোন সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করছিল। ওরা জেয়েলোভ টিলাগুলোর পশ্চিমের ক্রমাবনত ঢালগুলোতে ওৎপেতে বসে থেকে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছিল, আমাদের সৈন্য অতিক্রান্ত গুপ্ত স্থানগুলোতে আশ্রয় নিয়ে মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করছিল, মোটর সড়ক আর রেল ক্রসিংগুলোর পাশে অবস্থিত ঘরবাড়ি থেকে হাত-বোমা আর ফাউস্টপ্যাট্রন ছুড়ছিল। কর্নেল গ্রিৎসেঙ্কো শত্রুর এরূপ রণকৌশলের সঙ্গে সংগ্রামের একটি উপায় আবিষ্কার করলেন। তিনি জনপদ আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গ্রন্থিগুলোর উপর সোজা আক্রমণ চালালেন না। রেজিমেণ্টের ব্যাটেলিয়নগুলো প্ল্যাটুনে প্ল্যাটুনে আর কোম্পানিতে কোম্পানিতে মর্টার কামান আর হালকা তোপ নিয়ে ঘেসো বন আর ঘুরপথ দিয়ে শত্রুর সাব-ইউনিটসমূহের পশ্চাদ্ভাগে ও পার্শ্বে পৌঁছে শত্রুর পক্ষে অলাভজনক লড়াই বাধানোর কাজে লিপ্ত হল।

নৈতিক শ্রেষ্ঠতা ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের দিকে, এবং এই এলাকায় শক্তির অনুপাত সব সময় যদিও গ্রিৎসেঙ্কোর রেজিমেণ্টের অনুকূলে ছিল না, তা সত্ত্বেও নাৎসিরা কিন্তু চাপ সইতে পারছিল না— আত্মসমর্পণ করছিল অথবা আতঙ্কের সঙ্গে হটে যাচ্ছিল। লড়াইয়ের কেবল এক দিনে রেজিমেণ্ট প্রায় ১০০টি মেশিনগান, বিভিন্ন সামরিক মালপত্র সমেত ১০৭টি মোটর গাড়ি কবজা করল এবং ৩১৫ জন সৈনিক আর অফিসারকে বন্দী করল।

www.pathagar.com

অনুরূপ রণকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন ৭৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ২২৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্টের তরুণ ও নির্ভীক কমান্ডার লেফটেনেণ্ট-কর্নেল আলেক্সান্দর সেমিকোভ, যাঁর সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি। তাঁর রেজিমেণ্টটি গ্রিৎসেঙ্কোর রেজিমেণ্টের বাঁ দিকে লড়ছিল। ডলগেলিনের জন্য লড়াইয়ে সেমেকোভের সাব-ইউনিটগুলো রেলপথ এবং ডলগেলিন — ফ্রাঙ্কফুর্ট মোটর সড়কের চৌমাথায় শত্রুর অতি প্রবল একটি প্রতিরোধগ্রন্থি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। গর্তের মধ্যে রাখা পাঁচটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টের পথ রোধ করে রেখেছিল। ভারী কামান দেগে আর 'কাতিউশা' মর্টার কামানে রকেট ছুঁড়েও ওগুলোর কোনকিছু করা গেল না। ট্যাঙ্কগুলোর বর্ম আচ্ছাদিত ছিল রাস্তার প্রস্তর স্তূপ দিয়ে। সেমিকোভ ওগুলির পশ্চাদ্ভাগে ফাউস্টপ্যাট্রন আর বিস্ফোরণ পদার্থ সমেত অভিজ্ঞ স্যাপারদের পাঠালেন। কয়েকটি আঘাতের পর ট্যাঙ্কগুলো গোলাবর্ষণ বন্ধ করে দিল, আর চালকরা পালিয়ে গেল।

অচিরেই সেমিকোভের রেজিমেণ্ট কামানের প্রবল গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হল, এবং এর পর শুরু হল মোটর ও সাঁজোয়া গাড়িতে ক'রে আগত জার্মান পদাতিক সৈন্যদের ক্ষিপ্ত পাল্টা আক্রমণ। বার্লিনের বিমান ঘাঁটিগুলো থেকে ওখানে এল জার্মান ফাইটার প্লেনগুলো। ওগুলো বোমা ফেলছিল যুধ্যমান বাহিনীগুলোর একেবারে জনবহুল স্থানে, আপন-পর বাছবিচার না ক'রে ওদের উপর-গোলাগুলি বর্ষণ করছিল কামান আর মেশিনগান থেকে। দুই ঘণ্টা ব্যাপী লড়াইয়ের পর প্রতিবেশীদের সহায়তায় — জেনারেল ই. দ্রিওমভের ৮ম রক্ষী মেকানাইজ্‌ড্ কোরের ট্যাঙ্ক-যোদ্ধাদের সহায়তায় — সেমিকোভের রেজিমেণ্ট শত্রুকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হল। রণক্ষেত্রে পড়ে রইল শত শত জার্মান সৈনিক আর অফিসার, জ্বলছিল আটটি সাঁজোয়া গাড়ি আর দুটি ভূপাতিত বিমান।

আমাদেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। লেফটেনেণ্ট-কর্নেল সেমিকোভ গুরুতরভাবে আহত হলেন এবং এই সংবাদটি আমাদের বিশেষ ব্যথিত করল। তিনি প্রথম ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে ছিলেন। জার্মান বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত একটা বোমা তাঁর খুবই কাছে বিস্ফোরিত হয়। বোমার বড় বড় কিছু টুকরো তাঁর ডান উরুটি চুর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, একটি হাত আর কাঁধ ভেঙে দিল। সুখের বিষয় যে ডাক্তাররা সেমিকোভকে বাঁচাতে সক্ষম হলেন। তবে তাঁকে বার্লিনের চূড়ান্ত ঝঞ্ঝাক্রমণে অংশগ্রহণ করতে হয় নি, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলেন।

www.pathagar.com

আলেক্সান্দর সেমিকোভ আমাদের সুপারিশ ক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত হন।

১৮ এপ্রিলের লড়াইয়ের ফলে বাহিনীর সৈন্যরা ট্রেবনিট্‌স — ইয়ান্‌স্‌ফেল্ডে যুদ্ধ-সীমাটি দখল করে নেয়। ডাইনের প্রতিবেশী মার্কসওয়াল্ডে — ভুলকোভ যুদ্ধ-সীমায় পেশছে যায়। বাঁয়ের প্রতিবেশী — ৬৯তম বাহিনী — আক্রমণাভিযানের তৃতীয় দিনেও এক জায়গায়ই থেকে যায়, যার দরুন আমাদের বাহিনীর বাঁ পার্শ্বটি প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং শত্রু পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে আমাদের দক্ষিণাভিমুখে, বার্লিন থেকে দূরে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তা যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে বাহিনীর বাঁ পার্শ্বকে রক্ষা করার জন্য ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের দু'টি ডিভিশনকে রেখে দেওয়া হয়।

ফ্রন্টের অধিনায়ক কর্তৃক আক্রমণাভিযানের প্রথম দিনেই লড়াইয়ে নিযুক্ত ১ম রক্ষী ট্যাংক বাহিনী ও ১১শ ট্যাংক কোর ৮ম রক্ষী বাহিনীর সৈন্য বিন্যাসের মধ্যে থেকে অগ্রসর হচ্ছিল। এ ব্যাপারটি অবশ্য সেনাপতিমণ্ডলী-কে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ফ্রন্টের সদর-দপ্তর থেকে একটার পর একটা আশঙ্কাপূর্ণ টেলিগ্রাম আসছিল। এই তো ওগুলোরই একটি:

'ফ্রন্টের অধিনায়ক আদেশ দিয়েছেন:

১. অবিলম্বে আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। বার্লিন অপারেশনের ব্যাপারে শিথিলতা দেখালে সৈন্যদের শক্তি ফুরিয়ে যাবে এবং তারা বার্লিন দখল না করেই সমস্ত গোলাবারুদ ইত্যাদি শেষ করে ফেলবে।

২. সমস্ত সেনাপতিকে থাকতে হবে প্রধান অভিমুখে লড়াইয়ে লিপ্ত কোরগুলোর কমান্ডারদের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে। ফৌজের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৩. অতি ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টিলারি সহ সমগ্র গোলন্দাজ বাহিনীকে প্রথম এশিলনের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং লড়াইয়ে লিপ্ত এশিলন থেকে ২-৩ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে রাখতে হবে। গোলন্দাজ বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ কেবল সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত থাকবে যেখানে ব্যূহ ভেদের সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে যে খোদ বার্লিন পর্যন্ত শত্রু প্রতিরোধ দেবে এবং প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ঝোপ আঁকড়িয়ে ধরবে। সেই জন্যই ট্যাংক-যোদ্ধা, স্বয়ংচল কামান আর পদাতিক সৈন্যদের এই অপেক্ষায় বসে থাকা উচিত

www.pathagar.com

হবে না যে কখন আর্টিলারি সমস্ত নাৎসিকে খতম করে দেবে এবং নিরাপদ জমির উপর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার আনন্দ দান করবে।

৪. নির্মমভাবে শত্রুকে ধ্বংস করুন, এবং দিবারাত্র বার্লিন অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকুন। তাহলেই খুব শীঘ্রই বার্লিন আমাদের হস্তগত হবে।'

২

১৯ এপ্রিলের আক্রমণাভিযান আরম্ভ হয় দুপুর বেলা। তখন অবধি সমগ্র ফ্রন্টের সৈন্যরা আর্টিলারি আর গোলাবারুদ টানছিল, মিউন্‌খেবের্গ প্রতিরক্ষা লাইনের গোলাবর্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান কার্য চালাচ্ছিল। ১ম রক্ষী ট্যাংক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কাতুকোভ এই প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে উন্মুক্ত রণাঙ্গনে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিলেন।

১২টা ৩০ মিনিটের সময় বাহিনীর সৈন্যরা সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে অগ্রসর হতে শুরু করল। দিনের প্রথমার্ধে ডনস্‌ডর্ফ, মিউন্‌খেবের্গ ও বেলেন্‌ডর্ফ নামক সুরক্ষিত শহরগুলো নিয়ে নেওয়া সম্ভব হল। এই যুদ্ধ-সীমায় শত্রু বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, তার বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্য হটে যায়।

মিউন্‌খেবের্গের জন্য লড়াইয়ে চমৎকার সামরিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করে ৮২তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের ২৪২তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি রেজিমেন্টটি, যার সেনাপতি ছিলেন কর্নেল ইভান সুখোরুকোভ। ভোলগা তীরের লড়াইয়ের অংশ গ্রহণকারী অভিজ্ঞ অফিসার সুখোরুকোভ নির্ভীক ও সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত নেন। ওডের থেকে আগত রাস্তা ধরে তাঁর রেজিমেন্টটি মিউন্‌খেবের্গের নিকটস্থ হচ্ছিল। ওখানে শত্রু অনেকগুলো প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে রেখেছিল। ওই ক্ষেত্রটিতে কেবল একটি কোম্পানি রেখে দিয়ে সুখোরুকোভ সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে, শত্রুর পর্যবেক্ষকদের চোখের সামনে, রেজিমেন্টর প্রধান শক্তিগুলোকে পেছনে ফিরিয়ে নিয়ে যান, আর তারপর দ্রুত গতিতে মিউন্‌খেবের্গের উত্তরে অবস্থিত বনে ঢুকে পড়েন এবং ওখান থেকে পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ থেকে যুগপৎ আক্রমণ চালিয়ে শহরের দিকে ধাবিত হন। পদাতিক সৈন্যরা লড়ছিল ছোট ছোট গ্রুপে —ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামান নিয়ে। সুখোরুকোভ নিজে চলছিলেন রেজিমেন্টের মাঝখানে ইনফেন্ট্রি সাব-ইউনিটের সঙ্গে। রাস্তার লড়াই কয়েক ঘণ্টা অব্যাহত থাকে। সেনাপতির পরিকল্পনা মতো যোদ্ধারা শত্রুর পশ্চাদপসরণের পথ কেটে

www.pathagar.com

দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তারা চুপি চুপি রাস্তার চৌমাথায় পেঁছে হঠাৎ গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করত এবং তদ্দ্বারা পরিবেষ্টনের ভাব সৃষ্টি করত। ফ্যাসিস্টরা বার হওয়ার পথের সন্ধানে ছোটাছুটি করত। সুখোরুকোভ সেটাই চাইছিলেন। রেজিমেণ্টের প্রধান শক্তিগুলোর মিলিত আক্রমণের ফলে শত্রু বিধ্বস্ত হল। আমাদের বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই শহরটি অধিকৃত হল।

মিউন্‌খেবের্গের জন্য লড়াই শেষ হওয়ার পর জানা গেল যে ইভান সুখোরুকোভ বুকে ও পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। রেজিমেণ্টের ডাক্তারের কাছ থেকে এ খবরটি পেয়ে আমি কর্নেলকে অনতিবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানোর হুকুম দিলাম। বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর সুপারিশে কর্নেল সুখোরুকোভকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি করে বাহিনীর সৈন্যরা ২০ এপ্রিলের শেষ নাগাদ গার্ট্সিন — কিনবাউম — এনিকেনডর্ফ যুদ্ধ-সীমায় বেরিয়ে পড়ে।

জঙ্গলে অনেক মাইন ক্ষেত্র আর মাইন প্রতিবন্ধক ছিল। শত্রু রাস্তায়, পুলে মাইন পেতে রেখেছিল, ধূর্ততার আশ্রয় নিয়েছিল। রাস্তায়, রাস্তার ধারের নর্দমায় আর মাঠে যেন পরিত্যক্ত মোটর সাইকেল, সাইকেল ও অস্ত্রাদি পড়ে থাকত। ওগুলো সামান্য স্পর্শ করলেই বিস্ফোরণ ঘটত। আমরা 'চতুর' মাইনেরও মোকাবিলা করেছি, — ট্রেলার যুক্ত ট্যাঙ্কগুলো তার উপর দিয়ে চলে যেত। অথচ ওই সমস্ত ট্যাঙ্কের পেছন পেছন অন্য কোন গাড়ি বা ট্যাঙ্ক চললে তা মাইন বিস্ফোরণের দরুন বিনষ্ট হত।

তাই সৈন্যদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হত, আর স্যাপারদের আত্মোৎসর্গী মনোভাব নিয়ে প্রচুর খাটতে হত।

অবশেষে মিউন্‌খেবের্গ — বেলেনডর্ফ যুদ্ধ-সীমা থেকে ফ্যাসিস্টদের ভিন্ন প্রতিরক্ষা ব্যূহে ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীটিকে ঢোকানো গেল। ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা ফিউর্স্টেনওয়াল্ডে ও কিনবাউম অভিমুখে দ্রুত গতিতে অনেকটা এগুল, কিন্তু এর পরে স্বনির্ভরভাবে আর কোন সাফল্য অর্জন করতে পারল না। নদী, জলা, হ্রদ আর বন তাদের মহড়া নিতে বাধা দিচ্ছিল। বনজঙ্গল এবং জনপদগুলোতে ওৎ পেতে বসে থাকা গ্র্যানেড লঞ্চার অপারেটররা আমাদের ট্যাঙ্কগুলোর উপর এক নাগাড়ে বোমা নিক্ষেপ করেই চলেছিল। বোঝা গেল যে আমাদের ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা সাফল্য লাভ করতে পারে কেবল ইনফেণ্ট্রি ইউনিটসমূহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করলে। তাই

www.pathagar.com

ইনফেন্ট্রি ইউনিটসমূহকে আবার ৮ম রক্ষী বাহিনীর সীমানায় প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হল যাতে সোজা বার্লিন অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়।

মিউনখেবের্গের পতনের পর শত্রুর প্রতিরোধ কিছুটা শিথিল হয়ে আসে। জীর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত জার্মান ইউনিটগুলো আমাদের সৈন্যদের প্রবল আঘাতে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। তবে সামনে আমাদের যাত্রাপথে ছিল নতুন নতুন প্রতিরক্ষা লাইন, যা আমাদের তল্লাসী বাহিনী আগে আবিষ্কার করতে পারে নি। গতিতে থেকেই ওগুলো ভেদ করতে হয়েছিল।

আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের পাঁচ দিনে ফ্রন্টের সৈন্যরা বহু জার্মান ইউনিটকে বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। শত্রু বিপুল সংখ্যক সৈন্য আর প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র হারায়। পাঁচটি প্রতিরক্ষা অঞ্চলে অবস্থানরত বিপক্ষের সৈন্যরা এবং লড়াইয়ে নিযুক্ত রিজার্ভগুলো — প্রায় পাঁচ ডিভিশন — বিধ্বস্ত হয়ে বার্লিনের দিকে হটে যায়। জনপদ, বনজঙ্গল, রেল জংশন আর মোটর সড়কের সংযোগ স্থলগুলোর জন্য লড়াইয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করেছে কোম্পানি ও ব্যাটেলিয়নের মতো সাব-ইউনিউটসমূহের রণকৌশল। ওগুলো শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অনুপ্রবেশ করে তাকে সেখানেই আক্রমণ করত, যেখানে সে তা প্রত্যাশা করত না। মিউনখেবের্গ শহরের মতো মজবুত ঘাঁটিটি অধিকার করা সম্ভব হয়েছিল শহরের পশ্চিম প্রান্তে ঢুকে পড়া ছোট সাব-ইউনিটের রণকৌশলের কল্যাণে।

পদাতিক বাহিনীর সৈন্য বিন্যাসে সোজা লক্ষ্য পেতে গোলাবর্ষণের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক কামান স্থাপন করা হয়েছিল, ওখানে ছিল স্বয়ংচল তোপ, ট্যাঙ্ক আর ইঞ্জিনিয়ারিং সাব-ইউনিটসমূহ, যা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের উপর নিরবচ্ছিন্ন হামলা চালিয়ে যাওয়ার, প্রতিরোধ ক্ষেত্রগুলো, লুক্কায়িত অবস্থায় কর্মরত স্বয়ংচল কামান আর ট্যাঙ্কগুলো ধ্বংস করার সুযোগ দিচ্ছিল।

২০ এপ্রিল তারিখের শেষ দিকে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যদের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠে। জেনারেল স. বগ্দানোভের পরিচালনাধীন ২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীটি জেনারেল ভ. কুজনেৎসোভের ৩য় আক্রমণকারী বাহিনীর আক্রমণাভিযানের এলাকায় বের্নাউ অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। শত্রুর চতুর্থ প্রতিরক্ষা লাইন ভেদকারী ৩য় ও ৫ম আক্রমণকারী আর ৮ম রক্ষী বাহিনীগুলোর সৈন্যদের সফল আক্রমণাভিযান এবং কাগেল-ফিউর্স্টেনওয়াল্ডে — ক্লিঙ্কেনডর্ফ অঞ্চলে — যেখানে ২৮তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি কোরের ইউনিটগুলো ট্যাঙ্ক সমেত ব্যূহ ভেদ করেছিল — ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর ইউনিটসমূহের আগমণ নাৎসিদের প্রতিআক্রমণ ও প্রত্যাঘাত থেকে

www.pathagar.com

বিরত থাকতে বাধ্য করে। এবার শত্রু তার সমস্ত শক্তি সমাবেশ করে বার্লিনের প্রতিরক্ষা লাইনে।

১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সফল আক্রমণাভিযান এবং তার সৈন্যদের বারুট — লুক্কেনওয়াল্ডে — ইউটেনবর্গ অঞ্চলে আগমন শত্রুকে ওডেরের এবং ওডের-তীরের-ফ্রাঙ্কফুর্ট আর ফিউর্স্টেনবের্গের মতো সুদৃঢ় ঘাঁটিগুলোর প্রতিরক্ষা থেকে বিরত হতে বাধ্য করে। শত্রু তার ইউনিটগুলোকে এখান থেকে পশ্চিমের দিকে, বার্লিন অভিমুখে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে তা করতে পারে নি: জেনারেল আ. লুচিন্স্কি ও জেনারেল আ. গর্বাতভের বাহিনী দু'টির সৈন্যরা মিউলরোজে — লিউবেন — ত্সসেন — বাড-জারোভ অঞ্চলে নাৎসি ইউনিটগুলোকে অবরোধ করে ফেলেছিল। তাতে আমাদের বাঁয়ের প্রতিবেশীরা — ৩৩তম ও ৬৯তম বাহিনীগুলো — অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেল, যার জন্য ৮ম রক্ষী বাহিনীর বাম পার্শ্বের অবস্থা অনেকটা ভালো হয়ে গেল।

মার্শাল ক. রকোসভ্স্কির অধিনায়কত্বে ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা সাফল্যের সঙ্গে শ্ভেড্ট্ অঞ্চলে ওডের নদী অতিক্রমণ করে এবং প্রেনৎস্লাউ অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যেতে থাকে।

তিনটি ফ্রন্টের অপারেশন সামান্য ধীরে হলেও মোটের উপর ভালোই এগুচ্ছিল। ওডের পেছনে পড়ে রইল, শত্রুর ফ্রন্ট লাইন বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শত্রুর অনেক শক্তি বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

সোভিয়েত ফৌজ বার্লিন অভিমুখে, এল্ব্ নদী অভিমুখে আক্রমণাভিযান অব্যাহত রাখে।

www.pathagar.com

মৃত্যু যন্ত্রণা

১

আমাদের সৈন্যরা ২১ এপ্রিল বের্নাউ, পেটের্সহাগেন, রিউডের্সডর্ফ, এর্কনের ও বুস্টেনহাউসেন অঞ্চলে বার্লিনের বৃত্তাকার মোটর রাজপথে পৌঁছে গেলে ফ্যাসিস্ট রাজধানী পুরোপুরি পরিবেষ্টনের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠে। এই উদ্দেশ্যে ফ্রন্টের অধিনায়কের নির্দেশে ৮ম রক্ষী বাহিনীকে বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ উপকণ্ঠ অভিমুখে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় যাতে তা দক্ষিণ দিক থেকে শহরটি ঘিরে ফেলে ঝঞ্ঝাক্রমণ চালাতে পারে।

শহরতলির পরিস্থিতিতে বাহিনীর মতো বিরাট এক সামরিক ফর্ম্যাশনকে হঠাৎ ঘুরিয়ে দেওয়া চারটিখানি ব্যাপার নয়। এ কাজটি আরও বেশি জটিল ছিল এই কারণে যে বাহিনীর অনেকগুলো ইউনিট ইতিমধ্যেই শহরের আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়েছিল এবং রাস্তার লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। হঠাৎ ঘুরিয়ে দেওয়া মানে হচ্ছে চেপে-ধরা শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া। আর ছেড়ে দিলেই সে পৃষ্ঠদেশে আঘাত করবে।

এরূপ যাতে না ঘটে এবং একই সঙ্গে যাতে ফ্রন্টের অধিনায়কের আদেশ পালিত হয় সেই উদ্দেশ্যে আমরা শত্রুর অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে ঘুরতে চেষ্টা করলাম। বার্লিনের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণের লক্ষ্যে আমি ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরকে নির্দেশ দিলাম পেটের্সহাগেন — নেনস্‌ডর্ফ — জিউডেন্ড অভিমুখে আক্রমণাভিযান অব্যাহত রাখতে; ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরকে নির্দেশ দিলাম কেপেনিক — বুক্কোভ অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যেতে; ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরকে নির্দেশ দিলাম মিউগটেলহেইম — আল্‌ট-গ্লিনিকে — রুডোভ অভিমুখে অগ্রসর হতে।

যদি মানচিত্রের দিকে তাকানো যায় তাহলে বোঝা যাবে যে ৮ম রক্ষী বাহিনীর ইউনিটগুলো দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে বার্লিন ঘুরে সম্মুখ পানে অগ্রসর হচ্ছিল ও শত্রুকে উত্তর দিকে হটিয়ে দিচ্ছিল যাতে সে

www.pathagar.com

আমাদের পার্শ্বে আঘাত হানতে কিংবা রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্বের বনগুলোতে অবরুদ্ধ তার গ্রুপিংটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা চালাতে না পারে।

কোর আর ডিভিশনসমূহের সেনাপতিদের হুকুম দেওয়া হল পশ্চাদ্ভাগে নাৎসি ফৌজের গ্রুপসমূহের অবস্থিতি সত্ত্বেও তাঁরা যেন নিজেদের আক্রমণাভিযানের এলাকায় পেছনের ইউনিট আর সাব-ইউনিটগুলোকে নিজেদের পেছন পেছন টেনে নিয়ে যান। ওই সমস্ত গ্রুপ ধ্বংস করার দায়িত্ব অর্পিত হয় পশ্চাদ্ভাগের সাব-ইউনিটগুলোর উপর।

শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে ও অবিরাম আক্রমণাভিযান অব্যাহত রেখে বাহিনীর সৈন্যরা শ্প্রেয়ে আর ডামে নদীগুলো অতিক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেই হেতু ডিভিশনসমূহের সেনাপতিরা নিজেদের পেছন পেছন নদী অতিক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও টানছিলেন।

২২ এপ্রিল তারিখের শেষ নাগাদ বাহিনীর সৈন্যরা বার্লিনের পূর্ব উপকণ্ঠগুলোর উপর দিয়ে পথ করে নিয়ে ডালভিৎস, শেনেইখে, ফিখটেনাউ, রানস্‌ডর্ফ, ফ্রিডরিখস্‌হাগেন ও ভেনডেনশ্লস নামক উপনগরীগুলো অধিকার করে ফেলে। ওই দিন কাউলস্‌ডর্ফ ও কার্লস্‌হর্স্ট অঞ্চলে ৪র্থ রক্ষী ইনফেন্ট্রি কোরের ইউনিটগুলো শত্রুর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই অভিমুখে আক্রমণাভিযান বস্তুত থেমে গিয়েছিল, আর বাঁ পার্শ্বে ও মাঝখানে, বিশেষত ২৮তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি কোরের এলাকায়, সৈন্যরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ১২-১৫ কিলোমিটার অগ্রসর হয়। শহরের ভেতরে আক্রমণাভিযানের পক্ষে এটা দ্রুত গতিই বলতে হবে।

৮ম রক্ষী বাহিনীর বার্লিনের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ঘোরার সময় ফ্রন্টের অধিনায়ক ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীকে এই অঞ্চলে মিলিতভাবে লড়ার নির্দেশ দেন।

ট্যাঙ্ক-যোদ্ধাদের সামনে ছিল দুরূহ এক কাজ। রাস্তার লড়াইয়ে -- যখন পথঘাট আর চকগুলো নির্জন, যখন শত্রু বাড়িগুলোতে, ছাদে আর ভূগর্ভ তলায় নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে — ট্যাঙ্ক যোদ্ধারা দুশমনকে দেখতে পায় না, বাড়িতে, ছাদে আর ভূগর্ভ তলায় প্রবেশ করতে পারে না। অথচ অন্য দিকে ট্যাঙ্কই হচ্ছে দাহ্য পদার্থ পূর্ণ বোতল ও বিশেষত ফাউস্টপ্যাট্রন ধরনের অ্যান্টিট্যাঙ্ক রকেট লঞ্চার সজ্জিত বর্মভেদকদের জন্য ভালো নিশানা। তবে এর মানে এ নয় যে শহরের লড়াইয়ের জন্য ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা অপ্রয়োজনীয় এবং অনুপযুক্ত। আমি এরূপ ধারণা পোষণ করি না। ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা প্রয়োজনীয়, তবে স্বনির্ভর শক্তি হিশেবে

www.pathagar.com

নয়, তারা প্রয়োজনীয় ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপগুলোতে অন্যান্য ধরনের ফৌজের সাব-ইউনিটসমূহের সঙ্গে যৌথ ক্রিয়াকলাপের জন্য।

কেবল ইনফেণ্ট্রি সাব-ইউনিটগুলোর সঙ্গে, গোলন্দাজদের সঙ্গে, স্যাপার ও গ্যাস স্কাউটদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেই ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা দেখবে কোথায় তাদের জন্য বিপদ ওৎ পেতে বসে আছে। তাদের এ বিষয়ে সতর্ক করে দেবে ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপের যোদ্ধারা। সতর্ক করে দেবে ও দেখিয়ে দেবে — কোন বাড়িতে, কোন তলায়, কোন ছাদে ও কোন ভূগর্ভ তলায় শত্রু ওৎ পেতে বসে রয়েছে যাকে সম্মিলিত প্রয়াসে ধ্বংস করতে হবে। এই পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক প্রায়শই ব্যবহৃত হওয়া উচিত ক্যাটারপিলার আর্টিলারি হিশেবে, আর ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা — সাঁজোয়া প্রতিরক্ষার অন্তরালে অবস্থানরত গোলন্দাজ হিশেবে।

বার্লিনের উপনগরীগুলোতে আক্রমণাভিযান অব্যাহত রেখে আমরা গতিতে থেকেই ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপ আর দলগুলোর মধ্যে সৈন্য পুনর্বিন্যাস করতে থাকি। ২২ এপ্রিল রাত্রে বাহিনীর একটি লোকও বিশ্রাম করে নি: জরুরী কাজ ছিল খুব বেশি। প্রথমে শ্প্রেয়ে ও তারপরে ডামে নদীতে পেঁছার কথা ছিল। বাহিনীর সদর-দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, ২৩ এপ্রিল সকালে ৩০ মিনিট ব্যাপী প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ চলার সঙ্গে সঙ্গে শ্প্রেয়ে নদী অতিক্রমণ শুরু হওয়ার কথা ছিল। ডিভিশনগুলোকে নদীতে পেঁছতে হবে এবং জলেস্থলে ব্যবহারোপযোগী গাড়িতে (আমাদের কাছে এরূপ গাড়ি ছিল ৮৭টি) করে অগ্রগামী সৈন্যদলগুলোকে নদীর অপর তীরে পেঁছে দিয়ে পাড়ি-ব্যবস্থা দখল করে নিতে হবে।

অতিক্রমণের পরিকল্পনাটি খুঁটিয়ে দেখা হয়। মনে হয়েছিল যে আমরা সমস্ত কিছুই বিবেচনা করেছি। কিন্তু যুদ্ধে প্রায়ই এমনটা ঘটে যে পরিকল্পনাগুলো অভিপ্রায় মতো বাস্তবায়িত হয় না। ঘটনা প্রবাহ সব সময় সংশোধন ঘটাতে বাধ্য করে। ২২ তারিখ রাত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। নির্দেশটি যখন বহু সংখ্যায় প্রকাশিত ও প্রেরিত হচ্ছিল তখন ২৮তম ও ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরগুলোর ইউনিটসমূহ শ্প্রেয়ের তীরে পেঁছে যায়। যোদ্ধারা ওখানে অনেকগুলো দাঁড়ের নৌকা ও মোটর বোট এবং বড় কয়েকটি গাধাবোট খুঁজে পেল। সাব-ইউনিটসমূহের কমান্ডাররা আদেশ ও নির্দেশের অপেক্ষা না করে নিজের লোকেদের ওই নৌকাগুলোতে বসিয়ে রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে প্রথমে শ্প্রেয়ে এবং পরে ডামে নদী অতিক্রম করে। সবার আগে নদীগুলো পার হয় মেজর-

www.pathagar.com

জেনারেল ব. পানকোভের পরিচালনাধীন ৮৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ইউনিটগুলো। ভোরের দিকে তারা ফালকেন্‌বুর্গ নামক উপনগরীটি নিয়ে নেয়।

এই সাফল্যের জন্য আমরা ২৬১তম রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়নের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন আফানাসি সেমাকিনের উদ্যোগের কাছে ঋণী। অভিজ্ঞ অফিসার, বহু লড়াইয়ের অংশগ্রহণকারী সেমাকিন এখানেও, বার্লিনের উপকণ্ঠে, প্রদর্শন করেন সেনাপতির সেরা গুণগুলো: সাহসিকতা, দৃঢ় মনোবল, সামরিক সমস্যা সমাধানে সৃজনধর্মিতা। বার্লিনের বৃত্তাকার মোটর রাজপথ থেকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ব্যাটেলিয়নটি সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিল। পথে শত্রুর মধ্যবর্তী একটি প্রতিরক্ষা লাইন ছিল। ব্যাটেলিয়নে কামান ও মর্টার কামান ছিল না। কামান ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ কখন আসবে সেমাকিন সেই অপেক্ষায় বসে থাকলেন না: দুশমন সরে যেতে পারত অথবা তার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে লড়াই বাধিয়ে দিতে পারত। কালক্ষেপ না ক'রে গতিতে থেকেই, আচমকা আক্রমণে তাকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। ক্যাপ্টেন সেমাকিন ঠিক তা-ই করলেন। ঘন বনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত্রুর দিকে ধাবমান কোম্পানিগুলোর যুগপৎ আক্রমণ তাকে এতই বিভ্রান্ত করে দিল যে সে কোন সুশৃঙ্খল প্রতিরোধ দিতে পারল না। অদীর্ঘ লড়াইয়ে ব্যাটেলিয়ন শতাধিক শত্রু সৈন্যকে বন্দী করল, তিনটি সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস করে দিল।

পরে বোঝা গেল যে শ্‌প্রেয়ে নদীর অন্যতম পাড়ি-ব্যবস্থার দিকে এটা ছিল একটি প্রতিবন্ধক। আরও কয়েক শো মিটার অগ্রসর হয়ে ব্যাটেলিয়ন নদী তীরে পৌঁছে যায়। শত্রুর অল্প সংখ্যক গ্রুপের কবল থেকে জায়গাটি মুক্ত ক'রে সোভিয়েত যোদ্ধারা তাদের কমাণ্ডারের পেছন পেছন কেউ সাঁতার দিয়ে আর কেউ হাতের কাছে পাওয়া কাঠ-তক্তা দিয়ে ভেলা বানিয়ে নদী অতিক্রম করল। শ্‌প্রেয়ের অপর তীরে অবস্থানরত জার্মানদের চোখের সামনে দেখা দিল রুশরা — খালি পায়ে, অনেকেই কেবল জাঙ্গিয়া পরে, তবে সবাই এগুচ্ছিল চাঙ্গা মেজাজে ও দ্রুত গতিতে। সাব-মেশিনগানের গুলির চেয়ে তাদের চেহারাই শত্রুকে বেশি ভীত করে দিয়েছিল।

— ওদের চেহারা ছিল ভূতের মতো! হটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না!.. — পরে বলেছিল জার্মান গণ-বাহিনীর বন্দী এক অফিসার।

ক্যাপ্টেন সেমাকিন সেটাই চাইছিলেন। শত্রুকে প্রকৃতিস্থ হওয়ার সুযোগ না দিয়ে কয়েকজন সাব-মেশিনগানারকে নিয়ে তিনি শত্রুর পশ্চাদনুসরণ

www.pathagar.com

করতে লাগলেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁর ব্যাটেলিয়ন নতুন জলসীমায় পেঁাছে গেল। ওটা ছিল ডামে নদী। রাত্রি বেলা সেম্যাকিন তাঁর যোদ্ধাদের নিয়ে তা অতিক্রম করেন। এই বেপরোয়া লোকগুলোর পেছন পেছন চলে ডিভিশনের বাদবাকী ব্যাটেলিয়ন আর রেজিমেণ্টসমূহ।

ডাইনে, কেপেনিক অঞ্চলে, সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত ছিল ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ইউনিটগুলো। লেফটেনেণ্ট-কর্নেল গ্রিৎসেঙ্কোর রেজিমেণ্টটি শ্প্রেয়ে নদীতে পেঁাছে বাঁ দিক থেকে প্রবল গুলিবর্ষণের সম্মুখীন হল: শত্রু টিকে থাকা মোটর সেতুতে যাওয়ার পথটি রোধ করছিল। গ্রিৎসেঙ্কো সেতুটি দখল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজের প্রতি শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করার উদ্দেশ্যে লেফটেনেণ্ট-কর্নেল ব্যাটেলিয়নকে এক দিকে সরিয়ে নেন এবং কেপেনিক অঞ্চলে লোকদেখানি গুলিবিনিময় আরম্ভ করেন। প্রত্যুৎপন্নমতি যোদ্ধারা এমন ধারণা সৃষ্টি করল, যেন আসল লড়াইটি ওখানেই চলছে। এবং সত্যি সত্যিই কেপেনিকে রাস্তার লড়াই চলছিল। কিন্তু ওখানে ছোট ছোট গ্রুপে লড়ছিল কেবল একটি মাত্র কোম্পানি। গ্রিৎসেঙ্কো যখন নিশ্চিত হলেন যে পুলের প্রহরীরা শান্ত হয়ে গেছে তখন তিনি ৫ম ইনফেণ্ট্রি কোম্পানির কমান্ডার সিনিয়র লেফটেনেণ্ট নিকোলাই বালাকিনকে ডেকে পাঠালেন এবং হুকুম দিলেন তিনি ও তাঁর সৈন্যরা যেন অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর পশ্চিম তীরে পেঁাছে যান ও লুকিয়ে লুকিয়ে পুলের প্রহরীদের পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে ওদের আক্রমণ করেন।

বালাকিনের কোম্পানিটি ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে রাত্রিকালীন হামলা চালায় এবং সেতু রক্ষাকারী ফ্যাসিস্টদের ধ্বংস করে দেয়। এই সুযোগ নিয়ে গ্রিৎসেঙ্কো রেজিমেণ্টের প্রধান শক্তিগুলোকে নিয়ে অগ্রসর হন। সেতুটি অটুট ও অক্ষুন্ন অবস্থায় আমাদের হাতে চলে আসে। পুলের ভিত্তিতে পাতা মাইন আর বোমাগুলো সরিয়ে কামান আর ট্যাঙ্ক সমেত পুরো ডিভিশনকে ডিভিশন নদী পার হয়ে যায়। তা কেবল অল্প কিছু শক্তি রেখে দেয় কেপেনিকে শত্রুর অবরুদ্ধ গ্যারিসনটিকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে।

ওই রাত্রেই ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ইউনিটগুলো আডলের্সহোফ অঞ্চলে রেল সেতুর প্রহরীদের খতম করে দিয়ে শ্প্রেয়ে নদী অতিক্রম করে। তারা পশ্চিম তীরে আক্রমণের বড় একটি পাদভূমি অধিকার করতে এবং ডামে-র উপর আরও একটি মোটর সেতু দখল করতে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

৮২তম ডিভিশনের সেনাপতি মেজর-জেনারেল মিখাইল দুকার বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। শ্প্রেয়ে অতিক্রমণের সময় তিনি অগ্রণী সাব-ইউনিটগুলোকে নিয়ে তীরে এসে পেঁছলেন। তল্লাসী সৈনিকদের সাঁতার দিয়ে জলসীমা অতিক্রম করার কথা ছিল। তারা একটু ভীত হয়েছে লক্ষ্য ক'রে দুকা তাঁর গায়ের টিউনিক আর পায়ের জুতো খুলে নিজেই প্রথমে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। বসন্তের ঠাণ্ডা জল তাঁকে রুখতে পারে নি। অপর তীরে পেঁছে তিনি বাঁধন খুলে দু'টি নৌকাকে আমাদের তীরে নিয়ে আসেন। তল্লাসী সৈনিকরা সেনাপতির পেছন পেছন তাড়াতাড়ি ছুটল। অচিরেই পুরো ডিভিশনটি — কেউ নৌকায় ক'রে, কেউ সাঁতার দিয়ে — নদী পেরিয়ে গেল।

এই ভাবে ২৮তম ও ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরগুলোর ইউনিট, সাব-ইউনিট আর ফর্ম্যাশনসমূহের কমান্ডারদের উদ্যোগে কাজটি সম্পাদিত হল বাহিনীর সদর-দপ্তর নির্ধারিত মেয়াদের আগে। এ জন্য আমাদের প্রায় কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নি, শক্তি ও সঙ্গতি কমই খরচ হয়েছে।

ট্যাঙ্ক, কামান আর গাড়ি পার করার জন্য আমরা অতিরিক্ত কয়েকটি পণ্টুন পুল নির্মাণ করি এবং ২৩ এপ্রিল দু'টি কোরের সমস্ত সৈন্য দ্রুত গতিতে বার্লিন অভিমুখে চলতে আরম্ভ করে। দিনের শেষে বাহিনীর ফর্ম্যাশনগুলো বার্লিনের উপনগরীসমূহ দখল করে নেয় এবং ডামে নদীর পশ্চিমে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। এই এলাকায় শত্রুর প্রতিরোধ দমন করে দেওয়া হয়েছিল।

শহরের লড়াইয়ে শত্রু প্রায়ই সেখানে দেখা দেয় যেখানে তার অপেক্ষা করা হচ্ছে না। সোভিয়েত সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে সে অন্তর্ঘাতকদের বিশেষ বিশেষ গ্রুপ রেখে যেত। ওই সমস্ত গ্রুপ ভূগর্ভ তলায় লুকিয়ে থেকে আক্রমণরত অগ্রণী ইউনিটগুলোকে এবং এমনকি রিজার্ভগুলোকেও নিজের পাশ দিয়ে যেতে দিত, আর তারপর আমাদের যোদ্ধাদের উপর হামলা করত। তা করা হত পশ্চাদ্ভাগে আতঙ্ক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং তদ্দ্বারা অগ্রণী ইউনিটসমূহের ক্রিয়াকলাপ বিঘ্নিত অথবা রোধ করার জন্যে। এরূপ গ্রুপগুলোর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য গড়া হয়েছিল পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার দলসমূহ।

২৪ এপ্রিল বাহিনীর সৈন্যরা সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণাভিযান অব্যাহত রাখে এবং শত্রুকে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে হটিয়ে দেয়। ওই দিন শেনেভেইডে বিমান বন্দর অঞ্চলে ৮ম রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা ১ম

www.pathagar.com

ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়। এতে শত্রুর বার্লিন গ্রুপিংটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: বার্লিন গ্রুপিং এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট-গুবেন গ্রুপিং-এ। এর ফলে নাৎসি সৈন্যদের পরিচালনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ডান পার্শ্বে ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ইউনিটসমূহ শ্প্রেয়ে নদী অতিক্রম ক'রে শেনেভেইডে, ডাম-ফর্শ্টাডট ও নিডের অধিকার করে নেয়। বাম পার্শ্বে ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ইউনিটসমূহ শহরের ব্রিৎস, বুকোভ ও রুডোভ অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়ে টেলটোভ খালে পৌঁছে যায়। ২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের ইউনিটসমূহ ইওগানিস্টাল ও আডলের্সহোফ বিমান বন্দর অঞ্চলগুলো থেকে শত্রুকে তাড়িয়ে দেয়। টেলটোভ খালের কাছে আমাদের ফর্ম্যাশনগুলো ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের নতুন ফৌজগুলোর সঙ্গে মিলিত হয়। এর মানে ছিল বার্লিনের পূর্ণ পরিবেষ্টন। বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে কর্মরত ৯ম ফিল্ড আর্মি ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনী নিয়ে গঠিত শক্তিশালী নাৎসি গ্রুপিংটি — সর্বমোট ৩০ ডিভিশন — আমাদের সৈন্যদের বেষ্টনীতে পড়ে যায়। এর দরুন ৮ম রক্ষী বাহিনীকে — যার আক্রমণাভিযানের এলাকায় নদী অতিক্রমণের পর লড়ছিল ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর ফর্ম্যাশনসমূহ — ফ্রন্টের অধিনায়কের নির্দেশে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে — বার্লিনের কেন্দ্রস্থলের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

দুই ফ্রন্টের সৈন্য বাহিনীগুলোর মিলন এবং বার্লিনের পরিবেষ্টন দিয়ে সমাপ্ত হয় বার্লিন অপারেশনের প্রধান পর্যায়টি। ফ্যাসিস্ট জার্মানির স্থায়ী সৈন্য দলগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যায়, শত্রুর ফ্রন্ট বহু ক্ষেত্রে বিদ্ধ হয়, তার বৃহৎ শক্তিসমূহ অবরুদ্ধ হয় এবং অংশে অংশে ধ্বংস করা হয়।

ৎসসেন অঞ্চলে অবস্থিত জার্মান জেনারেল স্টাফের বাসভবনটি ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ইউনিটসমূহ কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং তার ফলে শত্রু সৈন্যের পরিচালন ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়।

যে-সমস্ত সোভিয়েত ফৌজ বার্লিন পরিবেষ্টনে অংশগ্রহণ করে নি তারা এল্‌ব্‌ অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে পশ্চিমী মিত্র বাহিনীগুলোর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তৃতীয় রাইখের দিনগুলো ফুরিয়ে আসছিল। সাধারণ সৈনিক থেকে শুরু করে জেনারেল অবধি সবাই তা বুঝতে পারছিল।

২৫ এপ্রিল এল্‌ব্‌ তীরে, টর্গাউ অঞ্চলে, ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৫৮তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ইউনিটসমূহের সাক্ষাৎ ঘটে ১ম মার্কিন বাহিনীর ৬৯তম পদাতিক ডিভিশনের টহলদারী দলগুলোর সঙ্গে। তৃতীয় রাইখকে

এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কুপিয়ে কেটে ফেলা হল, অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ দুই মিল রাষ্ট্রের যোদ্ধারা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈনিক আর অফিসারেরা পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাল।

আরও একটি পদক্ষেপ করা বাকী ছিল — বার্লিন নিয়ে নেওয়া এবং ওতেই যুদ্ধের অবসান ঘটানো। এ পদক্ষেপটিও করার কথা ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের। কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বার্লিনে জমা হয় সমস্ত নাৎসি আবর্জনা, ওখানে ছিল ফ্যাসিস্ট রাইখের মস্তিষ্ক, ওখানে তখনও কাজ করছিল ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যের সর্দার — হিটলার। শত্রুকে অস্ত্রবলের দ্বারা শর্তহীন আত্মসমর্পণের শর্তগুলো মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে। শর্তহীন আত্মসমর্পণ — ঠিক এ কথাটিই লেখা ছিল হিটলারবিরোধী জোটভুক্ত মহাশক্তিসমূহের ইয়ালতা ঘোষণাপত্রে। এ কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল কেবল বার্লিনের উপর প্রবল ও চূড়ান্ত ঝঞ্ঝাক্রমণের দ্বারা। এরূপ সম্মানের অধিকারী হয় ১ম বেলোরুশ ও ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলো।

২

আবার আমার এবং আমার সাথীদের সামনে সেই একই প্রশ্ন দেখা দিল। জার্মানির শাসকরা কীসের উপর ভরসা করছে? এবার আর কোন আশাই ছিল না, এবার কোন গোপন অস্ত্রই এই কিছুকাল আগেও অতি ক্ষমতাধর হিশেবে পরিগণিত তৃতীয় রাইখের সৈন্য বাহিনীর শেষাংশগুলোকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

শত্রুর প্রধান গ্রুপিংগুলো বিধবস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ফ্যাসিস্টরা প্রতিরোধ দান করছিল শেষ প্রতিরক্ষা লাইনগুলোতে, কেল্লাসমূহে, পিল-বক্সগুলোতে, ভূগর্ভস্থ আশ্রয় স্থলে, বাড়িগুলোর ভূগর্ভ-তলায় এবং শহরের আবাসিক এলাকাগুলোতে। তখনকার দিনের পক্ষে সম্ভাব্য সকল উপায়েই জার্মান সরকারকে অবগত করে দেওয়া হয়েছিল যে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় আছে কেবল একটিই: শর্তহীন আত্মসমর্পণ!

অদৃষ্ট যাদের এই সুদীর্ঘ ও অন্তহীন যুদ্ধে আপাতত বাঁচিয়ে রেখেছিল সেই শত শত, হাজার হাজার জার্মান যুবক, জার্মান সৈনিকের জীবন তখনও রক্ষা করা সম্ভব ছিল। দাঁড়ি পাল্লার একটা থালায় শত সহস্র জার্মানের জীবন, নতুন নতুন শহরের বিনাশের সম্ভাবনা, অন্য থালায় — কয়েকটি হঠকারীর জীবন।

www.pathagar.com

হিটলার, গেবেল্‌স, গোরিঙ, হিম্‌লের আর বোরমান নিজেদের জীবনকে সবচেয়ে উপরে স্থাপন করত ও সবচেয়ে বেশি মূল্য দিত... জার্মান জেনারেলরাই তখন মনে মনে মেনে নিয়েছিল যে জার্মানি যুদ্ধে পরাস্ত, কিন্তু হিটলার ওদের বশে রেখেছিল এবং রক্ত গঙ্গায় নতুন নতুন জীবন বিসর্জন দিচ্ছিল।

শুরু হল ফ্যাসিস্ট প্রশাসনের মৃত্যু যন্ত্রণা, তার নেতাদের মৃত্যু যন্ত্রণা, যা সমগ্র সমক্ষে উদ্‌ঘাটন করল ওদের নিষ্ঠুরতা আর কাপুরুষতা, ওদের স্বার্থপরতা আর হীনতা...

আমি সৈনিক। আমার পেছনে রয়েছে অনেকগুলো অতিক্রান্ত বছর। আমার যুগের অবসান আসন্ন। গৃহযুদ্ধের রণাঙ্গনে আরব্ধ আমার সামরিক জীবনে আমি অনেক দেখেছি ও অনেক জেনেছি। ১৯৪৫ সালের বসন্তে বার্লিনের উপকণ্ঠে যাকিছু ঘটছিল আমার জীবন সায়াহ্নে আমি এবার সামরিক, পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিচার করতে পারি। তখন সাফল্যের আশায় প্রতিরোধ দানের সামান্যতম সম্ভাবনা, সামান্যতম ভরসাও শত্রুর ছিল না।

আমার সামনে আছে নাৎসি জার্মানির সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সদর-দপ্তরের ডায়েরিটি। কর্নেল-জেনারেল ইওড্‌লের নির্দেশে তা লেখা হচ্ছিল ১৯৩৮ সাল থেকে। ফ্যাসিস্ট জার্মানির শেষ দিনগুলোর বর্ণনা আমাদের পক্ষে বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

১৯৪৫ সালের ২২ এপ্রিল বিকাল প্রায় তিনটায় সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরে শেষ বারের মতো বড় একটি রণনৈতিক অধিবেশন বসে। খোদ হিটলারের সভাপতিত্বে পরিচালিত এই অধিবেশনে সে প্রথম বার বলল যে যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হয়েছে।

ওই সময় নাগাদ সোভিয়েত বাহিনীগুলো উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে বার্লিনের বৃত্তাকার মোটর রাজপথে পৌঁছে গিয়েছিল। হিটলার বার্লিনে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং রণনৈতিক নেতৃবর্গের সদর-দপ্তরের অধিনায়ক ইওড্‌লের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে: পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার ক'রে তাদের বার্লিনের জন্য লড়াইয়ে লাগাতে হবে।

এই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইওড্‌ল ২৪ এপ্রিল বাহিনীসমূহের গ্রুপগুলোর অধিনায়কদের বিশেষ এক নির্দেশ দেয় যে তারা যেন তাদের অধীনস্থ সমস্ত শক্তিকে মারাত্মক শত্রু বলশেভিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত করে। উক্ত নির্দেশে সে আরও বলে যে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলো

www.pathagar.com

পশ্চিমে অনেকটা জায়গা দখল করে নিতে পারে, তবে তারা যেন সেদিকে কোন নজর না দেয়।

একই সঙ্গে, ডায়েরিতে বলা হচ্ছে, হিটলার সম্ভবত ২২ এপ্রিলের অধিবেশনে প্রাপ্ত আঘাতের পর জ্ঞান ফিরে পেল এবং সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটের সময় প্রধান নৌ-সেনাপতি ডেনিৎসকে একটি টেলিগ্রাম দিল যাতে সে বার্লিনের জন্য সংগ্রামকে 'জার্মানির ভাগ্যের জন্য লড়াই' বলে অভিহিত করে।

হিটলার প্রধান নৌ-সেনাপতি ডেনিৎসকে নৌ-বাহিনীর সামনে উপস্থিত সমস্ত কার্য সম্পাদন থেকে বিরত থাকার এবং বার্লিনের জন্য সংগ্রামরত সৈন্যদের শক্তি জোগানোর উদ্দেশ্যে জল স্থল আর আকাশ পথে শহরে সৈন্য নিয়ে আসার আদেশ দেয়।

এর দরুন, হিটলারের মতে, সমস্ত বাদবাকী কাজ ও অন্যান্য রণাঙ্গন গৌণ তাৎপর্য বহন করছে।

ডায়েরিতে বলা হচ্ছে যে ২২ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করার ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করে।

কিন্তু বলা মানেই করা নয়। কীসব অস্পষ্ট আশা ফ্যাসিস্ট একনায়কের স্ফীত মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আজ কি সত্যিই দশ লক্ষ জার্মান যুবককে খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা ফিউরেরর জীবন রক্ষার্থে নিজেকে যুদ্ধের আগুনে আহুতি দেবে না?' এবং হিটলার দয়ামায়া না করে শ্মশ্রুহীন কিশোরদের, স্কুল-ছাত্রদের কামানের গোলাবর্ষণের মধ্যে, ট্যাঙ্কের তলায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিল।

অর সৈন্যরা কোথায়, তৃতীয় রাইখের লিজনগুলোর অবশেষ কোথায়?

বুসে-র ৯ম বাহিনী রাজধানী থেকে বিচ্ছিন্ন, ওটাকে অংশে অংশে ধ্বংস ও কয়েদ করা হচ্ছে।

জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল কেইটেল আর কর্নেল-জেনারেল ইওড্‌ল ফিউরের-এর সঙ্গে মিলে সামরিক অপরাধ শুরু করেছিল। তারা বাধ্যের মতো খুঁজে বেড়ায় বিলীয়মান বাহিনীগুলোকে, বেতার মাধ্যমে ও বার্তাবহদের সাহায্যে ওদের হদিশ পেতে চেষ্টা করে।

তৃতীয় রাইখের বাহিনীতে বাহিনীতে বার্লিনের অবরোধ তুলে নেওয়ার নির্দেশ যেতে থাকে... এই নির্দেশটি অক্লান্তভাবে বার বার পড়ে শোনাচ্ছিল তখনও নাৎসিদের হাতে টিকে থাকা বেতার কেন্দ্রগুলো, তা প্রচারিত হচ্ছিল টেলিফোন মাধ্যমে।

www.pathagar.com

ভেঙ্ক-এর বাহিনীটি পশ্চিম থেকে বার্লিন অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। বার্লিনের উপকণ্ঠে ওটার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে এল্‌ব্‌ অভিমুখে আক্রমণরত সোভিয়েত ফৌজের, যা ওটাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

২৮ এপ্রিল হিটলারের হাতে টিকে থাকে ছোট্ট এক টুকরো জমি — টির্গার্টেন ও সরকারী ভবনগুলো। ফ্যাসিস্ট প্রশাসন তখন মরণাপন্ন। জার্মানির স্থলসেনার সদর-দপ্তরের অধিকর্তা কর্নেল-জেনারেল ক্রেব্‌স টেলিফোন মাধ্যমে জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল কেইটেলকে জানাল:

'ফিউরের দাবি করছেন তাঁকে যেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সাহায্য করা হয়। আমাদের হাতে বড় জোর ৪৮ ঘণ্টা সময় আছে। এই সময়ের মধ্যে সাহায্য না পেলে দেরি হয়ে যাবে। ফিউরের আপনাকে আবারও এ কথা বলতে অনুরোধ করছেন।'

কেইটেল জবাব দিল: 'ভেঙ্ক আর বুসে যাতে আক্রমণ চালাতে পারেন তার জন্য আমরা সমস্তকিছুই করব। উত্তরাভিমুখে আঘাতের ফলে ওখানে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।'

সকাল ৫টার সময় জেনারেল বুসের ৯ম বাহিনীর সদর-দপ্তর থেকে সংবাদ এল: 'ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব হল না। অগ্রণী ট্যাঙ্ক সাব-ইউনিটগুলো চূড়ান্ত নির্দেশ সত্ত্বেও সম্ভবত পশ্চিমাভিমুখে ব্যূহ ভেদ করেছে অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে। আক্রমণকারী গ্রুপের বাকী শক্তিসমূহের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়...'

এই বিষণ্ন সংবাদে সমস্তকিছুই অতিরঞ্জিত। ছবিটি ছিল অধিকতর স্পষ্ট। সোভিয়েত সৈন্যরা ওই সময় বুসের বাহিনী থেকে যারা আত্মসমর্পণ করছিল না তাদের দলে দলে ধ্বংস করছিল এবং যে-সমস্ত সৈনিক অস্ত্র ত্যাগ করেছিল তাদের বন্দী হিশেবে গ্রহণ করছিল।

কিন্তু হিটলার ক্ষমতা ছাড়তে চায় না! তার বাঙ্কার থেকে আদেশ আসে ওডের আর এল্‌বের মাঝখানে লড়াইয়ে লিপ্ত সৈন্যদের কালক্ষেপ না করে সব দিক থেকে বার্লিন অভিমুখে আক্রমণাভিযান শুরু করে বার্লিনে ঢুকে পড়া আমাদের ইউনিটসমূহের পশ্চাদ্ভাগে পেঁছিতে হবে। কিন্তু ওডের আর এল্‌বের মাঝখানে আর কোন ফৌজ ছিল না যারা ফিউরেরের আহ্বান শুনতে পারে। ওখানে থেকে গিয়েছিল নিজের অপরাধের জন্য প্রতিশোধের ভয়ে মানুষের চেহারা হারিয়ে ফেলা এবং বন্দুক-কামানের গর্জন, গোলাগুলিবর্ষণ আর রক্ত দেখে পাগল হয়ে যাওয়া সৈনিক আর SS কর্মীদের বিচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ গ্রুপগুলো।

www.pathagar.com

২৯ এপ্রিল রাত ১১টার সময় হিটলার কর্নেল-জেনারেল ইওড্‌লকে জিজ্ঞেস করল: 'ভেঙ্কের বাহিনীর অগ্রণী ইউনিটগুলো কোথায়? ওরা কবে আবার আক্রমণাভিযান শুরু করবে? ৯ম বাহিনী কোথায় রয়েছে? ৯ম বাহিনী কোন্ দিকে ব্যূহভেদ করবে?'

ইওড্‌ল তার ফিউরেরকে কোন জবাবই দিতে পারল না। সে নিজেই জানত না বাহিনীগুলো কোথায়, ওগুলোর কী হয়েছে, কী ঘটছে। সে প্রতি মুহূর্তেই সর্বনাশের অপেক্ষা করছিল...

৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটের সময় ডেনিৎস বার্লিন থেকে একটি রেডিওগ্রাম পেল: 'প্রধান নৌ-সেনাপতি ডেনিৎস সমীপে। পূর্বে নিযুক্ত রাইখস্‌মার্শাল গেরিঙের পরিবর্তে ফিউরের আপনাকেই, প্রধান নৌ-সেনাপতি মহোদয়, নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করছেন। লিখিত নিয়োগ-পত্র পাঠানো হল। আপনাকে অনতিবিলম্বে বর্তমান অবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বোরমান।'

এই রেডিওগ্রামটি আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। গেবেল্‌স আর বোরমানের খেলায় এটা ছিল শেষ চাল। হিটলার নেই, হিটলারকে সরানো হচ্ছে কিংবা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, শাসন ক্ষমতা চলে আসছে জেনারেলদের হাতে... মিত্র শক্তিবর্গ যদি জেনারেলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসতে রাজী হয়ে যায়? কে জানে, হঠাৎ যদি অঘটন ঘটেও যায়?

হিটলার জানত যে মিত্র শক্তিবর্গ তার ও তার নিকটতম অনুচরদের বিরুদ্ধে বিচারের আয়োজন করছিল। কিন্তু ফিউরের জনসাধারণের সামনে, সমগ্র বিশ্বের সামনে নিজের ভাবাদর্শ সমর্থনের উদ্দেশ্যে, কোটি কোটি মানুষকে ও জাতিসমূহকে ধ্বংস করার, পৃথিবীর বুক থেকে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র, শহরকে শহর, মানুষের বাসস্থান নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার, জ্বালানো, প্রাণদণ্ড দেওয়া আর বিনাশ করার 'অধিকারটি' সমর্থনের উদ্দেশ্যে জাতিসমূহের আদালতে হাজির হওয়ার শেষ সুযোগটি নিল না... এ সমস্তকিছুই সে করেছে ফ্যাসিস্টদের রক্ষাধীনে, রাষ্ট্রীয় পুলিশের রক্ষাধীনে, সৈন্য বাহিনীর রক্ষাধীনে, জার্মান জেনারেলদের রক্ষাধীনে। ইতিহাস তাকে সুযোগ দিয়েছিল যাতে সে মানব সভ্যতা সৃষ্ট আইনের সামনে তার নিজস্ব 'অধিকারটি' ঘোষণা করতে পারে...

কিন্তু হিটলার দায়িত্ব এড়িয়ে গেল...

আমরা, সোভিয়েত যোদ্ধারা, কঠিন একটি পথ অতিক্রম করেছি, ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করেছি নিজের মাতৃভূমি এবং ভ্রাতৃপ্রতিম

www.pathagar.com

জাতিসমূহকে। আমরা বার্লিনে পৌঁছেছিলাম জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট প্রশাসনের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে এবং তদ্দ্বারা চিরতরে আগ্রাসনের সবচেয়ে মারাত্মক উৎসটি ধ্বংস করার জন্যে।

যুদ্ধে প্রাণহানি অনিবার্য। তবে হিটলার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যদি জাতির মঙ্গলের কথা ভাবত, তাহলে অনেক কম লোকই মারা যেত...

এবং বার্লিনের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণের প্রথম ঘণ্টাগুলোতেই ফ্যাসিস্ট সর্দাররা প্রতিরোধ বন্ধ করার হুকুম দিতে পারত। তাহলে বোমা আর গোলাবারুদ গুদামগুলোতেই থেকে যেত। শত সহস্র বাসিন্দার জীবন রক্ষা পেত।

আজ নিরপেক্ষ কোন সাক্ষী নেই যারা তৃতীয় রাইখের শেষ দিন আর ঘণ্টাগুলোর বিষয়ে সত্য বিবরণ দিতে পারে। তার সর্দারদের কেউ আর বেঁচে নেই। জানা আছে যে এপ্রিলের কুড়ি তারিখের পর গেরিঙ আর হিম্‌লের ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। তারা এমনকি হিটলারকে হত্যা করেও পৃথক শান্তি চুক্তি অথবা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদন করতে প্রস্তুত ছিল। তারা কি নিজের উদ্যোগেই 'কমিউনিজমের কবল থেকে জার্মানিকে রক্ষা করতে' চেয়েছিল কিংবা খোদ হিটলারই তাদের পাঠিয়েছিল — বলা মুশকিল। তা রহস্যই থেকে গেল। লোকে আমায় বলবে যে নুরেমবার্গ মোকদ্দমায় তৃতীয় রাইখের শেষ দিনগুলোর অনেক ঘটনাই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু হিটলার, গেবেল্‌স ও হিম্‌লের বিচার আরম্ভ হওয়ার আগেই মৃত ছিল, আর গেরিঙ গোলমেলে সাক্ষ্য দিচ্ছিল, এবং পরে আত্মহত্যা করে বসল। খুবই সম্ভব যে তৃতীয় রাইখের নেতৃবৃন্দের জীবনের অন্তিম দিনগুলোর রহস্য তারা নিজের সঙ্গে করে কবরে নিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ঝঞ্ঝাক্রমণ

১

১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল তৃতীয় রাইখের রাজধানীর উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ শুরু হল।

ঝঞ্ঝাক্রমণ আরম্ভ হওয়ার আগেই বার্লিন মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণের ফলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এপ্রিলের শেষ নাগাদ বার্লিনের গ্যারিসনকে আমাদের সৈন্যরা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে ওখানে, বার্লিনের কেন্দ্রস্থলে, ভগ্ন পাকা বাড়িতে বসে আছে স্রেফ সৈনিকরাই নয়, ওখানে সমাবেশিত হয়েছে ফ্যাসিস্ট উন্মাদরা, অপরাধীরা, যাদের হাতগুলো নির্দোষ মানুষের রক্তে রাঙ্গা। কোথায় মরতে হবে — রুশ সৈন্যদের গুলি খেয়ে বার্লিনে অথবা বিচারের পর ফাঁশিকাঠে তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। ফ্যাসিস্ট প্রশাসনের সঙ্গে আমরণ নিজের জীবনকে যুক্তকারী অন্ধবিশ্বাসীর সংখ্যা জার্মানিতে তখনও যথেষ্টই ছিল। রেল স্টেশনগুলো, পাকা বাড়িগুলো, ভূগর্ভ রেলের ১১৩টি স্টেশন, ফেরোকংক্রিটের অনেকগুলো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সমস্ত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল।

ঝঞ্ঝাক্রমণের আগের রাত্রে আমি গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণের অবস্থানে গিয়েছিলাম। তারা বার্লিনের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, এবং আমি গোলাবর্ষণের ফলাফল দেখতে ও তৃতীয় রাইখের উপর আমাদের শেষ আঘাতের প্রথম মুহূর্তটি স্মৃতিতে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। ভারী তোপশ্রেণীর কাছে আমায় নিয়ে গেলেন জেনারেল পজারস্কি।

কালো আলুলায়িত মেঘগুলো উড়ছিল নিচ দিয়ে। সামান্য বৃষ্টিও হচ্ছিল। মনে হয়েছিল, মাটি তন্দ্রাভিভূত ছিল এবং দূর থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণের শব্দে সময় সময় কেঁপে উঠছিল।

www.pathagar.com

তোপশ্রেণী অবস্থিত ছিল বনের কাছে তৃণাবৃত এক মাঠের উপর। গোলন্দাজরা তাদের ভারী কামানগুলোকে প্রস্তুত ক'রে হুকুমের অপেক্ষা করছিল। কামানের নলগুলো বার্লিনের দিকে তাক করে ছিল। গোলন্দাজরা তোপের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এবং সামনের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির আবরণের মধ্য দিয়ে যেন তাদেরই দেখতে পাচ্ছিল যারা এই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছিল। গোলন্দাজদের বক্ষদেশ ভূষিত করছিল 'স্তালিনগ্রাদ রক্ষার জন্য' প্রাপ্ত পদকগুলো।

এই তো দাঁড়িয়ে আছে কামানের সেরা নিশানদাররা — জুনিয়র সার্জেণ্ট কুপ্রিয়ান কুচেরেঙ্কো ও দ্মিত্রি লাপশিন, যারা হচ্ছে ব্যাটারির পার্টি ও কমসোমল নেতা। কামানের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কামানের কমাণ্ডার, লাল তারকা অর্ডারে ও তৃতীয় পর্যায়ের গৌরব পদকে ভূষিত সার্জেণ্ট ইভান তারাসভ... কী ভাবছিল এই লোকটি যার আপন ভাইকে হত্যা করেছিল ফ্যাসিস্টরা?

সমস্ত কিছু গোলাবর্ষণের জন্য প্রস্তুত।

— অভিশপ্ত বার্লিনের মজবুত ঘাঁটিগুলোর উপর ফায়ার!

শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস ভেদ করে উড়তে লাগল ভারী ভারী গোলা। পথ পাতা হল!

সকালে আমি আমার নিরীক্ষণ কেন্দ্রে উঠলাম। তা অবস্থিত ছিল ইওগানিস্টাল বিমান বন্দরের নিকটস্থ বড় পাঁচ-তলা এক বাড়িতে। ফাটলযুক্ত দেয়াল বিশিষ্ট কোণের একটা কামরা থেকে দেখা যাচ্ছিল বার্লিন নগরী, আর সঠিকভাবে বললে, তার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশটি। সমগ্র শহরটি এক দৃষ্টিতে দেখা অসম্ভব, তা শ্প্রেয়ে নদীর দু' পারে বহু কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। ছাদ, ছাদ আর ছাদ, ওগুলোর শেষ নেই, আর এখানে-ওখানেই বোমা বিধ্বস্ত বাড়িঘর। দূরে কলকারখানার চিমনি, চার্চের স্টিপলগুলো। নব পল্লব আচ্ছাদিত পার্ক আর স্কোয়ারগুলোকে দূর থেকে সবুজ শিখার উৎস বলে মনে হচ্ছিল। রাস্তাগুলোর দু'পাশে রাত্রিকালীন গোলাবর্ষণের পর বসে-না-যাওয়া ধুলি মিশ্রিত প্রাত-কালীন কুয়াশা। স্থানে স্থানে কুয়াশা মিশে যাচ্ছে ঘন ধোঁয়ার কালো কালো রেখার সঙ্গে। আর শহরের কেন্দ্রস্থলে কোথাও বিস্ফোরণের ফলে ঊর্ধ্ব পানে উঠছিল রাশি রাশি ইট-পাটকেল পাথর মাটি বালুকাদা কাঠ ইত্যাদি: ভারী বোমারুগুলো ইতিমধ্যে আসন্ন আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যসমূহের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

এবং হঠাৎ পায়ের তলায় মেঝে কেঁপে উঠে দুলতে লাগল। হাজার হাজার তোপ দেগে ঝঞ্ঝাক্রমণের সূচনা ঘোষণা করা হল।

আমি দেয়ালের ফাটল দিয়ে তাকাই: ওই তো টেলটোভ, হাফেল, টেগেল খালগুলো বরাবর, শহরের কেন্দ্রস্থল প্রদক্ষিণ করে যাওয়া রেলপথগুলো বরাবর নির্মিত বৃত্তাকার প্রতিরক্ষা লাইনগুলো। ওখানে বাড়ি মাত্রেই দুর্গ। আর যেখানে রয়েছে পুরনো বার্লিনের প্রাচীরগুলো, সেখান দিয়ে যাচ্ছে নাৎসিদের সবচেয়ে দৃঢ় প্রতিরক্ষা লাইনটি। লাণ্ডভের খাল এবং কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো তীর বিশিষ্ট শ্প্রেয়ে নদীর উঁচু বাঁকটি সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তর আর রাইখস্টাগ সহ সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঢেকে রেখেছে।

নিরীক্ষণ কেন্দ্র থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম কী প্রবল শক্তিতে গোলাগুলি বর্ষিত হচ্ছিল শত্রুর অবস্থানগুলোর উপর। ধসে পড়ছে গোলা-মুখে পরিণত জানলা সমেত বাড়ির দেয়ালগুলো, আকাশ পানে উড়ে যাচ্ছে রাস্তা রোধকারী প্রতিবন্ধক আর ব্যারিকেডগুলো। মিছেই মারা যাচ্ছে হাজার হাজার জার্মান, যাদের হিটলার অস্ত্র দিয়ে কামানের মুখে, ধ্বংসের মুখে, মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

২৫ এপ্রিল ৮ম রক্ষী বাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে বার্লিনের কেন্দ্রস্থল অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালাল। সৈন্যরা ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপ আর ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলোতে পুনর্গঠিত হল। এই সমস্ত সাব-ইউনিটে ছিল ট্যাঙ্ক, সমস্ত ক্যালিবরের কামান, যার মধ্যে অনেকগুলো ছিল খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন। ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপ আর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল স্যাপার ও মর্টার গানারদের সাব-ইউনিটগুলো। যে-সমস্ত ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপ আর দলের জল-বাঁধা অতিক্রম করার কথা ছিল তাদের জন্য পাড়ি-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। রক্ষীরা ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট রাজধানীর নতুন নতুন আবাসিক এলাকা দখল করতে থাকে।

আক্রমণাভিযান চলছিল অবিরাম, দিনরাত, বিশ্রাম ছাড়া — বস্তুত পক্ষে তাতেই ঝঞ্ঝাক্রমণের আসল অর্থ। আমরা শপ্রেয়ে নদীর পশ্চিম তীর ধরে টিরগার্টেন-এর দিকে এগুচ্ছিলাম। মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে বাহিনীর আক্রমণাভিযানের এলাকাটি ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে আসছে এবং বার্লিনের কেন্দ্রস্থলের কাছে ওটাকে তীক্ষ্ণধার একটা বর্শার মতো মনে হচ্ছে। বার্লিন পরিবেষ্টনকারী সমস্ত ফৌজের — আর ঠিক করে বললে, ঝঞ্ঝাক্রমণে সরাসরিভাবে অংশগ্রহণকারী ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের

www.pathagar.com

২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী, ৩য় ও ৫ম আক্রমণকারী বাহিনী ও ৮ম রক্ষী বাহিনীর — আক্রমণাভিযানের এরূপ কীলকাকার এলাকা ছিল: ওগুলো কেন্দ্রীভূত আঘাত হানছিল। ৮ম রক্ষী বাহিনীর আক্রমণাভিযানের এলাকায় ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর ইউনিটগুলোও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল।

এবার আমরা শহরের লড়াইয়ে বৃহৎ বৃহৎ ট্যাঙ্ক ইউনিট ব্যবহার করার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছিলাম। প্রথমে ট্যাঙ্কগুলো সারি বেঁধে শহরের রাস্তা ধরে চলছিল। এতে কেবল কুফলই ফলেছে। রাস্তা বরাবর ট্যাঙ্কর প্রসারিত সারিগুলো বাধা সৃষ্টি করছিল এবং ফাউস্টপ্যাট্রন থেকে গোলা নিক্ষিপ্ত হলে মশালের মতো জ্বলে উঠছিল। সম্মুখের ট্যাঙ্কটিতে আগুন লাগলে বাকীগুলোর আর নিস্তার নেই... সেই জন্যই ঝঞ্ঝাক্রমণের প্রথম দিনেই আমাদের ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা নতুন ক'রে ব্যূহ রচনা করে। তারা পদাতিক সৈনিক, গোলন্দাজ আর স্যাপারদের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা চালায়। এর ফলে সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংসের হার একেবারেই কমে যায়, এবং জেনারেল কাতুকোভের দক্ষ রক্ষীরা তাদের জয়যাত্রা সমাপ্ত করে টিরগার্টেনে, বার্লিনের কেন্দ্রস্থলে। ট্যাঙ্ক-যোদ্ধা আর পদাতিক সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল প্রকৃত সংগ্রামী ভ্রাতৃত্ব।

শহরের লড়াই, তার উপর আবার বার্লিনের মতো এত বড় শহরের লড়াই, উন্মুক্ত মাঠের লড়াইয়ের চেয়ে অনেক জটিল। এখানে সামরিক ক্রিয়াকলাপের গতির উপর বড় বড় সৈন্য দলের সদর-দপ্তর এবং সেনাপতিদের প্রভাব খুবই কম। সেই জন্যই অনেককিছু নির্ভর করে সাব-ইউনিটসমূহের জুনিয়র কমান্ডারদের এবং প্রতিটি সাধারণ সৈনিকের উদ্যোগের উপর। শহরের লড়াইয়ের নিজস্ব নিয়ম রয়েছে এবং তা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন।

শহরের লড়াই — এ হচ্ছে কাছাকাছি লড়াই, যেখানে অল্প দূরত্বের মধ্যে গুলিবর্ষণ করা হয় কেবল সাবমেশিনগান থেকেই নয়, ক্ষমতাসম্পন্ন তোপ আর ট্যাঙ্কের কামান থেকেও গোলাবর্ষণ করা হয়। দূরত্ব মাত্র কয়েক মিটার। শত্রু লুকিয়ে থাকে বাড়িগুলোতে আর ভূগর্ভ তলায়। দেখতে পেলেই সে গুলি করবে বা হাত-বোমা ছুঁড়বে।

শহরে আক্রমণাভিযান চলে লাফিয়ে লাফিয়ে, একটি অধিকৃত বাড়ি থেকে অন্যটিতে। তবে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ চলে বিস্তৃত রণাঙ্গনে, প্রতিটি রাস্তায়।

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষাকারীদের প্রধান কাজ হচ্ছে — প্রতিরক্ষার জন্য সবচেয়ে মজবুত ও উপযোগী বাড়িঘর আর আবাসিক এলাকাগুলো নিজেদের হাতে টিকিয়ে রাখা। একটি সুদৃঢ় স্থান হারানোর মানে হচ্ছে পুরো একটি দৃঢ় ঘাঁটি বা অবস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়া।

ঝঞ্চাক্রমণের প্রথম দিনে বাহিনীর সৈন্যরা শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে তিন — আর কোথাও কোথাও চার — কিলোমিটার অগ্রসর হয়। ডান পার্শ্বে লড়াইয়ে লিপ্ত ইউনিটসমূহ ব্রিৎসের-ত্সভেইগ খালে পৌঁছে যায়। খালটি ট্রেপটোভ-পার্কের কাছে শ্প্রেয়ে নদীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। বাম পার্শ্ব এবং আঘাতের প্রধান দিকে সংগ্রামরত তার ইউনিটসমূহ শহরের ব্রিৎস ও মারিয়েনডর্ফ অঞ্চলগুলো দখল ক'রে টেলটোভ খাল বরাবর অগ্রগতি অব্যাহত রাখে।

প্রায় সমস্ত দিকেই অতি কঠোর লড়াই চলছিল। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে শত্রু শহরকে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত করেছে দীর্ঘকাল ধরে এবং পুঙখানুপুঙখভাবে। প্রতিটি আবাসিক এলাকা গোলাগুলি বর্ষণের স্থানে পরিপূর্ণ ছিল এবং ফাউস্টপ্যাট্রন ধারীদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। ওরা বাড়ির উপরের তলাগুলোর জানলা আর ব্যালকনিকে উপর থেকে ট্যাঙ্ক ও মানুষের ভিড় লক্ষ্য করে আঘাত হানার পক্ষে উপযোগী করে তুলে।

বার্লিনে অনেকগুলো রেলপথ, ওগুলো বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে এবং তা হচ্ছে অতি সুবিধাজনক প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান। রেল স্টেশন আর সেতুগুলোর নিকটস্থ রাস্তাকে, রেল ক্রসিঙগুলোকে সুদৃঢ় ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়। খালগুলো পরিণত হয় যুদ্ধ-সীমায়, যেখানে শত্রু আমাদের আক্রমণাভিযান ব্যাহত করতে প্রয়াস পাচ্ছিল।

এরূপ পরিস্থিতিতে লড়াই করা সহজ নয়।

২২০তম রক্ষী রেজিমেণ্টের জুনিয়র লেফটেনেণ্ট ভাসিলি চের্নিয়ায়েভের ঝঞ্চাক্রমণকারী দলগুলোকে একটি কাজ দেওয়া হয়: আল্ট-মার্কেন ও টার্কেনডর্ফস্ট্রাসে স্ট্রিটগুলোর চৌমাথায় অবস্থিত বড় একটি পাকা বাড়ি থেকে শত্রুকে তাড়াতে হবে। ফ্যাসিস্টরা ওখানে খুব গেড়ে বসেছিল। ভূগর্ভ তলায় তারা স্থাপন করে স্বল্প ক্যালিবরের কামান, সাবমেশিনগানারদের বসিয়ে রাখে। দ্বিতীয় তলায় ছিল রাইফেলম্যানরা এবং একটি হেভি মেশিনগান। বাড়ির গ্যারিসনটির গোলাগুলিবর্ষণ যোগাযোগ ছিল পাশের বাড়িটির সঙ্গে।

www.pathagar.com

হেভি মেশিনগানের কমান্ডার নিকোলাই ভ্ল্যাসেঙ্কোকে এবং অন্যদের লেফটেনেণ্ট চের্নিয়ায়েভ বাড়ির জানলাগুলো লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণের হুকুম দেন। একই সময়ে সার্জেণ্ট পিওতর ভাসিলেভ্স্কির ৪৫ মিলিমিটারী কামানটির প্রথমে শত্রুর মেশিনগান ধ্বংস করার, আর তার পরে নবাবির্ভূত গোলাবর্ষণ কেন্দ্রগুলোর উপর আঘাত হানার কথা ছিল।

কর্মভেদক, মেশিনগানার আর গোলন্দাজেরা গোলাগুলিবর্ষণ আরম্ভ করল। নাৎসিরা বাড়ির দেয়ালের পেছনে লুকিয়ে পড়ে এবং সাময়িকভাবে গুলিবর্ষণে শিথিলতা দেখায়। সার্জেণ্ট ইভান গ্রুবাচেভের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপটিই প্রথমে গতিতে থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাড়ির কাছে পেঁছয়। যোদ্ধারা ভূগর্ভ তলার দরজা আর জানলায় গ্র্যানেড নিক্ষেপ করে, এবং প্রথম তলায় ঢুকে শত্রুর কামানের ক্রু ও সাবমেশিনগানারদের মেরে শেষ করে দেয়। গ্রুবাচেভের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপের পেছন পেছন ছুটে সার্জেণ্ট ফিওদর নিকিতিনের গ্রুপের যোদ্ধারা। একটি ঘরে ঢোকার আগে নিকিতিন সাবধানে দরজাটি সামান্য খুললেন এবং ভেতরে গ্র্যানেড ছুঁড়ে দেন। কয়েকটি ফ্যাসিস্ট মারা পড়ে, আর জ্যান্তগুলো ছুটে পালায়। সাবমেশিনগানের গুলি এবং হাত-বোমা ছুঁড়ে পথ বানিয়ে নিয়ে রক্ষীরা বাদবাকী ঘরগুলো থেকেও ফ্যাসিস্টদের ঝেঁটিয়ে বার করে।

'ওই সময় লেফটেনেণ্ট মিখাইল বেলিয়াভস্কি আর জুনিয়র লেফটেনেণ্ট ভিক্তর রমানভের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলো মর্টারগানার ও গোলন্দাজদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে কোণের দ্বিতীয় বাড়িটিও দখল করে নেয়।

রাস্তার লড়াইয়ের ফলাফল নির্ধারিত হয় ছোট ছোট ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপগুলোর অটলতা, উদ্যোগ আর দক্ষ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা। গ্র্যানেড, সাবমেশিনগান আর বন্দুক হাতে কয়েকজন যোদ্ধা যদি মেশিনগান ও মর্টার কামানের সহায়তা পেয়ে দ্রুত গতিতে শত্রুকে আক্রমণ করে তাহলে সর্বদাই সাফল্য অর্জন করা যায়। কেবল একটি জিনিস মনে রাখা দরকার: অগ্রসর হওয়ার সময় সোজা রাস্তা ধরে চলতে নেই, তখন বাড়িগুলোর ভগ্নস্তূপ, চোর দরজা, ফটক, উঠোন আর বাড়ির পেছন দিক ব্যবহার করতে হয়। শত্রু সাধারণত কোন কোন বাড়িতে ও ওগুলোর মধ্যবর্তী এলাকায় মাইন পেতে রাখে, রাস্তাগুলোতে উগ্র বিস্ফোরক বোমা স্থাপন করে। আমরা যোদ্ধাদের শেখালাম: অগ্রসর হওয়ার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাস চালাবে, ভালো মতো সমস্তকিছু জানবে এবং তারপর নির্ভয়ে কাজ করবে। জার্মানরা যে-সমস্ত পাকা বাড়িকে বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করছে

www.pathagar.com

ওগুলোকে মর্টার গান আর কামানের সাহায্যে বিধ্বস্ত করে দিতে হবে, আর ওগুলোর গ্যারিসনকে হাত-বোমা ছুঁড়ে ধ্বংস করতে হবে।

কোন সাব-ইউনিট যদি কোন একটি আবাসিক এলাকা আক্রমণ করে তাহলে ওটাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা ও শত্রুর গ্যারিসনগুলোকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া প্রয়োজন। বাড়ি কিংবা আবাসিক এলাকার উপর আক্রমণ চলবে একই সঙ্গে কয়েকটি দিক থেকে। সহায়ক ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামানগুলো সোজা লক্ষ্য পেতে সর্বাগ্রে ধ্বংস করবে গোলাগুলিবর্ষণের সেই সমস্ত জায়গা যা ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপগুলোর অগ্রগতিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

শহরের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ আমাদের বাহিনীর সৈন্যদের কাছে নতুন কোন ব্যাপার নয়। সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ব্যবহার ক'রে তারা সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগুচ্ছিল।

টেমপেলহোফ বিমান বন্দরের পথে টেলটোভ খাল অতিক্রম করা প্রয়োজন ছিল। খালের তীরে প্রথমে পৌঁছয় ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের আক্রমণকারী দলটি, যার পরিচালনা করেন লেফটেনেণ্ট দ্‌মিত্রি নেস্তেরেঙ্কো। আগুনের ধোঁয়ায় তীরের বাড়িঘরগুলো এমনভাবে ছেয়ে যায় যে অন্য পারটি প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। তখন নেস্তেরেঙ্কো ভাবলেন যে অপর তীরে অবস্থানরত শত্রুও আমাদের তীরটি দেখতে পাচ্ছে না। লেফটেনেণ্ট প্রথম আক্রমণকারী গ্রুপটিকে খাল পার হতে এবং অপর তীরের বহুতল বাড়িটি দখল করতে বলেন। খালের সেতুটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তা জলে বসে গিয়েছিল। তবে তার টিকে-থাকা ভগ্নাংশগুলো দিয়েও খাল পার হওয়া সম্ভব ছিল, যদি না ফ্যাসিস্ট মেশিনগানার আর স্নাইপাররা ওই জায়গাটিতে প্রবল গুলিবর্ষণ করত।

তখন নেস্তেরেঙ্কো বাড়িগুলোর উপর গোলাবর্ষণের হুকুম দিলেন গোলন্দাজদের। লক্ষ্যভেদী গোলাগুলো ফ্যাসিস্টদের গোলাগুলিবর্ষণের কেন্দ্রগুলোকে নীরব করে দিল, এবং সিনিয়র সার্জেণ্ট আন্দ্রেই আনিসিয়েভের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপটি সেতুর উপর দিয়ে ধাবিত হল। গ্রুপের কমাণ্ডারই প্রথমে বাড়িটির কাছে ছুটে গেলেন এবং যে-জানলা থেকে ফ্যাসিস্ট মেশিনগানার গুলি ছুঁড়ছিল সেখানে একটি গ্র্যানেড ছুঁড়ে দিলেন। ফ্যাসিস্ট নীরব হয়ে গেল। জানলায় আরও দুটি গ্র্যানেড ছুঁড়ে আনিসিয়েভ বাড়িতে ঢুকে পড়লেন এবং তিনটি ঘরকে শত্রুমুক্ত করলেন।

www.pathagar.com

রক্ষীদের আক্রমণ ছিল প্রবল, ক্ষিপ্র। তারা কাজ করে দক্ষতার সঙ্গে। প্রতিটি ঘরে ও প্রতিটি করিডরে সাবমেশিনগানাররা প্রথমে গুলি ছুঁড়ছিল, আর তারপর সম্মুখ পানে অগ্রসর হচ্ছিল। ফ্যাসিস্টরা এরূপ ক্ষিপ্র আঘাত সইতে পারল না এবং ছুটে পালাল। সহায়ক গ্রুপটি ফ্যাসিস্টগুলোর উপর প্রবল গুলিবর্ষণ শুরু করল। এই গুলিবর্ষণের আড়ালে আনিসিয়েভের যোদ্ধারা পাশের বাড়িটিতে ঢুকে ওটা দখল ক'রে নিল।

৮ম রক্ষী বাহিনীর যোদ্ধাদের বীরোচিত কীর্তির ইতিহাসে আরও একটা পৃষ্ঠা লেখেন সিগন্যালম্যান সার্জেণ্ট-মেজর আলেক্সেই বুর্মাশেভ। তাঁকে আমি ভালো চিনতাম, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল নিপার তীরে, ভিস্টুলায় এবং ওডেরে। তিনি ছিলেন প্রশস্ত স্কন্ধ বিশিষ্ট বলবান এক সাইবেরীয় বাসী। তিনিই শ্প্রেয়ের তীরে ঘোলা ও ঠাণ্ডা জলের দিকে তাকিয়ে সাথীদের বলেছিলেন:

— আমরা কত নদীই পেরিয়েছি... এবং এটাও পার হব!

তীরের কাছে জেটিতে ঢেউয়ের মধ্যে দোল খাচ্ছিল নৌকাগুলো। পশ্চাদপসরণ কালে জার্মানরা ওগুলো ধ্বংস করার সময় পায় নি। সার্জেণ্ট-মেজর বুর্মাশেভের যোগাযোগ প্ল্যাটুনটি নৌকাগুলো কাজে লাগাল।

শত্রু দৃঢ় প্রতিরোধ দিচ্ছিল। নদীতে গোলা আর মাইন পড়ে ফেনিল জলস্তম্ভ গড়ছিল। গোলার টুকরোগুলো জলে পড়ে শোঁ-শোঁ করছিল। যে ছোট জেলে নৌকাটিতে ক'রে সার্জেণ্ট-মেজর বুর্মাশেভ ও টেলিফোন অপারেটর কশেলেভ নদী পার হচ্ছিলেন তা প্রায় উল্টে যাচ্ছিল। তবে নৌকাটি গুলিবর্ষণের মধ্যেও অপর তীরে গিয়ে পেঁছিল। বন্দুক আর তারের রিল হাতে বুর্মাশেভ ও কশেলেভ লাফ নিয়ে নামলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার টানতে শুরু করে দিলেন। জার্মানরা টেলিফোনিস্টদের দেখতে পেয়ে তাঁদের দিকে তোপ দাগতে লাগল। কশেলেভ নিহত হলেন। শত্রুর প্রবল গোলাবর্ষণের মধ্যে বুর্মাশেভ কখনও হামা দিয়ে কখনও ছুটে নিজের পেছন পেছন ক্যাবল টেনে চললেন। অচিরেই কমাণ্ড পোস্টে তাঁর কণ্ঠ শোনা গেল:

— হ্যালো, 'ঈগল' 'ঈগল', তোমরা আমায় শুনতে পাচ্ছ? আমি 'এশব্যারি' বলছি...

আর এরপর রেজিমেণ্ট বার্লিনের মাটিতে পা দিল। টেমপেলহোফ কেন্দ্রীয় বিমান বন্দরের জন্য তুমুল লড়াই চলছিল। রক্ষী দলের সার্জেণ্ট-মেজর বুর্মাশেভকে দেখা গিয়েছিল টেলিগ্রাফের থামের উপর, জ্বলন্ত

www.pathagar.com

বাড়ির ছাদে, অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে ভূগর্ভ তলায়। তাঁর যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে তিনি দ্রুত সাব-ইউনিটগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে দিচ্ছিলেন। মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস্য রকমের মনোবল আর সাহস থাকলেই গোলাগুলিবর্ষণের মধ্যে টেলিগ্রাফের থামের উপরে উঠে তার সংযোগ করা সম্ভব! ক্যাবলের রিল হাতে বুর্মাশেভ রাস্তা দিয়ে ছুটছিলেন। সব দিক থেকে জার্মান সাবমেশিনগানার আর মর্টার ম্যানরা তাঁর উপর গোলাগুলি ছুঁড়ছিল।

আমাদের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপগুলো যে-বাড়িতে লড়াই করছিল সেটা অবধি পেঁছিতে দশ মিটার মাত্র বাকী ছিল। ঠিক ওই জায়গাতেই গোলার একটি টুকরো রক্ষীর বক্ষদেশ ভেদ করল। ক্ষতস্থানটি হাত দিয়ে চেপে ধরে বুর্মাশেভ ছুটে বাড়িটি অবধি পেঁছিলেন এবং চেঁচিয়ে বললেন:

— যোগাযোগ রক্ষা কোরো! — এবং রাস্তার উপর পড়ে গেলেন।

এ ছিল যুদ্ধের বছরগুলোতে বুর্মাশেভ কর্তৃক পাতা হাজার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ টেলিফোন লাইনের শেষ মিটারগুলো। এবং এই শেষ তারটি চলেছিল জার্মান রাজধানীর রাজপথগুলোর উপর দিয়ে। তা দিয়ে অচিরেই ভেসে এল একটি আনন্দপূর্ণ সংবাদ: 'বিমান বন্দর সমস্ত দিক থেকে পরিবেষ্টিত!'

এ কথাটি বলা উচিত যে সমগ্র বার্লিন অপারেশনের পক্ষে টেমপেলহোফ বিমান বন্দর দখলের তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। এটা ছিল বার্লিনের শেষ ফাঁকা জায়গা যেখান থেকে বিমানগুলো উড়তে পারত। বলাই বাহুল্য, এই একমাত্র বিমান ঘাঁটিটি নিজের হাতে রাখার জন্য শত্রু তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছিল। বিমান বন্দর রক্ষার কাজে লিপ্ত ছিল বিমান-ধ্বংসী ইউনিটগুলো, SS বাহিনীর সৈন্যরা এবং দক্ষিণ থেকে পূর্ব দিকে রান-ওয়ের দু'পাশ বরাবর রাখা ট্যাঙ্কগুলো। অধিকাংশ ট্যাঙ্কই গর্তে ছিল এবং ওগুলো অচল গোলাবর্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সমস্তকিছু দেখে মনে হল যে বার্লিনের গ্যারিসনের কাছে ট্যাঙ্কগুলোর জন্য জ্বালানি ছিল না। বন্দী ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা পরে বলেছিল যে পাইলটরা তাদের প্লেনগুলোর জন্য সমস্ত পেট্রল নিয়ে গিয়েছিল।

বন্দীদের সাক্ষ্য মতে, ভূগর্ভস্থ ছাউনিতে পেট্রল-ভরা বিমানগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। ওগুলো যেকোন মুহূর্তে উড়তে প্রস্তুত ছিল। বিমানগুলোর কাছে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা থাকত চালকরা। ওদের মধ্যে সেই সমস্ত পাইলট আর নেভিগেটরও ছিল, অতীতে যাদের উপর হিটলার, গেবেল্‌স,

www.pathagar.com

বোরমান ও তৃতীয় রাইখের অন্যান্য সর্দারকে বিমান পথে জার্মানির বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছিল। তাই এ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে হিটলার ও তার সহযোগীরা তখন বার্লিনে ছিল। এই একমাত্র বিমান ঘাঁটি দিয়ে এদের পালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হবে না। ৩৯তম ও ৭৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনগুলোর রেজিমেণ্টসমূহকে বলা হল: বিমান বন্দরটি ঘিরে ফেলতে হবে। গোলন্দাজরা উড্ডয়ন ক্ষেত্রগুলোর উপর গোলাবর্ষণ করার প্রস্তুতি নিয়ে থাকার হুকুম পেল। ভূগর্ভস্থ ছাউনিগুলো থেকে বার হওয়ার পথ সম্পর্কে আমাদের কাছে সঠিক কোন তথ্য ছিল না, তাই ট্যাঙ্কের সমর্থন প্রাপ্ত ঝঞ্চাক্রমণকারী বাহিনীগুলো মেশিনগানের গুলিবর্ষণের দ্বারা রান-ওয়েতে যাওয়ার পথগুলো কেটে দিতে এবং তদ্দ্বারা বিমানগুলোকে মাটির তলা থেকে বার হতে না দিতে প্রয়াসী হয়।

পরিকল্পনাটি চমৎকার উতরাল। ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকে একটি বিমানও ওখান থেকে উড়তে পারে নি। ২৬ এপ্রিল দুপুর নাগাদ সমস্ত ভূগর্ভস্থ ছাউনি, যোগাযোগ ব্যবস্থা আর 'ফ্লিউগ্‌গাফেন' নামক প্রধান ভবনটি সমেত সমগ্র টেমপেলহোফ বিমান বন্দরটি আমাদের হাতে চলে আসে।

এই আনন্দপূর্ণ সংবাদটির সঙ্গে একটি শোক সংবাদও এল: নিহত হয়েছেন ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ১১৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্টের সেনাপতি কর্নেল ইয়েফিম গ্রিৎসেঙ্কো — বুদ্ধিমান, দৃঢ়চিত্ত ও ঈর্ষোদ্দীপক সাহসিকতার অধিকারী একটি লোক। তিনি কম কথা বলতেন, তাঁর কাঁধগুলো প্রশস্ত, সুঠাম দেহ, দৃষ্টি স্পষ্ট। তাঁর চেহারাটি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। কর্নেল গ্রিৎসেঙ্কো মারা যান ২৫ তারিখ রাত্রে, তবে আমায় খবরটি দেওয়া হয় কেবল পরের দিন। বোঝাই যাচ্ছিল, সাথীরা বিশ্বাস করে নি এবং বিশ্বাস করতে চায় নি যে ইয়েফিম গ্রিৎসেঙ্কো মৃত। আমিও তা বিশ্বাস করতে চাই নি...

আমার কাছে এলেন ১১৭তম রেজিমেণ্টের নার্স তাতিয়ানা গুবোরেভা। তাঁর হাতে গুলিবিদ্ধ একখানি খাম, যার মধ্যে ইয়েফিম গ্রিৎসেঙ্কোর ব্যক্তিগত দলিলাদি। খামটি গ্রিৎসেঙ্কো রেখেছিলেন বাঁয়ের বুক পকেটে। গুলি বিদ্ধ হয়েছিল সোজা বুকে, একেবারে হৃদয়ে... কী মহাবীরকেই আমরা হারালাম!..

বিদায় সংগ্রামী বন্ধু। তুমি চিরকাল আমাদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে। তোমার রেজিমেণ্টের যোদ্ধারা ক্রমশই সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। বার্লিনের

www.pathagar.com

কেন্দ্রস্থলে আমরা ঝঞ্ঝাক্রমণের বীরদের স্মৃতিতে একটি মনুমেণ্ট স্থাপন করব, এবং ওটার গ্রানাইট পাথরে অন্যান্য নামের মধ্যে তোমার নামটিও ক্ষোদিত হবে।

'মলদায়া গ্‌ভারদিয়া' ('তরুণ রক্ষীদল') পত্রিকায় আমার স্মৃতিকথা প্রকাশিত হলে ইয়েফিম গ্রিৎসেঙ্কোর স্ত্রী ইউলিয়া গ্রিৎসেঙ্কোর কাছ থেকে আমি একখানি চিঠি পেলাম। নভোসিবির্স্ক জেলার মাসলিয়ানিনো গ্রামে তিনি শিক্ষকতা করছেন। ইউলিয়া গ্রিৎসেঙ্কো আমায় জানান যে গ্রামবাসীরা তাদের বীরের স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করছে।

...ঝঞ্ঝাক্রমণের তৃতীয় দিন চলছিল। বার্লিনের অবরুদ্ধ গ্যারিসনের সীমানা ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল, কিন্তু শত্রুর প্রতিরোধ বেড়েই যাচ্ছিল। আমাদের সৈন্য বিন্যাসের ঘনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গোলাগুলি বর্ষণের সুযোগ একেবারে কমে গিয়েছিল। সমস্তকিছু স্থানাভাবে রাস্তাগুলোতে ঠেসাঠেসি করছিল। এমন এক মুহূর্ত এল যখন এগুনো হচ্ছিল শম্বুক গতিতে। কেবল পুরু পাকা দেয়ালগুলোর ফাটল দিয়ে, ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে, ফেরোকংক্রিটের রাশি রাশি চাঁইয়ের মধ্য দিয়ে এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায়, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়া সম্ভব ছিল। নিজের আসন্ন অবসান অনুভব করতে পেরে নাৎসিরা শহরের অট্টালিকাগুলো ধ্বংস করছিল, — শান্তিপূর্ণ বাসিন্দাদের মৃত্যু তাদের মোটেই চিন্তিত করছিল না।

২৫ এপ্রিল থেকে বার্লিনের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণের শুরু থেকে ফ্রন্টের সদর-দপ্তর তার নির্দেশগুলোতে বাহিনীসমূহের সীমানাই কেবল বদলাচ্ছিল, এবং ঠিকই করছিল। শহরের ভেতরে লড়াইয়ের গতিকে প্রভাবিত করা অসম্ভব। বাহিনীর সদর-দপ্তর কেবল কোরসমূহের মধ্যবর্তী সীমানাগুলো নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং যুদ্ধ-সীমা অনুসারে কর্তব্য হাজির করছিল। যেমন, ১৯৪৫ সালের ২৭ এপ্রিল বাহিনীর উদ্দেশে প্রকাশিত নির্দেশে বলা হয়েছিল:

'১. সারা রাত আক্রমণাভিযান চলতে থাকবে, কাজ অব্যাহত রাখবে পৃথক পৃথক ঝঞ্ঝাক্রমণকারী বাহিনীগুলো। প্রধান শক্তিসমূহকে বিশ্রাম দিতে হবে এবং আর্টিলারি, ট্যাঙ্ক ও গোলাবারুদ টেনে আনতে হবে।

২. ২৭·৪·৪৫ সকাল থেকে প্রধান শক্তিসমূহকে নিম্নলিখিত কাজটি হাতে নিয়ে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যেতে হবে:

৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরকে অগ্রসর হতে হবে এই অভিমুখে: কাইজের

www.pathagar.com

ফ্রিডরিখপ্লাৎস (লক্ষ্য ৪০), ব্লুখেরস্ট্রাসে স্ট্রিট এবং দিনের শেষে পৌঁছতে হবে লান্ডভের খালে ও লডে-ইনজেল দ্বীপের এলাকায়, আনগাল্ট রেল স্টেশনের (লক্ষ্য ৫) দক্ষিণস্থ মোটর সেতুটি বাদ দিয়ে।

সীমা নির্ধারক লাইন ডাইনে — লান্ডভের খাল; বাঁয়ে — জেলখানা, লক্ষ্য ৪৩, লক্ষ্য ৫-এর দক্ষিণস্থ মোটর সেতু।

২৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরকে অগ্রসর হতে হবে এই সাধারণ অভিমুখে: টেমপেলহোফ বিমান বন্দরের সদর দরজা, রেলপথগুলোর জংশন (লক্ষ্য ১৫৪ ও ২) এবং দিনের শেষে পৌঁছতে হবে এই যুদ্ধ-সীমায়: ফ্লটভেলস্ট্রাসে, মাটভেই কবরখানার উত্তরে অবস্থিত রেল স্টেশন, কলোনেনস্ট্রাসে স্টেশন।

সীমা নির্ধারক লাইন বাঁয়ে — টেমপেলহোফ স্টেশন — লক্ষ্য ৩৮-এর উত্তরে অবস্থিত কবরখানা।

২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরকে সারা দিনে টেলটোভ খাল, প্রিস্টেরভেং স্টেশন, পানেনস্ট্রাসে স্টেশন, লক্ষ্য ৩৮-এর উত্তরে অবস্থিত কবরখানা ও টেমপেলহোফ স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকা শত্রুমুক্ত করতে হবে।

সীমা নির্ধারক লাইন বাঁয়ে — মারিয়েনডর্ফ রেল স্টেশন থেকে পানেনস্ট্রাসে স্টেশনের নিকটে রেলপথগুলোর চৌমাথা পর্যন্ত।

কোরসমূহের প্রধান শক্তিগুলোর আক্রমণাভিযান আরম্ভ হবে ২৭·৪·৪৫ সকাল ৮টার সময়।

১৯৪৫ সালের ২৬ এপ্রিল রাত্রে ৩৪তম স্বতন্ত্র ভারী ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টের ট্যাঙ্ক নিয়ে একটি ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপ নির্ভীক আক্রমণ চালিয়ে শহরের দক্ষিণাংশ ভেদ করে যাওয়া রেলপথগুলোর দুটি লাইন অতিক্রম করে ফেলে। চার্চের সম্মুখস্থ স্কোয়ারে আমাদের একটি ট্যাঙ্ক মাইনের উপর ধাক্কা খায় এবং এর ফলে ওটার ক্যাটারপিলার নষ্ট হয়ে যায়।

সোভিয়েত ট্যাঙ্কটি থেমে পড়েছে দেখে SS সৈনিকরা তার চালকদল আর সাবমেশিনগানারদের — এরা ট্যাঙ্ক-যোদ্ধাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল — পশ্চাদপসরণের পথ কেটে দেয়।

SS-দের ছিল প্রায় একশোটি, আমাদের যোদ্ধা ছিল মাত্র বারো জন। শুরু হল অসমান লড়াই। এই লড়াইয়ে অসাধারণ বীরত্ব ও সামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন ড্রাইভার-মেকানিক সার্জেণ্ট গের্মান শাশকোভ। তিনি ভোলগা তীরের বাসিন্দা, জন্ম তাঁর গোর্কি জেলায়। ট্যাঙ্কে গোলা-লোডার নিহত হলে শাশকোভ তার স্থান নেন। কিছু সময় পরে নিহত হয় গান

www.pathagar.com

লিডার, কিন্তু ট্যাঙ্ক আগেরই মতো গোলাবর্ষণ করতে থাকে। শাশকোভ এবার গোলা-লোড়ার আর গান লিডার দু'জনেরই স্থান নিলেন। ফাউস্টপ্যাট্রনের বিস্ফোরণে মারা যান ট্যাংক কমান্ডার। শাশকোভ একা হয়ে গেলেন। লেভারের কাছে বসে তিনি ট্যাংকটিকে তার অক্ষদণ্ডের উপর ঘুরালেন। ফাউস্টপ্যাট্রনের নতুন আঘাত। জ্বলে উঠে ইঞ্জিন বিভাগটি। শাশকোভ ট্যাংকটিকে পেছন পানে নিয়ে যান এবং তার পশ্চাদ্ভাগ একটি অর্ধবিধ্বস্ত দেয়ালে ধাক্কা মেরে ভেতরে একটু ঢুকে পড়ে। দেয়ালটি ধসে পড়ে এবং তাতে ট্যাঙ্কের আগুন নিভে যায়।

শাশকোভ কখনও কামান থেকে আর কখনও মেশিনগান থেকে নাৎসিদের উপর গোলাগুলিবর্ষণ করছিলেন। কিন্তু এক সময় গোলাগুলি শেষ হয়ে গেল। বাকী থাকল গ্র্যানেড। ট্যাঙ্কটির জন্য শাশকোভের কষ্ট হচ্ছিল, ওটা তিনি শত্রুর হাতে তুলে দিতে চান নি। একটির পর একটি গ্র্যানেড উড়ে যেতে থাকল ট্যাঙ্কের হ্যাচ-ওয়ে দিয়ে এবং ড্রাইভার-মেকানিকের খিড়কি দিয়ে। কিন্তু পরে গ্র্যানেডও শেষ হয়ে গেল। শাশকোভ দ্বিতীয় বারের মতো আহত হলেন, — এবার বুকে। ফ্যাসিস্টরা ট্যাঙ্কের বর্মে ঘা মারতে লাগল এবং শাশকোভকে আত্মসমর্পণ করতে বলল। কিন্তু রক্ষীরা আত্মসমর্পণ করে না। গের্মান শাশকোভ ট্যাঙ্কের ভেতরেই থেকে যান।

শাশকোভের সাথীরা যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছল তখন ট্যাঙ্কটির চারিদিকে গেস্টাপোর পোশাক পরিহিত তিরিশটিরও বেশি জার্মান সাবমেশিনগানের আর গ্র্যানেড লঞ্চার অপারেটর মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। অর্ধদগ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত শাশকোভ ছুরি হাতে পড়ে ছিলেন ট্যাঙ্কের ভেতরে। সাথীদের সমস্ত ঘটনার কথা বলার মতো শ্বাসপ্রশ্বাস তখনও তাঁর ছিল। বীর মৃত্যু কালে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেন:

— আমার দেহটি ফ্যাসিস্টদের হাতে তুলে দাও নি বলে তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সাথীগণ...

২

২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের অধিনায়ক জেনারেল আ. রিজোভ আমায় জানালেন যে 'হেন্রিখ ফন ক্লেইস্ট' পার্কের পেছনে, দৃঢ় ঘাঁটিতে পরিণত কোণের এক বাড়িতে রয়েছে শত্রুর অবরুদ্ধ একটি গ্যারিসন যা বৃহৎ ক্যালিবরের মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ বন্ধ করছে না। সমস্তকিছু

www.pathagar.com

বিচার করে মনে হল, ওখানে বসে আছে মৃত্যুর জন্য পরিত্যক্ত ফ্যাসিস্টরা। ওরা গুলিবর্ষণ করছে চিকিৎসা কর্মীদের উপর, আহতদের উপর, নারীদের উপর, শিশুদের উপর যারা ছুটে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছে। মেশিনগানের নিশানার মধ্যে যারাই পড়ছে তাদের সবার উপরই গুলি করছে, এবং গুলি করছে অনেকখন, বাছবিচার না ক'রে... ওদের নিয়ে কী করা?

এর আগে পর্যন্ত আমি অনেক ইতস্তত করছিলাম: বাহিনীর অগ্নিবর্ষক অপারেটরদের দলগুলোকে কাজে লাগাব কি না। আমি তাদের রিজার্ভে রেখেছিলাম। তবে এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ৪১তম স্বতন্ত্র স্যাপার ব্রিগেড থেকে অগ্নিবর্ষক অপারেটরদের একটি দলকে আমি অগ্রবর্তী অবস্থানে প্রেরণের হুকুম দিলাম।

অগ্নিবর্ষক অপারেটররা কোণের বাড়িটির একেবারে কাছে পৌঁছে গেল এবং সমস্ত গোলা-মুখ আর ভূগর্ভ তলার জানলাগুলোর উপর আঘাত হানল। মনে হল, এবার শত্রু নিশ্চয়ই প্রতিরোধ দেওয়া বন্ধ করবে ও আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে আবার মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করল। এর মানে, বাড়িটিতে ঢুকে ফ্যাসিস্টদের ধ্বংস করতে হবে। আপন উদ্যোগে এরূপ সিদ্ধান্ত নেয় সাইবেরিয়ার চিতা জেলার আগুন গ্রামের নির্ভীক বাসিন্দা অগ্নিবর্ষক অপারেটর নিকোলাই পপোভ। একগুচ্ছ গ্র্যানেড ছুঁড়ে বিস্ফোরণের দ্বারা দরজা ভেঙে সে এক তলায় প্রবেশ করল। করিডরগুলোতে গেড়ে বসা নাৎসিরা — অফিসার আর সৈনিকরা — একটি গুলি করারও সময় পায় নি: পপোভ তার অগ্নিবর্ষক থেকে আগুনের ধারা দিয়ে ওদের একটা ঝাপট মারল। তবে শত্রুর প্রধান শক্তিগুলো ভূগর্ভ তলায় লুকিয়ে ছিল। ওখানে কয়েকটি গ্র্যানেড ছুঁড়ে পপোভ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল এবং নিজেকে ফ্যাসিস্টদের ভিড়ের মধ্যে আবিষ্কার করল। পরে পপোভ বলেছিল যে ওখানে প্রায় তিরিশটি ফ্যাসিস্ট ছিল।

'হ্যান্ডস আপ!' — চেঁচিয়ে বলে পপোভ।

জবাবে সাবমেশিনগান থেকে গুলি বর্ষিত হয়। পার্টিশনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে ওখান থেকে অগ্নিবর্ষণ করতে হল।

অচিরেই বাড়িতে আগুন লেগে গেল। বেঁচে থাকা ফ্যাসিস্টগুলো পালিয়ে প্রাণরক্ষা করতে চেষ্টা করল, কিন্তু রাস্তায় ওদের অপেক্ষা করছিল আমাদের যোদ্ধারা।

এখন বুঝতেই পারছেন, যোদ্ধার উদ্যোগ আর নিপুণ ক্রিয়াকলাপের

www.pathagar.com

তাৎপর্য কত অপারিসীম। এই লড়াইয়ে সমস্ত সমস্যাই বস্তুতপক্ষে সমাধান করে একটি লোক। তাই আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই যে শহরের লড়াইয়ে সৈনিকের উপস্থিত বুদ্ধি আর নৈপুণ্যই হচ্ছে আসল জিনিস!

শত্রু যখন মজবুত পাকা দেয়ালযুক্ত বাড়িতে বসে থাকে তখন পদাতিক সৈন্যরা একা কোন কিছু করতে পারে না। তখন সমস্ত ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধাদের প্রয়োজন হয়। এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে গোলন্দাজদের কাছ থেকে পদাতিক সৈন্যদের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা পাওয়া দরকার। শহরের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা এটাই বলে যে প্রতিটি ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপকে সমর্থন জোগাবে কম পক্ষেও দু'-তিনটি কামান, — পদাতিক বাহিনীর ভারী অস্ত্রকে অবশ্য এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না।

শহরের লড়াইয়ে পদাতিক সৈনিক, গোলন্দাজ, স্যাপার, সিগন্যালম্যান, ট্যাঙ্ক-যোদ্ধা আর তল্লাসী সৈনিকদের মধ্যে সামরিক বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতা চূড়ান্ত তাৎপর্য অর্জন করে। শহরের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ ছাড়া আর কোথাও বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠতা আর নিরবচ্ছিন্ন মেলামেশা লক্ষ্য করা যায় না। এখানে তারা সব সময় পরস্পরের মদদ পায় এবং আক্ষরিক অর্থেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করে। সেই জন্যই ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপের কমান্ডার সর্বদা রণকৌশলগত পারস্পরিক সহযোগিতার প্রধান সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর লড়াইয়ের গতি বোঝার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সমস্ত রকমের বাহিনীর যোদ্ধাদের সাফল্য, আর তার মানে, সমগ্র সামরিক সমস্যার সমাধান।

আমাদের একটি ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপকে পট্সডামেরস্ট্রাসে স্ট্রিটে মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত একটি পাকা বাড়ি দখল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তল্লাসী সৈনিকরা জানতে পারল যে শত্রু ওই বাড়িটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়েছিল নিম্নলিখিত উপায়ে: দু'তলায় স্থাপিত হয়েছিল দু'টি মেশিনগান, যা থেকে ঘন গুলিবর্ষণ চলছিল রাস্তার উপর; ভূগর্ভ তলায় লুকনো ছিল কম ক্যালিবরের একটি কামান (ওখানে দু'টি গোলা-মুখ ছিল, যাতে ওই কোণের বাড়িটির উভয় পাশের রাস্তার উপর গোলাবর্ষণ করা যায়); বাড়িতে ঢোকার সমস্ত পথ জার্মানরা রোধ করে রেখেছিল পাশের বাড়িগুলোতে অবস্থানরত মেশিনগানার আর সাবমেশিনগানারদের গুলিবর্ষণের সাহায্যে।

আমাদের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপে পদাতিক সৈনিক, মেশিনগানার আর স্যাপার ছাড়াও ছিল তোপ, ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচল কামান। রক্ষীরা যখন মূল

www.pathagar.com

অবস্থান নিল এবং সম্মুখ পানে ধাবিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, তখন ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচল কামানগুলো ভূগর্ভতলার গোলা-মুখ ও দু'তলার দিকে — শত্রুর মেশিনগান আর কামানের দিকে — গোলাবর্ষণ করতে আরম্ভ করল। ট্যাঙ্ক-যোদ্ধা আর স্বয়ংচল কামানের গোলাবর্ষণকারীরা কোণের আড়াল থেকে গোলা ছুঁড়ছিল, দু'-তিনটা গোলা ছুঁড়েই লুকিয়ে পড়ছিল। কয়েকটা গোলা লক্ষ্যে গিয়ে পড়ল এবং তাতে চমৎকার ফল মিলল। জার্মানদের গোলাগুলিবর্ষণে শিথিলতা দেখা দেয়। আর ওই সময় মেশিনগান ও সাবমেশিনগানের গুলিবর্ষণের আড়ালে থেকে রক্ষীরা সম্মুখ পানে ছুটল। ওই বাড়িটির জন্য লড়াই চলা কালে ট্যাঙ্ক, স্বয়ংচল কামান আর তোপ থেকে পাশের বাড়িগুলোর উপর গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল এবং তার ফলে শত্রু আক্রান্ত ভবনটির গ্যারিসনকে কোন সমর্থন জোগাতে পারছিল না।

তল্লাস কার্যের কথা বিশেষভাবে বলতে ইচ্ছে করছে। প্রতিটি আক্রমণ, প্রতিটি ঝঞ্ঝাক্রমণের আগেই তল্লাস কার্য চলত। নিরবচ্ছিন্ন তল্লাস কার্য চালানো — এর মানে হচ্ছে শত্রুর শক্তিশালী ও দুর্বল দিকগুলো জানা, এবং সেই অনুসারে তাকে আঘাত করা। তল্লাসী সৈনিকদের অসাধারণ সাহস, উদ্যোগ ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রদর্শন করতে হত।

বার্লিনে লড়াইয়ের সমগ্র পর্যায়ে চমৎকার কাজ করেছে সিনিয়র লেফটেনেণ্ট ভিক্তর লিসিৎসিনের পরিচালনাধীন তল্লাসী সৈনিকদের গ্রুপটি। লিসিৎসিনের তল্লাসী সৈনিকরা একাধিক বার শত্রুর অবস্থানে অনুপ্রবেশ করেছে, সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থানগুলোতে হানা দিয়েছে এবং শত্রুর ঘাঁটি ও শক্তি অধ্যয়ন করেছে। তারা কাজ করেছে চতুরতা ও দক্ষতার সঙ্গে।

বার্লিনে বহু আবাসিক এলাকা আর বাড়ি ভূগর্ভ তলা দিয়ে যোগাযোগ পথের দ্বারা যুক্ত। তল্লাসী সৈনিকরা ওই পথগুলো নিপুণভাবে ব্যবহার করেছে। যোদ্ধাদের কয়েকজন ওই পথ দিয়ে এগুত এবং তাদের আগে আগে বৈদ্যুতিক লণ্ঠন নিয়ে চলত এক-দু'জন সৈনিক। আলো দেখে ফ্যাসিস্টরা আমাদের তল্লাসী সৈনিকদের নিজের লোক বলে ধরে নিত। সোভিয়েত তল্লাসী সৈনিকরা এর সুযোগ নিত। তারা নাৎসিদের খুঁজে পেলে ওদের ধ্বংস করে দিত অথবা বন্দী করত।

www.pathagar.com

টিয়ার্গার্টেন

১

২৬ এপ্রিল রাত্রে আমি আমার কমাণ্ড পোস্টটি অগ্রবর্তী অঞ্চলের কাছে নিয়ে যাই। আমরা বড় একটি পাঁচতলা বাড়ি বেছে নিই, তা অবস্থিত ছিল বিমান বন্দরের প্রধান ভবন 'ফ্লিউগ্‌গাফেন'-এর অনতিদূরে, 'ভিক্টরিয়া' পার্কের সম্মুখস্থ ত্রেকোণা আবাসিক এলাকাটির অগ্রভাগে। দেখাই যাচ্ছিল যে বাড়িটির কালো-ধূসর দেয়ালগুলোকে আগুনের লোলজিহ্বা একাধিক বার লেহন করেছে। জানলার কাঁচগুলো ভাঙ্গা। বাড়ির সদর দরজার উপরে বসানো ছিল সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি কালো একটি ঈগল, ফ্যাসিস্ট স্বস্তিকা চিহ্ন সমেত, তার নখরে — তৃতীয় রাইখের প্রতীক। এক তলায় কালো মর্মর পাথরের স্তম্ভযুক্ত অনতিবৃহৎ তবে উচ্চ একটি হলঘর। অন্ধকার ও অনারামদায়ক একটা কামরা। ওখানে সমস্তকিছুতেই বিষণ্ণতার ছাপ: কালো চৌকাঠযুক্ত জানলা, কালো দেয়াল, ধূসর ও ভারী ছাদ।

আমি এরূপ খুঁটি নাটির দিকে মনোযোগ দিচ্ছি কেবল এই জন্য যে এই ঘরটিকে যুদ্ধাবসানের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলির সাক্ষী হতে হয়েছে।

আমি যখন নতুন কমাণ্ড পোস্টে এলাম, ওখানে তখন টেলিফোন লাইন এসে গিয়েছিল। আমায় জানানো হল যে কয়েক মিনিট আগে ওখানে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তিন তোলার সিঁড়ি থেকে কে যেন আমাদের মেয়ে সংকেতকর্মীদের লক্ষ্য ক'রে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ছিল। মেয়েরা হতবুদ্ধি হয়ে যায় নি, তাদের কাঁধে হামেশা বন্দুক বা সাবমেশিনগান থাকত। তারা উপরের দিকে ছুটল। অসামরিক পোশাক পরিহিত একটি লোক গুলি ছুঁড়তে সিঁড়ি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। ভালিয়া তকারেভার পরিচালনাধীন সংকেতকর্মীরা লোকটির পিছু নিল। ফ্যাসিস্ট ছাদে লুকিয়ে পড়ল। মেয়েরা তার পেছন পেছন। সাবমেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়ল সমস্ত কোণে আর অন্ধকার জায়গায়, আর তারপর জোরে বলতে শুরু করল:

www.pathagar.com

'হেনডে হখ!' অর্থাৎ 'হ্যান্ডস আপ'। কেউ কোন সাড়া দিল না। মেয়েরা ছাদটি তন্নতন্ন করে দেখতে লাগল, এবং হঠাৎ শত্রুকে দেখতে পেল। বিকৃত চেহারা আর উন্মাদের দৃষ্টি নিয়ে হাতে পিস্তল চেপে ফ্যাসিস্টটি কোণ থেকে বেরিয়ে এল এবং পদাঘাত করে ছাদের জানলা ভেঙ্গে 'হিটলার খতম' বলেই নিচের দিকে ঝাঁপ দিল।

মেয়েরা আমায় পাগলটির মৃতদেহ দেখাল। প্রাঙ্গণে ওটা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল।

ফ্যাসিস্টের পক্ষে এরূপ মৃত্যু খুবই যুক্তি সঙ্গত...

২৭ এপ্রিল ফৌজগুলো পুরনো বার্লিনের আবাসিক এলাকাগুলোর উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে। দিনের শেষে প্রধান শক্তিসমূহ বার্লিনে নাৎসি ফৌজের শেষ প্রতিরক্ষা লাইনে—টির্গার্টেনে পৌঁছে যায়। রক্ষীদের যাত্রাপথে ছিল লান্ডভের খাল। তার অপর তীর থেকে চারশো মিটারের মধ্যে অবস্থিত ছিল তৃতীয় রাইখের প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, তার মধ্যে সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরটিও, যেখানে লুকিয়ে ছিল হিটলার ও তার জেনারেল স্টাফ, আর একটু দূরে, উত্তরে — রাইখস্টাগ।

পূর্ব ও উত্তর থেকে বার্লিনের কেন্দ্রস্থল অভিমুখে আক্রমণরত প্রতিবেশী ৩য় ও ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীগুলো শ্প্রেয়ে নদীর তীরে পৌঁছে যায়।

২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল শার্লোটেনবুর্গ অঞ্চলে, ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী লড়ছিল ৮ম রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। ২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী আর ৮ম রক্ষী বাহিনীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আক্রমণাভিযান চালাচ্ছিল ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের ইউনিটসমূহ।

সোভিয়েত ফৌজগুলোর গতিতে থেকে শ্প্রেয়ে নদী ও লান্ডভের খাল অতিক্রম করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। টির্গার্টেন হচ্ছে শ্প্রেয়ে নদী আর লান্ডভের খালের জল দ্বারা বিধৌত একটি দ্বীপ; যা রক্ষা করছিল SS বাহিনী বাছাই করা ইউনিটসমূহ এবং প্রহরী ব্যাটেলিয়নগুলো। ফ্যাসিস্টরা লুকিয়ে ছিল মোটা দেয়ালের মজবুত ও উঁচু বাড়িগুলোতে, যেখান থেকে ভালো মতো দেখা যেত জল বাধাসমূহের নিকটস্থ সমস্ত রাস্তা এবং ওগুলোর উপর নিশানি গোলাগুলিবর্ষণ করা হত।

রাত্রি বেলা কোরসমূহের ও বিভিন্ন ইউনিটের সেনাপতিদের রিপোর্ট শুনে এবং ব্যক্তিগতভাবে স্থান নিরীক্ষণ ক'রে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম:

www.pathagar.com

আক্রমণরত ইউনিটসমূহকে বারো ঘণ্টার বিশ্রাম দিতে হবে, তবে সেই সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রিয়াকলাপে শিথিলতা দেখালে চলবে না: দৃঢ় ঘাঁটি-সমূহে জোর তল্লাসী কাজ চালাতে হবে, সমস্ত স্কোয়ার আর রাস্তাকে তোপ ও মর্টার কামানের প্রবল গোলাবর্ষণের মধ্যে রাখতে হবে।

বিরতি প্রয়োজন ছিল কেবল বিশ্রামের জন্যই নয়, ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপসমূহে লোক নেওয়া এবং গোলাবারুদ আনার জন্যও। গোলন্দাজ আর মর্টার গানারদের কাজ ছিল — পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম থেকে সরকারী এলাকাগুলোর উপর আক্রমণরত প্রতিবেশী বাহিনীসমূহের গোলন্দাজদের সঙ্গে নিজেদের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় ঘটানো। শত্রুর চারিদিকের বেষ্টনীর বৃত্তটি ক্রমশই ছোট হয়ে আসছিল, এবং এমতাবস্থায় নিজেদের গোলা আর মাইনের লক্ষ্য ছাড়িয়ে পতন নিজেদের সৈন্যদেরই ক্ষতি করতে পারত। বাহিনীর সামরিক পরিষদ ও সদর-দপ্তর ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলো গঠন এবং পুনর্বিন্যাসের সময় বিশেষ মনোযোগ দিত কমান্ডারদের, পার্টি ও কমসোমল শক্তিসমূহের বিন্যাসের দিকে। সারি থেকে চলে যাওয়া কমান্ডারের পরিবর্তে নতুন কমান্ডার নিযুক্ত করা — সহজ কাজ নয়। উদ্যোগী ও অটল কমান্ডার যেকোন কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, যদি যোদ্ধারা কোন সন্দেহ না ক'রে তাঁর হাতে নিজেদেরকে ছেড়ে দেয়, যদি কমিউনিস্ট ও কমসোমল সদস্যদের মধ্যে তাঁর দৃঢ় সমর্থন থাকে। কাকে গ্রুপ বা দলের কমান্ডার নিযুক্ত করা উচিত — এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে প্রত্যেক অধিকর্তারই পার্টি কর্মীদের মতামত শোনা চাই, সাধারণ কমিউনিস্টদের সঙ্গে কথা বলা চাই।

সেনাপতিকে যোদ্ধাদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাঁকে তাদের মন জয় করতে পারা চাই। নির্ভুলভাবে কাজ দেওয়া — সে কেবল অর্ধেক কাজ। প্রতিটি যোদ্ধাকে কাজের গুরুত্বটি বোঝানো দরকার; মানুষকে উৎসাহিত, উদ্দীপিত করা প্রয়োজন যাতে সে নিজের প্রতি দয়ামায়া না ক'রে, শত্রুর গোলাগুলিবর্ষণের মধ্যে যে-সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করছে গভীরভাবে ওগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে সেনাপতির স্পর্ধিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে। কেবল এক হুকুম বা নির্দেশে এরূপ ফল পাওয়া যায় না। সেনাপতির প্রতি কমিউনিস্টদের এবং কমসোমল সদস্যদের সমর্থন থাকা অতি আবশ্যকীয়। তাদের মূল্যবান কথাকে প্রতিটি যোদ্ধার মনে অনুপ্রবেশ করতে হবে, তাদের সাহসিকতা আর আত্মোৎসর্গিতার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত রাখতে হবে। কেবল তখনই সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

www.pathagar.com

খোদ জীবনই আমাদের পার্টি-রাজনৈতিক কাজকে বেশি গুরুত্ব দিতে শিখিয়েছে। রাস্তার লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে সে কাজকে বিশেষ নমনীয় ও তৎপর হতে হবে। এখানে সাধারণ আদেশ-নির্দেশ আর অসংলগ্ন কথাবার্তা দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। সেনাপতি আর রাজনৈতিক কর্মীদের যোদ্ধাদের কাছে যাওয়া উচিত, নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা উচিত, তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা দরকার কীভাবে অস্ত্র প্রস্তুত রাখলে ও কীভাবে শত্রুকে ধূর্ততায় পরাস্ত করলে বেশি ভালো হবে, জিজ্ঞেস করা দরকার আক্রমণের সময় যোদ্ধা তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন কি, সঙ্কেতগুলো মনে আছে কি, তার কাছে ব্যক্তিগত মেডিকেল প্যাকেট আর সংরক্ষিত খাদ্য আছে কি। কথাবার্তা হতে হবে কার্যকর ও আন্তরিক যাতে যোদ্ধার মনে এই বিশ্বাস জাগে যে কর্তব্যটি সম্পাদনযোগ্য এবং বিজয় সুনিশ্চিত।

এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে একটি লোকের কথা আমার খুবই মনে পড়ছে। তিনি হলেন ৭৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ২২০তম রক্ষী রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটেলিয়নের রাজনৈতিক অংশের সহ-সেনাপতি সিনিয়র লেফটেনেণ্ট ন. কাপুস্তিয়ানস্কি। বাইরে থেকে তাঁকে অতি সাধারণ মানুষই মনে হত। খাটো, দুর্বল ও স্বল্পভাষী লোক তিনি।

— সহ-সেনাপতি বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন না। তিনি শুনতেই অভ্যস্ত। কিন্তু যদি বলেন তো একেবারে খাঁটি কথাই শুনিয়ে ছাড়েন, — তাঁর সম্পর্কে বলত যোদ্ধারা।

বার্লিনের উপর আক্রমণ চলার দিনগুলোতে কাপুস্তিয়ানস্কিকে কখনও এক জায়গায় পাওয়া যেত না। কেউ জানত না তিনি কখন বিশ্রাম করতেন। অল্পক্ষণের জন্য ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডারের কাছে আসেন, পরিস্থিতি জেনে নেন — এবং ফের উধাও। কোন ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন:

— কাপুস্তিয়ানস্কিকে কি দেখেছ?

— এই মাত্র এখানে ছিলেন। ভালো যোদ্ধাদের কথা বলেছেন, সামরিক পত্রিকা প্রকাশনের বন্দোবস্ত করেছেন এবং তারপর প্রতিবেশী ঝঞ্ঝাক্রমণকারী বাহিনীটিতে চলে গেছেন।

— তাঁর সঙ্গে কে আছে?

— কেউ নেই, একা।

— কোথাও যদি স্নাইপারের গুলি খান কিংবা দেয়াল ধসে পড়ে তাহলে সহ-সেনাপতিকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

— আমাদেরও ভয় হয়, কিন্তু তিনি কাউকে সঙ্গে যেতে দেন না! বলেন, ল্যাজনুড় ছাড়াই চালিয়ে নেব!

বিনয়ী ও নির্ভীক কাপনুস্তিয়ানস্কি নিজের কথা ভাবতেন না। যোদ্ধাকে সনুসংবাদ দেওয়ার জন্য, উৎসাহিত করার জন্য, কথা ও কাজের দ্বারা সাহায্য করার জন্য তিনি কী না করতেন: ভূগর্ভ তলাগনুলোতে যেতেন, শত্রনুর গোলাগনুলিবর্ষণের মধ্যে হামা দিয়ে রাস্তা পার হতেন। ব্যাটেলিয়নের কমিউনিস্টরা এবং কমসোমল সদস্যরা হামেশাই তাদের নায়কদের দেখতে পেত। গভীর রাত্রে অথবা প্রশান্তির সময়ে কাপনুস্তিয়ানস্কি রাজনৈতিক কর্মীদের একত্র জড় করতেন, তাদের সঙ্গে বসে সারা দিনের কাজের খতিয়ান করতেন, নির্দেশ ও উপদেশ দিতেন — এবং আবার যোদ্ধাদের কাছে চলে যেতেন সবচেয়ে বিপজ্জনক ক্ষেত্রগনুলোতে। তাঁর কল্যাণে ব্যাটেলিয়নের যেকোন যোদ্ধা — হোক সে সাবমেশিনগানার অথবা স্যাপার, রাঁধনুনে অথবা বার্তাবহ — পরিস্থিতি এবং নিজের কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকত, সংবাদপত্র এবং রেডিও-র সবচেয়ে নতুন খবর জানত। প্রথম ব্যাটেলিয়ন ও তার ঝঞ্ঝাক্রমণকারী বাহিনীগনুলো সর্বদাই লড়াইয়ে সাফল্য অর্জন করত এবং তাতে কাপনুস্তিয়ানস্কির বিশেষ অবদান থাকত।

লান্ডভের খালে উপনীত প্রথম সৈন্যদলগনুলোর মধ্যে প্রথম ব্যাটেলিয়নটিও ছিল।

— ব্যাটেলিয়নের রাজনৈতিক অংশের সহ-সেনাপতি ওখানে এখন কী করছেন? — আমি জিজ্ঞেস করলাম আমার সহালাপীদের যারা আমায় কাপনুস্তিয়ানস্কির বিষয়ে বলছিল।

রেজিমেণ্ট থেকে অচিরেই আমায় টেলিফোনে জানানো হল:

— সহায়ক উপকরণ দিয়ে যোদ্ধাদের ফাত্না বানাতে সাহায্য করছেন।

— ফাত্না আবার কীসের জন্য?

— আগামী কাল আমরা... — খাল অতিক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল এবং যে-ব্যক্তিটি টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি খোলাখনুলিভাবে এ বিষয়ে আমায় কোনকিছনু বলতে চাইলেন না।

— বনুঝলাম, বনুঝলাম, মাছ ধরবেন, আর তার মানে, স্নানও করবেন।

— দনু'কাজই করব। এসব ব্যাপারে কাপনুস্তিয়ানস্কি হচ্ছেন ওস্তাদ লোক। সাধারণ তাঁবনু দিয়ে তিনি নৌকা বানাতে পারেন, আর তিনি কী ভালো ভেলা গড়েন — দেখলে নয়ন মনুগ্ধ হয়ে যায়। সেই জন্যই আমাদের সৈনিকরা তাঁর কাছে শিখছে।

www.pathagar.com

— ঠিকই করছেন। ধন্যবাদ। দেখা হবে।

এই অন্তিম আঘাতের আগে, যখন যুদ্ধের অবসান স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল এবং প্রায় প্রত্যেক সৈনিক মনে মনে আসন্ন শান্তিপূর্ণ দিনগুলোর ছবি আঁকছিল, তখন একটি সন্দেহ দেখা দিতে পারত: সৈন্যদের সামরিক আবেগ শেষ হয়ে যায় নি তো? শেষ সংগ্রাম হবে খুবই নির্মম ও রক্তক্ষয়ী। অথচ প্রত্যেকেই বিজয় অবধি বেঁচে থাকতে চায়। এমতাবস্থায় কী করে লোকজনকে বিপদের দিকে চালিত করা যায়? তদুপরি রাস্তার লড়াইয়ে রেজিমেণ্ট বা ডিভিশনের সেনাপতিরা মাঠের লড়াইয়ের মতো নিজেদের সাব-ইউনিটগুলোর সৈন্য বিন্যাস দেখতে পান না। এখানে ট্রেঞ্চ নেই, পরিখা নেই, নিরীক্ষণ কেন্দ্রের জন্য কোন টিলা নেই। চারিদিকে ঘরবাড়ি, দেয়াল আর ধ্বংসাবশেষ। সৈন্যরা আত্মগোপন করে ভূগর্ভ তলায়, মজবুত পাঁচিলের পেছনে প্রাঙ্গণে, নিভৃত গলিতে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। তাদের দেখা যায় না। তাই 'আক্রমণ চালাও' কথাটি বললেই রেজিমেণ্ট আর ব্যাটেলিয়নগুলো যে মিলিতভাবে চূড়ান্ত ঝঞ্ঝাক্রমণ আরম্ভ করবে এরূপ নিশ্চয়তা কোথায়?

নিশ্চয়তা ছিল, আছে এবং থাকবে! সেনাপতিরা, কমিউনিস্টরা, কমসোমল সদস্যরা, তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত, সাথীদের প্রতি, নিজের বিবেকের প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি উচ্চ দায়িত্ব বোধ — বাহিনীর জঙ্গী মনোবলের স্থায়ী ও অক্ষয় এক উৎস। যেকোন কাজে এ হচ্ছে সাফল্যের নিশ্চয়তা।

এখানে এ কথাটি আগেই বলেই দিতে চাই যে সামরিক পরিষদ, ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলোর রাজনৈতিক সংস্থা ও পার্টি সংগঠনসমূহ পরিচালিত সেই বিপুল কাজের পর অন্তিম ঝঞ্ঝাক্রমণ এতই উত্তমরূপে চলতে থাকে যে কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়া থেকে লোকজনকে এমনকি নিরস্তও করতে হয়েছে। কখনও আমি এমন কথা শুনি নি যে অমুক কিংবা তমুক ব্যাটেলিয়ন বা ঝঞ্ঝাক্রমণকারী বাহিনী ভয়ে ভয়ে ও দ্বিধার সঙ্গে কর্তব্য পালন করছে।

বলাই বাহুল্য, টির্গার্টেনের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণে কমিউনিস্টদের ও কমসোমল সদস্যদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের প্রশ্নটি উঠাতে গিয়ে আমরা কিন্তু যথেষ্ট নিরাপত্তা বিধান ব্যতিরেকে, গুলিবর্ষণ সৃষ্ট আচ্ছাদন ব্যতিরেকে, আক্রমণের লক্ষ্যসমূহের উপর শক্তিশালী তোপের আঘাত ব্যতিরেকে ওদের

www.pathagar.com

শত্রুর গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে খাল, ঘাঁটি কিংবা মাইন ক্ষেত্র অতিক্রম করতে বলি নি।

হুকুম দেওয়া হল: গোলা খরচ করতে কৃপণতা কোরো না, কার্তুজ বাঁচাবে না, কোন ভাবনা ছাড়া মাইন আর গ্র্যানেড খরচ করবে: সমস্তকিছুই আছে প্রচুর পরিমাণে! দূর পাল্লার ভারী হাওইটসের কামান সমেত সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন কামান থেকে শুরু করে ট্যাঙ্কবিরোধী তোপগুলোকে সোজা নিশানায় স্থাপন করা হয়। এমনকি বিভিন্ন ধরনের 'কাতিউশা' রকেটগুলোকেও বারুদের ধোঁয়া এবং ধুলোর আড়ালে একেবারে খালের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওগুলো দিয়ে শত্রুর ঘাঁটিসমূহের উপর নিরবচ্ছিন্ন আঘাত হানা হয়।

আমরা ভেবে দেখলাম যে রেজিমেণ্ট আর ডিভিশনগুলোর সমস্ত শক্তি দিয়ে একই সময়ে খালটি অতিক্রম না করাই যুক্তিসঙ্গত হবে, — আবারও সে কাজ করা হবে ছোট ছোট গ্রুপ দিয়ে, এবং একমাত্র সেখানে, যেখানে গোলন্দাজরা পথ পরিষ্কার করতে পেরেছে এবং জল-বাধা অতিক্রমণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন সমস্তকিছু, আক্ষরিক অর্থে সমস্ত গোলাবর্ষণ কেন্দ্র ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি ইউনিটসমূহের কমাণ্ডারদের খাল অতিক্রমণের জায়গা নির্বাচনের অধিকার দিলাম। যে-কমাণ্ডার সরাসরি মূল অবস্থানে থাকেন তিনিই ভালো জানেন আর্টিলারি কীভাবে কাজ করেছে এবং কোথায় সর্বাধিক সাফল্যের সঙ্গে, ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে।

কয়েকটি জায়গা, খালের কয়েকটি সেতু — যেমন, পট্সডামেরস্ট্রাসে-র কুব্জ সেতুটি, যেখান থেকে সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরের উপর সবচেয়ে ফলপ্রসূ আঘাত হানা সম্ভব — আমি আমার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখলাম।

টির্গার্টেনের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণের প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত প্রশ্নাদি আলোচনার সময় বাহিনীর সামরিক পরিষদ জার্মান জনগণের জাতীয় মূল্যবান বস্তুসমূহ সংরক্ষণের বিষয়টিও বিবেচনা করে। ব্যাঙ্ক, পুস্তক সংগ্রহশালা, বৈজ্ঞানিক-গবেষণা ইনস্টিটিউট আর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের সাব-ইউনিটগুলোর নগর-রক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত বিশেষ সৈন্যদলগুলোর উপর। বাহিনীর সামরিক পরিষদ বার্লিনস্থ কূটনৈতিক মিশন, দূতাবাস আর কনসুলেটসমূহের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বটি নিজের উপর নিয়ে নেয়। কোর আর ডিভিশনসমূহের রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর অধিকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, যে-সমস্ত

www.pathagar.com

কূটনৈতিক মিশন তাঁদের ফর্ম্যাশনগুলোর ক্রিয়াকলাপের এলাকায় থাকবে তাঁরা যেন ব্যক্তিগতভাবে ওগুলোর অলঙ্ঘনীয়তার দিকে খেয়াল রাখে।

বার্লিনের শান্তিপূর্ণ বাসিন্দাদের খাদ্য জোগানো এবং চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার কথাও ভাবতে হয়েছিল। ওই সময় জার্মান রাজধানীর গুদামে আর খাদ্যদ্রব্য রাখার স্থানগুলোতে অল্প কয়েক টন ময়দা ও সামান্য কিছু টিনের খাবার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মাংস, দানাশস্য, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ফুরিয়ে গিয়েছিল। জনগণ অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল। আমাদের রন্ধনশালাগুলোতে পেঁছার জন্য শিশুরা মেশিনগান আর কামানের গোলাগুলির মধ্যেও ছুটছিল, ট্যাঙ্কগুলোর কাছে একেবারে কাছে চলে আসছিল।

রুশ সৈনিকের হৃদয়টি সত্যিই খুব উদার! যোদ্ধারা তাদের থালা থেকে জার্মান শিশুদের খাওয়াচ্ছিল, বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য ওদের হাতে তুলে দিচ্ছিল টিনের খাবার, চিনি ইত্যাদি। বার্লিনবাসীদের খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করা হয়। আমরা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য অনেকগুলো চলমান পাকশালা স্থাপন করি।

মেডিকেল সার্ভিসের সমস্যাটি ছিল খুব জটিল। বার্লিনের যে-অংশটি দিয়ে আমাদের বাহিনীর সৈন্যরা যাচ্ছিল সেটা শীতকালেই মার্কিন বিমান বাহিনী কর্তৃক বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জল সরবরাহ ব্যবস্থা ও মল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছিল। আলো জোগাচ্ছিল — কেরোসিনের বাতি, তাপ দিচ্ছিল — কেরোসিন স্টোভ আর লোহার উনুন। স্যানিটারি কেন্দ্র, রন্ধনশালা, করিডর এবং এমনকি শোওয়ার ঘরগুলো পর্যন্ত ময়লা আর আবর্জনায় ভরে গিয়েছিল। চারিদিকে দুর্গন্ধ, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি। ঠান্ডা জল দিয়ে সাবান ছাড়াই কাপড় কাচতে হচ্ছে, এবং তাতে তেমন লাভ হচ্ছে না। টাইফাস, খোসপাঁচড়া, পেটের অসুখ... লোকজনের মাথা উকুনে ভরে যায়, তাদের শরীর ছেয়ে যায় ফোড়ায়।

কী করা? চিকিৎসা কর্মীদের গোটা একটি বাহিনী, অনেকগুলো হাসপাতাল প্রয়োজন।

বাহিনীর সেনিটারি সার্ভিসের অধিকর্তা মহামারী এড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজাণুনাশক ওষুধের ব্যবস্থা করার এবং অঞ্চলসমূহের সেনাপতি-দপ্তরগুলোর সঙ্গে মিলে জার্মান মেডিকেল-সেনিটারি কর্মীদের কাজে লাগানোর নির্দেশ পেলেন।

বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের অধিকর্তাকে আমি নির্দেশ দিলাম: আমাদের

www.pathagar.com

কাছে যে-পরিমাণ সাবান আছে তার সবটাই শহরবাসীদের দেওয়া হোক। অঞ্চলসমূহের সেনাপতিরা পাম্প-ঘরগুলো পুনর্স্থাপন ও মল-নিষ্কাশন পথগুলো পরিষ্করণের দিকে মন দিলেন।

ফর্ম্যাশনসমূহের রাজনৈতিক সংস্থাগুলো জার্মান ভাষা জানা অফিসারদের দিল এবং ওরা বার্লিনের বাসিন্দাদের কাছে ব্যাখ্যা করছিল যে এবার বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের কাজে হাত দেওয়ার সময় হয়েছে: যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে।

এক কথায়, সামরিক অপারেশনের সমস্যাবলির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু প্রশ্নও আমাদের চিন্তিত করছিল।

...আক্রমণ পুনরারম্ভ হতে কয়েক ঘণ্টা বাকী ছিল। ফর্শা হতে শুরু হল। গত রাত্রে আমি একদম চোখ বুজি নি, কিন্তু ঘুমোতেও ইচ্ছে করছে না। খুব সিগারেট খাচ্ছি। মাথা প্রচণ্ড খাটছে। কাল, পরশু, ১লা মে-র সর্বজনীন উৎসব দিবসে মাতৃভূমিকে ও বিশ্বকে আমরা কী খবর দেব? আডোল্‌ফ হিটলারের অন্তিম অবিমৃশ্যকারিতার কী ফল হবে? আমাদের মতো শক্তির আঘাত থেকে সে কোথায় গিয়ে লুকাতে পারে? না, মৃত্যুর এই বাহকটি যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন সোভিয়েত যোদ্ধারা তাকে খুঁজে বার করবেই। খুঁজে বার করবে এবং মানবজাতিকে তার কবল থেকে অব্যাহতি দেবে!

চার দিনের মধ্যে আমাদের বাহিনী এবং প্রতিবেশী বাহিনীগুলো প্রাচীর আর প্রস্তর স্তূপ ভেদ করে বার্লিনের কেন্দ্রস্থলে পেঁাছে গেল। ওই সময়টুকুর মধ্যে আমরা ১২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলাম। বার্লিনে আমাদের অবস্থানের চেয়ে স্তালিনগ্রাদে পাউলিউসের বাহিনীর অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থান ছিল, কিন্তু শতাধিক দিনে তার বাহিনীটি সেই দূরত্বের অর্ধেকটাও অতিক্রম করতে পারে নি, যা আমরা অতিক্রম করেছিলাম কুল্লে চার দিনে।

আমাদের সৈনিক আর সেনাপতিদের সৃজনমূলক উদ্যোগের একটি দিক ছিল ক্ষুদ্র ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপসমূহের রণকৌশল, যা আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম স্তালিনগ্রাদে রাস্তার লড়াইয়ে। এই রণকৌশলের সারমর্ম — আক্রমণ। ওখানে, ভোলগা তীরে, প্রতিরক্ষার কাজে লিপ্ত থেকে আমাদের গ্রুপসমূহ আক্রমণাত্মক ঝঞ্ঝাঘাতের দ্বারা নিজেদের অবস্থানগুলো সুদৃঢ় ও উন্নত করে তুলছিল। সেই তখনই, ১৯৪২ সালে, ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপগুলোর আক্রমণাত্মক পদ্ধতিগুলো বস্তুত পক্ষে রপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং গোলাগুলি

www.pathagar.com

বর্ষণের মধ্যে পরীক্ষিতও হয়েছিল। এখানে, বার্লিনে, আমাদের আত্মরক্ষা করার ও নিজেদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানগুলো উন্নত করার প্রয়োজন ছিল না এবং তা এই কারণে যে শত্রু চারিদিক থেকে এক ঘন ও মজবুত বেষ্টনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আমাদের কাজ — কেবল আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া। বার্লিনে আমাদের সৈন্যদের কর্তব্য — যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবরুদ্ধ গ্যারিসনকে বিধ্বস্ত করা ফ্যাসিস্ট সরকারকে নির্বিষ করা। বার্লিনের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণকারী সোভিয়েত সৈন্যরা অনুভব ও বিশ্বাস করছে যে ফ্যাসিজমের সঙ্গে এটাই হচ্ছে শেষ লড়াই এবং বার্লিন দখলের পর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

আমাদের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বার্লিনের গ্যারিসন কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল?

সোজাসুজি বললে — ভালোভাবে নয়। জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, দুর্গ, কেল্লা, প্রতিবন্ধক গড়তে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে আসল দুর্গটি — মানুষ ও তার চেতনা — দেখা গেল নিরস্ত্রীকৃত অবস্থায় রয়েছে। জার্মান সৈন্যরা বার্লিনে একরোখা প্রতিরোধ দিচ্ছিল, কিন্তু সে ছিল অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ লোকেদের অর্থহীন প্রতিরোধ। জার্মানরা শৃঙ্খলানিষ্ঠ ও সাহসী জাতি। কিন্তু যখন কোন আশা নেই, তখন সাহসী সৈনিকও খারাপ লড়ে, এমনকি নিজের বাড়িতেও, নিজের শহরেও।

এটা সত্যি যে ফাউস্টপ্যাট্রন সজ্জিত কিছু কিছু জার্মান সৈন্যদল বার্লিন আক্রমণের প্রথম দিনগুলোতে ট্যাংকগুলোর সঙ্গে বেশ সফল সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং আমাদের ট্যাংক বাহিনীগুলোকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবে সাফল্য ছিল স্বল্পকালীন। যেই মাত্র ট্যাংক বাহিনীগুলো পুনর্বিন্যস্ত হল এবং নিজেদের পদাতিক সৈনিকদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করতে লাগল, অমনি বার্লিন প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ফাউস্টপ্যাট্রন সজ্জিত সৈন্যদের ভূমিকাটি প্রায় বিলোপ পেল। ফাউস্টপ্যাট্রন সজ্জিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়ছিল ট্যাংক রক্ষাকারী সাবমেশিনগানাররা। যোদ্ধাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি বর্মের গোলারোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করল, ট্যাংকগুলো পেল অতিরিক্ত বর্ম-পর্দা, যা সাদাসিধে হলেও যথেষ্ট ফলপ্রসূ ছিল। ফাউস্টপ্যাট্রন পর্দায় লেগে দহন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলত এবং বর্ম অভেদ্য থেকে যেত।

এই ভাবে, রুশদের বিরুদ্ধে এই ভয়ংকর অস্ত্রটি — ফাউস্টপ্যাট্রন, যার

www.pathagar.com

উপর হিটলারের অনেক আশা-ভরসা ছিল, — আর তেমন ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছিল না। বলহীনতা বোধ অনেক সময় পাশবিক উন্মত্ততার জন্ম দেয়। আমরা তা স্বচক্ষে দেখেছি। চারশো কিশোরের ভিড়কে কল্পনা করুন। প্রতিটির বয়স পনেরো বছরের বেশি নয়, সবাই পরেছে কালো স্কুল টিউনিক। তারা রাস্তা ধরে চলেছে আমাদের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী বাহিনীগুলোর দিকে। কাঁধে তাদের শাদা ফাউস্টপ্যাট্রন। হিটলার এই কিশোরদের পাঠায় আমাদের ট্যাঙ্কগুলোর বিরুদ্ধে।

ওদের নিয়ে কী করা? ওদের আঘাত করতে আমাদের যোদ্ধাদের হাতই উঠে না। কমান্ডাররা বেতার মাধ্যমে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন:

— কী করা: ওদের এগুতে দেব অথবা গুলি করব?

— গুলিবর্ষণ থেকে বিরত থাকুন, ওদের নিরস্ত্র করার উপায় খুঁজুন।

হলদে রকেটের ঝলক — যা আমাদের অগ্রবর্তী অঞ্চল চিহ্নিত করছিল — কিশোরদের থামাতে পারল না। ওরা একেবারে আমাদের অবস্থানগুলোর কাছে পৌঁছে গেল এবং কামান আর শকট লক্ষ্য করে ওগুলোর দিকে ধাবিত হল। উড়তে লাগল ফাউস্টপ্যাট্রন। তা লোকজন আর ঘোড়াগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। এর জবাবে গুলি বর্ষণ করতে হল। সামনের ছেলেদের পড়ে যেতে দেখে বাকীরা পেছন ছুটল।

এটা ঘটে ২৬ এপ্রিল দিনের বেলা, টেমপেলহোফ বিমান বন্দরটি দখলের পর। এক দল কিশোর টির্গার্টেন থেকে বেরিয়ে কলোনেনস্ট্রাসে স্ট্রিটটি ধরে ২৮তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি কোরের ব্যূহ অভিমুখে এগুচ্ছিল।

এমনকি সবচেয়ে হতাশাজনক পরিস্থিতিতেও কে এভাবে লড়ে? কে শিশুদের অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারল?

স্তালিনগ্রাদ প্রতিরক্ষার দুর্বিষহ রকমের কঠিন দিনগুলোতে আমরা যদি পরিণামের কথা চিন্তা না করে লোকজনকে এরূপভাবে লড়তে পাঠাতাম, তাহলে ভোলগার কেবল পশ্চিম তীরেই নয়, পূর্ব তীরেও টিকে থাকা সম্ভব হত কি না তাতে সন্দেহ আছে।

২

প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ হওয়ার এক ঘণ্টা আগে ২২০তম রক্ষী ইনফেন্ট্রি রেজিমেণ্টের পতাকাবাহক সার্জেণ্ট নিকোলাই মাসালোভ

www.pathagar.com

রেজিমেন্টের পতাকাটি লান্ডভের খালের কাছে নিয়ে এল। তার সঙ্গে ছিল দু'জন সহকারী। রক্ষীরা জানত যে তাদের সামনে রয়েছে ফ্যাসিস্ট রাজধানীর প্রধান দুর্গ, জানত যে ওখানে অবস্থিত আছে হিটলারের হেডকোয়ার্টার্স এবং প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র যার সাহায্যে তৃতীয় রাইখের সর্দারগুলো এখনও তাদের সৈন্য পরিচালনা করে যাচ্ছে, ওদের অর্থহীন রক্তক্ষয়ী লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য করছে।

দক্ষিণ দিক থেকে টির্গার্টেনের কেন্দ্রস্থল অভিমুখী পথটি রোধ করে রেখেছিল গভীর খাল, যার খাড়া তীরগুলো কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো ছিল। খালের পুলগুলো আর ওগুলোর নিকটস্থ জায়গার উপর ঘনভাবে মাইন পেতে দেওয়া হয়েছিল এবং মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণের ব্যবস্থা করা হল। কেবল মিলিত ও দ্রুত আক্রমণের মাধ্যমেই এই ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক বাধাটি অতিক্রম করা সম্ভব।

লান্ডভের খাল থেকে ফসস্ট্রাসে ও সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তর (যার ভূগর্ভস্থ কক্ষে লুকিয়ে ছিল হিটলার) পর্যন্ত দূরত্ব ছিল মাত্র চারশো মিটারের মতো। সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরের প্রবেশ পথগুলো রক্ষা করছিল 'আডোল্ফ হিটলার' নামক বিশেষ ব্রিগেডের ব্যাটেলিয়নগুলো। ব্রিগেডটির সেনাপতিত্ব করছিল হিটলারের বিশ্বস্ত গোলাম, ঝানু নাৎসি মন্‌কে।

রক্ষীরা ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ-সীমার দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করল। কিছু গ্রুপকে সহায়ক উপাদানগুলোতে ক'রে খাল পার হতে হবে, বাকীগুলোকে গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে মাইন পাতা কুব্জ সেতুটি দিয়ে দ্রুত ধাবিত হয়ে অন্য পারে পোঁছতে হবে। অপর তীরে কেবল প্রথম বাড়িটি নিতে পারলেই হল। পরে আমাদের রক্ষীদের রুখা যাবে না, তখন তারা দেয়ালের ফাটল আর ভূগর্ভ তলা দিয়ে ক্রমশই এগুতে থাকবে। রাস্তার লড়াইয়ের ভালো অভিজ্ঞতা আছে তাদের...

আক্রমণ আরম্ভ হতে মিনিট পঞ্চাশেক বাকী। ঝড়ের আগে যেমনটি ঘটে থাকে ঠিক সেরূপ ভীতিকর ও উত্তেজনাপূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এল। এরং হঠাৎ কেবল আগুনের পট্ পট্ শব্দের দ্বারা বিঘ্নিত এই নিস্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল একটি শিশুর কান্না। চাপা ও মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বরটি যেন মাটির তলার কোন জায়গা থেকে ভেসে আসছিল। কাঁদতে কাঁদতে শিশুটি কেবল একটা কথাই উচ্চারণ করছিল: মা, মা...'

— মনে হচ্ছে, বাচ্চাটা খালের ও-পারে কাঁদছে, — সাথীদের বলল মাসালোভ।

www.pathagar.com

সহকারীদের পতাকার কাছে রেখে সে কমান্ডারের কাছে গেল:

— বাচ্চাটাকে বাঁচাতে দিন, আমি জানি সে কোথায় আছে।

কুব্জ সেতুর কাছে হামা দিয়ে যাওয়া মোটেই নিরাপদ ছিল না। সেতু সম্মুখস্থ জায়গাটির উপর মেশিনগান আর স্বয়ংক্রিয় কামান থেকে গোলাগুলিবর্ষণের ব্যবস্থা ছিল। আর অ্যাসফল্টের শক্ত স্তরের তলায় লুক্কায়িত মাইন আর বিস্ফোরক বোমার কথা না-ই বা বললাম।

মেশিনগান গর্জে উঠল। সার্জেন্ট মাসালোভ অ্যাসফল্ট ঘেঁসে হামা দিয়ে এগুতে লাগল। সময় সময় সে গোলা আর মাইন সৃষ্ট অগভীর গর্তগুলোতে লুকিয়ে পড়ছিল। মাইন আক্রান্ত না হওয়ার উদ্দেশ্যে সে অ্যাসফল্টের উপর প্রতিটি ঢিবি আর প্রতিটি ফাটল হাতড়ে দেখতে ভুলছিল না। ঘাট পেরিয়ে সে এবার খালের কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো দেয়ালের বহির্গত ভাগটির পেছনে লুকিয়ে পড়ে। আবার সে শিশুটির কান্না শুনতে পেল। শিশুটি করুণ ও জেদী সুরে মাকে ডাকছিল। সে যেন মাসালোভকে তাড়া দিচ্ছিল। তখন রক্ষী সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল — লোকটি সে দীর্ঘকায়, পরাক্রান্ত। বক্ষদেশে ঝকমক করে উঠল সামরিক পদকগুলো। এরূপ পুরুষকে গোলাগুলি রুখতে পারে না।

নিকোলাই মাসালোভের সৈনিক জীবনীতে ৮ম রক্ষী বাহিনীর ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটেছে। যখন ৬২তম বাহিনী গঠিত হচ্ছিল তখন কেমেরভো জেলার তিসুল্স্ক অঞ্চলের সামরিক দপ্তর কর্তৃক সে আহূত হয়েছিল। স্তালিনগ্রাদ আক্রমণকারী জার্মান বাহিনীগুলোর প্রধান আঘাতের দিকে সে আমাদের সঙ্গে ছিল। মামায়েভ টিলায় মাসালোভ লড়েছিল সাধারণ সৈনিক হিশেবে, উত্তর দনেৎস নদীর তীরে লড়াইয়ের দিনগুলোতে সে হল মেশিনগানার, নিপার নদী অতিক্রমণের সময় সে একটি স্কুয়াডের সেনাপতিত্ব করে, ওদেসা মুক্তকরণের পর তাকে নগর সেনাপতির প্ল্যাটুনের সহকারী কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়, নিস্টারের তীরে আক্রমণের পাদভূমিতে সে আহত হয়, চার মাস বাদে ভিস্টুলা নদী অতিক্রমণের সময় আবার জখম, কিন্তু সৈনিক বাহিনীতে থাকে এবং ভিস্টুলা থেকে ওডেরের পাদভূমি পর্যন্ত সমগ্র পথটি পট্টি বাঁধা মাথা নিয়ে অতিক্রম করেছে।

...মাসালোভ খালের পাড়ের বেড়াটি ডিঙ্গিয়ে গেল... আরও কয়েক মিনিট কাটল। মুহূর্তের জন্য শত্রুর মেশিনগানগুলো নীরব হয়ে গেল। শ্বাস বন্ধ করে রেখে রক্ষীরা শিশুর কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষা করছিল, কিন্তু সবই চুপচাপ। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট অপেক্ষা করল... মাসালোভ কি

www.pathagar.com

সত্যিই মিছে ঝুঁকি নিয়েছিল?.. নিজেদের মধ্যে কোনরূপ পরামর্শ না করেই কয়েক জন রক্ষী ধাবিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। এমন সময় সবাই মাসালোভের কণ্ঠ শুনতে পেল।

— সাবধান! আমার সঙ্গে বাচ্চা আছে। শত্রুর দিকে গুলি ছুঁড়ে আমাকে ঢাকো। মেশিনগানটি ডান দিকে, থামওয়ালা বাড়ির ব্যালকনিতে। ওটাকে চুপ করিয়ে দাও!..

কিন্তু প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের মুহূর্তটি ঘনিয়ে এল। বাহিনীর আর্টিলারির অধিনায়ক জেনারেল ন. পজারস্কি ইতিমধ্যে হুকুম দিলেন:

— ফিতা টানো... ফায়ার!

হাজার হাজার তোপ আর মর্টার কামান শত্রুর উপর আঘাত হানল। হাজার হাজর গোলা আর মাইন যেন মৃত্যুর এলাকা থেকে সেই সোভিয়েত যোদ্ধার নিষ্ক্রমণ-পথটি নির্বিঘ্ন করে দিচ্ছিল, যার কোলে ছিল তিন বছর বয়সী এক জার্মান মেয়ে।

মেয়েটির মা সম্ভবত টির্গার্টেন থেকে পালাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফ্যাসিস্টরা পেছন থেকে তার পিঠে গুলি করে। মেয়েকে বাঁচানোর জন্য মা পুলের তলায় লুকিয়ে পড়ে এবং ওখানে মারা যায়।

মেয়েটিকে নার্সদের হাতে তুলে দিয়ে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে প্রস্তুত সার্জেণ্ট মাসালোভ ফের রেজিমেণ্টের পতাকা পাশে এসে দাঁড়াল।

টির্গার্টেনের উপর ক্রমবর্ধমান শক্তিতে কামানের গোলাবর্ষণ চলে প্রায় ঘণ্টাখানেক। নিরীক্ষণ কেন্দ্র থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সরকারী আবাসিক এলাকাসমূহের উপরে ভাসমনা ঘন ধোঁয়া এবং লালচে ইষ্টক ধূলি। হাওয়া বইছিল উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে, কিছুটা ধোঁয়া আর ধূলি এসে আমাদের নিরীক্ষণ কেন্দ্রে ঢুকে পড়ল। সূর্যের স্বল্প দৃশ্যমান অনুজ্জ্বল চক্রটি এবার একেবারেই উধাও হয়ে গেল। অন্ধকার ভাব নেমে এল, কেবল মাঝেমধ্যেই আমি খালের বিপরীত তীরের উচ্চ দেয়ালগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম।

কামানের গোলাবর্ষণের আওয়াজ শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে গোলন্দাজরা সোজা নিশানা নিয়ে খুবই সীমিত সংখ্যক লক্ষ্যের উপর তোপ দাগছে। তারা সম্ভবত খালের অন্য তীরে স্কোয়ারগুলোর পথ রোধকারী ব্যারিকেডসমূহ উড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাস্তাগুলো বরাবর গোলা ছুঁড়ছিল। কিন্তু গলিগুলোতে ও চৌমাথার কোণে অবস্থিত মেশিনগানের গুলিবর্ষণ কেন্দ্রসমূহের উপর আমাদের আর্টিলারি আঘাত

www.pathagar.com

হানতে পারছিল না। আমাদের পদাতিক সৈনিকরা যেই ওখানে পেঁাছবে অমনি ওগুলো গুলিবর্ষণ আরম্ভ করবে। ইউনিটগুলোর কমান্ডারদের সতর্ক করে দিই:

— তাড়াহুড়ো করবেন না। খাল পার হতে শুরু করবেন ছোট ছোট গ্রুপে এবং একমাত্র সেখানে, যেখানে আর্টিলারি নিজের কাজ করে নিয়েছে।

আরও আধ ঘণ্টার মতো কাটল, এবং আমাদের ইউনিটসমূহের কমান্ডাররা খবর দিতে লাগল যে খাল অতিক্রমণের জন্য নির্ধারিত অনেকগুলো ক্ষেত্রে শত্রু প্রধানত বৃহৎ ক্যালিবরের মেশিনগান আর স্বয়ংক্রিয় বিমান-বিধ্বংসী কামান থেকে প্রবল ফ্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে যাচ্ছে।

তার মানে, অগ্রজ্ঞান আমায় প্রতারিত করে নি।

— আমরা লড়াইয়ের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালাব। শত্রুর গুলিবর্ষণের জায়গাগুলো খুঁজে বার করতে থাকুন।

এই জবাবের দ্বারা আমি বুঝতে দিলাম যে নতুন উপায় খোঁজা দরকার, মিছে লোকজনকে বিনাশক গুলিবর্ষণের মধ্যে ঠেলে দেওয়া চলবে না।

ফ্ল্যাঙ্ক ফায়ার... তার মানে, শত্রু তার গুলিবর্ষণ কেন্দ্রগুলো লুকিয়ে রেখেছে কোন সুরক্ষিত স্থানে এবং খুবই সুবিধাজনক অবস্থানে। কিন্তু কোথায়? আমি মানচিত্রের দিকে তাকালাম। আমাদের বাহিনীর আক্রমণাভিযানের এলাকায় লান্ডভের খাল শত্রুর দিকে জোয়ালের মতো বেঁকে গেছে। খালের ঢালু বাঁকগুলো থেকে শত্রুর পক্ষে ফ্ল্যাংক ফায়ার করা সুবিধাজনক। তাছাড়া শত্রু তার মেশিনগানারদের বসাতে পারে তিনটি রেল সেতু এবং ছ'টি ট্রাম সেতুর ভিত্তিতে, যাতে জলের মধ্যে লোক দেখলেই খাল বরাবর গুলিবর্ষণ করা যায়।

কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? সংকীর্ণ রাস্তায় কেন্দ্রীভূত আমাদের আর্টিলারি শত্রুর গুলিবর্ষণ কেন্দ্রগুলো বিনষ্ট করতে অক্ষম, কেননা ওগুলো অবস্থিত এই সমস্ত রাস্তার পাশে পাশে — পুলগুলোর তলায় এবং জলের একেবারে কাছে খালের বাঁকের কুলুঙ্গিগুলোতে। ওগুলো বিধ্বস্ত করা সম্ভব একমাত্র তখনই, যখন আমাদের তোপগুলো তীরে পেঁাছে যাবে এবং খাল বরাবর গোলাবর্ষণ করতে পারবে। তার মানে, খালের নিকটস্থ জায়গাগুলো দখল করার চেষ্টা করা উচিত এবং সর্বাগ্রে তার বাঁকগুলো। আমাদের কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা দরকার: শত্রুর ফ্ল্যাংক ফায়ারের জায়গাগুলোর উপর পার্শ্ব থেকেই তোপ দাগতে হবে।

www.pathagar.com

একই সময়ে গোলন্দাজদের একটি কাজ দেওয়া হয় — খাল সংলগ্ন আবাসিক এলাকাসমূহের গভীরে অবস্থিত লক্ষ্যগুলো ধ্বংস করতে হবে। বিমান বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে কোন লাভ হবে না: বেওয়ারিস এলাকাটি অতি সংকীর্ণ। গোলার আঘাতে দেয়াল ভাঙ্গা এবং পরে ফাটল দিয়ে আন্দাজের উপর গোলাবর্ষণ করা — তা খুব একটা উপযুক্ত কাজ হবে না এবং তাছাড়া এতে কয়েকদিন লেগে যাবে। এরূপ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ফলপ্রসূ অস্ত্র হচ্ছে — মর্টার কামান। মর্টারগানাররা মাঝখানে এক বাড়ি বাদ দিয়ে গোলাবর্ষণ করতে এবং সবচেয়ে সংকীর্ণ গলিতেও লক্ষ্য ভেদ করতে পারে। তারা তামাসা ক'রে বলে যে তারা খাড়া বিক্ষেপ-মার্গ বরাবর মাইন ছুঁড়ে ধোঁয়ার চিমনি দিয়ে তা সোজা ফ্ল্যাটে পৌঁছাতে সক্ষম।

সন্ধ্যা হয়ে এল। গোলন্দাজরা কাজ বুঝে নিয়ে নতুন আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়নগুলো ট্যাঙ্ক-যোদ্ধা আর স্যাপারদের সঙ্গে মিলে খালের নিকটস্থ জায়গা পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত ছিল এবং অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থান অধিকার করছিল।

টির্গার্টেনের উপর চূড়ান্ত ঝঞ্ঝাক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যান্য বাহিনীও বিরামের প্রয়োজন বোধ করেছিল। বিশেষ করে ৩য় আক্রমণকারী বাহিনীটি রাইখস্টাগ আক্রমণের উদ্দেশ্যে নতুন একটি কোরকে রণাঙ্গনে নিয়ে এল।

ভূগর্ভ রেলের সুড়ঙ্গগুলো দিয়ে টির্গার্টেনে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে তল্লাসী সৈনিকদের বিচার-বিবেচনা মনোযোগ সহকারে শুনলাম। অদ্যাবধি এই সমস্ত সুড়ঙ্গ পথ আমরা প্রায় ব্যবহারই করি নি, কেননা শহরের দক্ষিণাংশে ভূগর্ভ রেলের অধিকাংশ স্টেশনই ছিল মাটির উপরে। আর যেখানে পথগুলো মাটির তলায় ছিল সেখানে তা আমাদের অন্য দিকে নিয়ে যেত। তাছাড়া বার্লিনের ভূগর্ভ রেল মোটেই মস্কোর মতো নয়: স্টেশনগুলো ছোট, সংকীর্ণ, সুড়ঙ্গগুলো খোড়া হয়েছে মাত্র তিন-চার মিটার গভীরে, বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমা বিস্ফোরণের ফলে অনেক জায়গায় মাটি ধসে পড়েছে অথবা জল দেখা দিয়েছে।

তবে টেমপেলহোফ থেকে টির্গার্টেন অভিমুখী দু'টি সমান্তরাল সুড়ঙ্গ পথকে মাটির তলায় অতিক্রম করছে লান্ডভের খাল। ওগুলোকে কি কাজে লাগানো যায় না?

www.pathagar.com

তল্লাসী সৈনিক আলেক্সান্দর জামকোভ বলল:

— আমাদের কাজ ছিল: মাটির তলা দিয়ে যতটা সম্ভব দূরে যাওয়া এবং খোদ কেন্দ্রস্থলে পৌঁছার পথগুলো খুঁজে বার করা... আমরা একটি ভূগর্ভ স্টেশনে নামলাম। ওখানে ভীষণ অন্ধকার। দিক নির্ণয় করি কেবল শব্দ শুনে, পথ চলি হাতড়ে হাতড়ে। রেল ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনশো মিটারের মতো এগুলাম। কোন জনপ্রাণী নেই! হঠাৎ একফালি আলো দেখা গেল। ঠিক করলাম, এবার হামা দিয়ে এগুব। দেখি — দেয়ালে কুলুঙ্গি, তাতে ব্যাটারি, ছোট একটি ইলেক্ট্রিক বালব জ্বলছে। অল্প দূরে জার্মান কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া আর টিনের মাংসের গন্ধ আসছে। আরও একটি বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বলে উঠল। জার্মানরা আমাদের দিকে এটির আলো ফেলল, আর নিজেরা ছায়ায় লুকিয়ে থাকল। আমরা মাটিতে শুয়ে পড়ে তাকিয়ে দেখলাম: সামনে সুড়ঙ্গ পথটি ইটের দেয়াল দিয়ে বন্ধ, মাঝখানে ইস্পাতের ঢাল। আরও কয়েক মিটার এগুলাম। গুলি চলা আরম্ভ হল। আমরা কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ফাউস্টপ্যাট্রন আর গ্র্যানেড ছুঁড়লাম। সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। দু'শো মিটার পরে — আবার বাধা: এরূপই দেয়াল। এক কথায়, ভূগর্ভ রেলে জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এভাবে গঠিত: ফাঁকা জায়গা — দেয়াল, আবার ফাঁকা জায়গা — আবার দেয়াল।

সত্যিই, ভূগর্ভ রেলপথে টির্গার্টেনে বৃহৎ শক্তি প্রেরণ অসম্ভব। আমরা ভূগর্ভ রেলে তল্লাসী সৈনিকদের কিছু শক্তিশালী গ্রুপ পাঠালাম। ওগুলোর কাজ ছিল: জার্মান সৈনিকদের বন্দী করা এবং ওদের কাছ থেকে ভূগর্ভের অবস্থা জানা।

রাতটি কাটল নিরবচ্ছিন্ন গুলি বিনিময়ের মধ্যে। শত্রুর গোলাগুলি বর্ষণের ব্যবস্থাটি ভালোভাবে জানার উদ্দেশ্যে আমাদের সাব-ইউনিটগুলো কৃত্রিম সক্রিয়তা দেখাতে লাগল। ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলো যে-সমস্ত ক্ষেত্রে একেবারে খালের কাছে পৌঁছে যায় সেখানে সাঁতার দিয়ে খাল অতিক্রম করার কৃত্রিম প্রচেষ্টা চালানো হয়: জলে ফেলা হয় শুকনো ডালপালা পরিপূর্ণ এবং বেল্ট দিয়ে বাঁধা বস্তাগুলো। শত্রু সত্যিই ওগুলো লক্ষ্য করে সমস্ত মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করতে লাগল, আর রক্ষীরা গুলিবর্ষণের জায়গাগুলো মনে রাখল।

সকাল বেলা গোলন্দাজ আর মর্টার গানাররা শত্রুর গুলিবর্ষণ কেন্দ্রগুলোর উপর প্রবল আঘাত হানতে আরম্ভ করল। খালের বাঁকে অবস্থিত

www.pathagar.com

ঘরবাড়িগুলো একেবারে ভিত্তি সমেত বিধ্বস্ত হচ্ছিল। ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দলগুলো খাল অতিক্রমণের কাজ শুরু করে দেয়।

ঝঞ্ঝাক্রমণকারী বাহিনীসমূহের ট্যাঙ্কগুলো টির্গার্টেনে প্রবেশ করতে পারে কেবল পুলগুলো দিয়ে। সেই জন্যই আমরা সর্বাগ্রে ওগুলো দখল করতে চেষ্টিত হই। সবচেয়ে কঠোর লড়াই চলে কুব্জ সেতুটির জন্য। স্যাপাররা শত্রুর মেশিনগানের গুলিবর্ষণের মধ্যেও মাইনগুলো সরাতে এবং সেতুর তলায় ঝুলানো দু'টি ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক পদার্থ নিষ্ক্রিয় করে দিতে সমর্থ হয়। গতিতে থেকে পুল পার হওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ট্যাঙ্ক হচ্ছে অতি বৃহৎ লক্ষ্য, এবং যেই তা সেতু সম্মুখস্থ জায়গাটিতে দেখা দিল অমনি জার্মানরা তার উপর প্রচন্ড গোলাগুলিবর্ষণ শুরু করত। টির্গার্টেনের অভ্যন্তর ভাগ থেকে আঘাত হানল কোথাও টারেট পর্যন্ত মাটিতে প্রোথিত একটি 'টাইগার' ট্যাঙ্ক।

সন্ধ্যার দিকে বিনষ্ট ট্যাঙ্কটিকে বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা ওই জায়গায় কামানের গোলাবর্ষণ বৃদ্ধি করতে ও ধোঁয়ার আবরণ সৃষ্টি করতে অনুরোধ জানাল।

২২০তম রক্ষী রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়নের ঝঞ্ঝাক্রমণকারী বাহিনীর কয়েকজন সাবমেশিনগানার ধোঁয়ার আড়ালে সেতুটি অতিক্রম করতে এবং খালের বিপরীত তীরে কোণের বাড়িটি নিয়ে নিতে সক্ষম হল। কিন্তু আমাদের ট্যাঙ্কগুলো দেখা দিতে না দিতেই শত্রুর গুলিবর্ষণ কেন্দ্রগুলো আবার সরব হয়ে উঠল। পুলে পেঁৗছে যাওয়া একটি ট্যাঙ্ক ফাটস্টপ্যাট্রন দ্বারা আক্রান্ত হয়। ওটা ছুঁড়ে আমাদের সাবমেশিনগানারদের দ্বারা ইতিমধ্যে অধিকৃত কোণের বাড়িটির তিন তলার ব্যালকনিতে তখনও কোন্ ভাগ্যের জোরে বেঁচে থাকা এক ফ্যাসিস্ট।

মনে হয়েছিল যে ভয়ঙ্কর ট্যাঙ্কগুলো নিয়ে ট্যাঙ্ক-যোদ্ধাদের টির্গার্টেনে ঢোকার প্রচেষ্টা এখানেই শেষ। কিন্তু আবারও সৈনিকদের উপস্থিত বুদ্ধি বাঁচিয়ে দিল। ট্যাঙ্কের বডিতে লটকিয়ে দেওয়া হল ধোঁয়া সৃষ্টিকারী মশাল। ট্যাঙ্ক পুলের কাছে পেঁৗছতেই তা জ্বালিয়ে দেওয়া হল। নাৎসিরা তো হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল: জ্বলন্ত ট্যাঙ্ক সম্মুখপানে চলেছে এবং অবিরাম গোলাবর্ষণ করছে। ট্যাঙ্কটির পুল পেরিয়ে কোণের বাড়ির প্রাঙ্গণে লুকিয়ে পড়ার পক্ষে বিব্রত অবস্থার ওই কয়েক সেকেন্ডই যথেষ্ট ছিল। ওখান থেকে ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা ঝঞ্ঝাক্রমণকারী বাহিনীর সাবমেশিন-গানারদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আবাসিক এলাকাটি শত্রুমুক্ত করতে

www.pathagar.com

লাগল। পরে আমরা ওই এলাকাটিকে আক্রমণাভিযান বিকাশের পাদভূমি হিশেবে ব্যবহার করেছিলাম।

কুব্জ সেতুর জন্য লড়াইয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন রেজিমেণ্টের পার্টি-সংগঠক ক্যাপ্টেন আলেক্সান্দর ইয়েভদকিমভ। গুলি যেন তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে নি। যারা সর্বপ্রথম ছুটে পুল পার হয় তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম, এবং পরে দু'বার ফিরে এসে রেজিমেণ্টের যোদ্ধাদের নিজের সঙ্গে করে অন্য তীরে নিয়ে যান। ভিস্টুলায় বীরোচিত কীর্তির জন্য স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত ও উচ্চ উপাধিতে ভূষিত ইয়েভদকিমভ এখানেও বীরত্ব আর সাহসিকতার উজ্জ্বল উদাহরণ রাখেন।

পার্টি-সংগঠকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে উক্ত রেজিমেণ্টের অপর এক অফিসার, মর্টারগানারদের প্ল্যাটুন কমাণ্ডার, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর লেফটেনেণ্ট পাভেল জুবেঙ্কো দ্রুত খালের অন্য পারে পৌঁছে তাঁর যোদ্ধাদের নিয়ে একটি বাড়ির ছাদে উঠে পড়েন এবং মর্টার কামানগুলো স্থাপন ক'রে ওখান থেকে ফ্যাসিস্টদের উপর মাইন বর্ষণ করতে লাগলেন। প্রতিটি মাইন ঠিক লক্ষ্যে গিয়ে পড়ছিল, কেননা উপর থেকে ভালো দেখা যাচ্ছিল কোথায় শত্রুর শক্তিগুলো কেন্দ্রীভূত এবং কোথায় তার গুলিবর্ষণের কেন্দ্রগুলো অবস্থিত।

৭৪তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ঝঞ্চাক্রমণকারী বাহিনীগুলো সে দিনই জল-বাধাটি অতিক্রম করতে পেরেছিল। তা অতিক্রম করার আগে সিনিয়র লেফটেনেণ্ট আলেক্সান্দর গুদানভের দলটি বাঁকের একেবারে শেষে দক্ষিণ পার্শ্বে খাল সংলগ্ন একটি আবাসিক এলাকা দখল করে নেয়। ঘন ধোঁয়ার আচ্ছাদনের আড়ালে গুদানভ ও তাঁর যোদ্ধারা তীরে পৌঁছে যান, — একেবারে প্রান্তের বাড়িগুলোর ভূগর্ভ তলায় বসে-থাকা নাৎসি সাবমেশিন-গানারদের ধ্বংস করতে তাঁদের তর সইছিল না।

মেশিনগানগুলোর একাংশ খালের দিকে, আর অন্য অংশ অবরুদ্ধ গ্যারিসনের দিকে ঘুরিয়ে তিনি ওখানে অন্যান্য সাব-ইউনিটের আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। সাব-ইউনিটগুলো তখন ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডারের পরিচালনাধীনে খাল পার হচ্ছিল। কিন্তু ওই সময় শত্রু পশ্চাদ্ভাগ থেকে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। ব্যাটেলিয়ন কমাণ্ডার নিহত হন। ব্যাটেলিয়নের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেন গুদানভ। কয়েকটি সাব-ইউনিট অবরুদ্ধ শত্রু গ্যারিসনটিকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়, বাকীগুলো খাল অতিক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। অচিরেই অবরুদ্ধ আবাসিক এলাকার উপর লাল পতাকা

www.pathagar.com

উড়তে লাগল। ওই সময় গুদানভ পরিচালিত ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপগুলো খাল পার হয়ে বিপরীত তীরে অবস্থান মজবুত করছিল। এই ভাবে, ডিভিশনের পার্শ্বদেশটি নিরাপদ করা হল এবং খাল বরাবর গুলিবর্ষণরত সমস্ত বিপক্ষী মেশিনগান কেন্দ্রগুলো উভয় দিক থেকে আমাদের কামান আর মেশিনগানের নিশানার মধ্যে চলে এল। তাতে আক্রমণের কাজ সঙ্গে সঙ্গেই সহজ হল।

কঠিন ও কঠোর এক লড়াইয়ে লিপ্ত হন ৪৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার মেজর ভ্লাদিমির নভিকোভ। টির্গার্টেন পার্ক অঞ্চলে খাল পেরিয়ে তিনি ও তাঁর যোদ্ধারা নিজেদের SS-দের অবস্থানে আবিষ্কার করলেন। ছয় ঘণ্টা ধরে লড়াই চলে। গ্র্যানেড আর ছুরি চলতে থাকে। ফ্যাসিস্টদের দিকে ছিল আগে থেকে প্রস্তুত অবস্থান আর আশ্রয় স্থল, নভিকোভ ও তাঁর যোদ্ধাদের দিকে — নিঃস্বার্থ সাহসিকতা আর ভোলগার তীরে রাস্তার লড়াইয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা। রক্ষীরা জয়ী হল। মন্‌কে-র SS সৈন্যরা বিধ্বস্ত হয় এবং আংশিকভাবে বন্দী হয়, যদিও তারা শপথ করেছিল যে আত্মসমর্পণ করার বদলে শেষ গুলিটি তারা নিজেদের মাথায়ই ঢোকাবে। তাদের কাছে তখনও গুলি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা হাত তুলে আত্মসমর্পণ করল।

চমৎকার কাজ করেন ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ২২ বছর বয়সী কোম্পানি কমান্ডার সিনিয়র লেফটেনেণ্ট নিকোলাই বালাকিন। মল-নিষ্কাশন ব্যবস্থার পাইপগুলো খুঁজে বার ক'রে তিনি স্পর্ধিত সিদ্ধান্ত নিলেন: ওগুলো দিয়ে খাল পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, তারপর সাঁতার দিয়ে বিপরীত তীরের দেয়াল ঘেঁসতে হবে এবং ওখানেও অনুরূপভাবে নর্দমা ব্যবস্থার পাইপ দিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অনুপ্রবেশ করতে হবে। কাজটি চমৎকার উতরাল। বালাকিনের কোম্পানি শত্রুর দু'টি গ্যারিসন বিধ্বস্ত করে দেয়, গণ-বাহিনীর একটি ব্যাটেলিয়নের ৬৮টি সাবমেশিনগানার আর মেশিনগানারকে বন্দী করে। বালাকিন আহত হয়েও সাহায্য না আসা পর্যন্ত লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়ে যান।

একই উপায়ে খাল অতিক্রম করে ১২০তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্টের সিনিয়র লেফটেনেণ্ট আলেক্সান্দর ক্রিমুশকিনের পরিচালনাধীন দলটির ঝঞ্ঝাক্রামণকারী গ্রুপগুলো। ড্রেনের পাইপ আর ভূগর্ভস্থ যোগাযোগ পথে তিনি তাঁর যোদ্ধাদের মেক্কের্ন্-ব্রিউক্কে রেল স্টেশনের নিকটস্থ সেতুটির তলায় নিয়ে যান এবং ওখান থেকে এক ঝাঁপে স্টেশনের ভেতরে ঢুকে

www.pathagar.com

পড়েন। অচিরেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ক্যাপ্টেন মিখাইল কার্নাউশেঙ্কো পরিচালিত পুরো একটি ব্যাটেলিয়ন খালের বিপরীত তীরে পৌঁছে যায় এবং স্টেশন সংলগ্ন আবাসিক এলাকার উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ আরম্ভ করে।

সেই দিনই সমগ্র বাহিনীতে রেজিমেন্টের নির্ভীক কমসোমল নেতা সিনিয়র লেফটেনেণ্ট লেওনিদ লাদিজেঙ্কোর নতুন বীরোচিত কীর্তির খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। অপরিসীম সাহসের অধিকারী এই ব্যক্তিটি অদূর অতীতের লড়াইগুলোতেও মাউথ অর্গ্যান সঙ্গে নিয়ে আক্রমণে যান। শত্রুর গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যে যোদ্ধারা শুয়ে পড়েছে দেখে লাদিজেঙ্কো মুখে মাউথ অর্গ্যানটি রেখে কোন সুন্দর গানের সুর বাজিয়ে প্রথমে সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতেন, আর তা লক্ষ্য করে যোদ্ধারাও তাঁর পেছন পেছন আক্রমণে যেত। দীর্ঘদেহী, প্রত্যুৎপন্নমতি ও নিপুণ এই লোকটি সত্যিই লড়াইয়ে ভয় বলে কোনকিছু জানত না। তা-ই দেখা গেছে উত্তর দনেৎস নদীর অঞ্চলে, জাপরোঝিয়ে-র নিকটে, ভিস্টুলা তীরে, ওডেরের আক্রমণের পাদভূমিতে। আর এখানে, লান্ডভেরে, তিনি রাত্রি বেলা সাঁতার দিয়ে খাল পার হন, মাউথ অর্গ্যান বাজাতে বাজাতে এবং এর দ্বারা জানতে দেন তিনি কোথায় আছেন। ভোরের দিকে মাউথ অর্গ্যানটি নীরব হয়ে যায়। সাথীরা যখন লাদিজেঙ্কোর কাছে পৌঁছল, তিনি তাঁর রক্তাক্ত গালগুলো দেখালেন: গুলি দু'গাল ভেদ করে গেছে। কিন্তু কমসোমল নেতা দ্বিতীয় বার আহত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই থেকে চলে যান নি। এবার তিনি গুরুতরভাবে আহত হন, মাইনের টুকরো মেরুদণ্ডে লাগল।

এরূপ বীরেরাই বার্লিনে গিয়েছিল!

লান্ডভের খালের অপর তীরে আক্রমণের কয়েকটি পাদভূমি দখল ক'রে বাহিনীর সৈন্যরা দক্ষিণ থেকে টির্গার্টেনের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ আরম্ভ করে। সমস্ত ইউনিটের — তার মধ্যে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে আক্রমণরত ইউনিটগুলোও ছিল — প্রবল আঘাতের গতি ছিল দ্বীপের কেন্দ্রস্থলের দিকে, যেখানে অবস্থিত ছিল হিটলারের হেডকোয়ার্টার্স এবং যেখান থেকে তখনও অর্থহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল।

টির্গার্টেনের ভূখণ্ডটি দৈর্ঘ্যে — আট কিলোমিটার, আর প্রস্থে — দুই কিলোমিটার পতনোম্মুখ সমগ্র ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যের এই দ্বীপটিই কেবল আমাদের করায়ত্ত হতে বাকী ছিল। তার চারিদিকে ছিল আগুনের বেষ্টনী যা ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল।

www.pathagar.com

টির্গার্টেনের পশ্চিমাংশে ছিল বড় একটি পার্ক এবং চিড়িয়াখানা। পার্কের কেন্দ্রস্থলে ফেরোকংক্রিটের দু'টি মজবুত বাঙ্কার, প্রতিটি ছ'তলা — তিনটি তলা মাটির তলায়, তিনটি মাটির উপরে। গুলি ছোঁড়ার ছিদ্র আর দেখার জানলাযুক্ত দুই মিটার পুরু দেয়ালগুলো নির্ভরযোগ্যভাবে রক্ষা করছিল ওখানে অবস্থিত যোগাযোগ স্টেশন, নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আর বার্লিনের বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সদর-দপ্তরগুলো। বাঙ্কারগুলোর ছাদের উপর স্থাপিত হয়েছিল বিমান-ধ্বংসী তোপশ্রেণী।

টির্গার্টেনের পূর্বাংশে ঘনভাবে নির্মিত বিশাল ভবনগুলোর একটি সমগ্র ফসস্ট্রাসে স্ট্রিটটি জুড়ে বিস্তৃত। ভবনটির চেহারা বিষণ্ণ, অমার্জিত এবং তা বৃহদায়তন চৌকো স্তম্ভযুক্ত। এটাই হচ্ছে সাম্রাজ্যের নতুন প্রধান দপ্তর। তার ভূগর্ভস্থ তিন তলায় নিজের শেষ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে হিটলার। বন্দী জার্মানরা বলল যে মার্চ মাস থেকে ফিউরেরকে কেউ কোথাও দেখতে পায় নি। আমরা জানতে পারলাম যে সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরের ভূগর্ভস্থ কক্ষে আছে গেবেল্‌স, বোরমান, স্থলসেনার জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা ক্রেব্‌স, যে এই পদে অধিষ্ঠিত হয় গুডেরিয়ানের পরিবর্তে, এবং আরও অনেক উচ্চ-পদস্থ কর্মচারি, সর্বমোট প্রায় ছয় শ' লোক। ওখান থেকেই পরিচালিত হচ্ছে তৃতীয় রাইখের সমস্ত ফৌজ, এবং হিটলারের এই শেষ দুর্গটি কত শিগগির দখল করা হবে তার উপর নির্ভর করছে কেবল বার্লিনেই নয়, জার্মানির সমগ্র ভূখণ্ডেও সামরিক ক্রিয়াকলাপের অবসান।

সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরে উত্তরে, ব্রান্ডেনবুর্গ তোরণের কাছে, অবস্থিত আছে রাইখস্টাগ — গম্বুজ বিশিষ্ট উচ্চ ভবনটি। সোজা বোমাবর্ষণের ফলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এখন ওটাকে শূন্য একটি বৃহদায়তন বাক্সের মতো দেখাচ্ছিল, যা রণকৌশলগত দৃঢ় ঘাঁটি হিশেবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য খুবই সুবিধাজনক।

অপেরা থিয়েটার, প্রাসাদ, মিউজিয়ম — নাৎসিরা এ সমস্তকিছুকেই দৃঢ় ঘাঁটিতে এবং প্রতিরোধ দানের মজবুত কেন্দ্রে পরিণত করে।

এখানে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য আমাদের প্রচুর পরিশ্রম করতে ও জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল। তৃতীয় রাইখের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এই শেষ অঞ্চলটির জন্য লড়াইগুলো সোভিয়েত যোদ্ধাদের ব্যাপক বীরত্বের দ্বারা চিহ্নিত। ধ্বংসস্তূপের পাথর আর ইটগুলো, জার্মান রাজধানীর স্কোয়ার আর রাস্তাগুলোর অ্যাসফল্ট সোভিয়েত মানুষের রক্তে আপ্লুত ছিল। তারা বীর! তারা মরণ যুদ্ধে যায় বসন্তের রৌদ্রস্নাত দিনগুলোতে। তারা বাঁচতে

www.pathagar.com

চেয়েছিল। পৃথিবীতে জীবনের জন্য, সুখের জন্য তারা আগুন আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খোদ ভোলগা থেকে বার্লিন পর্যন্ত গেছে।

সেই দিনটি এল, যখন রাইখস্টাগের ঝুল-পড়া স্তম্ভ আর দেয়ালসমূহ ছেয়ে গেল অসংখ্য উক্তি আর নামে। রাইখস্টাগের স্তম্ভসমূহে এই উক্তিগুলো হচ্ছে যুদ্ধ এবং বিজয়ের অনুপম মনুমেণ্ট, এবং বিশ্বের কোন শিল্পীই এর চেয়ে ভালো স্মৃতিচিহ্ন সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। ওই দিনগুলোতে নিহত বন্ধুদের সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ করেছিলাম যে বার্লিনের উপর শেষ ঝঞ্ঝাক্রমণে অংশগ্রহণকারী বীরদের কথা আমরা মনে রাখব যাতে আমাদের সন্তানদের নাতি-নাতনীরাও জানতে পারে, কাদের জীবন ও রক্ত দিয়ে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছিল। প্রতিহিংসাবাদীরা রাইখস্টাগের দেয়াল থেকে মুক্তি ফৌজের জীবিত ও মৃত সৈনিকদের নামগুলো মুছে ফেলে, কিন্তু মানবজাতির স্মৃতি থেকে সোভিয়েত যোদ্ধাদের গৌরবময় কীর্তিকলাপের কাহিনী মুছে দিতে তারা অক্ষম।

বার্লিনের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণকারী সোভিয়েত সৈন্যদের বীরত্বের ইতিবৃত্তে বহু মানুষের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। অনেকের কথা জানে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ, আর অনেকের কথা এখনও বলতে বাকী আছে। সে হচ্ছে লেখক, কবি আর ইতিহাসবিদদের জন্য সম্মানজনক ও মহৎ এক কাজ।

www.pathagar.com

ক্রেব্‌সের আগমন

১

দ্ব'দিন — ২৯ ও ৩০ এপ্রিল — ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা শত্রুর, বিশেষ করে তার SS ব্যাটেলিয়নগুলোর, ক্রমবর্ধমান অটলতা অতিক্রম করে ক্রমশই বার্লিনের সরকারী আবাসিক এলাকাগুলোর গভীরে ঢুকতে থাকে। ৮ম রক্ষী বাহিনী ও জেনারেল কাতুকোভের ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সৈন্যরা দক্ষিণ থেকে, জেনারেল কুজনেৎসোভের ৩য় আক্রমণকারী ও জেনারেল বের্জারিনের ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীগুলোর সৈন্যরা পূর্ব ও উত্তর থেকে, জেনারেল বগ্‌দানোভের ২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর ট্যাঙ্ক-যোদ্ধারা পশ্চিম থেকে এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আক্রমণ চালায়।

সন্ধ্যার সময় আমি যখন আমার নিরীক্ষণ কেন্দ্র থেকে ইওগানিস্টাল অঞ্চলে বাহিনীর সদর-দপ্তরে ফিরলাম, আমায় ফোন করলেন মার্শাল জ্বকোভ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

— মে দিবসের উৎসব নাগাদ বার্লিন প্বরোপ্বরি পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আশা আছে কি?

আমি বললাম যে শত্রুর প্রতিরোধ দানের ক্ষমতা কমে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রতিরোধের চরিত্র দেখে মনে হচ্ছে যে দ্রুত আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কোন আশা নেই।

এখানে আমাদের আলাপ শেষ।

মনমেজাজ ছিল খ্ববই ভালো: শিগগিরই য্বদ্ধ শেষ হবে। রাত্রি বেলা বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের কর্মীরা আমায় তাঁদের কাছে যেতে বললেন। তাঁদের সঙ্গে খেতে খেতে ভবিষ্যৎ কাজ নিয়ে কথাবার্তা হবে। রাজনৈতিক বিভাগে উপস্থিত ছিলেন লেখক ভ্‌সেভলোদ ভিশনেভস্কি, কবি ইয়েভগেনি দল্‌মাতোভস্কি, স্বরকার তিখোন খ্রেন্নিকোভ ও মাতভেই ব্লান্তের। আমরা

www.pathagar.com

ভালো করে দু'-একটা কথাও বলতে পারি নি, — এমন সময় আমায় জরুরীভাবে টেলিফোনে ডাকা হল। ফোন করছেন ৪র্থ রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের অধিনায়ক জেনারেল গ্লাজুনোভ। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি জানালেন:

— ৩৫তম ডিভিশনের ১০২তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি রেজিমেণ্টের অগ্রবর্তী এলাকায় শাদা পতাকা হাতে এসে হাজির হয়েছে জার্মান বাহিনীর লেফটেনেণ্ট-কর্নেল জেইফের্ট। তার কাছে রুশ বাহিনীগুলোর সেনাপতিমণ্ডলীর নামে একটি প্যাকেট আছে। সে অনুরোধ করছে, গুরুত্বপূর্ণ খবর দেওয়ার জন্য তাকে যেন অনতিবিলম্বে উচ্চ সদর-দপ্তরে পেঁছানো হয়। সে ঝুলন্ত পুলের এলাকায় খাল পার হয়েছে। এখন সে আছে ডিভিশনের সদর-দপ্তরে। জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী তাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছে। সে অনুরোধ করছে, জার্মানির সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিদের যেন ফ্রণ্ট লাইন অতিক্রম করার জন্য স্থান ও সময় নির্দেশ করা হয়।

— বুঝলাম, — বললাম আমি। — লেফটেনেণ্ট-কর্নেলকে বলুন যে আমরা সন্ধি-দূতদের সঙ্গে দেখা করতে রাজী আছি। সে ওদের সেই জায়গা দিয়েই নিয়ে আসুক যেখানে নিজে ফ্রণ্ট লাইন অতিক্রম করেছে, অর্থাৎ ঝুলন্ত পুল দিয়ে।

— আপনার নির্দেশ আমি এক্ষুণি ডিভিশনের সদর-দপ্তরে পেঁছে দিচ্ছি, — বললেন গ্লাজুনোভ।

— ওই এলাকায় গোলাগুলি বন্ধ করা হোক, সন্ধি-দূতদের সঙ্গে দেখা ক'রে ওদের আমার অগ্রবর্তী কমাণ্ড পোস্টে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আমি এক্ষুণি ওখানে যাচ্ছি।

এর পর আমি বাহিনীর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা বেলিয়াভস্কিকে ফোন করলাম এবং আমায় নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা জোগানোর নির্দেশ দিলাম। তারপর টেলিফোনে সমস্তকিছু মার্শাল জুকোভকে জানালাম এবং জেনারেল পজারস্কি, দোভাষী আর এড়িকংকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কমাণ্ড পোস্টের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। এ হচ্ছে ৩০ এপ্রিল রাত্রের ঘটনা।

সন্ধি-দূতরা কী নিয়ে আসছে তা তখনও আমি জানতাম না, তবে বুঝতে পারছিলাম যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে চলেছে।

আমার কাজের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই টেবিলের উপর টেলিফোনটি বেজে উঠল। রিসিভার তুলে শুনতে পেলাম লেখক, ভ্সেভলোদ

www.pathagar.com

ভিশনেভস্কির সুপরিচিত কণ্ঠ, — তিনি একেবারে ওডের থেকে ৮ম রক্ষী বাহিনীতে ছিলেন। আমি আমার কমাণ্ড পোস্টে সন্ধি-দূতদের — জার্মানির সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিদের আগমনের অপেক্ষায় আছি জেনে ভ্সেভলোদ ভিশনেভস্কি আমায় সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগলেন আমি যেন তাঁকে কমাণ্ড পোস্টে আসার এবং আলাপ-আলোচনার সময় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিই। তিনি আমায় এমনকি বাপ বলেও ডাকলেন। আমি ভাবলাম যে এরূপ ঘটনা লেখকদের কাছে অজ্ঞাত থাকা উচিত নয়। তাঁরাও তো যোদ্ধাদের সঙ্গে ভোলগা থেকে বার্লিন পর্যন্ত এসেছে, নিজের ক্ষমতা মতো আমাদের সাহায্য করেছে। এবং তাদের অনেকে সৈনিক হিশেবে মারাও গেছে। আমাদের যোদ্ধাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ যাকিছু আছে তার কাহিনী লেখকরা না বললে আর কে বলবে। আমি ভিশনেভস্কিকে আমার কাছে আসার আমন্ত্রণ জানাই।

এর পর আমি জেনারেল বেলিয়াভস্কিকে টেলিফোন করলাম এবং বাহিনীর সদর-দপ্তরের অনুসন্ধানী বিভাগের অফিসার আর দোভাষীদের নিয়ে আমার কাছে হাজির হতে বললাম।

শুরু হল ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। ঘরের ভেতরে কেবল আমি আর এডিকং। গভীর রাত, কিন্তু মোটেই ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না। যুদ্ধের দিন, রাত্রি, সপ্তাহ আর মাসগুলোর স্মৃতি মাথায় ভিড় করছে — প্রায় চারটি বছর ধরে যুদ্ধ চলছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে যুদ্ধের ঘটনাবলি। এই তো ভোলগা, এবার কত দূরে এবং একই সঙ্গে মনে হয় এত কাছে, — তার স্রোতে ভাসছে জ্বলন্ত তেল, যার আগুনের লোলজিহ্বা সমস্তকিছু — গাধাবোট, নৌকা, — সাবাড় করে দিচ্ছে। এই তো জাপরোঝিয়ে, রাত্রিকালীন ঝঞ্ঝাক্রমণ, তারপর নিকোপল, ওদেসা, ল্যুব্লিন, লদ্জ। এবং অবশেষে বার্লিন। যে-বাহিনীটি অন্যান্য সোভিয়েত ফৌজের সঙ্গে ভোলগা তীরে পবিত্র সীমান্ত রক্ষা করেছে আজ তার যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে শ্প্রেয়ে নদীর তীরে বিজিত বার্লিনে এবং অপেক্ষা করছে, তৃতীয় রাইখের নেতৃবৃন্দ প্রেরিত সন্ধি-দূতদের অপেক্ষা করছে।

এডিকংয়ের চোখেও ঘুম নেই। তিনি নীরব, নীরব আমিও, তবে আমরা পরস্পরকে ভালো বুঝি। আমরা অপেক্ষা করছি। লাণ্ডভের খালে অপেক্ষা করছে আমাদের রক্ষীরা। তারা বিশ্রাম করছে না, তারা অস্ত্র হাতে প্রস্তুত আছে, এবং শত্রু যদি আত্মসমর্পণ করতে রাজী না হয় তাহলে তারা ফের ঝঞ্ঝাক্রমণ আরম্ভ করবে...

www.pathagar.com

সশব্দে দরজাটি খুলল। চৌকাটে — ভ্সেভলোদ ভিশনেভস্কি। তিনি একা নন — লেখকরা সঙ্গী ছাড়া চলেন না। তাঁর পেছন পেছন ঘরে ঢুকলেন কবি দল্মাতোভস্কি, যিনি ৬২তম বাহিনীর যোদ্ধাদের সঙ্গে পরিচিত ভোলগার তীর থেকে। তিনি স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের এবং পাউলিউসের বাহিনীর আত্মসমর্পণের জীবন্ত সাক্ষী। এখানে সুরকার মাতভেই ব্লান্তেরও রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় ওডেরের তীরে এবং তখন থেকেই ভিশনেভস্কির সুপারিশ ক্রমে তাঁকে আমি স্রেফ মতিয়া বলে ডাকি।

কিন্তু এবার আমরা বরাবরকার মতো কথা বলতে পারি নি, আলাপ জমছিল না। প্রত্যেকেই আসন্ন ঘটনার কথা ভাবছিল, তা মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করছিল। সবাই খুব সিগারেট খাচ্ছিল, ঘন ঘন কালো স্তম্ভযুক্ত হলঘরে যাচ্ছিল যাতে পদক্ষেপের দ্বারা অত্যধিক দীর্ঘ মিনিটসমূহের সেকেন্ডগুলো গনা যায়।

অবশেষে রাত ৩টা ৫৫ মিনিটের সময় দরজা খুলল, এবং ঘরে এসে ঢুকল এক জার্মান জেনারেল — গলায় তার লৌহ ক্রসের অর্ডার আর আস্তিনে ফ্যাসিস্ট স্বস্তিকা চিহ্ন।

তাকে খুঁটিয়ে দেখি। মাঝারি লম্বা, মোটা, মুণ্ডিত মাথা, মুখে ক্ষতচিহ্ন। ডান হাতে ফ্যাসিস্ট ভঙ্গিতে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছে, বাঁ হাতে আমায় দিচ্ছে তার পরিচয়-পত্র — সৈনিক পুস্তিকা। এ হচ্ছে জার্মানির স্থলসেনার জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা জেনারেল ক্রেব্স। তার সঙ্গে ঘরে ঢুকল ৫৬তম ট্যাঙ্ক কোরের সদর-দপ্তরের অধিকর্তা, জেনারেল স্টাফের কর্নেল ফন ডুফভিঙ আর দোভাষী।

ক্রেব্স প্রশ্নের অপেক্ষা করল না।

— বিশেষ গোপনীয় কথা বলব, — ঘোষণা করল সে। — আপনি হচ্ছেন প্রথম বিদেশী যাঁকে আমি জানাচ্ছি যে ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা ক'রে স্বেচ্ছায় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

এই কথাটি উচ্চারণ ক'রে ক্রেব্স একটু থামল, পরীক্ষা করে দেখল এই সংবাদটি আমাদের মধ্যে কীরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সে সম্ভবত ভেবেছিল যে আমরা সবাই তাকে অসংখ্য প্রশ্ন করব, এই রোমাঞ্চকর ব্যাপারটির প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখাব। অথচ আমি তাড়াহুড়ো না ক'রে শান্ত কণ্ঠে বললাম:

— আমরা তা জানি!

www.pathagar.com

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে ক্রেব্‌সকে ঠিক করে বলতে অনুরোধ করলাম: কখন তা ঘটেছে।

ক্রেব্‌স বেশ বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে কিছুতেই আশা করে নি যে তার রোমাঞ্চকর সংবাদটি ফাঁকা গুলির মতো কাজ করবে।

— তা ঘটেছে আজ বিকাল তিনটের সময়, — জবাব দিল সে। — এবং আমি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি লক্ষ্য ক'রে সে শুধরে নিয়ে সঠিকভাবে বলল:— গত কাল, তিরিশ এপ্রিল, বিকাল প্রায় তিনটার সময়।

তারপর ক্রেব্‌স সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর উদ্দেশে গেবেল্‌স-এর একখানি আবেদন-পত্র পাঠ করতে আরম্ভ করল। তাতে বলা হয়: 'আমাদের কাছ থেকে চলে যাওয়া ফিউরেরের অন্তিম নির্দেশ অনুসারে আমরা জেনারেল ক্রেব্‌সকে নিম্নলিখিত ব্যাপারে আমাদের প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করছি:

আমরা সোভিয়েত জনগণের নেতাকে জানাচ্ছি যে আজ বিকাল ৩টা ৫০ মিনিটের সময় ফিউরের স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছেন। বৈধ অধিকারের ভিত্তিতে ফিউরের তাঁর রেখে যাওয়া উইলে সমগ্র ক্ষমতাভার অর্পণ করেন ডোনিৎসকে, আমাকে ও বোরমানকে। বোরমান আমায় সোভিয়েত জনগণের নেতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার অধিকার দিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তির কথাবার্তার জন্য এই যোগাযোগ খুবই প্রয়োজনীয়। গেবেল্‌স।'

ক্রেব্‌স আমায় আরও দু'টি দলিল দিল: একটি — রুশ সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর ব্যাপারে তার অধিকারের বিষয়ে (সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরের অধিকর্তার সীল-মোহরযুক্ত কার্ড, ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল বোরমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত), অন্যটি — সাম্রাজ্যের নতুন সরকারের এবং জার্মানির সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ সেনা-পতিমণ্ডলীর নামের তালিকা সমেত হিটলারের উইল (এই দলিলটি হিটলার ও সাক্ষীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত, তাতে লেখা আছে — ১৯৪৫ সালের ২৯ এপ্রিল রাত ৪ ঘটিকা)।

ক্রেব্‌স যেন এই দলিলগুলোর দ্বারা নিজেকে প্রশ্নবাণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। বলাই বাহুল্য, সে জানত যে তাকে প্রশ্ন করা হবে। সে এরূপ এক কূটনীতিকের মতো লজ্জা আর অসুবিধা বোধ করছিল যে অন্য পক্ষের কাছে নিজের পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করতে আসে নি, 'ক্ষমা' প্রার্থনা করতে এসেছে। অবশ্যই তার ইচ্ছে হয়েছিল সাবধানে আমাদের বাজিয়ে দেখার,

www.pathagar.com

হিটলারবিরোধী জোটে মিত্রদের — যারা দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে অনেক সময় নিয়েছিল — প্রতি আমাদের যুক্তিসঙ্গত অবিশ্বাসের অনুভূতির সুযোগ নিয়ে কোন মুনাফা উঠানো যায় কি না তা জানার। সেই সঙ্গে তার মতো পাকা এক নাৎসির পক্ষে নিজেকে পরাস্ত বলে স্বীকার করা তেমন সহজ ব্যাপার ছিল না। পূর্বাভিমুখী অভিযানে সে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

কেন আমি ক্রেব্‌সকে বলেছিলাম যে হিটলারের আত্মহত্যা আমার কাছে কোন খবর নয়?

আমি স্বীকার করতে চাই যে হিটলারের মৃত্যুর কথা আমি জানতাম না এবং ক্রেব্‌সের মুখ থেকে তা শুনতে পাব বলে ভাবিও নি। তবে এই আলাপের জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে আমি নিজেকে এমনভাবে তৈরি করেছিলাম যাতে যেকোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপারকে — বিস্ময় প্রকাশ না করে অথবা দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত না টেনে — শান্তভাবে নিতে পারি। আমি জানতাম যে অভিজ্ঞ কূটনীতিক — আর ক্রেব্‌স ছিল তেমনি লোক — কখনও তার পক্ষে প্রধান সমস্যা দিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবে না। সে প্রথমে অবশ্যই সহালাপীর মনমেজাজ দেখবে, আর তারপর এমনভাবে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে যাতে প্রধান সমস্যা নিয়ে প্রথমে সে-ই কথা বলতে আরম্ভ করে যে তা সমাধান করবে।

আমার পক্ষে এবং কথাবার্তার সময় উপস্থিত সবার পক্ষে হিটলারের মৃত্যুর খবর ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, তবে ক্রেব্‌সের জন্য তা ছিল আসল সবচেয়ে প্রধান প্রশ্নের কূটনৈতিক আচ্ছাদন মাত্র। তাই আমি সঙ্গে সঙ্গেই তার কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিই এবং তদ্দ্বারা তাকে সেই কথা বলতে বাধ্য করি যা বলার জন্য সে আমাদের কাছে এসেছে।

— এই সমস্ত দলিলে কথা হচ্ছে বার্লিন সম্পর্কে অথবা সারা জার্মানির বিষয়ে? — আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— গেবেল্‌স আমায় সারা জার্মান সৈন্য বাহিনীর তরফ থেকে কথা বলার অধিকার দিয়েছেন, — জবাব দিল ক্রেব্‌স।

মার্শাল জুকোভের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম, তাঁকে জানালাম যে সাময়িকভাবে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার ক্ষমতা ক্রেব্‌সের আছে। জুকোভ ক্রেব্‌সকে জিজ্ঞেস করেন, আত্মসমর্পণের কথা হচ্ছে কি।

— যুদ্ধ বন্ধ করার অন্যান্য উপায়ও আছে — বলল ক্রেব্‌স। — এই

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে ডোনিৎসের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারকে একত্র হওয়ার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ওই সরকারই সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধান করবে।

— আপনাদের ফিউরের আত্মহত্যা করেছে এবং এর দ্বারা সে স্বীকার করেছে যে তার নেতৃত্বাধীন প্রশাসন দেউলিয়া হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় কোন সরকারেরই কথাই উঠতে পারে না। আপনাদের ফিউরেরের পরে সম্ভবত তার এমন কোন সহকারী রয়েছে যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে — আরও রক্তপাত হবে কি হবে না। হিটলারের পদে এখন কে আছে?

— গেবেল্স। তিনি চ্যানসেলর নিযুক্ত হয়েছেন। তবে মৃত্যুর আগে হিটলার প্রধান নৌ-সেনাপতি ডোনিৎসের নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার গড়েছেন।

আমি যখন ক্রেব্সের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন আমার এডিকং, ভ্সেভলোদ ভিশনেভস্কি ও ইয়েভগেনি দল্মাতোভস্কি সযত্নে প্রতিটি কথা লিখে রাখছিলেন।

প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে আমার সঙ্গে দেখা করেন ভ্সেভলোদ ভিশনেভস্কির বিধবা পত্নী সোফিয়া ভিশনেভস্কায়া। তিনি আমায় অনুরোধ করেন, আমি যেন ক্রেব্সের সঙ্গে আমার কথাবার্তার সময় তাঁর স্বামী কর্তৃক লিপিবদ্ধ কথোপকথনটি প্রকাশ করতে সম্মতি দিই। আমি মনোযোগ সহকারে তা পড়লাম এবং সম্মতি দিলাম: কথোপকথনটি খুবই সঠিক, তবে, বলাই বাহুল্য, অসম্পূর্ণ। তবে এর জন্য লেখককে দোষ দেওয়া যায় না। আলাপ-আলোচনায় আমি ও ক্রেব্স ছাড়া অংশগ্রহণ করেন ফ্রন্টের সেনাপতিমন্ডলী। এবং উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ টেলিফোনে যে-সমস্ত কথাবার্তা হয় সেগুলোর সারমর্ম নিশ্চয়ই জানতেন না।

সুখের বিষয়, সেই রাত্রের ঘটনাবলির কথা আমার ভালো মনে আছে, এবং আমি যথাসম্ভব যথাযথতার সঙ্গে তা বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

ক্রেব্সের কাছ থেকে আমার প্রথম প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে আমি টেলিফোনে মার্শাল জুকোভের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাঁকে জানাই:

— আমার কাছে এসেছে জার্মান স্থলসেনার জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা জেনারেল ক্রেব্স। সে জানাচ্ছে যে হিটলার আত্মহত্যা করেছে। চ্যানসেলর হিশেবে গেবেল্স ও নাৎসি পার্টির চেয়ারম্যান হিশেবে বোরমান ক্রেব্সকে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতির বিষয়ে কথাবার্তা চালানোর অধিকার দিয়েছে। ক্রেব্স সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে এবং ডোনিৎসের নেতৃত্বাধীন

www.pathagar.com

নতুন সরকারকে একত্র হওয়ার সুযোগ দিতে অনুরোধ করছে। সে বলছে, ওই সরকারই পরবর্তী জার্মান ক্রিয়াকলাপের প্রশ্নটি মীমাংসা করবে।

মার্শাল জুকোভ বললেন যে তিনি অনতিবিলম্বে মস্কোকে সমস্তকিছু জানাবেন। আমায় টেলিফোনের কাছে অপেক্ষা করতে হবে: প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে।

এক মিনিট বাদে তিনি জিজ্ঞেস করলেন:

— হিটলার কবে আত্মহত্যা করেছে?

আমি দ্বিতীয় বারের মতো ক্রেব্‌সকে এই প্রশ্নটি করলাম, কেননা প্রথম বার সে ভুল করেছিল, — তা হতে পারে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে। আমি জিজ্ঞেস করে ঘড়ির দিকে তাকাই, তখন বেজেছিল — ১ মে-র রাত ৪টা ২৭ মিনিট। ক্রেব্‌স সঠিকভাবে বলল:

— গতকাল, ৩০ এপ্রিল, বিকাল ৩টা ৫০ মিনিটের সময়।

আমি জুকোভকে তা বললাম, আর তিনি জানালেন মস্কোকে।

এক মিনিট বাদে টেলিফোনে শোনা গেল:

— ক্রেব্‌সকে জিজ্ঞেস করুন, তারা অস্ত্র ত্যাগ করতে ও আত্মসমর্পণ করতে চায় কি অথবা শান্তির বিষয়ে কথাবার্তা বলতে ইচ্ছুক?

সোজাসুজি ক্রেব্‌সকে জিজ্ঞেস করি:

— আত্মসমর্পণের বিষয়ে কথা হচ্ছে কি এবং আপনার সে কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা আছে কি?

— না, অন্যান্য উপায়ও আছে।

কী কী উপায়?

— হিটলার তাঁর উইলে যে নতুন সরকার নিযুক্ত ক'রে গেছেন তাকে জড় করতে আমাদের অনুমতি দিন ও সাহায্য করুন। ওই সরকারই আপনাদের অনুকূলে এ সমস্যাটি সমাধান করবে।

এই জবাবটি জুকোভকে জানালাম। তিনি আবার আমায় টেলিফোনের কাছে অপেক্ষা করতে বলেন।

মনে মনে বললাম, খুবই চতুর এই ক্রেব্‌স: দ্বিতীয় বার একই কথা বলছে — এ হচ্ছে একই কথাকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে অটল পুনরাবৃত্তির সাহায্যে কূটনীতিকদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রিয় পদ্ধতি। কিন্তু এবার সে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। হিটলারের অন্তিম নির্দেশের পঞ্চম পৃষ্ঠায় পড়লাম: 'সর্বোপায়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত এরূপ সততাপরায়ণ

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সরকার যাতে জার্মানির থাকে সেই উদ্দেশ্যে জাতির নেতা হিশেবে আমি নতুন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিযুক্ত করছি...'

— সে আবার কী ধরনের নতুন সরকার? — জিজ্ঞেস করেন জুকোভ।

আমি তখন হিটলারের উইল পড়তে পড়তে ঠিক ওই নতুন সরকারের সদস্যদের নামের তালিকা পর্যন্তই পেঁাছেছিলাম। তালিকাটি হচ্ছে এই:

১. প্রেসিডেন্ট — ডোনিৎস
২. চ্যানসেলর — গেবেল্‌স
৩. পার্টি বিষয়ক মন্ত্রী — বোরমান
৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রী — জেইস-ইন্‌ক্‌ভার্ট
৫. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী — হিসলের
৬. সামরিক বিষয়ক মন্ত্রী — ডোনিৎস
৭. স্থলসেনার অধিনায়ক — শের্নের
৮. নৌসেনার অধিনায়ক — ডোনিৎস
৯. বায়ুসেনার অধিনায়ক — গ্রেইম
১০. SS-এর (প্রহরী বাহিনীর) রাইখসফিউরের এবং জার্মান পুলিশ বাহিনীর অধিকর্তা — হান্‌কে
১১. শিল্প মন্ত্রী — ফুঙ্ক
১২. কৃষি মন্ত্রী — বাকে
১৩. আইন মন্ত্রী — টিরাক
১৪. শিক্ষা মন্ত্রী — ডঃ শেয়েল
১৫. প্রচার মন্ত্রী — ডঃ নাউমান
১৬. অর্থ মন্ত্রী — শ্‌ভেরিন-ক্রজিগ
১৭. শ্রম মন্ত্রী — ডঃ হুপ্‌ফাউয়ের
১৮. সমরাস্ত্র বিষয়ক মন্ত্রী — সাউর
১৯. জার্মান শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, রাইখসমিনিস্টার — লেই

— ক্রেব্‌স আর কী বলতে পারে? — জিজ্ঞেস করলেন মার্শাল জুকোভ।

www.pathagar.com

ক্রেব্‌সকে প্রশ্নটি করলাম। সে কাঁধ ঝাঁকাল। তখন আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে আমরা কথাবার্তা বলতে পারি হিটলারবিরোধী জোটভুক্ত মিত্রদের সামনে — সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের সামনে কেবল জার্মানির পূর্ণ আত্মসমর্পণের বিষয়ে। এ প্রশ্নে আমরা সবাই একমত।

— আপনাদের দাবি বিবেচনার সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি অনুরোধ করছি যে সামরিক ক্রিয়াকলাপ সাময়িকভাবে বন্ধ করা হোক এবং এখানে, বার্লিনে, নতুন সরকারকে একত্র হতে সাহায্য করা হোক।— এবং আবার জোর দিয়ে বলল: — ঠিক বার্লিনে, অন্য কোথাও নয়।

— আমরা বুঝি, আপনাদের নতুন সরকার কী চায়, — বললাম আমি।— আমাদের মিত্রদের কাছে কোনকিছু মিলে কি না সেই উদ্দেশ্যে হিম্‌লের আর গেরিঙ চালিত প্রচেষ্টার কথা আমাদের ভালোই জানা আছে। আপনি কি তা জানেন না?

ক্রেব্‌স সতর্ক হয়ে গেল, আমার প্রশ্নটি সম্ভবত তার কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল। সে বিব্রত হয়ে পড়ল, কোটের পাশের পকেটটি হাতড়াতে লাগল এবং একটি পেন্সিল বার করল, যাতে তার মোটেই প্রয়োজন ছিল না।

— আমি হচ্ছি হিটলারের উইল অনুসারে গঠিত বৈধ সরকারের অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, — অবশেষে সে জবাব দিল। — দেশের দক্ষিণেও হয়তো নতুন সরকার দেখা দিতে পারে, তবে তা হবে অবৈধ। আপাতত সরকার আছে কেবল বার্লিনে, তা বৈধ, এবং আমরা যুদ্ধ-বিরতি চাইছি যাতে সরকারের সমস্ত সদস্য একত্র হয়ে অবস্থা বিবেচনা করতে পারেন এবং আপনাদের ও আমাদের পক্ষে লাভজনক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন।

— যুদ্ধ-বিরতি অথবা শান্তির প্রশ্নটি মীমাংসিত হতে পারে কেবল সার্বিক আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে, — জোর দিয়ে বললাম আমি। — এ হচ্ছে আমাদের এবং আমাদের মিত্রদের সিদ্ধান্ত।

ক্রেব্‌সের মুখ কেঁপে উঠে, তার গালের ক্ষতচিহ্ন গোলাপী রঙ ধারণ করে। নিজেকে সংযত করে সে কথা ফাঁস করে দেয়:

— আমরা মনে করি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নতুন বৈধ জার্মান সরকারকে মানবে। তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ ও সুবিধা আছে। সরকার যেখানে আছে সেই জায়গাটি যদি আপনারা দখল ক'রে আমাদের সবাইকে

www.pathagar.com

ধ্বংস করে ফেলেন তাহলে জার্মানরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার সুযোগ পাবে না এবং...

আমি তাকে থামিয়ে দিই:

আমরা জার্মানদের ধ্বংস করতে আসি নি, আমরা এসেছি তাদের ফ্যাসিজমের কবল থেকে মুক্ত করতে। এবং সততাপরায়ণ জার্মানরা ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে যাতে আর রক্তপাত না ঘটে।

ক্রেব্‌স সেই একই কথা বলে:

— পূর্ণ আত্মসমর্পণের আগে জার্মানির নতুন সরকারকে মেনে নিতে, তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং আপনাদের সরকারের সঙ্গে তাকে কথাবার্তা বলার সুযোগ দিতে আমরা অনুরোধ করছি। এতে কেবল আপনারাই লাভবান হবেন।

আমি আবারও বললাম যে আমাদের একটি মাত্র শর্ত — বিনা শর্তে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এর পর পাশের ঘরে চলে গেলাম ফ্রণ্টের অধিনায়ককে ফোন করতে।

মার্শাল জুকোভকে রিপোর্ট দিতে গিয়ে আমি নিজের কিছু মতামত ব্যক্ত করলাম:

— ক্রেব্‌স আত্মসমর্পণের বিষয়ে কথাবার্তা বলতে আসে নি, সে এসেছে সম্ভবত অবস্থা বুঝতে এবং আমাদের মনমেজাজ যাচাই করতে — নতুন সরকারের সঙ্গে আমরা পৃথকভাবে কথাবার্তা বলতে রাজী আছি কি না। আমাদের সঙ্গে লড়াই করার মতো শক্তি ওদের আর নেই। গেবেল্‌স আর বোরমান পূর্ণ পতনের আগে শেষ চাল চলেছে — আমাদের সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করতে চেষ্টা করছে। তারা আমাদের ও মিত্রদের মধ্যে সব রকমের ফাঁক ও ফাটল খুঁজছে। ক্রেব্‌স প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে বড় ধীরে ধীরে, সময় টানতে চাইছে, যদিও তা তাদের স্বার্থে নয়, কেননা আমাদের সৈন্যরা সর্বত্রই — কেবল সেই জায়গাটি ছাড়া যেখান দিয়ে ক্রেব্‌স এসেছে — আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

মার্শাল জুকোভ কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, বললেন যে এক্ষুণি সমস্তকিছু মস্কোকে জানাবেন এবং আমায় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার হুকুম দিলেন।

বাহিনীর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা জেনারেল বেলিয়াভস্কি আমায় ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখের ২৯৪৮ নং আদেশের খসড়াটি সই করার জন্য দিলেন। পড়লাম। সবই ঠিক আছে। নীরবে দলিলটি স্বাক্ষর

www.pathagar.com

ক'রে দিয়ে দিলাম এবং ৮ম রক্ষী বাহিনীতে বস্তুত পক্ষে ওটাই ছিল শেষ সামরিক নির্দেশ। তাতে লেখা ছিল:

'বার্লিন নগরীতে অবরুদ্ধ শত্রু সৈন্যের সম্ভাব্য আত্মসমর্পণ অথবা ব্যাপকভাবে বন্দিত্ব গ্রহণ উপলক্ষে অধিনায়ক নির্দেশ দিয়েছেন:

১. বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের অধিকর্তাকে ৪০-৫০ হাজার বন্দীকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এর জন্য:

ক) বাহিনীর এলাকায়, শহরের সীমানার বাইরে, তবে তার উপকণ্ঠ থেকে ৫-৮ কিলোমিটারের বেশি দূরে নয়, ১.৫.৪৫ তারিখের মধ্যে যুদ্ধ-বন্দীদের সমাবেশের জন্য বড় একটি সৈনিক কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে (সম্ভব হলে, ডাম অঞ্চলে);

খ) যুদ্ধ-বন্দীদের খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আনতে হবে।

২. কোরসমূহের অধিনায়কদের উদ্দেশে:

ক) বন্দীদের সুরক্ষার জন্য এবং বাহিনীর কেন্দ্র থেকে তাদের ফ্রন্টের শিবিরে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ক'রে ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়ন প্রস্তুত করতে হবে;

খ) বার্লিনে শত্রুর আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা থাকাতে আগে থেকেই নিরস্ত্রীকরণের স্থান এবং শত্রুর ইউনিটগুলোকে শহর থেকে যুদ্ধ-বন্দীদের শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথগুলো নির্ধারণ করতে হবে। ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর যুদ্ধ-বন্দীদের এখানেই গ্রহণ করতে হবে।

বন্দী গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পর্কে ১. ৫. ৪৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে।'

আমি আলোচনা কক্ষে ফিরলাম। সময় — রাত ৪টা ৪০ মিনিট। ক্লান্তি আর অনিদ্রার দরুন মাথায় যন্ত্রণা বোধ করছি। যে-কাজ করে অভ্যাস নেই তা তাড়াতাড়ি অবসন্ন করে।

ক্রেব্‌সের বিপরীত দিকে বসি। বুঝতে পারছি যে আমার অনুপস্থিতির সময়ে সে অবস্থা বিবেচনা করে দেখেছে এবং নিজের, আর সঠিকভাবে বললে গেবেল্‌সের, প্রস্তাবগুলোর সমর্থনে নতুন কোন যুক্তি প্রস্তুত করে রেখেছে। সে-ই প্রথম কথা বলল, আবার সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির উপর জোর দিল।

— অন্য ধরনের কথাবার্তা বলার অধিকার আমার নেই, — বলল সে, — আমি স্রেফ অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং সরকারের কথা আমি বলতে পারি

www.pathagar.com

না। জার্মানির নতুন সরকারের সঙ্গে কথা বলা আপনাদের নিজেরই স্বার্থে। আমরা জানি যে জার্মান সরকার মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেছে (এবং নিজেই হেসে উঠল)। আপনারা শক্তিশালী — আমরা তা জানি, এবং আপনারা নিজেরাও তা-ই ভাবেন...

এ হচ্ছে মন্ত্রী দিয়ে চাল। ক্রেব্‌স আসল ঘুঁটি চালাছে। তবে তাকে বেশি এগুতে দেওয়া উচিত হবে না। সে স্পষ্টতই আমাকে যুদ্ধ-বিরতির প্রশ্নটি আলোচনার দিকে টানতে চাইছে। আমি তাকে বললাম:

— জেনারেল, আপনার বোঝা উচিত যে আমরা জানি আপনারা আমাদের কাছ থেকে কী চান। আপনি হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছেন যে সংগ্রাম, আর সঠিকভাবে বললে, অর্থহীন প্রতিরোধ চালিয়ে যাবেন যার ফলে অকারণে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আমি আপনাকে একটি সোজা প্রশ্ন করি: আপনাদের সংগ্রামের অর্থ কী?

কয়েক সেকেন্ড ক্রেব্‌স নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, এবং পরে বলল:

— আমরা শেষ অবধি লড়ে যাব।

আমি বিদ্রূপের হাসি সামলাতে পারি নি।

— জেনারেল, আপনাদের আর কী-ই বা আছে, কী দিয়ে, কোন শক্তি দিয়ে আপনারা লড়তে চান? — এর পর, সামান্য থেমে যোগ করলাম:

— আমরা চাই পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

— না! — উচ্চারণ করল ক্রেব্‌স। — পূর্ণ আত্মসমর্পণে রাজী হলে সরকার হিশেবে আমাদের অস্তিত্ব আইনত লোপ পাবে।

২

কথাবার্তা ক্রমশই ক্লান্ত করছিল। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ক্রেব্‌সের কাজ হচ্ছে — 'নতুন' সরকারকে স্বীকৃতি দিতে আমাদের রাজী করানো। গেবেল্‌স আর বোরমানের সম্মতি ছাড়া সে তার প্রস্তাবগুলো পরিবর্তন করতে পারে না এবং বার বার একই কথা বলবে। তার কথায়, তার আচরণে হতাশার ভাব। তবুও সে চলে যাচ্ছিল না, আমার কাছ থেকে কী যেন শুনতে চাইছিল। হয়তো সে এ কথাটি শুনতে চাইছিল: আমি কথা বলছি একজন বন্দীর সঙ্গে।

www.pathagar.com

অবিরাম গোলাগুলিবর্ষণের ক্ষেত্রগুলোর ঘটনাবলি অনুধাবন ক'রে বোঝা যাচ্ছিল যে বেষ্টনীর সমগ্র ফ্রন্ট জুড়ে শত্রু আর পূর্ণ প্রতিরোধ দিচ্ছে না। প্রতিরোধ দিচ্ছে কেবল পৃথক পৃথক গ্যারিসন আর SS বাহিনীর সৈন্যদলগুলো, — ওগুলো এখনও বেশ শক্তিশালী। তারা আত্মরক্ষা করছে সরকারী আবাসিক এলাকাগুলোতে, রেল স্টেশনসমূহে, রাইখস্টাগে এবং চিড়িয়াখানায় অবস্থিত বাঙ্কারগুলোতে।

এক বিদেশী দূতবাস থেকে আমার নামে একখানি চিঠি এল। তাতে মিশনের প্রধান কূটনীতিক দূতাবাসের সদস্যদের প্রতি সযত্ন ব্যবহারের জন্য সোভিয়েত সৈন্যদের কৃতজ্ঞতা জানান।

তখন ঘড়িতে সকাল পাঁচটা। আমার আর সহ্য হল না, এবং ক্রেব্‌সকে বললাম:

— আপনি এমন এক সময়ে যুদ্ধ-বিরতির কথা এবং শান্তির বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালানোর কথা বলছেন যখন আপনাদের বাহিনীগুলো আত্মসমর্পণ করছে, যখন আপনাদের সৈনিক আর অফিসারেরা শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে বন্দী হচ্ছে।

ক্রেব্‌স তা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল।

— কোথায়? — সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল।

— সর্বত্র।

— বিনা আদেশে? — অবাক হয় ক্রেব্‌স।

— আমাদের সৈন্যরা এগুচ্ছে — আপনাদের ওরা আত্মসমর্পণ করছে।

— তা হয়তো কোথাও কোথাও, সর্বত্র নয়।

ঠিক ওই মুহূর্তে 'কাতিউশা' রকেটের গর্জন শোনা গেল। এমনকি ক্রেব্‌সও কুঁকড়ে গেল।

সংবাদপত্র হাতে নিয়ে হিম্‌লের-এর ব্যর্থ কূটনৈতিক চাল সম্পর্কে রয়টার সংবাদ সংস্থার খবরটি উচ্চৈঃস্বরে পড়তে লাগলাম। সুইডিশ রাজ পরিবারের এক সদস্য বের্নাডটের সহায়তায় হিম্‌লের ইংলণ্ডের প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার চেষ্টা করে। বের্নাডটের মাধ্যমে হিম্‌লের তাদের জানায় যে ফিউরের রাজনৈতিক ও শারীরিক দিক থেকে এক অধঃপতিত ব্যক্তি।

'এরূপ পরিস্থিতিতে, — আমি পড়তে থাকি, — আমার হাতগুলো মুক্ত। রুশদের আক্রমণের কবল থেকে জার্মানির যতটা সম্ভব বৃহৎ অংশ রক্ষা করতে ইচ্ছুক, আমি পশ্চিম রণাঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত যাতে

www.pathagar.com

পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের সৈন্যরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হতে পারে। এর বিপরীতে আমি পূর্ব রণাঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে অনিচ্ছুক। আমি সর্বদাই বলশেভিকবাদের পরম শত্রু ছিলাম এবং এখনও তা রয়েছি।' এ কথা হিম্‌লের বলেছে ইংরেজদের, — মন্তব্য করলাম আমি এবং বলে গেলাম:

— সোভিয়েত সরকারের হস্তক্ষেপের কল্যাণে আমেরিকান আর ইংরেজরা হিম্‌লেরের সঙ্গে পৃথক আলাপ-আলোচনায় বসতে অস্বীকার করে, এবং এ বিষয়ে তারা সোভিয়েত সরকারকে অবগত করে...

ক্রেব্‌স স্পষ্টতই হতাশ। মেঝের দিকে তাকিয়ে সে বিড় বিড় করে বলে:

— কেউ হিম্‌লেরকে তা করার ক্ষমতা দেয় নি। আমাদের এরূপ আশঙ্কা ছিল। হিম্‌লের জানে না যে ফিউরের আত্মহত্যা করেছেন।

— কিন্তু আপনার তো জানা আছে যে হিম্‌লের আমাদের মিত্রদের সঙ্গে পৃথক আলাপ-আলোচনার জন্য বেতার মাধ্যমে স্থানও নির্ধারণ করে দিয়েছে?

— সে হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যাপার, — জবাব দেয় ক্রেব্‌স, — তার অন্য ভিত্তি রয়েছে। — এবং কিছুক্ষণ নীরব থেকে যোগ করে: — পূর্ণ আত্মসমর্পণের অবস্থায় আমরা নিজস্ব সরকার নির্বাচন করতে পারব না।

জার্মান দোভাষীটিও কথাবার্তায় যোগ দেয়:

— বার্লিন সারা জার্মানির কথা ভাবে।

ক্রেব্‌স সেই মুহূর্তেই ওর মুখ বন্ধ করে দেয়:

— আমি নিজে আপনার চেয়ে খারাপ রুশ বলি না। — এবং আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে এবার রুশ ভাষায় দ্রুত বলতে লাগল: — আমার মনে হচ্ছে অন্য এক সরকার গঠিত হবে, যা হিটলারের সিদ্ধান্তসমূহের বিরোধিতা করবে। আমি কেবল স্টকহোল্মের রেডিও শুনেছি, কিন্তু আমার মনে হল যে মিত্রদের সঙ্গে হিম্‌লেরের কথাবার্তা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

এই কথাগুলো বলে ক্রেব্‌স নিজেকে পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করে ফেলল, সমস্তকিছু ফাঁস করে দিল। তৃতীয় রাইখের নেতৃবৃন্দ হিম্‌লেরের কথাবার্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল, তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমাদের মিত্ররা হিম্‌লেরের প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হবে, আর সোভিয়েত সরকার গেবেল্‌স-বোরমানের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেবে। আমাদের জানা ছিল যে হের্মান গেরিঙও অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকানদের সঙ্গে, বিশেষ করে

www.pathagar.com

আইজেনহাওয়ার-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

সামান্য বিরতির পর ক্রেব্‌স ফের নতুন জার্মান সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বলতে শুরু করল, সে বোঝাল যে নতুন সরকারের কাজ হবে — বিজয়ী রাষ্ট্রের সঙ্গে, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা।

আমি আবারও ক্রেব্‌সকে বুঝতে দিলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকারগুলোর ক্রিয়াকলাপ আমাদের সরকারের সঙ্গে সমন্বিত, এবং হিম্‌লেরের চালকে আমি ব্যর্থ কূটনৈতিক ব্ল্যাকমেল হিশেবেই গণ্য করি। আর নতুন সরকার সম্পর্কে আমাদের ধারণা এরূপ: জার্মানদের জন্য, আমাদের জন্য ও আমাদের মিত্রদের জন্য সেই জার্মান সরকারই হবে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য, যে-সরকার পূর্ণ ও শর্তহীন আত্মসমর্পণে রাজী হবে।

— আপনাদের তথাকথিত 'নতুন' সরকার, — বললাম আমি, — সার্বিক আত্মসমর্পণে রাজী হচ্ছে না এই কারণে যে তা হিটলারের অন্তিম নির্দেশ পালন করছে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। আপনাদের 'নতুন' সরকার অথবা 'নতুন মন্ত্রিপরিষদ', হিটলার তার রাজনৈতিক উইলে ওটাকে যেভাবে অভিহিত করেছে, ভবিষ্যতে তার বাসনাই পূরণ করতে চায়। আর উইলের এই কথাগুলোতেই হিটলারের বাসনাটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট: 'সর্বোপায়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত এরূপ সততাপরায়ণ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সরকার যাতে জার্মানির থাকে...' — আমি ক্রেবসকে এই বাক্যটি দেখালাম।
— হিটলারের মৃত্যুকালীন এই কথাগুলো থেকে কি বোঝা যায় না যে পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করে আপনাদের তথাকথিত 'নতুন' সরকার যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে চাইছে?

সময় কাটছিল খুবই ধীরে ধীরে। কিন্তু মস্কোর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে থাকতে হচ্ছিল। ব্যক্তিগত কথাবার্তা আরম্ভ করি।

—জেনারেল গুডেরিয়ান এখন কোথায়, যার সঙ্গে ১৯৩৯ সালে ব্রেস্ত-এ আমার দেখা হয়? — জিজ্ঞেস করলাম আমি। — ও তখন ট্যাঙ্ক ডিভিশনের কমাণ্ডার ছিল।

— পনেরো মার্চ পর্যন্ত গুডেরিয়ান ছিল জার্মানির স্থলসেনার সদর-দপ্তরের অধিকর্তা, তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বর্তমানে বিশ্রামে আছে। আমি তখন তার সহকারী ছিলাম।

www.pathagar.com

— গুডেরিয়ানের অসুখ কূটনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা সামরিক চাতুরী?

— নিজের প্রাক্তন কর্তা সম্পর্কে আমি মন্দ কথা বলতে পারি না, তবে ব্যাপার-স্যাপার অনেকটা ও-রকমই ছিল।

— আপনি হামেশা স্টাফে ছিলেন?

— আমি সামরিক প্রস্তুতি বিভাগের অধিকর্তা হিশেবে কাজ করেছিলাম। আমি মস্কোয়ও ছিলাম এবং ১৯৪১ সালের মে পর্যন্ত মিলিটারি অ্যাটাশে-র পরিবর্তে কাজ করেছি, আর তারপর আমায় নিযুক্ত করা হয় পূর্বে আর্মি গ্রুপের সদর-দপ্তরের অধিকর্তা।

— তার মানে, আপনি মস্কোয় রুশ ভাষা শিখেছেন এবং আপনার সহায়তায় হিটলার সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে তথ্যাদি লাভ করত? স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের সময় আপনি কোথায় ছিলেন এবং সে লড়াইয়ের প্রতি আপনার মনোভাব কীরূপ?

— ওই সময় আমি ছিলাম সেণ্ট্রেল ফ্রণ্টে, রজেভ-এর কাছে। উঃ, এই ভয়ঙ্কর স্তালিনগ্রাদ! ওখান থেকেই আমাদের সমস্ত দুর্গতির শুরু... আপনি স্তালিনগ্রাদের কোর কমাণ্ডার ছিলেন?

— না, বাহিনীর অধিনায়ক।

স্তালিনগ্রাদ সম্পর্কিত খবর এবং হিটলারের কাছে মানস্টেইন প্রেরিত রিপোর্টটি আমি পড়েছি।

দীর্ঘ বিরতি।

নীরবতা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে আমি জিজ্ঞেস করলাম:

— হিটলার আত্মহত্যা করল কেন?

সামরিক পরাজয়, যা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। জার্মান জনগণ ভবিষ্যতের আশা হারিয়ে ফেলেছে। ফিউরের বুঝতে পারেন, জনগণ কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং জীবদ্দশায় তার জন্য কৈফিয়ৎ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

— দেরিতে বুঝেছিল, — বললাম আমি। — সে যদি পাঁচ-ছ' বছর আগে তা বুঝত তাহলে জনগণ কী সুখেই না থাকত...

হিটলারের উইল নিয়ে জোরে জোরে পড়ি:

— 'সংগ্রামের বছরগুলোতে আমি যদিও মনে করতাম যে বিবাহের মতো এত বড় এক দায়িত্ব আমি নিতে পারি না, কিন্তু এবার, মৃত্যুর আগে, আমি সেই নারীকেই আমার স্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যিনি বহু

www.pathagar.com

বছরের প্রকৃত বন্ধুত্বের পর স্বেচ্ছায় এই অবরুদ্ধপ্রায় শহরটিতে এসেছেন আমার সুখদুঃখের ভাগী হওয়ার উদ্দেশ্যে।

তিনি আমার স্ত্রী হিশেবে স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে মৃত্যু বরণ করবেন, এবং আমার জনগণের সেবা করতে গিয়ে আমরা যাকিছু হারিয়েছি এই মৃত্যু আমাদের দু'জনকে তার জন্য পুরস্কৃত করবে।' ক্রেব্‌সকে জিজ্ঞেস করি:

— ইভা ব্রাউন তো আর্য নয়। তা কী করে হিটলার তার নীতি থেকে সরে গেল?

ক্রেব্‌স কপাল কোঁচকাল, কিছুই বলল না।

আমায় যোগ করতে হল:

— আফসোসের কথা! তাই এই বাড়ি থেকে গেবেল্‌সের কাছে টেলিফোন লাইন নিয়ে গেলে কেমন হয়? — আমি আলোচনার বিষয় বদলে দিলাম।

— খুব খুশি হব, — জবাব দিল ক্রেব্‌স। — তাহলে আপনি নিজেই ডক্টর গেবেলসের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। আপনার টেলিফোন অপারেটরদের সঙ্গে আমি আমার এডিকংকে পাঠাতে প্রস্তুত — তাতে সাহায্য হবে।

ফোন করলেন মার্শাল জুকোভ, আমি তাঁকে জানালাম যে ১৫ মার্চ থেকে ক্রেব্‌স হচ্ছে জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা; ক্রেব্‌সের প্রাপ্ত ক্ষমতা সম্পর্কে গেবেলস প্রদত্ত প্রমাণপত্রটি টেলিফোনে পড়ে শোনালাম।

আমরা ঠিক করলাম যে ক্রেব্‌সের সঙ্গে আগত কর্নেল ও জার্মান দোভাষী সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ফিরে যাবে। তাদের সঙ্গে গেল আমাদের দু'জন সিগন্যাল-ম্যান — একজন অফিসার, অন্য জন সাধারণ সৈনিক, যাদের ঠিক করেন বাহিনীর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা।

ওই সময় আমার কমান্ড পোস্টে এসে হাজির হলেন বাহিনীর সামরিক পরিষদের সদস্য জেনারেল প্রনিন, আমার প্রথম সহকারী জেনারেল দুখানোভ, রণনৈতিক বিভাগের অধিকর্তা কর্নেল তলকোনিউক, অনুসন্ধান বিভাগের অধিকর্তা কর্নেল গ্লাদ্‌কি, তাঁর সহকারী লেফটেনেন্ট-কর্নেল মাতুসোভ আর আমাদের দোভাষী ক্যাপ্টেন কেলবের।

আমরা চলে গেলাম ডাইনিং রুমে পরিণত পাশের ঘরটিতে। চা আর স্যান্ডউয়িচ আনা হল। সবাই ক্ষুধার্ত। ক্রেব্‌সও খেতে অস্বীকার করল

www.pathagar.com

না। সে এক গ্লাস চা আর একটি স্যান্ডউয়িচ নিল। আমি লক্ষ্য করলাম, তার হাত দুটো কাঁপছে।

ক্লান্ত হয়ে বসে আছি। মস্কোর নির্দেশের অপেক্ষা করছি।

আর রণাঙ্গনের জীবন তার আপন গতিতে বয়ে চলেছে। বাহিনীর সদর-দপ্তর সৈন্যদের, সর্বাগ্রে বাহিনীর গোলন্দাজদের, সতর্ক করে দেয় যে ঝঞ্ঝাক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। তল্লাসী সৈনিকরা শত্রুর দিকে, তার রিজার্ভগুলোর দিকে, সরবরাহ ব্যবস্থার দিকে নজর রেখেছিল। সাব-ইউনিটসমূহে গোলাবারুদ আর জ্বালানি নিয়ে আসা হচ্ছিল। ইঞ্জিনিয়রিং সৈন্যরা লান্ডভের খালের উপর পাড়ি-ব্যবস্থাগুলো গড়ছিল ও উন্নত করছিল। নির্দেশ দেওয়ার জন্য ও সদর-দপ্তরের নির্দেশাবলি অনুমোদন করার জন্য আমি সময় সময় ক্রেব্‌সের কাছ থেকে পাশের ঘরগুলোতে চলে যাচ্ছিলাম।

কোর আর ডিভিশনসমূহের সেনাপতিদের বলা হল যে কথাবার্তা চলছে নিয়ম মাফিক; সৈন্যদের কালক্ষেপ না করে, প্রথম সঙ্কেতেই ঝঞ্ঝাক্রমণ পুনরারম্ভ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ক্রেব্‌সের সঙ্গে আবার কথাবার্তা শুরু হল। তৃতীয় রাইখের নেতাদের রহস্য, তাদের অভিপ্রায় ও আশাআকাঙ্ক্ষা বুঝতে চেয়েছিলাম আমি। তার উপর, মস্কোর জবাব ছাড়া আমি ক্রেব্‌সের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করতে পারছিলাম না। ক্রেব্‌স অবশ্যই সমস্তকিছু জানে, কিন্তু নিজে কোনকিছু খুলে বলবে না, তাই আলাপ চালিয়ে এবং ওর উত্তরগুলো তুলনা করে ওর পেট থেকে সমস্ত কথা বার করতে হবে।

— হের্মান গেরিঙ এখন কোথায়?

ক্রেব্‌স শিউরে উঠল, যেন তাকে ঘুমের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে:

— গেরিঙ? ও — বিশ্বাসঘাতক, ফিউরের ওকে দেখতে পারেন না। গেরিঙ ফিউরেরকে বলেছিল তাকে যেন রাষ্ট্র পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। ফিউরের ওকে পার্টি থেকে বার করে দেন... — এবং সঙ্গে সঙ্গেই শুধরে বলে: — হিটলার মৃত্যুর আগে ওকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেন, সে কথা তিনি অন্তিম নির্দেশেই লিখেছেন।

এরই মধ্যে পরস্পরবিরোধী কথা: 'ফিউরের ওকে দেখতে পারেন না' কথাটি বলা হয়েছে বর্তমান কালে, আর 'হিটলার মৃত্যুর আগে ওকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেন' কথাটি বলা হয়েছে অতীত কালে।

সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করি:

www.pathagar.com

— আপনার মতে, হিম্‌লের কেমন লোক?

— হিম্‌লের — বিশ্বাসঘাতক। সে ফিউরেরের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, অনেক আগেই পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে আমাদের বিভক্ত করে দিতে চেয়েছিল। তাঁর মতলব ফিউরের জেনে ফেলেন এবং... — কয়েক সেকেন্ড বিরতি, — এবং এটা হচ্ছে তাঁর আত্মহত্যার অন্যতম কারণ। ফিউরের তাঁর সহসংগ্রামীদের বিশ্বস্ততার মূল্য দিতেন। মৃত্যুর আগে তিনি একটি উপায় খুঁজছিলেন ... শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মধ্যে, সর্বাগ্রে রাশিয়ার সঙ্গে।

— তাহলে হিম্‌লের — বিশ্বাসঘাতক?

— হ্যাঁ, — সমর্থন করে ক্রেব্‌স। — হিটলারের উইল অনুসারে, হিম্‌লের পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। হিমলের বার্লিনের বাইরে। সে মেকলেনবুর্গে।

— হিম্‌লেরের প্রস্তাবের বিষয়ে আপনি তো জানতেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ? (এখানে আমি কিন্তু ক্রেব্‌সকে মিথ্যা কথা বললাম: আমি শেষ দিনটি পর্যন্ত হিম্‌লেরের প্রস্তাব সম্পর্কে প্রায় কোনকিছুই জানতাম না)।

ক্রেব্‌স একটু ভেবে জবাব দিল:

— আপনার যেমনটি জানা আছে, আমরা ওকে সন্দেহ করছিলাম, কিন্তু এতে পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হলাম রয়টারের খবর পেয়ে। হিম্‌লের আমাদের কিছুই জানায় নি। ফিউরের ওকে বার্লিনের বাইরে রাখেন যাতে সে বার্লিনকে সহায়তা জোগায়, জার্মানির সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত ইউনিট এখানে পাঠায়। কিন্তু সে ফিউরেরকে প্রতারিত করল, তা করল না। হিম্‌লের — বেইমান, ফিউরেরের অজ্ঞাতসারে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে চেয়েছিল, সে জার্মানির স্বার্থের বিরুদ্ধে। আমি সব সময় ফিউরেরের সঙ্গে থাকতাম, যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁর প্রত্যক্ষ উপদেষ্টা ছিলাম। আর বার্লিনের বাইরে, মেকলেনবুর্গে, ছিল ভেরমাখতের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী। ফিউরের সরাসরি বার্লিন থেকে ওদের নির্দেশ দিতেন। আমি পূর্ব রণাঙ্গনের জন্য দায়ী ছিলাম।

এখানে ক্রেব্‌স সমস্তকিছু ফাঁস করে দেয় এবং তদ্দ্বারা আমাদের সমস্ত অনুমান সত্য প্রমাণিত করে। হিটলার জার্মানির সশস্ত্র বাহিনীর সমস্ত ইউনিটকে ‘ওখান থেকে’, অর্থাৎ পশ্চিম থেকে, বার্লিনের দিকে, পূর্ব রণাঙ্গনে, আমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করার এবং তদ্দ্বারা বার্লিন অভিমুখে

www.pathagar.com

পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের বাহিনীগুলোর জন্য পথ খুলে দেওয়ার হুকুম দিয়েছিল, — ক্রেব্‌সের এই কথাগুলোতে সবকিছুই ষোলআনা সত্য।

কথার খেই না হারিয়ে আমি ক্রেব্‌সকে জিজ্ঞেস করি:

— আপনাদের সর্বাধিনায়ক এখন কে?

— হিটলারের উইল অনুসারে সর্বাধিনায়ক হয়েছেন ডেনিৎস। শের্নের — স্থলসেনার নতুন অধিনায়ক; বায়ুসেনার অধিনায়ক — ফন গ্রেইম। গেরিঙ অসুস্থ, গুডেরিয়ান অসুস্থ।

— রিবেন্‌ট্রপ কোথায়?

— মেকলেনবুর্গে। তার জায়গায় জেইস-ইন্‌ক্‌ভার্ট।

— তার মানে, সরকার পুরোপুরিভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে। আপনিই কেবল তার আওতায় পড়েন নি। আপনি হিটলারের সময় স্থলসেনার জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা ছিলেন এবং এখনও কি তা-ই থাকবেন?

— হ্যাঁ, — বলল ক্রেব্‌স।

— সোভিয়েত ইউনিয়ন আর তার মিত্রদের সঙ্গে চূড়ান্ত আলাপ-আলোচনার জন্য অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কে হবে?

— গেবেলস ও বোরমান। তারা বার্লিনে আছে এবং তারা হচ্ছে জার্মানির একমাত্র প্রতিনিধি।

— তা সরকারের অন্যান্য সদস্যরা কী করবে?

— তারা ফিউরেরের আদেশ পালন করছে।

— সৈন্য বাহিনীগুলো নতুন সরকারকে মানে কি?

— ফিউরেরের অন্তিম নির্দেশটি সম্পর্কে যদি সেনা বাহিনীকে অবগত করার সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে সৈন্যরা তাঁর নির্দেশ পালন করবে। অন্য সরকার ঘোষিত হওয়ার আগেই এ কাজ করলে ভালো হবে।

— আপনারা এই 'অন্য' সরকারকে ভয় করেন?

— হিম্‌লের আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং নতুন সরকার গড়তে পারে। হিম্‌লের ফিউরেরের মৃত্যুর কথা ও তাঁর উইলের কথা এখনও জানে না।

— অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ স্থাপন করবেন? ওগুলো যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

— আপনাদের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির মাধ্যমে। আমরা তখন সমস্তকিছুই প্রকাশ করে দেব।

— বুঝলাম না।

www.pathagar.com

ক্রেব্‌স বুঝিয়ে বলল:

— আপনারা সহযোগিতা করলে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারব বিমানের সাহায্যে অথবা অন্যান্য উপায়ে।

— তাহলে সরকার গঠন করা হচ্ছে জার্মানির ভূখণ্ডে ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য?

— না, কথাবার্তা শুরু ও যুদ্ধ শেষ করার জন্য।

— কিন্তু হিটলারের উইলে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে সে সরকার গঠন করছে 'সর্বোপায়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত' ব্যক্তিদের নিয়ে। আগে যুদ্ধ শেষ করতে এবং পরে কথাবার্তা আরম্ভ করতে রাজী হলে ভালো হয় না?

ক্রেব্‌স উত্তর দিতে দেরি করে, তবে পরে বলে:

— উত্তর দিতে পারে আমার সরকার, আমি নই...

www.pathagar.com

বার্লিনের মে দিবস

১

জানলার ও-পাশে কামানের গর্জন। বাইরে ফরসা হয়ে এসেছে, বার্লিনে মে দিবস আমাদের জন্য শুরু হচ্ছে খুবই স্বকীয়ভাবে। সারা রাত আমরা কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। মস্কো উত্তরের অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছে, মাঝেমধ্যে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করছে, কথাবার্তা কেমন এগুচ্ছে তা জানতে চাইছে। ফ্রন্টের সদর-দপ্তর থেকে ক্রেব্‌স আনীত দলিলগুলো জরুরীভাবে চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

জেনারেল পজারস্কি কাছে এসে বললেন যে আমায় টেলিফোনে ডাকছেন ২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের অধিনায়ক।

জেনারেল রিজোভ আমায় জানালেন যে রাত ৪টা ৩০ মিনিটের সময় জার্মান বেতার কেন্দ্রগুলো বার্লিন শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সদর-দপ্তর থেকে নাকি জার্মান বাহিনীর সন্ধি-দূতদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চিড়িয়াখানার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে একজন অফিসারকে পাঠাতে অনুরোধ করে। জেনারেল রিজোভ এবং ৩৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের সেনাপতি কর্নেল মারচেঙ্কো উক্ত ডিভিশনের সদর-দপ্তরের অফিসার মেজর বের্সেনেভকে তাঁদের সন্ধি-দূত নিযুক্ত করলেন।

সাক্ষাৎটি কীভাবে অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয় বের্সেনেভ সে বিষয়ে গল্প করেন।

'আমার কাজ ছিল — যারা অস্ত্র ত্যাগ করতে ও প্রতিরোধ বন্ধ করতে প্রস্তুত তাদের সবাইকে প্রাণরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে শর্তহীন আত্মসমর্পণের বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তাব দেওয়া। জার্মানদের আমার এটা জানানো দরকার ছিল যে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

আমি ভেবে দেখলাম যে এই কাজটি সফলভাবে সম্পাদিত হলে আমাদের

www.pathagar.com

বহু সৈনিক আর অফিসারের জীবন রক্ষা পাবে। শত্রু যদি অর্থহীন প্রতিরোধ বন্ধ করে দেয় তাহলে পৃথিবীতে পঙ্গু, বিধবা আর অনাথের সংখ্যা কম হবে। আমি আস্থার মূল্য দিলাম এবং কর্তব্যটি পুরোপুরিভাবে পালন করতে বদ্ধপরিকর হলাম: তা করতে গিয়ে যা-ই ঘটুক না কেন আমি মোটেই পিছপা হব না।

১৯৪৫ সালের ১ মে ভোর ঠিক ৫ টার সময় শাদা নিশান হাতে আমি নির্দিষ্ট জায়গায় — চিড়িয়াখানার উত্তর-পূর্ব কোণে — গিয়ে পৌঁছলাম। আরদালি আর ড্রাইভার সমেত নিজের মোটর গাড়িটি পাশের রাস্তার এক কোণে লুকিয়ে রাখলাম।

নির্ধারিত জায়গায় হেঁটে যাওয়ার সময় এবং কুড়ি মিনিট ধরে সন্ধি-দূতদের জন্য অপেক্ষমাণ থাকার সময় জার্মানরা আমার উপর গুলিবর্ষণ করে নি। এই জায়গায় জার্মান সৈন্যদের হয়তো আমাদের সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধির আগমন সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রতীক্ষার এই কুড়ি মিনিটে আমার মাথায় কত চিন্তাই এল, তবে একটা চিন্তা আমায় খুবই উদ্বিগ্ন করছিল: শত্রু কি মিথ্যা আমন্ত্রণ পাঠায় নি, এ কি প্ররোচনা নয়? তবে আমি বার্লিনের অবস্থা ভালোই জানতাম। শত্রুর সৈন্যরা কতটা নিরুপায় তা ভেবে আমি চিন্তাটি মাথা থেকে দূর করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা ফিরে ফিরে আমায় উদ্বিগ্ন করছিল। অবশেষে আমি দেখতে পেলাম, আমার থেকে শ'দুয়েক মিটার দূরে কোণ থেকে শাদা নিশান হাতে দু'টি জার্মান বেরিয়েছে এবং আমার দিকে চলছে।

আমি তাদের দিকে কয়েক পা এগুলাম। হঠাৎ একজন সন্ধি-দূত পড়ে গেল। গুলি চলার শব্দ শোনা গেল, এবং গুলিগুলো আমার পাশ দিয়ে শাঁই-শাঁই করে যেতে লাগল। আমি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার সময় পাই নি। বাঁ উরুতে আর হাঁটুতে আঘাত অনুভব করলাম। এর পর আমি পড়ে গেলাম, ফুটপাথে পড়াতে মাথায় খুব চোট পেলাম।

আমার জ্ঞান ফিরল আমার গাড়ির কাছে। আরদালি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমায় গুলিবর্ষণের এলাকা থেকে সরিয়ে এনেছে। সে ও ড্রাইভার দু'জনে মিলে আমায় গাড়িতে তুলল। পা'টি চাবুকের মতো ঝুলছিল, তবে বিশেষ ব্যথা অনুভব করছিলাম না, কেবল মাথায় শব্দ হচ্ছিল। আমি বললাম: 'ডিভিশন কমান্ডারের কাছে নিয়ে চলো' — এবং আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। সংবিৎ ফিরল আমায় যখন ইনজেকশন দেওয়া হল। আমার কাছে ছিলেন কর্নেল মারচেঙ্কো আর জেনারেল রিজোভ।'

www.pathagar.com

জেনারেল রিজোভ যখন আমায় বের্সেনেভের ঘটনাটির কথা জানালেন, তখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে বার্লিনের গ্যারিসনে মতভেদ দেখা দিয়েছে: সৈনিক আর অফিসারদের একাংশ বিজয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়, আর উন্মত্ত নাৎসিদের নিয়ে গঠিত অন্য অংশটি খোদ আত্ম-সমর্পণ করতে রাজী তো নয়ই, তারা বরং অস্ত্রবলে অন্যদের আত্মসমর্পণের প্রচেষ্টাও রোধ করছে। এই দুই দলের কোনটি জিতবে তা নির্ভর করছে আমাদের ক্রিয়াকলাপের উপর। তবে একটা ব্যাপার খুবই স্পষ্ট: ক্রেব্‌সের সঙ্গে কথাবার্তার জন্য বিরাজমান নিস্তব্ধতাকে নাৎসিরা কাজে লাগাচ্ছে অবরুদ্ধ গ্যারিসনের উপর নিজের প্রভাব বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে। সত্বর আমাদের প্রবলতর আঘাত হানতে হবে, এবং তাহলেই শত্রু প্রতিরোধ থামবে। যারা আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত এমনকি তাদের সহায়তায়ও এ কাজ সম্ভব হতে পারে।

ফ্রন্টের সদর-দপ্তর থেকে টেলিফোন। মার্শাল জুকোভ আমায় জানালেন যে আমার কাছে আসছেন তাঁর সহকারী জেনারেল সকোলভ্‌স্কি। অধিনায়ক হিম্‌লের সম্পর্কে সঠিক খবর দিতে অনুরোধ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কোথায় রিবেন্‌ট্রপ, কে এখন জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা, হিটলারের মৃতদেহ কোথায়। এবং আরও অনেক প্রশ্ন...

ক্রেব্‌সের সঙ্গে কথা বলে যাকিছু জেনেছি তা-ই তাঁকে বললাম। বাদবাকী সমস্ত খবর এখনও তার পেট থেকে বার করতে হবে। অথচ ক্রেব্‌স এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাইছে না: প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেয় অতি সংক্ষেপে ও অসরলভাবে। তার অবস্থা মোটেই সহজ নয়। সে জানে যে আমাদের রাজী করানো, গেবেল্‌স ও বোরমানকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা অসম্ভব। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যেই তাকে পাঠানো হয়েছে, এবং সে অটলভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা কথাবার্তা চালিয়ে নিজেরা কেবল একটি প্রশ্নেরই মীমাংসা করতে পারি, এবং তা হচ্ছে — আত্মসমর্পণের সময় বন্দীদের গ্রহণ। আমরা আনন্দে ক্রেব্‌সকে গেবেলসের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারতাম, যাতে পরে অস্ত্রবলে ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের অস্ত্র ত্যাগ করতে ও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা যায়। কিন্তু মস্কো আমাদের অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে।

যে-ঘরটিতে কথাবার্তা চলছিল সেখানে ফিরে ক্রেব্‌সকে প্রশ্ন করতে লাগলাম:

— হিটলারের মৃতদেহ কোথায়?

www.pathagar.com

— বার্লিনে। উইল অনুসারে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তা আজই হয়েছে।

— আপনাদের জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা কে?

— ইওড্‌ল, আর ডেনিৎস হচ্ছে — নতুন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক। ওরা দু'জনই মেকলেনবুর্গে। বার্লিনে কেবল গেবেল্‌স আর বোরমান।

— আপনি আগে কেন বলেন নি যে ডেনিৎস মেকলেনবুর্গে?

ক্রেব্‌স নীরব থাকে।

রিসিভার নিয়ে মার্শাল জুকোভের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং তাঁকে জানালাম:

— 'সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক' গ্রস-অ্যাডমিরাল ডেনিৎস মেকলেনবুর্গে আছে, ওখানেই তার পাশে হিম্‌লেরও রয়েছে, যাকে গেবেল্‌স বিশ্বাসঘাতক বলে গণ্য করে। হের্মান গেরিঙ নাকি অসুস্থ, দক্ষিণে আছে। বার্লিনে কেবল গেবেল্‌স, বোরমান, ক্রেব্‌স আর হিটলারের মৃতদেহ।

মার্শাল জুকোভ বলেন যে বার্লিনে আমাদের কাছে, আর পশ্চিমে ও দক্ষিণে মিত্রদের কাছে সন্ধি-দূত প্রেরণ নিয়ে এই বিভ্রান্তি আর গোলযোগ আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত আটকে রাখছে। তবে জবাব শিগগিরই আসবে, এবং মনে হয় তাতে পূর্ণ আত্মসমর্পণের দাবি থাকবে।

জুকোভের সঙ্গে আমার আলাপটি ক্রেব্‌স শুনতে পেল: আমি তার সামনে আমার মতামত ব্যক্ত করতে লজ্জাবোধ করি নি। রিসিভারটি রেখে তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করি:

— তাহলে প্রধান সামরিক নেতারা মেকলেনবুর্গে, আর বার্লিনে গেবেল্‌স ও বোরমান ফিউররের নির্দেশ পালন করতে রয়েছে। কোন্ নির্দেশ?

— তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়, তবে ফিউররের ইচ্ছানুযায়ী গঠিত সরকারটিকে আপনাদের স্বীকৃতি দানের পর।

— অর্থাৎ সেই সরকারকে যে শান্তিও চায় না, যুদ্ধও চায় না?

— ক্রেব্‌স ভাবনায় পড়ল, তবে পরে বলল:

— যে এলাকায় গোলাগুলি চলছে সেখানে আমি তা বন্ধ করতে রাজী আছি।

— আপনার তথাকথিত সরকার যখন আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয়, তাতে কী দরকার? আপনি চান যে আরও রক্তপাত হোক?

— যাতে বার্লিনে একটি বৈধ সরকার স্বীকৃতি লাভ করে, যাতে অন্য

www.pathagar.com

কোন অবৈধ সরকার দেখা না দেয় তার জন্য আমি সমস্তকিছু করতে চাই এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি।

— আপনারা যদি আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে আমাদের সৈন্যরা ঝঞ্ঝাক্রমণ আরম্ভ করবে, আর তখনই দেখা যাবে কোথায় বৈধ আর কোথায় অবৈধ সরকার।

— সেই জন্যই আমরা যুদ্ধ-বিরতি চাইছি।

— আর আমরা দাবি করছি আত্মসমর্পণ!

ক্রেব্‌সকে জিজ্ঞেস করি:

— যে-সমস্ত দলিল দিয়েছেন ওগুলো ছাড়া আর কোন কাগজপত্র আপনার কাছে আছে কি?

— সরকারের সদস্যদের একটা তালিকা আছে, যা সম্পর্কে আমি আপনায় বলেছি, — এবং সে আমার দিকে একটি কাগজ বাড়িয়ে দেয়, যাতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নাম রয়েছে; হিটলারের উইলেই ওই নামগুলোর উল্লেখ ছিল।

— আপনার আসার উদ্দেশ্য — কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কথাবার্তা বলা?

— কেবল আপনাদের সঙ্গে।

— আপনি — আমাদের সঙ্গে, আর হিমলের ও অন্যান্যরা — মিত্রদের সঙ্গে? কিন্তু আপনারা একই সময়ে আমাদের সঙ্গে ও আমাদের মিত্রদের সঙ্গে কথা বলতে চান না কেন? পৃথকভাবে আলাপ চালাতে পছন্দ করেন কেন?

বিরতি। ক্রেব্‌স মাথা নোয়ায়। পরে মাথা তুলল:

— ক্ষমতা বাড়ালে অন্যান্য সরকারের সঙ্গেও, আপনাদের মিত্রদের সঙ্গেও আমরা কথাবার্তা বলব।

— তা আপনাদের সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে?

— হ্যাঁ, যখন তা একত্র হবে। এটা তার প্রধান লক্ষ্য।

— আপনাদের সরকার কোথায় জড় হবে?

— তা এখনও ঠিক হয় নি। তবে সবচেয়ে ভালো হবে বার্লিনে হলে।

— কিন্তু বার্লিন গ্যারিসনের অবশিষ্ট অংশগুলোর শর্তহীন আত্মসমর্পণের আগে আপনাদের সরকার এখানে একত্র হতে পারবে না।

— আর আমার গভীর বিশ্বাস যে বার্লিন গ্যারিসন আত্মসমর্পণ করলে

www.pathagar.com

আমাদের সরকার আর কখনই একত্র হবে না। তা হবে ফিউরেরের অন্তিম নির্দেশ অপালন। আমি মনে করি যে সবার দ্বারা নতুন সরকারকে মান্যতা দানের আগে পূর্ণ আত্মসমর্পণের সমস্যাটি সমাধান করা যাবে না।

— তাহলে সরকার কাজ করছে এবং আত্মসমর্পণ করছে না?

— আমি এখানে এসেছি এই সমস্ত প্রশ্ন মীমাংসা করার জন্য এবং জার্মানির তরফ থেকে নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য। আর পূর্ণ আত্মসমর্পণের সমস্যাটি সমাধান করা যেতে পারে যুদ্ধ-বিরতি এবং নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দানের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

— তার মানে, আপনারা শেষ পর্যন্ত লড়তে চান? পূর্ণ আত্মসমর্পণের শর্তগুলো আপনার জানা আছে কি?

— হ্যাঁ, জানা আছে, — জবাব দেয় ক্রেব্স। — কিন্তু কে এ সমস্ত কথাবার্তা চালাবে?

— আপনাদের রাইখসচ্যানসেলর আছে, তার সঙ্গে বোরমান। তারা যদি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য আপনকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারে, তার মানে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও নিতে পারে। তা নয় কি?

— ডেনিৎসকে সমস্ত কিছু না জানিয়ে তারা পূর্ণ আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। একমাত্র ওয়েরলেসটি হিমলেরের কাছে। আমাদের রেডিও স্টেশনটি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

— আমরা আপনাকে বেতার যোগাযোগের বন্দোবস্ত করে দেব। বেতার মাধ্যমে ফিউরেরের উইলটির কথা প্রচার করা হোক। তাতে রক্তপাত বন্ধ হবে।

ক্রেব্স কপাল কোঁচকাল:

— তা ভালো দেখায় না। ডেনিৎসের পক্ষে এ হবে এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ। সে এখনও উইলের কথা জানে না। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছি, আমরা কোন অবৈধ সরকার চাই না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনের সঙ্গে পৃথক চুক্তি সম্পাদন করতে রাজী হবে। আমরা রাশিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বেশি পছন্দ করি।

কেবল এখনই সম্ভবত সে বুঝতে শুরু করেছিল যে আমরা গেবেল্স কিংবা তার প্রতিনিধি কাউকেই বিশ্বাস করি না। এবং আমি তাকে সোজা বলে দিলাম যে সামরিক লোক হিশেবে আমি সর্বাগ্রে যাতে আগ্রহী তা হল: বার্লিনে আত্মরক্ষারত নিরাশ শত্রু সৈন্যদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দেওয়া।

www.pathagar.com

ক্রেব্‌স আমার কথা মন দিয়ে শুনে আবার বলল:

— বার্লিন গ্যারিসনকে ধ্বংস করে দিলে জার্মানিতে কোন বৈধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে না...

— বাজে কথা, — আমি তাকে থামিয়ে দিলাম।

— আমার যাকিছু বলার তা আপনাকে বলে ফেলেছি, আমার হাতে আর কোন দায়িত্ব নেই...

— আর আমিও আপনায় একমাত্র ও চূড়ান্ত শর্তটি জানিয়ে দিয়েছি: শর্তহীন আত্মসমর্পণ।

জেনারেল ক্রেব্‌স ও তার এডিকং বাইরে থেকে সংযমী ও শান্ত, কিন্তু তার জন্য তাদের নিজেকে কতটা সামলাতে হচ্ছে!

আমি আবার বললাম:

— প্রাণ রক্ষার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আর সরকারের বিষয়ে পরে কথা বলব। আপনাদের হাতে ফৌজ নেই, অথচ আপনারা কী সব শক্তি সংগ্রহ করতে চাইছেন — সে হবে না!

ক্রেব্‌স তাড়াহুড়ো করে বলে:

— আমি সামরিক ক্রিয়াকলাপে বিরতির প্রস্তাব দিচ্ছি। আমরা নির্দিষ্ট সময় থেকে গোলাগুলি না ছোঁড়ার আদেশ দিতে পারি।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন করছেন ফ্রন্টের অধিনায়ক, জানতে চাইছেন কথাবার্তা কেমন চলছে। আমি তাঁকে জানাই যে জার্মানদের হাতে যোগাযোগ মাধ্যম নেই। তারা হিটলারের মৃত্যু আর উইলের কথা ঘোষণা করতে চায় না যাতে হিম্‌লের এর সুযোগ নিতে না পারে। মনে হচ্ছে, ওরা ডোনিৎসকেও ভয় করছে। তারা তা ঘোষণা করতে চায় আমাদের সহায়তায় এবং যুদ্ধ-বিরতির পরে। হিম্‌লের সরে পড়েছে এবং পার্টি থেকে বহিষ্কৃত।

রিসিভার রাখলাম। এবং আবার ক্রেব্‌সের কাছে:

— যারা নতুন সরকারের প্রতি মান্যতা চায়, তাদের জন্য উত্তম উপায় হচ্ছে — আত্মসমর্পণ।

— পূর্ণ? — জিজ্ঞেস করে ক্রেব্‌স।

— পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তখনই আমরা সরকারের এই সমস্ত সদস্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলব।

ক্রেব্‌স মাথা নাড়ে:

— আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করার ক্ষমতা আমার নেই। তার মানে,

www.pathagar.com

আমাদের সরকার ধ্বংস হবে... — সে কখনও জার্মান, কখনও রুশ ভাষায় কথা বলছে।

— কিন্তু গোলাও তো কে সৈনিক আর কে সরকারের সদস্য তা বাছবিচার করবে না, — বললাম আমি।

ক্রেব্‌স আবার মাথা নাড়ে ও রুশ ভাষায় বলে:

— আমি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে চিন্তিত...

— আমরা বারবার আমাদের ও মিত্রদের অভিন্ন দাবিটির কথাই বলব: শর্তহীন আত্মসমর্পণ।

এবার ক্রেব্‌স বিরক্তির সঙ্গে আপত্তি জানায়:

— পূর্ণ ও প্রকৃত আত্মসমর্পণের সমস্যা সমাধান করতে পারে বৈধ সরকার। আপনাদের সঙ্গে যদি গেবেল্‌সের সমঝোতা না হয়, তাহলে কী হবে? বেইমান হিমলেরের সরকারের চেয়ে বৈধ সরকারকেই আপনাদের বেশি পছন্দ করা উচিত। যুদ্ধের প্রশ্ন ইতিমধ্যেই মীমাংসিত। ফিউরের নির্ধারিত সরকারের সঙ্গে ফলাফল নিয়ে কথাবার্তা বলা উচিত...

— আপনাদের ফিউরেরের অভিপ্রায়ের কথা সৈন্যদের কাছে ঘোষণা করুন, — বললাম আমি।

ক্রেব্‌স উত্তেজিত হয়ে রুশ ভাষায় প্রায় চেঁচাচ্ছে:

— বেইমান ও বিশ্বাসঘাতক হিমলের নতুন সরকারের সদস্যদের ধ্বংস করে দিতে পারে!

কী ভয়! আমার হাসি পাচ্ছে। ওদের কেবল নিজের প্রাণের মায়া।

জেনারেল সকোলভ্‌স্কি এলেন। আমি তাঁকে কথাবার্তার বিষয়ে জানালাম। মন দিয়ে আমার কথা শুনে সকোলভ্‌স্কি নিজে ক্রেব্‌সকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। সংলাপটি তুলে দিচ্ছি:

সকোলভ্‌স্কি (ক্রেব্‌সকে)। কবে আপনারা হিটলার ও হিম্‌লেরের কথা ঘোষণা করবেন?

ক্রেব্‌স। যখন আমরা নতুন সরকারের বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছব।

সকোলভ্‌স্কি। ফ্রণ্টের অধিনায়ক মনে করেন যে হিমলেরের পরিকল্পনা বানচাল করার উদ্দেশ্যে আগে তাকে বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করা উচিত।

ক্রেব্‌স (সজীব হয়ে উঠে)। খুব ভালো উপদেশ। তা এক্ষুণি করা যায়।

www.pathagar.com

অবশ্য ডক্টর গেবেল্‌সের অনুমতি নিয়ে। আমি আবার অনুরোধ করছি, আমার এডিকংকে তার কাছে পাঠানো হোক।

— গেবেল্‌সকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে আত্মসমর্পণের আগে নতুন সরকার গঠিত হতে পারে না, — বললাম আমি।

ক্রেব্‌স। বিরতি দরকার। সরকার গড়ব...

— পূর্ণ আত্মসমর্পণের পর।

ক্রেব্‌স। না।

সকোলভ্‌স্কি। আপনাদের ওখানে গেবেল্‌স ও অন্যান্যরা রয়েছে — এবং আপনারা আত্মসমর্পণ ঘোষণা করতে পারেন।

ক্রেব্‌স। কেবল ডোনিৎসের অনুমতি নিয়ে, আর সে বার্লিনের বাইরে। বিরতি ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বোরমানকে ডোনিৎসের কাছে পাঠাতে পারি। আমার কাছে প্লেনও নেই, রেডিও-ও নেই।

পরিস্থিতি উত্তেজনাময়।

— আগে অস্ত্র ত্যাগ করুন, তারপর পরের কথা হবে।

ক্রেব্‌স। না, তা অসম্ভব। আমরা বার্লিনে যুদ্ধ-বিরতির জন্য অনুরোধ করছি।

— আপনার কাছে কোড, সংকেতাক্ষর ইত্যাদি আছে? — জিজ্ঞেস করি আমি।

ক্রেব্‌স। সবই হিম্‌লেরের হাতে... — সকোলভ্‌স্কি ও আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে চাওয়া-চাওয়ি করলাম। — আপনারা যদি বিরতির অনুমতি দেন তাহলে আমরা সমঝোতায় পৌঁছব...

— কেবল আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে, আত্মসমর্পণের পর ডোনিৎস আমাদের কাছে আসতে পারবে, যেমনটি আপনি করেছেন।

ক্রেব্‌স। ডোনিৎসকে এখানে ডাকা দরকার, ওকে আসতে দিন।

সকোলভ্‌স্কি। আত্মসমর্পণ করুন, তাহলেই আমরা ওকে অবিলম্বে আসতে দেব।

ক্রেব্‌স। সে বিষয়ে কথা বলার ক্ষমতা আমার নেই...

চুইকোভ। দেরি না করে আত্মসমর্পণ করুন, তাহলেই আমরা ডোনিৎসকে এখানে আনার বন্দোবস্ত করব।

ক্রেব্‌স। আগে ডোনিৎসের সঙ্গে যোগাযোগ, তারপর আত্মসমর্পণ। আমি ডোনিৎসকে ছাড়া আত্মসমর্পণ করতে পারি না। (একটু ভেবে) তবে আমি গেবেল্‌সকে অবশ্য এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি, যদি আপনারা তার

www.pathagar.com

কাছে কর্নেলকে পাঠান (নিজের এডিকংয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে)।

সকোলভ্স্কি। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম: জার্মান কর্নেল ডক্টর গেবেল্সের কাছে যাচ্ছে এ কথাটি জানতে যে সে সত্বর আত্মসমর্পণ করতে রাজী আছে কি না?

ক্রেব্স (কথায় বাধা দিয়ে)। যুদ্ধ-বিরতি হবে কি, অথবা যুদ্ধ-বিরতির আগেই গেবেল্সকে আত্মসমর্পণে রাজী হতে হবে?

সকোলভ্স্কি। আমরা গেবেল্সের কাছে যুদ্ধ-বিরতির বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে দেব না।

ক্রেব্স (আবার জেদ করে)। ডোনিৎস ছাড়া আমি বা গেবেল্স কেউ-ই আত্মসমর্পণে রাজী হতে পারি না।

— তাহলে আপনাদের সরকার গড়া হবে না।

ক্রেব্স। না, সরকার গড়তেই হবে। তারপর আত্মসমর্পণের প্রশ্ন আলোচনা করা যাবে।

সকোলভ্স্কি পাশের ঘরে গিয়ে ফ্রন্টের অধিনায়ককে ফোন করে জানালেন:

— ক্রেব্স অটলভাবে এক কথাই বলছে: ডোনিৎসের সম্মতি ছাড়া তারা আত্মসমর্পণ করতে পারে না, আর ডোনিৎস নাকি ঘটনাবলি সম্পর্কে কিছুই জানে না। ক্রেব্স ওকে সমস্তকিছু জানাতে অনুরোধ করছে, তাহলেই নাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সে গেবেল্সের কাছে এডিকংকে, আর পরে সম্ভব হলে কাউকে ডোনিৎসের কাছে পাঠাতেও অনুরোধ করছে। মোটর গাড়িতে করে মেকলেনবুর্গ পর্যন্ত যেতে-আসতে — চার শতাধিক কিলোমিটার। ক্রেব্স আমাদের কোন অফিসারকেও ওখানে পাঠাতে বলছে: ডোনিৎস ফ্রন্ট লাইনে তার অপেক্ষা করতে পারে। এ সমস্তকিছু করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। আপাতত আমরা কেবল গেবেল্সের কাছে লোক পাঠানোর অনুমতি দিচ্ছি।

মার্শাল জুকোভের নির্দেশ পেয়ে আমরা ক্রেব্সের কাছে ফিরলাম।

ক্রেব্স। অল্পক্ষণের জন্য বাইরে যেতে পারি?

— অবশ্যই।

ক্রেব্স ও এডিকং বেরিয়ে গেল। শিগগিরই তারা ফিরল।

ক্রেব্সের এডিকং গেবেল্সের কাছে চলে যাচ্ছে। আমি সদর-দপ্তরের অধিকর্তাকে ফোন করে নির্দেশ দিলাম কর্নেলকে নিরাপদে ফ্রন্ট লাইন

www.pathagar.com

অতিক্রম করতে দেওয়া হোক এবং একই সঙ্গে অগ্রবর্তী অবস্থানে আমাদের কোন ব্যাটেলিয়ন জার্মান ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুক যাতে আমাদের সঙ্গে গেবেল্‌সের টেলিফোন যোগাযোগ থাকে।

— জার্মানির সরকারকে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে, — হঠাৎ ঘোষণা করল ক্রেব্‌স।

— আপনি কি মনে করেন যে জার্মানির পূর্ণ পরাজয় হলে হিটলারের প্রভাব টিকে থাকবে?

— আপনারা আমাদের দুঃখকষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, — বিষণ্ণভাবে বলল ক্রেব্‌স। — ফিউরেরের প্রভাব হয়তো কিছুটা কমে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও তা বিপুল। তাঁর কার্যকলাপ কখনও বদলে যেতে পারে না। নতুন লোক, নতুন সমস্ত সরকার হিটলারের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে চলবে।

এ এক ফ্যানাটিক, অন্ধবিশ্বাসী। কথাগুলো গুরুত্ব সহকারে বলছে। এবং বাহ্যিক চেহারাও দারুণ: ইউনিফর্মে — জেনারেলের স্বর্ণখচিত লাল ট্যাব, সরু ব্যাজ, ১৯৪১ সালের শীত কালের ফিতা, লৌহ ক্রস, অর্ডারগুলো...

— হয়তো বুনিয়াদ হবে অধিকতর প্রশস্ত, অধিকতর গণতান্ত্রিক, — বলতে থাকে ক্রেব্‌স। — আমি তা-ই মনে করি। কিন্তু আমরা নিজেকে রক্ষা করতে চাই। এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স যদি আমাদের উপর পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্র চাপায় তাহলে আমাদের ভালো হবে না...

সকোলভ্‌স্কি। আমরা জার্মান জনগণকে ধ্বংস করতে চাই না, তবে ফ্যাসিজমকে বরদাস্ত করব না। আমরা ন্যাশনেল-সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্যদের হত্যা করতে যাচ্ছি না, তবে এই সংগঠনটিকে ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। নতুন জার্মান সরকার গঠিত হতে হবে নতুন ভিত্তিতে।

ক্রেব্‌স। আমি মনে করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে কেবল একজন নেতাই জার্মানির ধ্বংস চান না। তিনি — স্তালিন। তিনি বলেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস করা অসম্ভব এবং তেমনিভাবে জার্মানিকেও ধ্বংস করা যায় না। তা আমরা বুঝি, কিন্তু আমাদের ভয় জার্মানি ধ্বংস করার ইঙ্গো-মার্কিন পরিকল্পনাগুলোকে নিয়ে। আমাদের সঙ্গে তাদের যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার থাকলে তা খুবই মারাত্মক হবে...

— আর হিমলের?

ক্রেব্‌স। সোজাসুজি বলব? হিম্‌লের ভাবছে যে জার্মান বাহিনীগুলো

www.pathagar.com

এখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক শক্তি হিশেবে বিবেচিত হতে পারে। আপনাদের মিত্রদের সে এ কথাই বলেছে। আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট, সম্পূর্ণ স্পষ্ট!..

— তাহলে, জেনারেল, আমি আপনার জেদের কারণটি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বার্লিনে লড়াই চলা মানেই হচ্ছে আরও অনেক রক্তপাত।

ক্রেব্‌স। ক্লাউজেভিৎস বলছে যে অপমানজনক আত্মসমর্পণ — সবচেয়ে খারাপ, আর লড়াইয়ে মৃত্যু — সবচেয়ে ভালো। হিটলার আত্মহত্যা করেছেন যাতে জার্মান জনগণের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকে...

আত্মহত্যাকারীদের যুক্তি। আমরা জেনারেলকে হিটলারের আত্মহত্যার খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করি।

ক্রেব্‌স। কয়েক জন সাক্ষী ছিল: গেবেল্‌স, বোরমান ও আমি। উইল অনুসারে, মৃতদেহ পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়... মৃত্যুর আগে ফিউরের আমাদের কাছে বিদায় নেন, আমাদের সতর্ক করে দেন। আমরা তাঁকে বোঝালাম, কিন্তু তিনি আমাদের কথা শুনলেন না। আমরা তাঁকে পশ্চিমে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলাম...

সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট। টেলিফোন বেজে উঠল। সোভিয়েত সরকার চূড়ান্ত জবাব দিচ্ছেন: সার্বিক আত্মসমর্পণ অথবা বার্লিনের আত্মসমর্পণ। তা করতে অস্বীকার করলে ১০টা ৪০ মিনিটের সময় আমরা শহরের উপর নতুন করে তোপ দাগতে আরম্ভ করব। ক্রেব্‌সকে তা বললাম।

— আমার ক্ষমতা নেই, — বলে সে। — আরও যুদ্ধ করতে হবে আর কি, এবং এর ফল হবে খুবই সাংঘাতিক। বার্লিনের আত্মসমর্পণ — সেটাও অসম্ভব। গেবেল্‌স ডোনিৎসকে ছাড়া সম্মতি দিতে পারে না। সে বড় দুর্ভাগ্য...

সকোলভ্‌স্কি। আমরা যুদ্ধ-বিরতিতে অথবা পৃথক আলাপ-আলোচনায় রাজী নই। গেবেল্‌স নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কেন?

ক্রেব্‌স (বার বার)। আমরা যদি বার্লিনের পূর্ণ আত্মসমর্পণ ঘোষণা করি, তাহলে সবাই বুঝে ফেলবে যে ফিউরের মারা গেছেন। আর আমরা সরকার গড়তে এবং সমস্ত কিছু সুশৃঙ্খলভাবে করতে চাই।

সকোলভ্‌স্কি। গেবেল্‌স ঘোষণা করুক...

ক্রেব্‌স (কথায় বাধা দিয়ে)। কিন্তু ডোনিৎস পার্টি বহির্ভূত লোক। তার পক্ষে সমস্যাটি সমাধান করা সহজ। সে-ই আত্মসমর্পণ করুক যাতে অনর্থক প্রাণহানি না হয়।

www.pathagar.com

সকোলভ্স্কি। আত্মসমর্পণ করুন ও নতুন সরকারের কথা ঘোষণা করুন। আমরা এর জন্য বার্লিনে আপনাদের ওয়েরলেস দেব। আপনারা আমাদের মিত্রদের সরকারসমূহের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

ক্রেব্স। হ্যাঁ, গেবেল্সকেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি তার কাছে যেতে পারি কি?

সকোলভ্স্কি। যান। আমরা আপনাকে সমস্তকিছু সোজাসুজি বলে দিয়েছি। আপনারা নিরুপায়: গেবেল্স আর ডেনিৎসের মধ্যে এমনকি যোগাযোগই নেই। আর বার্লিনের আত্মসমর্পণের পর আমরা আপনাদের বিমান অথবা মোটর গাড়ি দেব এবং বেতার যোগাযোগ স্থাপন করব।

ক্রেব্স। আমাদের গ্রেপ্তার করা হবে না? যে-সমস্ত সামরিক লোক আত্মসমর্পণ পরিচালনা করবে তারা কি মুক্ত থাকবে? অথবা আমরা বন্দী হিশেবে গণ্য হব?

সকোলভ্স্কি। মিত্র সরকারসমূহ কী সিদ্ধান্ত নেবে আমরা জানি না।

ক্রেব্স। আমি আবার জিজ্ঞেস করছি: আত্মসমর্পণের পরে আমাদের কী দশা হবে?

সকোলভ্স্কি। আমরা এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে নতুন অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা পুরোপুরি আনুষ্ঠানিকভাবে মিত্র সরকারসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার অধিকার পাবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তিন মিত্র সরকার, এবং আবারও বলছি, তা আপনাদের জানানো হবে...

ক্রেব্স। আমার জানা দরকার, ডক্টর গেবেল্স কী ভাবছে। বার্লিনের আত্মসমর্পণের বিষয়ে তাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন।

সকোলভ্স্কি। তিন মিত্র শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করুন। হিটলার যেহেতু বেঁচে নেই, সেই হেতু আপনাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে।

ক্রেব্স। কবে আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা পাব?

সে উদ্বিগ্ন। ১০টা ৪০ মিনিট। আমাদের প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ শুরু হল... বিমানগুলো উড়ে গেল।

জার্মান দোভাষীটি ফিরে এল। সে গিয়েছিল কর্নেল ফন ডুফভিঙ এবং আমাদের সিগন্যাল-ম্যানদের সঙ্গে যারা সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যায়। সে অত্যন্ত বিচলিত:

— আমরা যখন যাচ্ছিলাম, আমি চেঁচিয়ে বললাম: 'গুলি কোরো না, আমরা সন্ধি-দূত!' আমাদের লোকেরা আমায় কোন জবাব দিল না। রুশ মেজর যোগাযোগের জন্য তার টানছিলেন। প্রিন্স-আলবের্টস্ট্রাসে স্ট্রিটের

www.pathagar.com

কোণে জার্মানরা তাঁর উপর গুলি করল। তাঁর মাথায় গুলি লাগল। আমি চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম, গুলি কোরো না। নিজে ক্যাবল নিয়ে চললাম। কর্নেল ফন ডুফভিঙ ওভারকোট ও রিভলভার খুলে ফেললেন, এবং শাদা নিশান নিয়ে এগুতে লাগলেন। গুলিবর্ষণ চলছিল। কয়েকজন রুশ সৈনিক ও একজন অফিসার — কোম্পানি কমান্ডার আহত হল: যোগাযোগের অপেক্ষায় তারা কাছেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্তও যোগযোগ নেই। রুশদের দিক থেকে তা চালু করা হয়েছে, আমাদের তরফ থেকে — হয় নি। সম্ভবত, সামরিক গ্রুপকে অবগত করা হয় নি। এখন তাহলে কী করা? যোগাযোগের অথবা কর্নেলের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করা? রুশরা বলেছে যে তাদের তরফ থেকে কর্নেলকে নির্বিঘ্নে ফিরতে দেওয়া হবে।

— ফিরে যান এবং কর্নেলের নির্বিঘ্ন প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করুন, — হুকুম দিল ক্রেব্স। — কে গুলি করেছে?

— মনে হচ্ছে স্নাইপার। রুশ মেজর সম্ভবত বাঁচবেন না। দুঃখের কথা...

মানচিত্রে প্রিন্স-আলবের্টস্ট্রাসে স্ট্রিটটি খুঁজে বার করলাম। দেখছি।

— এখানে হোটেল 'এক্সেলসিওর', — দেখাল জার্মান দোভাষী। — এখানে আমরা চিৎকার করেছিলাম, এখানে আমাদের স্নাইপার গুলি করেছিল। রুশরা সারা এলাকা জুড়ে গুলি করছিল না।

মানচিত্রে তিনটি আবাসিক এলাকা চিহ্নিত করলাম। আমাদের ব্যাটেলিয়ন থেকে ফোন এল: জার্মান কর্নেল জার্মানদের কাছে পেঁাছে গেছে, তবে যোগাযোগ আপাতত নেই।

— যান, — বললাম আমি দোভাষীকে।

সে মেগাফোন আর শাদা পতাকা চাইল।

তা পেয়ে ফৌজী কায়দায় ফিরে দাঁড়াল, হাত উপরে তুলল, আমাদের অভিবাদন জানাল — এবং চলে গেল।

গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল পজারস্কি ৩৫তম এলাকায় — হ্রদ থেকে চিড়িয়াখানা পর্যন্ত, একেবারে ফ্রিডরিখস্ট্রাসে স্ট্রিট অবধি — গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখার আদেশ দিলেন: এখান দিয়ে সন্ধি-দূতরা যাবে।

একটু থেমে ক্রেব্স বলল:

— ১লা মে — আপনাদের বড় উৎসব।

www.pathagar.com

— আজ আমরা উৎসব উদ্‌যাপন না করে কি পারি — যুদ্ধের শেষ এবং রুশরা বার্লিনে।

— ১৯৪১ সালে আমি মস্কোয় ছিলাম। আমি আগেই বলেছি যে মিলিটারি অ্যাটাশের সহকারী হিশেবে জার্মান দূতাবাসে কাজ করতাম। রেড স্কোয়ারে প্যারেডের সময় লেনিনের সমাধি মন্দিরের পাশে দর্শক-মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিলাম...

প্রাতরাশের পরে সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ দেওয়া হল। জেনারেল ক্রেব্‌স অনুপ্রাণিত হল, সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী উপস্থাপিত আত্মসমর্পণের সমস্ত শর্ত সঠিকভাবে লিখে দিতে অনুরোধ করল। রিসিভারটি তুলে নিয়ে বলতে শুরু করে। একটি শর্তের উপর জোর দেয়: বেতার মাধ্যমে হিম্‌লেরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ঘোষিত হবে। গেবেল্‌স জেনারেল ক্রেব্‌সকে ফিরতে বলে। আমরা তাতে সম্মতি দিলাম।

যাওয়ার আগে ক্রেব্‌স আত্মসমর্পণের লেখা শর্তগুলো আবার জোরে জোরে পড়ল:

১. বার্লিনের আত্মসমর্পণ।

২. সমস্ত আত্মসমর্পণকারীদের অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে।

৩. সাধারণ নিয়মানুসারে অফিসার আর সৈনিকদের প্রাণরক্ষা করা হবে।

৪. আহতদের সহায়তা দেওয়া হবে।

৫. বেতার মাধ্যমে মিত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ দেওয়া হবে।

আমরা ব্যাখ্যা করলাম:

— আপনার সরকারকে হিটলার মরে গেছে ও হিম্‌লের বিশ্বাসঘাতক এই খবরগুলো জানানোর এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনের তিন সরকারের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের বিষয়ে ঘোষণা করার সুযোগ দেওয়া হবে। এই ভাবে আমরা আংশিকভাবে আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করব। নতুন সরকার গঠনে আমরা আপনাদের সাহায্য করব কি? না। তবে আপনাদের সেই সমস্ত ব্যক্তির নামের তালিকা জানানোর অধিকার দিচ্ছি যাদের আপনারা যুদ্ধ-বন্দী হিশেবে দেখতে চান না। আত্মসমর্পণের পরে মিত্র রাষ্ট্রসমূহের কাছে আপনাদের আমরা আবেদন জানানোর অধিকার দেব। তাদের উপরই নির্ভর করবে আপনাদের সরকারের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট।

— বার্লিনে অবস্থানরত ব্যক্তিদের যে-তালিকাটি আমরা দেব তা যুদ্ধ-বন্দীদের তালিকা হিশেবে বিবেচিত হবে না তো?

www.pathagar.com

— সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। অফিসারদের উপাধি আর অর্ডারগুলো রক্ষা করব, ঠান্ডা অস্ত্র রাখতে দেব। আমরা সরকারের সদস্যদের তালিকা উপস্থিত করার, ডোনিৎসের সঙ্গে যোগাযোগের অধিকার দেব। তবে এ সমস্তকিছু আত্মসমর্পণের পরে।

— জার্মানির সাধারণ বৈধ সরকার গঠনের লক্ষ্যে?

— কেবল ঘোষণার জন্য এবং আমাদের জোটের রাষ্ট্রসমূহের সরকারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। তারাই ঠিক করবে পরে কী হবে।

— তাহলে আত্মসমর্পণের পরে সোভিয়েত রেডিও হিটলারের মৃত্যুর বিষয়ে, নতুন সরকারের বিষয়ে এবং হিমলেরের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে সংবাদ প্রচার করবে?..

সে আশ্বাস দিয়ে বলল যে সমস্ত বিষয়ে তাড়াতাড়ি একটা বোঝাপড়ায় আসতে চেষ্টা করবে।

অপরাহ্ন ১টা ৮ মিনিট।

ক্রেব্‌স চলে গেল। তৃতীয় রাইখের নেতৃমন্ডলীর সন্ধি-দূত আত্মসমর্পণে রাজী হল না, বার্লিনের বিনাশ রোধ করতে এবং শান্তিপূর্ণ নাগরিক সহ উভয় পক্ষের অনর্থক লোকক্ষয় বন্ধ করতে চাইল না।

আমাদের কাছ থেকে, সোভিয়েত সেনাপতিমন্ডলীর কাছ থেকে এবং সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে সে কী পেতে চেয়েছিল? চলে যাওয়ার আগে ক্রেব্‌স কেন যেন অনেকখন ধরে যাত্রার আয়োজন করছিল এবং দু'বার এমনকি সিঁড়ি থেকে ফিরেও এল: প্রথম বার সে দস্তানা ভুলে গিয়েছিল, ওগুলো টুপির সঙ্গে জানলার ধাড়িতে রেখেছিল; কিন্তু টুপি পরল, অথচ দস্তানা নিল না। দ্বিতীয় বার ক্রেব্‌স ফিরল এই অজুহাত নিয়ে যে ফিল্ড ব্যাগটি ভুলে গেছে, যা তার কাছে ছিলই না। সে বলতে লাগল যে তাতে করে গেবেল্‌স আর বোরমানের দেওয়া কাগজপত্রগুলো এনেছিল, অথচ — আমার তা ভালো মনে আছে — কাগজপত্র সে বার করেছিল পাশের পকেট থেকে।

তার চোখমুখ আর আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছিল — জেনারেল ইতস্তত করছে: আবার নরকে ফিরে যাবে অথবা নিজেই প্রথমে বিজয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। সম্ভবত সে অপেক্ষা করছিল যে আমরা তাকে বন্দী ঘোষণা করব যাতে সে সম্ভবত সাগ্রহে রাজী হয়ে যেত।

কিন্তু এরূপ বন্দীতে আমাদের কী দরকার? তার ফেরৎ যাওয়াই ভালো, কেননা তাতে রক্তপাত বন্ধ করার ব্যাপারে কোনকিছু করতে পারে।

www.pathagar.com

ক্রেব্‌স আমাদের কাছ থেকে কী চাইছিল? নিঃসন্দেহেই সে গেবেল্‌স আর বোরমানের ইচ্ছা পূরণ করছিল যা ছিল তারও ইচ্ছা। তারা আশা করেছিল যে হিটলারের মৃত্যু সংবাদের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ফ্যাসিস্ট জার্মানির মধ্যেকার বিরোধিতা হ্রাস করতে পারবে: জার্মানি তো কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানির বিনিময়ে যুদ্ধের প্রধান অপরাধীকে পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটাই সমস্ত কিছু নয় এবং আসল ব্যাপার নয়।

আসল ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে খোদ হিটলারের মতো হিটলারী নেতারাও নিজেদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের এবং আমাদের মিত্রদের মধ্যে বিষবৃক্ষ রোপণ করতে পারবে বলে আশা করছিল।

আমাদের কাছে বারো ঘণ্টার মতো থেকে ক্রেব্‌স আমাদের মিত্রদের প্রতি কর্তব্য পালনে কোন দোদুল্যমানতা লক্ষ্য করে নি। উল্টে বরং আমরা তাকে দেখিয়ে দিলাম যে তেহেরান ও ইয়ালতা সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ থেকে আমরা সামান্যও বিচ্যুত হব না।

২

আদেশ দেওয়া হল: পূর্ণ শক্তিতে গোলাগুলিবর্ষণ আরম্ভ হোক এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শত্রুকে খতম করা হোক। ঝাঁকে ঝাঁকে 'কাতিউশা' রকেট, হাজার হাজার মাইন, বিভিন্ন ক্যালিবরের গোলা শত্রুর উপর বর্ষিত হতে লাগল, বিশেষ করে সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তর আর রাইখস্টাগের এলাকায়।

এই প্রবল ও সুপ্রস্তুত গোলাবর্ষণের ফল খুব শিগগিরই তার প্রভাব ফেলল। ডিভিশন আর কোরগুলো থেকে সৈন্যদের সফল ক্রিয়াকলাপের খবর আসতে লাগল।

২৮তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোরের অধিনায়ক জেনারেল আ. রিজোভ জানালেন যে তাঁর সৈন্যরা চিড়িয়াখানার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এবং স. বগ্‌দানোভের ট্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে সাফল্যের সঙ্গে উত্তরাভিমুখে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

৭৪তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের সেনাপতি জেনারেল দ. বাক্‌লানোভ একটি আনন্দপূর্ণ খবর দিলেন: তাঁর সৈন্যরা পটসডাম রেল স্টেশনটি পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে এবং ব্রান্ডেনবুর্গ তোরণের ভেতর দিয়ে রাইখস্টাগ অভিমুখে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

এই ডিভিশনটির আছে গৌরবময় ঐতিহ্য। তা গঠিত হয় গৃহযুদ্ধের ভয়ঙ্কর বছরগুলোতে এবং বীর বলশেভিক নিকোলাই শ্চর্স-এর সেনাপতিত্বে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী আর শ্বেতরক্ষীদের বিলোপ সাধনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই ডিভিশনের বিখ্যাত রেজিমেণ্টগুলো এক কালে নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্য বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল। তারা অনেক বছর পরে স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়েও অসীম শৌর্যের পরিচয় দেয়, যার জন্য রক্ষী ডিভিশন নামে অভিহিত হয়। ভোলগা তীরের শহরে ডিভিশনের প্রসিদ্ধ রেজিমেণ্টগুলো লড়াই করে 'লাল অক্টোবর' কারখানার অঞ্চলে। পাল্টা-আক্রমণের সময় এই সৈন্যরাই সর্বপ্রথম স্তালিনগ্রাদের পশ্চিম প্রান্তে প্রবেশ করেছিল, যেখানে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণরত ৬৫তম বাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ৬৫তম বাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে মিলে তা পাউলিউসের অবরুদ্ধ গ্রুপিংটিকে দুই-ভাগে বিভক্ত করে দেয়।

এবার এই রেজিমেণ্টগুলো আক্রমণ চালিয়ে ভ. কুজনেৎসোভের ৩য় আক্রমণকারী বাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় বার্লিন গ্যারিসনের অবশিষ্ট অংশগুলোকে দু'ভাগে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

চারিদিকে ছড়ানো ভূগর্ভ-পথ বিশিষ্ট বহুতল পটসডাম রেল স্টেশনটির জন্য লড়াইয়ের পদ্ধতিগুলো অনেকটা স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের কথা, এলিভেটরের জন্য, পাভলোভের বাড়ির জন্য লড়াইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। সেই পরীক্ষিত রণকৌশলগুলোরই আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল — পরিবেষ্টন ও আক্রমণ কেবল পার্শ্বদেশ আর পশ্চাদ্ভাগ থেকেই নয়, উপর আর নীচ থেকেও। যোদ্ধারা অগ্রসর হচ্ছিল বাড়িগুলোর তলা দিয়ে, ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে, চিলেকোঠা দিয়ে আর অনেক ক্ষেত্রে এমনকি ছাদ দিয়ে।

স্টেশন ভবন থেকে ফ্যাসিস্টদের বার করতে অটল, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ও অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধাদের প্রায় বারো ঘণ্টা সময় লেগেছিল। লড়াই হয়েছিল কঠোর। অনেকগুলো কামরা, হলঘর, তলা আর ভূগর্ভ-পথ কয়েক বার করে হস্তান্তরিত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত রক্ষীরাই জয়ী হল। তাদের সহায় হয় অভিজ্ঞতা আর বিপুল সাহসিকতা। স্টেশন অধিকার করার পর যোদ্ধারা লড়াই চালায় সংলগ্ন আবাসিক এলাকাগুলোতে। ফ্যাসিস্টরা ফাউস্টপ্যাট্রন দিয়ে আঘাত করছে। আমাদের যোদ্ধারা জবাব দিচ্ছে সমস্ত ক্যালিবরের তোপ দেগে আর লড়াই করে পাওয়া ফাউস্টপ্যাট্রনের সাহায্যে।

আক্রমণ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। অধিকৃত হয় ১৫১তম

www.pathagar.com

আবাসিক এলাকাটি — ভিলহেল্মস্ট্রাসে আর লাইপজিগস্ট্রাসে স্ট্রিটগুলোয় শাখাপথটি; ১৫০তম ও ১৫৩তম এলাকাগুলোর জন্য — টির্গার্টেনের কেন্দ্রস্থলের জন্য লড়াই চলছে।

চলছে মে দিবসের ঝঞ্ঝাক্রমণ, যার তীক্ষ্ণধার ছুরিকা চালিত হচ্ছে তৃতীয় রাইখের খোদ হৃদয়ের দিকে।

অধিকৃত হল ১৫২তম এলাকাটি — গেস্টাপো। ধ্বংস হল সবচেয়ে মারাত্মক সাপগুলোর বাসা।

অগ্রবর্তী অঞ্চল থেকে সংবাদদাতাদের কেউ টেলিফোনে খবর পড়ছে:

— 'বিজয় বীথিতে লড়াই চলছে। লৌহ পুরুষ চ্যানসেলর বিসমার্কের স্মারক মূর্তির উপর দিয়ে শাঁই শাঁই করে কামানের গোলা চলছে। পাশেই সেদানের যুদ্ধজয়ী জ্যেষ্ঠ মোল্‌ট্‌কে-র মূর্তি, কিন্তু তাঁর শান্ত চেহারা অবস্থার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, তিনি দেখছেন, কীভাবে সোভিয়েত যোদ্ধারা বার্লিনের খোদ কেন্দ্রস্থল দিয়ে বিজয়ীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।'

সব শেষে সে জানাচ্ছে যে জেনারেল ক্রেব্‌স মঙ্গল মতো ফ্রণ্ট লাইন অতিক্রম করেছে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ভ্‌সেভলোদ ভিশনেভস্কি তাঁকে অগ্রণী অবস্থানে যেতে দিতে অনুরোধ করতে লাগলেন। সঠিকভাবে বললে, তিনি সরকারী ভবনগুলোতে যেতে চাইছিলেন। আমি তাঁকে তামাসা করে বলি:

— তোমায়, ভ্‌সেভলোদ, কোন সময় শেষ করে দেবে, ব্যস; আর আমায় তখন তোমার জন্য কৈফিয়ৎ দিয়ে মরতে হবে। তোমার বউ সারা জীবন আমায় গালাগাল দেবে। না বাবা, এখানেই বসে থাকো!

আমায় জানানো হল যে চিড়িয়াখানায় বেড়ার পাঁচিল উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভগ্নস্থান দিয়ে শার্লোটেনবুর্গ অভিমুখে আক্রমণ চালিয়ে সৈন্যরা বগ্‌দানোভের ট্যাংক বাহিনীর দিকে এগুচ্ছে। জার্মানরা বাড়ি আর বাঙ্কারগুলোর ছাদ থেকে সোজা লক্ষ্য পেতে বিমান-ধ্বংসী কামান থেকে গোলবর্ষণ করছে। আমাদের গোলন্দাজরাও সোজা লক্ষ্য পেতে ওদের ওখান থেকে নির্মূল করে দিচ্ছে।

আমায় জানানো হল: ঘোড় দৌড়ের মাঠের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছা গেছে। কমাণ্ডারদের বললাম: একটু সাবধানে, মূল্যবান ঘোড়াগুলোকে রক্ষা করতে হবে।

গোলাগুলিবর্ষণ আর বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে বার্লিন গোঙাচ্ছে, তার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। আরও একটি ঝাঁপ প্রয়োজন...

www.pathagar.com

ঘরে ঢুকলেন জেনারেল পজারস্কি। তিনি জানালেন:

— কেবল সোজা লক্ষ্য পেতে গোলা ছোঁড়ার হুকুম দিয়েছি।

ঠিক সিদ্ধান্ত। কেবল ভালো মতো দৃষ্টিগোচর লক্ষ্যগুলোর উপরই আঘাত হানা উচিত, বাড়িগুলো রক্ষা করা দরকার — তা বাসিন্দাদের কাজে লাগবে।

খবর পেলাম যে একাধিক জার্মান সাব-ইউনিট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে।

রাত্রের দিকে লড়াই শান্ত হয়ে আসে। রাস্তা থেকে ভেসে আসে সাব-মেশিনগানের শব্দ। সবাই ঘুমাতে চায়, কিন্তু ঘুমানো নিষেধ। তাছাড়া স্নায়ুগুলোর অবস্থা এমন যে ইচ্ছে থাকলেও ঘুম আসবে না: তখন যুদ্ধ অবসানের প্রাক্কাল!

তা সত্ত্বে সোফার উপর শুয়ে পড়লাম। চোখ বোজা, কিন্তু মাথা আগের মতোই পুরোদমে কাজ করে চলেছে। টেলিফোন বেজে উঠল — রিসিভারটি আবার হাতে। জেনারেল রিজোভ জানাচ্ছেন:

— চিড়িয়াখানার উত্তর দিকে আমাদের যোদ্ধারা সুইডিশ দূতাবাসের এলাকায় পৌঁছে গেছে। রাষ্ট্রদূত পাহারার জন্য অনুরোধ করছেন, অন্তত কয়েকজন সৈনিক হলেও চলবে। দূতাবাসের কর্মীরা লাল ফৌজের বীরত্ব দেখে বিমুগ্ধ।

হুকুম করলাম:

— প্রহরী মোতায়েন করা হোক। সুইডিশদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে!

এই ভাবেই, লড়াইয়ের মধ্যে, নিদ্রা ও বিশ্রাম ছাড়া কাটে আমাদের বার্লিনের মে দিবস।

www.pathagar.com

সৈনিকের সুখ

১

২ মে, রাত ১টা ২৫ মিনিট। সর্বত্র না হলেও কোথাও কোথাও লড়াই চলছে। সাবমেশিনগানের গুলিবর্ষণ আর গ্র্যানেড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘুমাতে চেষ্টা করি, কোট মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি। কিন্তু আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

২৮তম কোরের সদর-দপ্তর থেকে জানানো হচ্ছে: রাত ১২টা ৪০ মিনিটের সময় ৭৯তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের বেতার কেন্দ্র রুশ ভাষায় একটি জার্মান রেডিওগ্রাম গ্রহণ করেছে। তাতে বলা হচ্ছে: 'হ্যালো! হ্যালো! ৫৬তম জার্মান ট্যাঙ্ক কোর বলছে। গোলাগুলি বন্ধ করতে অনুরোধ করছি। রাত ১২টা ৫০ মিনিটের সময় পটসডাম পুলে সন্ধি-দূতদের পাঠাচ্ছি। পরিচয় চিহ্ন — শাদা নিশান। জবাবের অপেক্ষা করছি।' জার্মানরা পাঁচ বার এ আবেদনটি প্রচার করে।

ডিভিশনের বেতার কেন্দ্র জবাব দিল: 'আপনার কথা বুঝলাম। আপনার অনুরোধ উপরওয়ালাকে জানাচ্ছি।' জার্মান রেডিও-অপারেটর বলল: 'রুশ রেডিও স্টেশন, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। আপনার উপরওয়ালাকে জানান।'

সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ দিলাম: ঝঞ্ঝাক্রমণ বন্ধ করা হোক কেবল সন্ধি-দূতদের সাক্ষাতের এলাকায়; ৫৬তম ট্যাঙ্ক কোরের সদর-দপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে সন্ধি-দূতদের নির্বিঘ্নে আসতে ও সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হবে; অন্যান্য এলাকায় আক্রমণ অব্যাহত থাকবে। সন্ধি-দূতদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পাঠালাম বাহিনীর সদর-দপ্তরের অফিসার লেফটেনেণ্ট-কর্নেল মাতুসোভকে আর দোভাষী ক্যাপ্টেন কালবের্গকে। নির্দেশ দিই: শর্তহীন আত্মসমর্পণের কথা ছাড়া আর কোন কথাবার্তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ত্যাগ করুক।

www.pathagar.com

একখানি চিঠি পেলাম। কাগজের উপর মোহর — 'সুইডেনের রাজকীয় মিশন' (সুইডিশ ভাষায়)। বাকী সমস্তকিছু রুশ ভাষায়:

'অধিনায়ক মহাশয়,

এত দ্বারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে সুইডেনের রাজকীয় মিশনটি অবস্থিত আছে এই ঠিকানায়: রাউখস্ট্রাসে নং ১, ৩, ২৫ ও টির্গার্টেনস্ট্রাসে নং ৩৬। সুইডিশ গির্জার ঠিকানা হচ্ছে: বার্লিন, ভিলমেরেডর্ফ, লান্ডহাউজস্ট্রাসে নং ২৭।

সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন মিশনকে সুইডিশ নাগরিকদের এবং সুইডিশ সম্পত্তি সংরক্ষণের সুযোগ দেন।

লাল ফৌজের অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেলে আমি খুবই বাধিত হব।

এ ব্যাপারে আপনার ইতিবাচক উত্তরের অপেক্ষা করছি। সুবিদিত যে আজ অবধিও রাজকীয় সুইডিশ মিশন হচ্ছে জার্মানিতে সোভিয়েত অধিকারসমূহের রক্ষক।

বার্লিন, ১ মে, ১৯৪৫ সাল।'

পত্রটি স্বাক্ষর করেন শার্জ্-দ্য' আফেয়ার।

সুইডিশ মিশনে সদর-দপ্তরের এক অফিসারকে পাঠানো হল। তিনি সুইডিশদের এই আশ্বাস দিলেন যে বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলী যথাযোগ্য মনোযোগ সহকারে শার্জ-দ্য' আফেয়ারের চিঠিখানি পড়েছেন এবং মিশনের কার্যকলাপে পূর্ণ সহায়তা জোগানোর নিশ্চয়তা দিচ্ছেন।

লড়াই চলছিল, তবে বড় বড় বিরতির পর। জেনারেল ভ. সকোলভ্স্কি পাশের বাড়িতে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন। আমিও আর পায়ের উপর খাড়া থাকতে পারলাম না।

আবার টেলিফোন। ৪৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন থেকে রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে: সদর-দপ্তর থেকে পটসডামের পুলে প্রেরিত অফিসারেরা ওখানে জার্মান সন্ধি-দূতদের সঙ্গে — একজন কর্নেল ও দু'জন মেজরের সঙ্গে দেখা করেছে। ৫৬তম জার্মান ট্যাঙ্ক কোরের সদর-দপ্তরের অধিকর্তা কর্নেল ফন ডুফভিঙ জানাল যে কোরের অধিনায়ক জেনারেল ভেইডলিঙের অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিশেবে সে-ই সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর কাছে প্রতিরোধ বন্ধ করার ও আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। কর্নেল ফন ডুফভিঙ এরূপ একটি দলিল দেখাল:

'৫৬তম ট্যাঙ্ক কোরের অধিনায়ক।

www.pathagar.com

কমান্ড পোস্ট। ১·৫·৪৫

জেনারেল স্টাফের কর্নেল ফন ডুফভিঙ হচ্ছেন ৫৬তম ট্যাঙ্ক কোরের সদর-দপ্তরের অধিকর্তা। আমার তরফ থেকে এবং আমার অধীনস্থ ফৌজের তরফ থেকে তাঁকে ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আর্টিলারির জেনারেল ভেইডলিঙ।'

৪৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি কর্নেল সেমচেঙ্কো কর্নেল ফন ডুফভিঙকে জিজ্ঞেস করলেন: 'অস্ত্র ত্যাগ করতে এবং সুশৃঙ্খলভাবে অস্ত্রশস্ত্র সমেত কোরের অফিসার ও সৈন্যদের সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর হাতে তুলে দিতে কোরের সেনাপতিমণ্ডলীর কতটা সময়ের প্রয়োজন হবে?'

ফন ডুফভিঙ জবাব দিল যে এ কাজের জন্য তিন-চার ঘণ্টা দরকার হবে। অধিকন্তু তারা রাত্রি বেলা আত্মসমর্পণ করতে চায়, কেননা গেবেল্স হুকুম দিয়েছে: যারা রুশদের দিকে যেতে চেষ্টা করবে তাদের সবার পৃষ্ঠদেশে গুলি করা হবে।

আমি নির্দেশ দিলাম:

— কর্নেল ফন ডুফভিঙকে আত্মসমর্পণ মঞ্জুরির খবর দেওয়ার জন্য জেনারেল ভেইডলিঙের কাছে ফেরৎ পাঠানো হোক, আর দু'জন জার্মান মেজরকে নিজেদের কাছে রাখা হোক।

ফলাফলের অপেক্ষায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ভোর ৫টা ৫০ মিনিটের সময় জাগিয়ে দেওয়া হল: গেবেল্স প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। সোফা ছেড়ে উঠলাম, ঠাণ্ডা জল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ধুলাম।

প্রতিনিধি তিন জন, অসামরিক পোশাক পরিহিত, তাদের সঙ্গে শিরস্ত্রাণ পরিহিত শাদা নিশানধারী এক সৈনিক। সৈনিককে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললাম। আগত ব্যক্তিদের একজন — প্রচার মন্ত্রণালয়ের সরকারী উপদেষ্টা হেইনের্সডর্ফ।

জিজ্ঞেস করি:

— আপনারা কী চান এবং কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

হেইনের্সডর্ফ আমায় গোলাপী খামে ভরা একখানি চিঠি দিল। তাতে লেখা আছে:

'জেনারেল ক্রেব্স কর্তৃক আপনি অবগত আছেন যে প্রাক্তন রাইখসচ্যানসেলর হিটলার মৃত। ডক্টর গেবেল্স বেঁচে নেই। জীবন্তদের একজন হিশেবে আমি বার্লিনকে আপনার নিজের রক্ষাধীনে গ্রহণ করতে

www.pathagar.com

অনুরোধ করছি। আমার নাম সবাই জানে। প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধিকর্তা ডক্টর ফ্রিচে।'

চিঠিখানি পড়ছি আর শেষ দিনগুলোর, এমনকি ঘণ্টাগুলোর ঘটনা প্রবাহের কথা ভেবে অবাক হচ্ছি: হিটলারের পেছন পেছন গেল গেবেল্স, আর গেবেল্সের পরে কে? সে যে-ই হোক না কেন, এটা কিন্তু ঠিক যে এ হচ্ছে যুদ্ধের শেষ। জিজ্ঞেস করি:

— ডক্টর গেবেল্স কবে আত্মহত্যা করেছে?

— গত সন্ধ্যায়, প্রচার মন্ত্রণালয়ে।

— মৃতদেহ কোথায়?

— পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। পুড়িয়েছে তার ব্যক্তিগত এডিকং আর ড্রাইভার।

চমৎকার... হিটলারকেও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তৃতীয় রাইখের নেতারা অগ্নিকেই পার্থিব পাপ থেকে মুক্তিলাভের উপায় হিশেবে বেছে নিয়েছে।

— জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা ক্রেব্স — যে গতকাল গেবেল্সের প্রতিনিধি হিশেবে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে — এখন কোথায়?

— তা আমরা জানি না।

(পরে জানা গেল যে ক্রেব্স আত্মহত্যা করেছে)।

— আপনারা আমাদের শর্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল: আমরা কথাবার্তা বলতে পারি কেবল শর্তহীন আত্মসমর্পণের বিষয়ে?

— হ্যাঁ, ওয়াকিবহাল। সেই জন্যই আমরা এসেছি এবং নিজেদের সহায়তা দিচ্ছি।

— আপন জনগণকে আপনারা কীভাবে সাহায্য করতে পারেন?

— ডক্টর ফ্রিচে অনুরোধ করছেন, বেতার মাধ্যমে তাঁকে জার্মান জনগণ আর সৈন্য বাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দানের সুযোগ দেওয়া হোক যাতে অনর্থক রক্তপাত বন্ধ হয় ও শর্তহীন আত্মসমর্পণের প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়।

— ফৌজ ফ্রিচের আদেশ পালন করবে কি?

— সারা জার্মানিতে এবং বিশেষত বার্লিনে তাঁর নামটি সবাই জানে। তিনি বার্লিনে বেতার মাধ্যমে ভাষণ দানের অনুমতি চাইছেন।

টেলিফোন বেজে উঠল। ৪৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের কমান্ড পোস্ট থেকে জেনারেল গ্লাজুনোভ রিপোর্ট দিচ্ছেন: প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন থেকে জানানো হচ্ছে যে জার্মান সৈন্যদের সারিবদ্ধ হতে দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

জার্মান কোরের সদর-দপ্তরে দু'জন তল্লাসী সৈনিক সমেত অফিসার স. গ্লুশেচেঙ্কোকে পাঠানো হল। গ্লুশেচেঙ্কো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয় বার জার্মানদের কাছে যাচ্ছেন: তিনি ডুফভিঙ আর আমাদের সিগন্যাল-ম্যানদের নিয়ে আসেন ও পেণছে দেন, গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এখন তিনি ভেইডলিঙের কাছে।

২ মে সকাল ৬ টার সময় ৫৬তম জার্মান ট্যাঙ্ক কোরের অধিনায়ক জেনারেল ভেইডলিঙ তার স্টাফের দু'জন জেনারেল সমভিব্যাহারে ফ্রন্ট লাইন পার হল ও আত্মসমর্পণ করল। ভেইডলিঙ বলল যে একই সঙ্গে সে বার্লিনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অধিনায়কও। ছয় দিন আগে এই পদে নিযুক্ত হয়েছিল।

৪৭তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের সেনাপতি কর্নেল সেমচেঙ্কো তাকে জিজ্ঞেস করেন, কোরটি গেবেল্‌সের জ্ঞাতসারে আত্মসমর্পণ করছে কি না। ভেইডলিঙ জবাব দেয় যে সে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেবেল্‌সের অজ্ঞাতসারে।

আমি জেনারেল গ্লাজুনোভকে জার্মান কোরের সমগ্র এলাকায় গোলাগুলিবর্ষণ বন্ধ করতে আর জেনারেল ভেইডলিঙকে আমার কাছে পাঠাতে আদেশ দিলাম।

ফ্রিচের প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করি:

— আপনারা আর ফ্রিচে কি জানেন যে বার্লিনের গ্যারিসন আত্মসমর্পণ করতে আরম্ভ করেছে?

তারা বলে যে যখন তারা আমাদের কাছে আসছিল তখন এ বিষয়ে কিছুই জানত না।

— এখন জার্মান সৈন্যরা রণাঙ্গনের সর্ব ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করছে। বোরমান কোথায়?

— সে বোধ হয় হিটলারের অফিসে ছিল। ওখানে গ্যাসের বিস্ফোরণ ঘটে। বোরমান ও গেবেল্‌সের পরিবার নিহত হয়।

টেলিফোনে মার্শাল জুকোভকে ফ্রিচের প্রতিনিধিদের আগমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রিপোর্ট দিলাম।

— এটা কি বিশ্বাস করা যায় যে ডক্টর ফ্রিচে বেতার মাধ্যমে জার্মান জনগণকে প্রয়োজনীয় কথাই বলবে? — জিজ্ঞেস করেন জুকোভ।

www.pathagar.com

আমি উত্তরে বললাম যে বিশ্বাস করা যায়, তবে সে আমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আমরা তা করতে পারব।

কয়েক মিনিট পরে — জ়ুকোভের টেলিফোন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেলে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে ঘোষণা করলাম:

— এক। সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী বার্লিনের আত্মসমর্পণ মেনে নিচ্ছেন এবং সামরিক ক্রিয়াকলাপ নিবারণের নির্দেশ দিচ্ছেন।

দুই। টিকে-থাকা জার্মান সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সমস্ত সৈনিক, অফিসার আর বাসিন্দাকে জানিয়ে দিতে হবে যে সমস্ত সামরিক সম্পত্তি, বাড়িঘর, পৌর সম্পত্তি আর মূল্যবান সামগ্রী সযত্নে রক্ষা করতে হবে, কোনকিছুই বিস্ফোরিত ও ধ্বংস করা চলবে না।

তিন। আপনি, মিঃ হেইনের্সডর্ফ, আমাদের একজন অফিসারের সঙ্গে ডক্টর ফ্রিচের কাছে যাবেন, ভাষণ দেওয়ার জন্য তাকে সঙ্গে নিয়ে রেডিও স্টেশনে যাবেন, তারপর এখানে ফিরে আসবেন।

চার। আমি আবারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা সৈনিক, অফিসার, জেনারেল আর বাসিন্দাদের জীবন রক্ষা করব এবং আহতদের সাধ্য মতো চিকিৎসা সহায়তা দেব।

পাঁচ। আমরা দাবি করছি, কোনরূপ প্ররোচনামূলক ক্রিয়াকলাপের — গুলিবর্ষণ অথবা অন্তর্ঘাতমূলক — আশ্রয় যেন না নেওয়া হয়, অন্যথায় আমাদের সৈন্যরা পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হবে।

হেইনের্সডর্ফ প্রচার মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের রক্ষার বিষয়ে অনুরোধ জানায়।

— যারা স্বেচ্ছায় অস্ত্র ত্যাগ করবে এবং সোভিয়েত মানুষের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হবে না তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে: তাদের মাথার একটি চুল ছেঁড়া হবে না, — বললাম আমি।

কর্নেল ভাইগাচেভ এলেন। তাঁর সঙ্গে দোভাষী সার্জেন্ট-মেজর জুরাভলেভ। ভাইগাচেভকে নির্দেশ দিলাম:

— আপনি হেইনের্সডর্ফের সঙ্গে ডক্টর হান্স ফ্রিচের কাছে যাবেন। জার্মান সরকারের তরফ থেকে ফ্রিচে সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করার, অস্ত্রশস্ত্র আর সমস্ত সামরিক সাজসরঞ্জাম সমর্পণ সহ সৈন্যদের বন্দিত্ব গ্রহণ করার আদেশ দেবেন। বেতার মাধ্যমে ফ্রিচে সবাইকে জানিয়ে দিক যে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং বার্লিনকে ও তার সমগ্র গ্যারিসনকে নিজের রক্ষণাধীন নিচ্ছেন। আপনি ফ্রিচের

আমাদের রেডিও স্টেশনে আসার বন্দোবস্ত করে দেবেন এবং আমি যা কিছু বলেছি একমাত্র তা-ই যেন প্রচারিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। ফ্রিচের বেতার ভাষণের পর তাকে ও তার ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীদের এখানে আসতে হবে। এখানে পরবর্তী কাজ নিয়ে আলোচনা হবে। বুঝলেন?

কর্নেল ভাইগাচেভ ও সার্জেন্ট-মেজর জুরাভলেভ, আর তাঁদের সঙ্গে জার্মান প্রতিনিধিদলও, বাইরের দিকে রওয়ানা দিলেন। দরজায় অপ্রত্যাশিতভাবে ভেইডলিঙের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বাঁকা চোখে জার্মান প্রতিনিধিদের দিকে তাকাল এবং বলল:

— এ কাজ আগেই করা উচিত ছিল!

ভেইডলিঙ — চশমা চোখে, মাঝারি লম্বা, রোগাটে ও ফিটফাট। তাকে জিজ্ঞেস করি:

— আপনি বার্লিন গ্যারিসনের কমান্ডার?

— হ্যাঁ।

— ক্রেব্‌স কোথায়? সে আপনাকে কী বলেছে?

— আমি কালকে তাকে সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরে দেখেছি। আমি ভেবেই নিয়েছিলাম যে সে আত্মহত্যা করবে। প্রথমে সে আমায় এই জন্য খোঁটা দেয় যে আত্মসমর্পণ — বেসরকারীভাবে — গতকালই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আজ আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয় কোরের সৈন্যদের। ক্রেব্‌স, গেবেল্‌স আর বোরমান কাল আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু ক্রেব্‌স নিজে অচিরেই অবরোধের ঘনতায় নিশ্চিত হল এবং গেবেল্‌সের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। আবার বলছি, আমার কোরকে আমি আত্মসমর্পণের হুকুম দিয়েছি।

— আর সারা গ্যারিসন? তা কি আপনার ক্ষমতাধীনে?

— কাল সন্ধ্যায় আমি সবাইকে আত্মরক্ষা করার হুকুম দিয়েছিলাম, কিন্তু... পরে ভিন্ন আদেশ দিই...

বুঝতে পারছি, জার্মানদের ওখানে বিশৃঙ্খলা। ভেইডলিঙ জার্মান মানচিত্রে তার সদর-দপ্তর আর কোরের ইউনিটসমূহের, গণ-বাহিনী ইত্যাদির অবস্থান স্থল দেখিয়ে দিল। সকাল ছ'টার সময় ওগুলোর আত্মসমর্পণ আরম্ভ করার কথা ছিল।

ঘরে ঢুকলেন জেনারেল সকোলভ্‌স্কি। তিন জনের মধ্যে কথাবার্তা ছিল:

— হিটলার আর গেবেল্‌সের কী হয়েছে?

— আমি যতদূর জানি, গেবেল্‌স ও তার পরিবারের আত্মহত্যা করার

www.pathagar.com

কথা ছিল। ফিউরের ৩০ এপ্রিল তারিখে বিষ পান করেছেন... তাঁর স্ত্রীও বিষ খেয়েছেন...

— আপনি তা শুনেছেন অথবা দেখেছেন?

— তিরিশ এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে আমি সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরে গিয়েছিলাম। ক্রেব্‌স, বোরমান ও গেবেল্‌স আমায় সংবাদটি দিয়েছে...

— তার মানে, এটাই যুদ্ধের শেষ?

— আমার মতে, প্রতিটি অনাবশ্যক বলি হচ্ছে অপরাধ উন্মত্ততা...

— ঠিক কথা। আপনি আর্মিতে অনেক দিন?

— এগারো সাল থেকে। সৈনিক হিশেবে শুরু করি।

— আপনাকে পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদেশ দিতে হবে, — বলেন সকোলভ্‌স্কি।

— আমি সবাইকে আত্মসমর্পণের হুকুম দিতে পারি নি, কেননা কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না, — ব্যাখ্যা করে ভেইডলিঙ। — তাই অনেকগুলো জায়গায় কোন কোন গ্রুপ এখনও প্রতিরোধ দিতে পারে। অনেকেই ফিউরের মৃত্যুর কথা জানে না, কেননা ডক্টর গেবেল্‌স তা জানাতে নিষেধ করে...

সকোলভ্‌স্কি। আমরা সামরিক ক্রিয়াকলাপ পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিয়েছি এবং এমনকি বিমান বাহিনীকেও সরিয়ে নিয়েছি। আপনি এ সব খবর জানেন না? আপনাদের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ শুরু করার পরই ফ্রিচের অসামরিক প্রতিনিধিদল আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে আসে, এবং তাদের কাজ সহজ করার উদ্দেশ্যে আমরা গোলাগুলিবর্ষণ বন্ধ করে দিই।

— আমাদের সৈন্যদের সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে আমি সাগ্রহে সাহায্য করব।

সে দেখিয়ে দেয়, তখনও কোথায় কোথায় SS বাহিনীর ইউনিটগুলো রয়েছে। প্রধানত সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরের চারিদিকে।

— ওরা উত্তরের দিকে বেরিয়ে পড়তে চায়, — জানায় ভেইডলিঙ। — ওরা আমার এখতিয়ারে নয়।

সকোলভ্‌স্কি। পূর্ণ আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে দিন... কোন জায়গায়ই যেন প্রতিরোধ না থাকে।

— আমাদের কাছে গোলাবারুদ নেই। তাই প্রতিরোধ দীর্ঘ হতে পারে না।

www.pathagar.com

সকোলভ্স্কি। তা আমরা জানি। পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদেশটি লিখে ফেলুন, এবং আপনি বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত থাকবেন।

ভেইডলিঙ আদেশের খসড়া রচনা করছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা চাপা গলায় কথা বলছে। ভেইডলিঙ লিখছে...

— হয়তো আপনার সহকারীকে ডেকে আনা দরকার? — আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

— ও হ্যাঁ, তা হলে খুবই ভালো হয়! — জেনারেল আনন্দিত হয়।

জার্মান কোরের সদর-দপ্তরের অধিকর্তাকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলাম। ঘরে ঢুকল দীর্ঘকায়, কৃষ্ণকেশ একটি লোক — চোখে আই-গ্লাস, সুন্দর সিঁথি, ধূসর দস্তানা। একেবারে ফিটফাট ফুলবাবু। দুই জার্মান সলাপরামর্শ করছে। ভেইডলিঙ মাথায় হাত দিয়ে বসে, কিন্তু লিখছে। তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখছি। চুলগুলো তার মসৃণভাবে পেছন দিকে আঁচড়ানো। সে সব জার্মানদের মতোই নিয়মনিষ্ঠ।

ভেইডলিঙ নীরবে আমায় কাগজটি দিল। পড়ি:

'৩০ এপ্রিল ফিউরের আত্মহত্যা করেছেন, এবং এই ভাবে তিনি আমাদের — তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে শপথবদ্ধ ব্যক্তিদের — একা রেখে চলে গেলেন। ফিউরেরের আদেশে সমর সম্ভার নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও এবং যে-সাধারণ পরিস্থিতি আমাদের পরবর্তী প্রতিরোধকে অর্থহীন করে তুলছে তা সত্ত্বেও আমাদের, জার্মান সৈন্যদের, বার্লিনের জন্য আরও লড়ে যাওয়া উচিত ছিল।

আমার আদেশ: অবিলম্বে প্রতিরোধ বন্ধ করা হোক।

ভেইডলিঙ, আর্টিলারির জেনারেল,

বার্লিনের প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা।'

— 'প্রাক্তনের' দরকার নেই; আপনি এখনও নগর সেনাপতি, — শুধরে দেন সকোলভ্স্কি।

— শপথের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি? — সন্দেহ প্রকাশ করেন পজারস্কি।

— কোনকিছু বদলানোর দরকার নেই, — বললাম আমি। — ওটা ওর নিজস্ব আদেশ।

ভেইডলিঙ মুশকিলে পড়ল, জানে না কী শিরোনামা দেবে: আবেদন অথবা আদেশ?

www.pathagar.com

— আদেশ, — বললাম আমি।

—কত কপি টাইপ করতে হবে? — জিজ্ঞেস করে দোভাষী।

— বারো কপি। না, যত বেশি হবে ততই ভালো...

— আমার সদর-দপ্তরে অনেক লোক আছে, — বলল ভেইডলিঙ। — আমার সদর-দপ্তরে দু'জন অধিকর্তা এবং আরও দু'জন জেনারেল আছে, যারা পেন্সনে ছিল, কিন্তু তারা আমার কাছে কাজ করতে আসে এবং আমার অধীনে থাকে। তারাই আত্মসমর্পণের বন্দোবস্ত করতে সাহায্য করতে পারে...

চা এল। জার্মানদের আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। আমরা — সকোলভ্স্কি, ত্কাচেঙ্কো, প্রনিন, ভাইন্রুব, পজারস্কি ও আমি — বার বার শেষ দিন আর ঘণ্টাগুলোর ঘটনাবলি নিয়ে কথা বলছি।

— ভেইডলিঙ নার্ভাস হয়ে গেছে, লক্ষ্য করেছেন? — আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— ও বড় ফ্যাসাদে পড়েছে! — বলেন সকোলভ্স্কি।

— সে তো বোঝাই যাচ্ছে, — সায় দেন প্রনিন। — তবে আদেশটিতে কিন্তু চাতুরী আছে। সে নিপুণভাবে শপথেরও উল্লেখ করেছে, বাধ্যতার কথাও বলেছে... সে সরকারের বাইরে — স্রেফ 'সাইনবোর্ড' আর কি...

আদেশ টাইপ করা হয়ে গেছে। বাহিনীর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা জেনারেল বেলিয়াভস্কিকে বললাম:

— আমাদের একজন অফিসারকে আর একটি জার্মানকে গাড়িতে বসিয়ে ওদের হাতে আদেশের কপি দিন। ওরা রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে সৈন্য আর বাসিন্দাদের সামনে তা পড়ুক।

মেঘলা সকাল, শীত শীত করছে। স্তালিনগ্রাদের কথা স্মরণ করছি, ঠাট্টা-তামাসা করছি, সিগারেট খাচ্ছি।

সকাল সাড়ে এগারোটা।

এডিকং এসে জানাল: ফ্রিচে এসেছে। ফ্রিচে ঘরে ঢুকল — গায়ে ধূসর ওভারকোট, চোখে চশমা, খর্বকায়। চলতে চলতে কাগজপত্র পড়ছে। নীরবে বসল। পাশে দোভাষী।

ফ্রিচেও বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের শর্তগুলো মেনে নিয়েছে। সে তা চেয়েছিল কিংবা চায় নি সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে — সেটাই ছিল আমাদের কথাবার্তার অনিবার্য ফল।

সকোলভ্স্কি (ফ্রিচেকে)। আমরা চাই যে বার্লিনে শান্তি বিরাজ করুক।

www.pathagar.com

যারা নিজেদের অদৃষ্ট নিয়ে চিন্তিত তাদের জন্য আমরা প্রহরী নিযুক্ত করতে পারি।

ফ্রিচে। জার্মান পুলিশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ। তবে ওদের আবার জড় করা সম্ভব।

সকোলভ্স্কি। আমরা পুলিশের কথা বলছি না। পুলিশরাও যুদ্ধ-বন্দী বলে গণ্য হবে। আমরা প্রশাসন বিভাগের কর্মচারিদের কথা বলছি। আমরা ওদের রক্ষার ভার নেব। ওদের কোন ক্ষতি হবে না। বুঝলেন?

ফ্রিচে। বুঝলাম না। কে কোথায় ওদের ক্ষতি করতে পারে? কে অনাচার করতে সাহস পাবে?

সকোলভ্স্কি। আমাদের কোন কোন সৈনিক এবং জার্মান বাসিন্দারাও গেস্টাপোর মতো সংস্থাদির কার্যকলাপের জন্য আপনাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে পারে...

ফ্রিচে। হ্যাঁ, তা অবশ্য সম্ভব।

সকোলভ্স্কি। আমরা আগে থেকে সবকিছুই বিবেচনা করেছি, জানিয়ে রেখেছি। এখন বার্লিনের নগর সেনাপতি — সোভিয়েত জেনারেল বের্জারিন। নগর সেনাপতির আঞ্চলিক দপ্তরগুলো গঠিত হয়েছে। ওগুলো সমস্ত ব্যবস্থা নেবে। আপনার কোন প্রস্তাব আছে কি?

ফ্রিচে। আমি আপনাদের কাছে পত্র লিখেছিলাম সরকারের শেষ দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিশেবে। রক্তপাত এড়ানোর জন্যই আমি তা লিখি।

সকোলভ্স্কি। আপনার বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ আমাদের কাছে বোধগম্য।

ফ্রিচে। আমি দলিলটি বর্ধিত করতে চাই, এবং এর জন্য আমার ডেনিৎসের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন।

— সকাল দশটার সময়, — জানালাম আমি, — ডেনিৎস সৈন্য বাহিনী আর জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত এক ঘোষণায় বলে যে সে নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বলশেভিকবাদের সঙ্গে এবং আমেরিকান আর ইংরেজরা বাধা দিলে তাদের সঙ্গেও সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। তবে আমরা তাকে ভয় করি না!

ফ্রিচে। আমি তো তা জানতাম না।

আত্মসমর্পণের শর্তগুলো চূড়ান্তভাবে ঠিক হয়ে গেলে আমি ফ্রিচেকে বিদাই জানাই। সবাই চিন্তামগ্ন: এ কি কোন জাল ব্যক্তি নয়? শত্রু অবশ্য পরাস্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রতি অবিশ্বাস রয়ে গেছে। সবাইকে শুনিয়ে বলি:

www.pathagar.com

— ডোনিৎস হিম্‌লারকে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করেছে। বার্লিন পৃথকভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। তবে মোটামুটিভাবে আমরা ওদের পঞ্চত্ব ঘটিয়ে দিয়েছি। ওদের ওখানে কী বিশৃঙ্খলা আর মতবিরোধ, — তা না হলে গেবেল্‌স কি আর আমাদের দিকে ঝুঁকতে চাইত...

সবাই আমার উপহাস বুঝে এবং হাসতে শুরু করে।

টেলিফোন বেজে উঠল। বাহিনীর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা জানালেন: আমাদের ইউনিটসমূহের সাক্ষাৎ ঘটেছে জেনারেল কুজনেৎসোভের আক্রমণকারী বাহিনীর সঙ্গে। রাইখস্টাগ আর প্রধান দপ্তরের এলাকায় এবং সমগ্র টির্গার্টেনে লড়াই শেষ। বার্লিনে সবই শান্ত।

আমি কমান্ড পোস্টে উপস্থিত ব্যক্তিদের খবরটি দিলাম।

— যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে, — উত্তেজনার সঙ্গে বললেন ভাসিলি সকোলভ্‌স্কি।

এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা যাবে।

দুপুর বেলা বার্লিনের গ্যারিসন আর সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তর রক্ষার কাজে লিপ্ত SS বাহিনীর সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করল। ৮ম রক্ষী বাহিনীর কমান্ড পোস্টে পরিচালিত কথাবার্তা বার্লিন গ্যারিসনের আত্মসমর্পণে সমাপ্ত হয়।

আমরা রাস্তায় বেরলাম। বার্লিনের সরকারী ভবনসমূহের উপরে, রাইখস্টাগের উপরে, সাম্রাজ্যের প্রধান দপ্তরের উপরে উড়ছে লাল পতাকা, বিজয় নিশান। চারিদিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। হঠাৎ অদূরে কোথাও আমরা সৈন্যদের মার্চ করে চলার শব্দ শুনতে পেলাম। এমনকি বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমাদের রক্ষীরা এরই মধ্যে এত সুশৃঙ্খল সারি গড়তে পেরেছে। টির্গার্টেন পার্ক থেকে চলেছে ৭৯তম রক্ষী ডিভিশনের একটি কোম্পানি। তার পরিচালনায় — রক্ষী বাহিনীর ক্যাপ্টেন ন. ক্রুচিনিন। তিনি এই মাত্র পূর্ব বাঙ্কারটিতে প্রতিরোধ দানে প্রয়াসী ফ্যাসিস্টদের দমন করে এসেছেন। ওখানেই ৮ম রক্ষী বাহিনীর এলাকায় শেষ গুলিটি চালানো হয়। শেষ গুলিবর্ষণ — এবং রক্ষীরা লড়াই ছেড়ে সারি বেঁধে কদম ফেলে বার্লিনের প্রধান রাস্তায় এসে পেঁছিল। বিজয়ী যোদ্ধাদের চোখেমুখে কত আনন্দ!

আমি সৈনিকদের ক্লান্ত ও আনন্দিত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকি। এই-ই হচ্ছে সেই জিনিস — সৈনিকের আসল সুখ!

www.pathagar.com

যুদ্ধ শেষ। ৮ম রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা স্তালিনগ্রাদ থেকে বার্লিন পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ ও সুকঠিন পথ অতিক্রম করেছে। এবং আমি এই ভেবে গর্বিত যে শত্রুর গোলাগুলিবর্ষণের মধ্যে, জল-বাধা আর মাইন পাতা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আমিও বাহিনীর যোদ্ধাদের সঙ্গে এই দূরত্বটি পাড়ি দিয়েছি।

এই যুদ্ধের সময় আমাদের যোদ্ধাদের, সমগ্র সোভিয়েত জনগণকে যাকিছু সহ্য করতে হয়েছিল তা আর কখনও কোন জাতিকে সইতে হয় নি। মানবেতিহাসের সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ। আমরা, যারা এই সমস্ত অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছি, আমাদের সন্তানসন্ততিদের, নাতিনাতনীদের, সমস্ত ভবিষ্যৎ পুরুষদের কী বলতে পারি এবং কী বলতে বাধ্য?

এই অতীত স্মৃতির প্রতিটি পঙক্তিই হচ্ছে আমার — কখনও কখনও হতে পারে পক্ষপাতমূলক, তবে সর্বদাই সরল — পর্যবেক্ষণ, অনুভূতি আর চিন্তাভাবনার ফল। আমি যাকিছু ভাবি, যাকিছু আমার আত্মাকে আতঙ্কিত করে তা গোপন না করেই আমি যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছি, বলছি এবং বলব।

বিগত যুদ্ধের অশুভ আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ইউরোপের কেন্দ্রস্থানে ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে। এই আগুন নিবানোর জন্য জাতিসমূহকে কত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, কত প্রাণ দিতে হয়েছে! কোটি কোটি মানুষ মৃত ও বিকলাঙ্গ, হাজার হাজার শহর, গ্রাম আর জনপদ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ভস্মীভূত।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও লোক হারায় সোভিয়েত জনগণ, কেননা হিটলারের যুদ্ধ-যন্ত্রের প্রধান আঘাতটি সইতে হয় আমাদের, সোভিয়েত মানুষকে। আমাদের দেশের মাটিতে যুদ্ধ চলে পশ্চিম সীমান্ত থেকে মস্কো আর লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত, ভোলগার নিম্ন অববাহিকা পর্যন্ত এবং ওখান থেকেই তা আবার ফিরে যায়। আগ্রাসককে এবং যারা তার হাতের বন্ধন খুলেছিল তাদের বিচার করার পূর্ণ নৈতিক অধিকার আছে আমাদের।

হিটলারবিরোধী জোটভুক্ত দেশগুলোর জাতিসমূহের সম্মিলিত প্রয়াসে যুদ্ধের আগুনটি সেখানেই নির্বাপিত হয়েছে যেখান থেকে তা জ্বলে উঠেছিল।

www.pathagar.com

আমার পশ্চাতে অতিক্রান্ত প্রায় আশিটি বছর। ষাট বছরেরও বেশি কাল ধরে আমি সামরিক পোশাক পরছি। আমাদের পুরুষের লোকেদের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতে আহবান জানিয়েছিলেন মহানতম মানববাদী ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। আমাদের ও আমাদের সন্তানদের অনেক লড়তে হয়েছে, তার কারণ সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই অনেকে আমাদের জনগণের ঘাড় ভেঙে মুনাফা লুটতে চেয়েছিল। এই সমস্ত প্রচেষ্টার পরিণাম সুবিদিত।

ইতিহাসের শিক্ষা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। যারা আজ আগ্রাসনের নতুন পরিকল্পনা গড়ছে তারাও তা মনে রাখুক।

যে অতীতের কথা ভাবে সে ভবিষ্যতের কথাও মনে রাখে। যে ভবিষ্যতের কথা বলে তার অতীতের কথা বিস্মৃত হওয়ার অধিকার নেই। একাধিক যুদ্ধের আগুনে দগ্ধ হয়ে আমি যুদ্ধের ভয়াবহতা জানি এবং চাই না যে পৃথিবীর জাতিসমূহের ভাগ্যাকাশে আবার তার করাল ছায়া ঘনিয়ে আসুক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত রূপ

ডি — ডিভিশন
কো — কোর
ফৌ কো — ফৌজী কোর
বা — বাহিনী
বি বা — বিমান বাহিনী
ব — বহর
নৌ ব — নৌ-বহর
বি ব — বিমান বহর

অ — অশ্বারোহী
আ — আক্রমণকারী
ই — ইনফেন্ট্রি
ট্যা — ট্যাঙ্ক
বি — বিমান
মা — মাউন্টেন
মো — মোটরাইজ্‌ড
র — রক্ষী

দৃষ্টান্তস্বরূপ

২ অ কো — ২ নং অশ্বারোহী কোর
৫ আ বা — ৫ নং আক্রমণকারী বাহিনী
৭ ই ডি — ৭ নং ইনফেন্ট্রি ডিভিশন
১০ ট্যা কো — ১০ নং ট্যাঙ্ক কোর
৫ বি বা — ৫ নং বিমান বাহিনী
৭ মা ডি — ৭ নং মাউন্টেন ডিভিশন
৫ মো কো — ৫ নং মোটরাইজ্‌ড কোর
৪ র ট্যা বা — ৪ নং রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী
৪ বা (রু) — ৪ নং বাহিনী (রুমানীয়)
১ বা (পো) — ১ নং বাহিনী (পোলিশ)
A বা গ্রুপ — 'A' বাহিনীগুলোর গ্রুপ

www.pathagar.com

১৯৪৪ সালের জ়ুনের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রন্ট লাইন

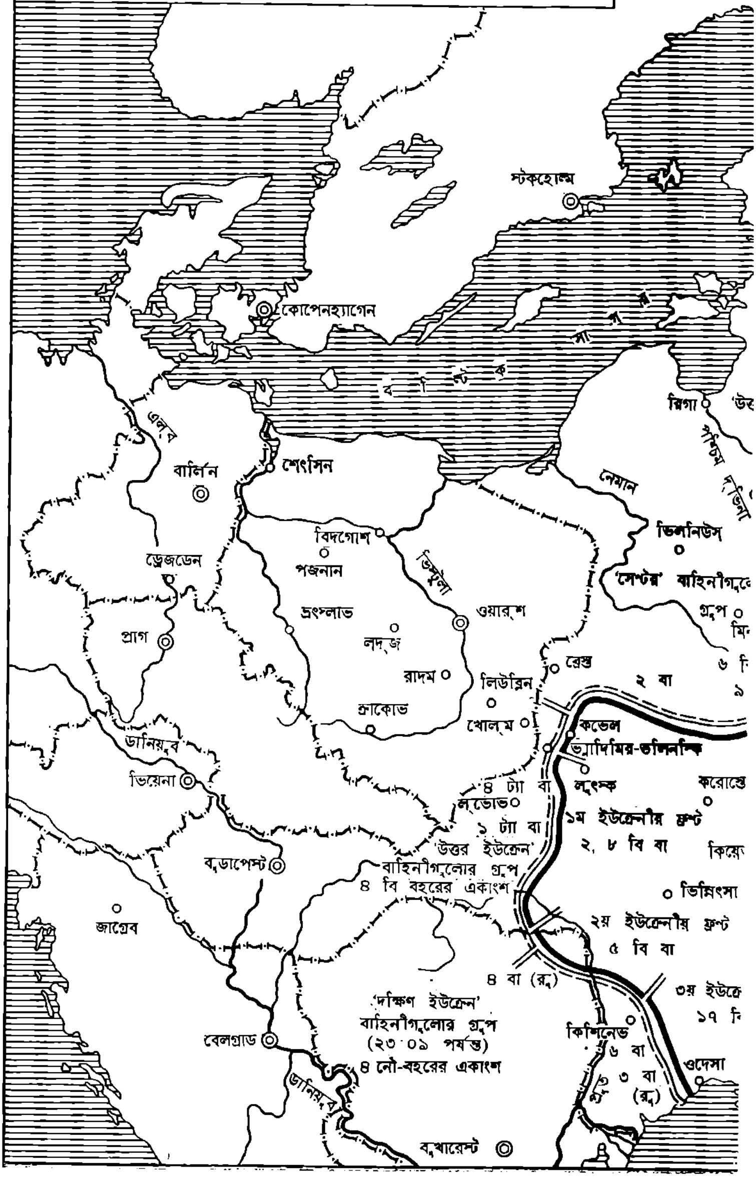

www.pathagar.com

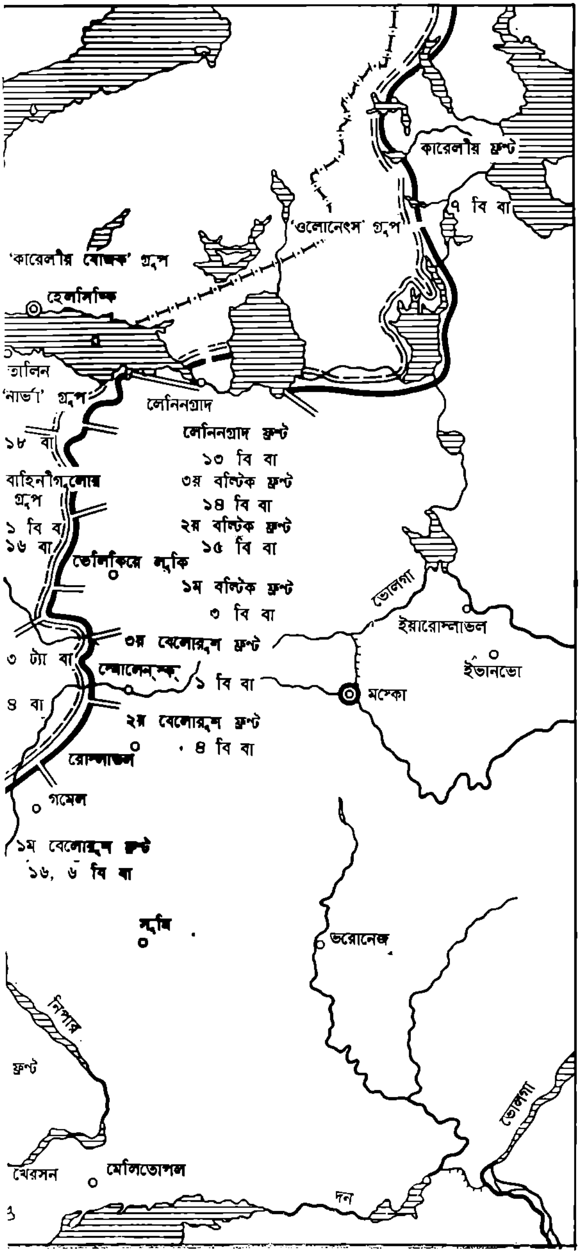

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৯৪৫ সালের ১৪ জানুয়ারি

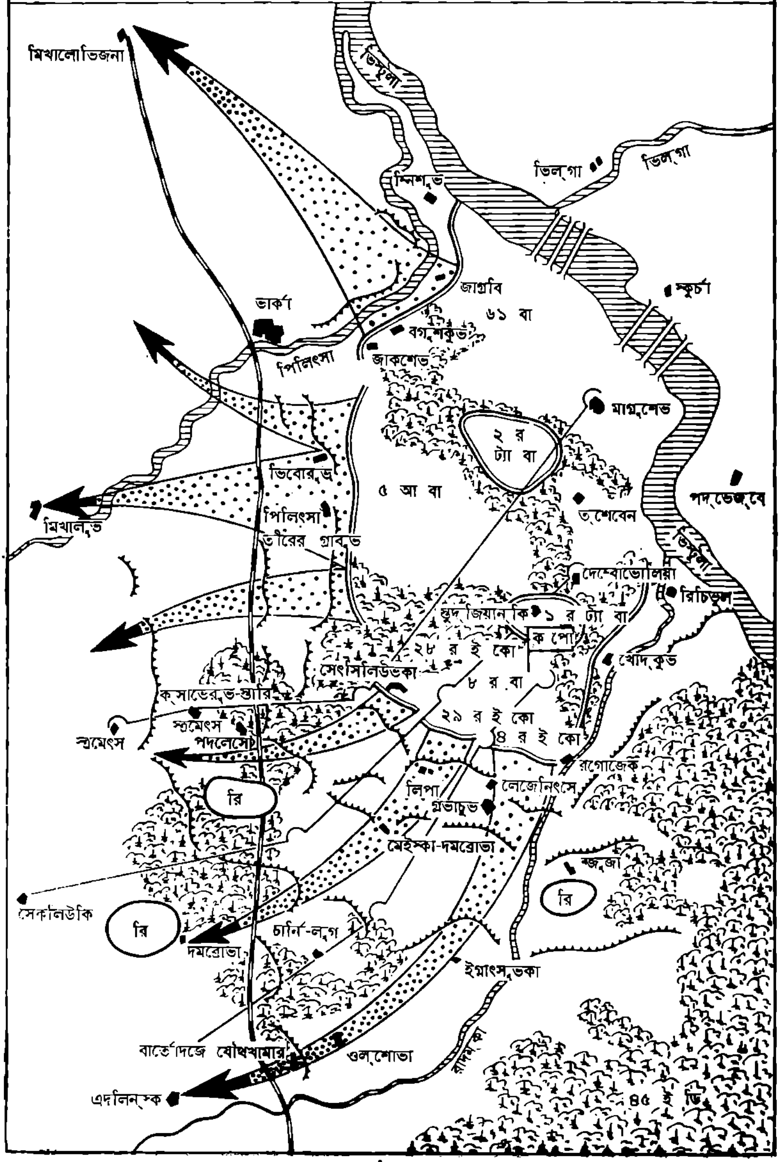

www.pathagar.com

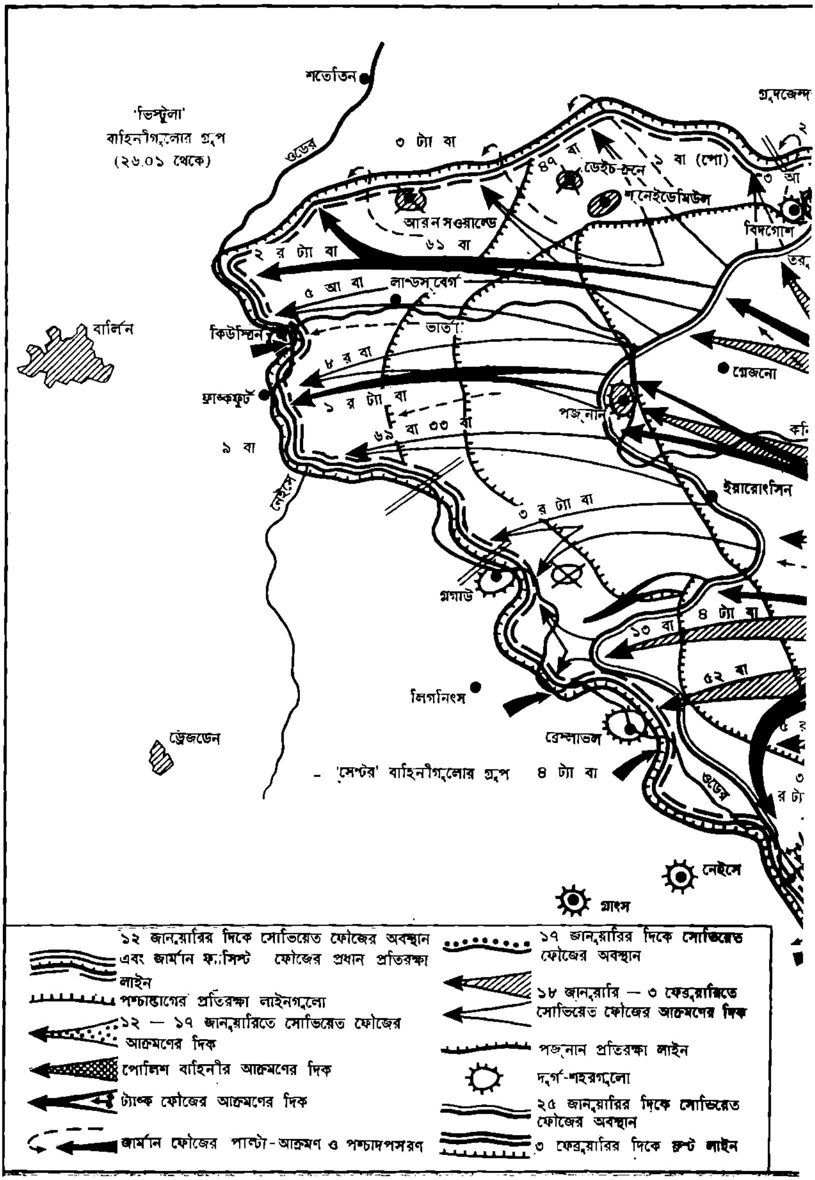

www.pathagar.com

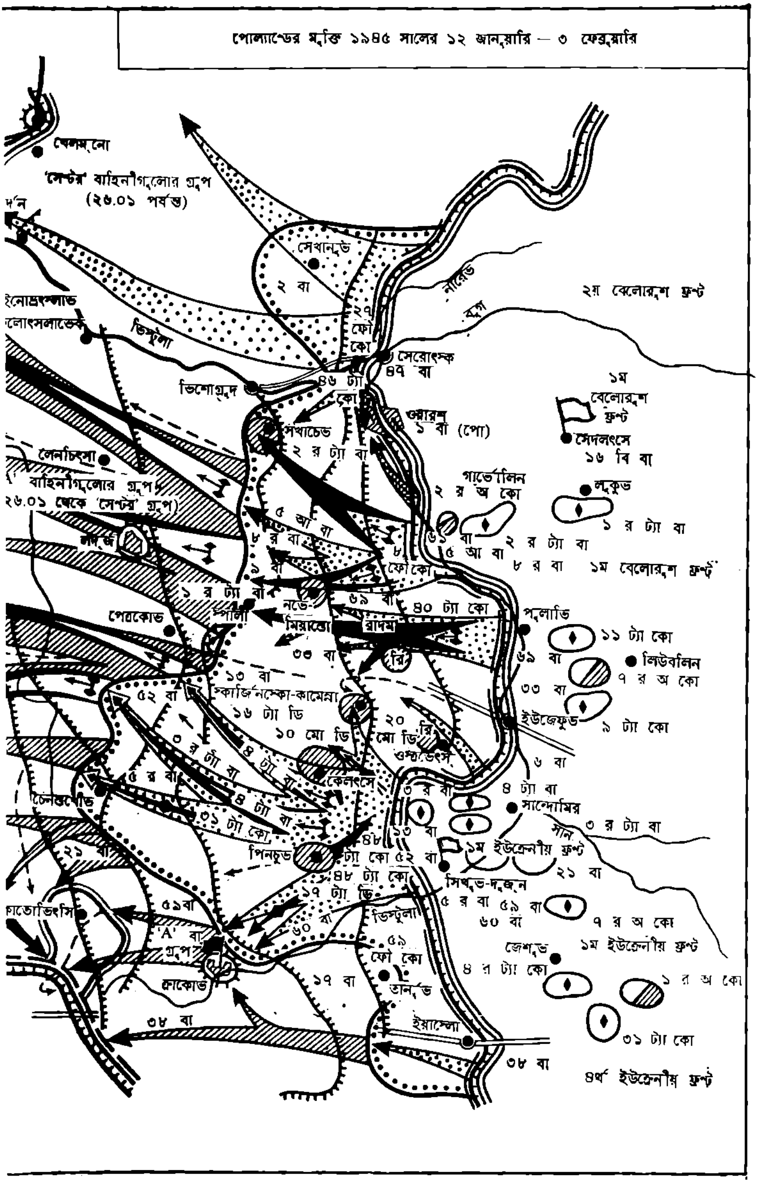

পোল্যান্ডের মুক্তি ১৯৪৫ সালের ১২ জানুয়ারি — ৩ ফেব্রুয়ারি

www.pathagar.com

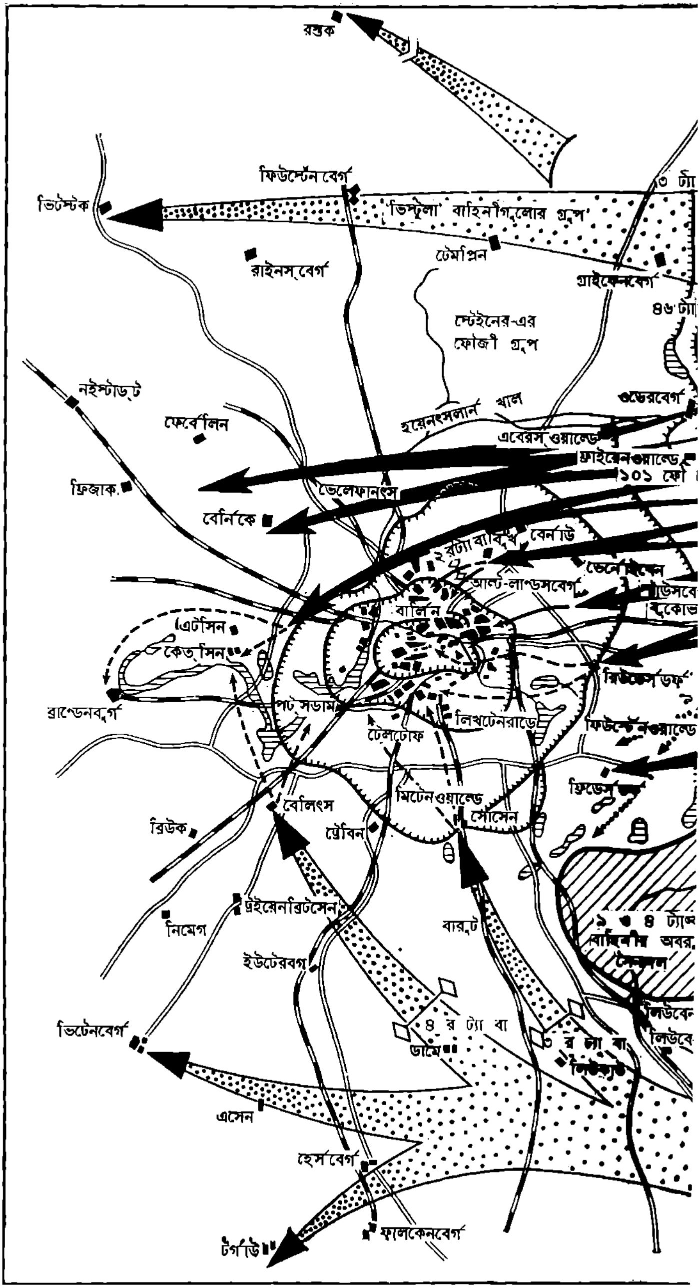
রস্তক
ফিউর্স্টেনবের্গ
ভিটস্টক
'ভিস্টুলা' বাহিনীগুলোর গ্রুপ
টেম্প্লিন
রাইনসবের্গ
গ্রাইফেনবের্গ
স্টেইনের-এর
ফৌজী গ্রুপ
নইস্টাড্ট
ফেরবেলিন
হুয়েনৎসলার্ন খাল
এবেরস্‌ওয়াল্ডে
ফ্রাইয়েনওয়াল্ডে
ফ্রিজাক
ভেলেফানগ্স
বের্নাউ
আল্ট-লান্ডসবের্গ
বার্লিন
এর্টসিন
কেতসিন
ব্রান্ডেনবুর্গ
পটসডাম
টেলটোফ
লিখটেনরাডে
ফ্রিডের্সডর্ফ
মিটেনওয়াল্ডে
সোসেন
বেলিৎস
ব্রিউক
ট্রেবিন
ট্রইয়েনব্রিটসেন
নিমেগ
বারুট
ইউটেরবগ
ভিটেনবের্গ
৪ র ট্যা বা
ডামে
এসেন
হের্সবের্গ
ফালকেনবের্গ
টর্গাউ

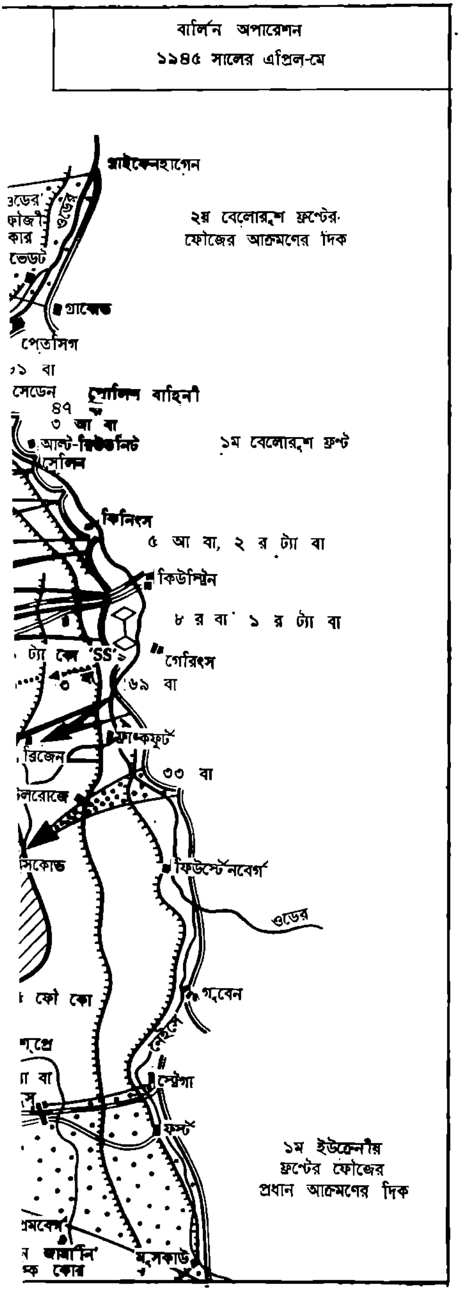

www.pathagar.com

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়। আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

www.pathagar.com

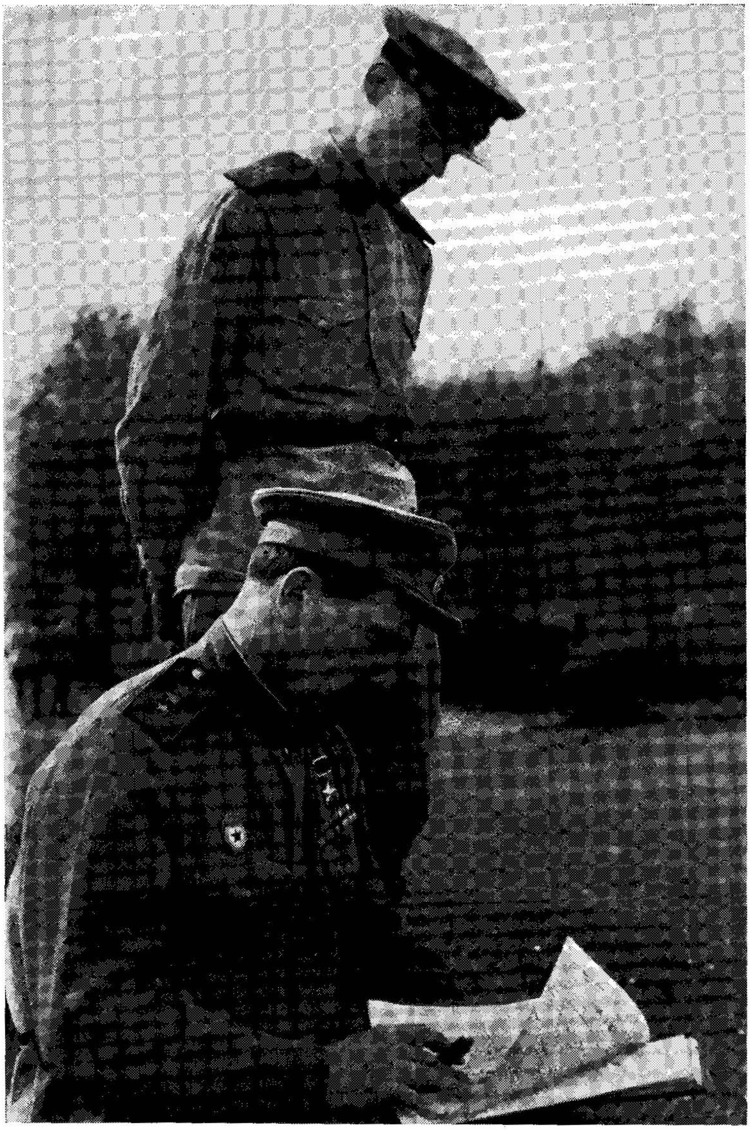

বাহিনীর সেনাপতি চুইকোভ জরুরী গুপ্ত বার্তা পড়ছেন।

www.pathagar.com

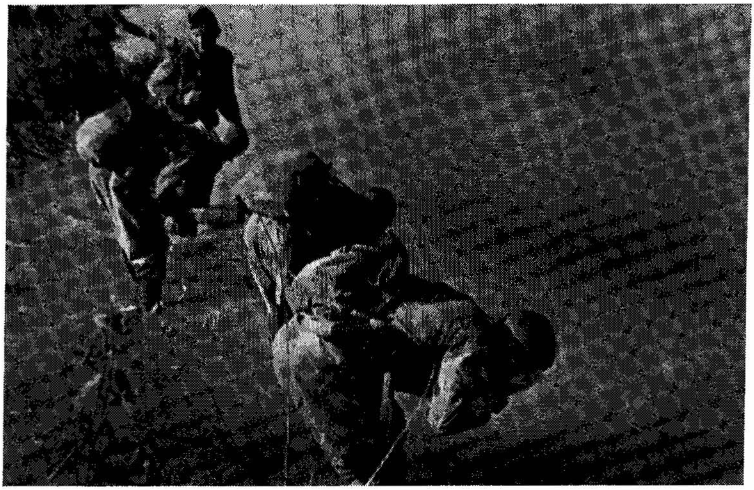

ভিস্টুলা। ধূলিপূর্ণ পথের শেষে।

যোদ্ধাদের যুব কমিউনিস্ট লীগে গ্রহণ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ভিস্টুলা নদীতে।

www.pathagar.com

পজ্‌নান শহরের বাসিন্দাদের সঙ্গে সোভিয়েত সৈন্যদের সাক্ষাৎ। ১৯৪৫

ভিস্টুলা নদীর অঞ্চলে
বিমান বিধ্বংসী ব্যাটারি।

www.pathagar.com

ভিস্টুলা নদী অতিক্রম করার প্রাক্কালে অফিসার আর সৈনিকদের সম্মুখে বাহিনীর সেনাপতি ভ. চুইকোভ।

www.pathagar.com

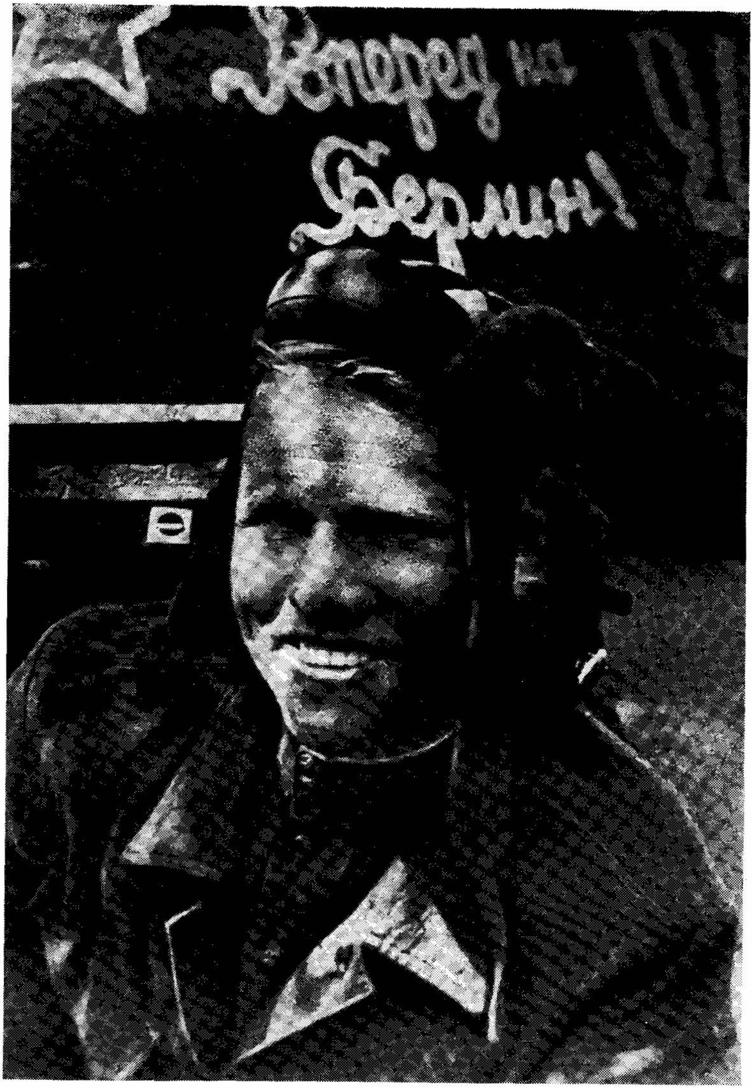

ট্যাংক-যোদ্ধা।

www.pathagar.com

ভ. চুইকোভ ও সামরিক পরিষদের সদস্য আ. প্রনিন।

আমাদের সবার পথ বার্লিনের দিকে!

www.pathagar.com

পজ্‌নান শহরে সোভিয়েত ট্যাংক বাহিনী।

ওডের-এর তীরে আক্রমণের পাদভূমি।

www.pathagar.com

রক্ষী পতাকা প্রদান।

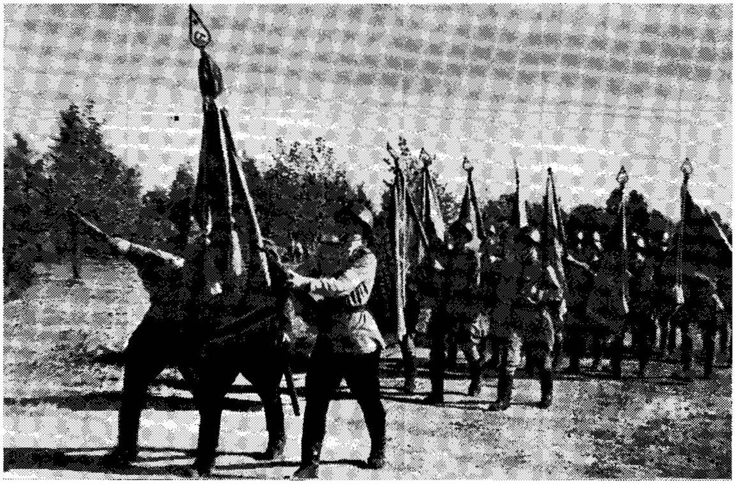

www.pathagar.com

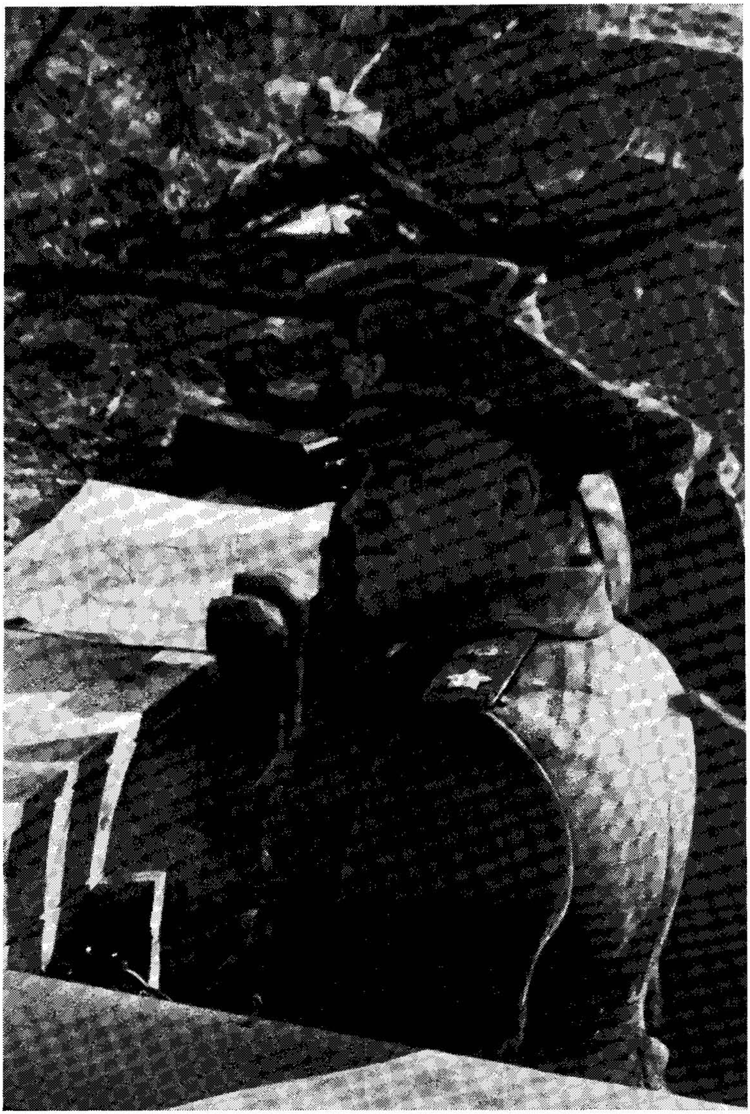

৮ম রক্ষী বাহিনীর কমাণ্ড পোস্টে মার্শাল গ. জ়ুকোভ।

www.pathagar.com

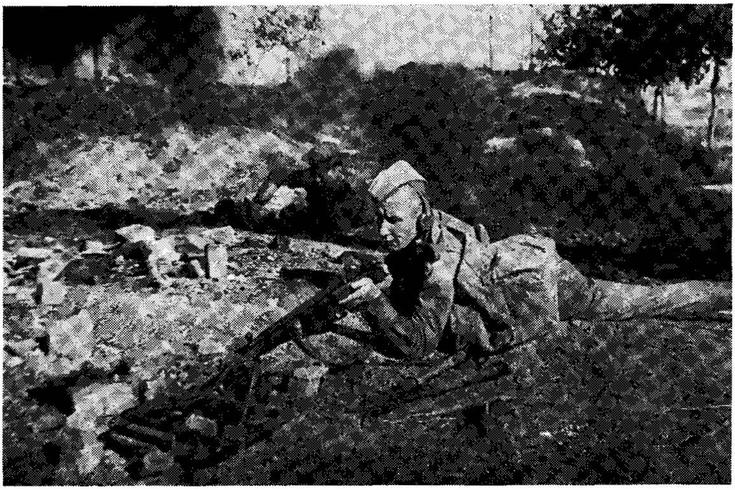

কর্মরত স্যাপাররা।

শ্‌ভেরিন শহরে লড়াই।

www.pathagar.com

পোলিশ জেনারেল রলিয়া জিমেরস্কি।

গ্রেজনো শহরে পোলিশ সৈন্যদের প্রবেশ।

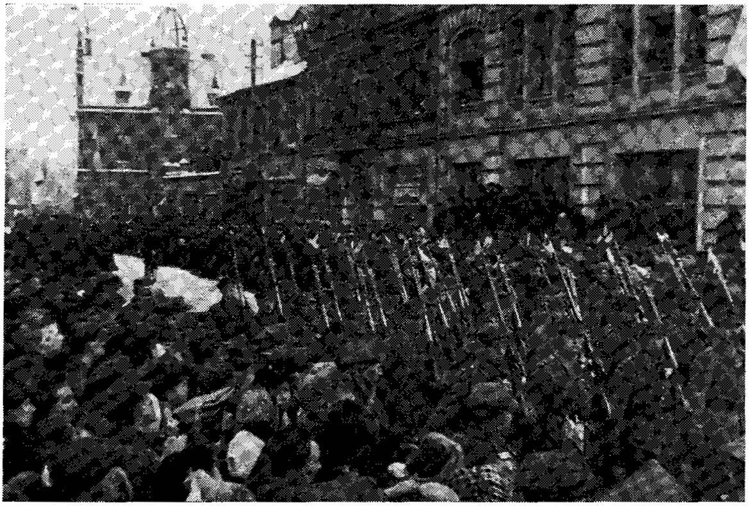

www.pathagar.com

www.pathagar.com

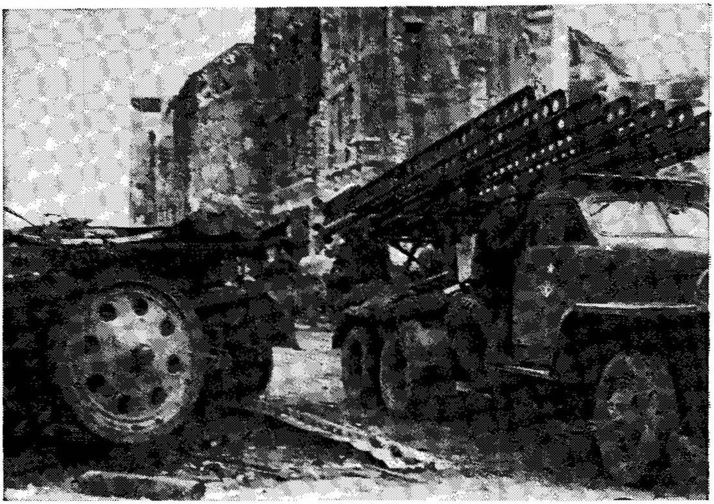

বার্লিনের রাস্তায় রকেট মর্টার কামান ('কাতিউশা')।

বিজয় দিবসে।

www.pathagar.com

শত্রুর দৃঢ় ঘাঁটির উপর ভারি কামান দাগা হচ্ছে।

বন্দী সৈনিকরা।

www.pathagar.com

গোলন্দাজরা খাচ্ছে।

www.pathagar.com

বার্লিনের উপকণ্ঠ। ট্যাংকের সমর্থন পেয়ে পদাতিক সৈন্যরা
লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

জেলোভ শহরের দক্ষিণে সোভিয়েত আর্টিলারির দ্বারা বিধ্বস্ত
যুদ্ধোপকরণবাহী ট্রেন।

www.pathagar.com

দৃঢ় ঘাঁটির সামনে ট্যাংকবিরোধী পরিখা ও 'ড্র্যাগনের দাঁত'।
মেজেরিৎস্ সুদৃঢ় অঞ্চল।

বার্লিন চলো!

www.pathagar.com

বাসিন্দারা বার্লিনের নগর-সেনাপতির নির্দেশ পড়ছে।

শহরের লোকজন রাস্তা পরিষ্কার করছে।

www.pathagar.com

সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ভাসিলি চুইকোভ (১৯০০-১৯৮২) হচ্ছেন একজন বিখ্যাত সোভিয়েত সেনাপতি, রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের (১৯১৮-১৯২০) এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের (১৯৪১-১৯৪৫) সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। জার্মান ফ্যাসিস্ট হানাদারদের সঙ্গে সংগ্রামের বছরগুলোতে ভাসিলি চুইকোভ ৬২ তম বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন (১৯৪৩ সালে তা পুনর্গঠিত হয়ে ৮ম রক্ষী বাহিনী নামে পরিচিত হয়)। স্তালিনগ্রাদের প্রতিরক্ষায় এই বাহিনীটি এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে এবং লড়াই করতে করতে ভোলগার তীর থেকে বার্লিনে গিয়ে পৌঁছয়।

যুদ্ধের সমাপ্তি পর্বে বাহিনীর সৈন্যরা লাল ফৌজের আক্রমণাভিযানের প্রধান দিকে কর্মরত থেকে পোল্যান্ডকে মুক্ত করার কাজে অংশগ্রহণ করে, বার্লিনের উপকণ্ঠস্থ মজবুত প্রতিবন্ধকগুলো অতিক্রম করে এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানির খোদ রাজধানীর উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ চালায়। এই বইটিতে ওই সমস্ত ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে।

বইয়ের অনেকগুলো পৃষ্ঠা জুড়ে আছে বার্লিন গ্যারিসন এবং জার্মানির সৈন্য বাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার বর্ণনা। বার্লিনের জন্য লড়াইয়ের শেষ দিনগুলোতে ওই সমস্ত আলাপ-আলোচনা চলে ৮ম রক্ষী বাহিনীর কমান্ড পোস্টে। তাতে মার্শাল চুইকোভও ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ নিয়ে মার্শাল চুইকোভ আরও তিনটি বই লিখেছেন: 'শতাব্দীর সমর', 'স্তালিনগ্রাদের পশ্চিমাভিমুখী রক্ষীরা', 'স্তালিনগ্রাদ থেকে বার্লিন পর্যন্ত'।